সাইপ্রাস-সূর্য ম্যাকারিঅস্

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

জ্ঞানধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ

চৈত্র, ১৩৭০

প্রকাশক

মনোরঞ্জন মজুমদার

আনন্দধারা প্রকাশন

৭।১-বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর

সুধীর পাল

সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১১৪/১-এ, রাজা রামমোহন সরণী

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

খালেদ চৌধুরী

অনলস যোদ্ধা
শ্রীমাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরমপ্রীতিভাজনেষু

সান্‌-ফার্নান্দো
ত্রিনিদাদ

সাইপ্রাস !

এ জলের নীল ভ্রূণে সূর্যের অমিত বীর্য ঝরে
রূপ নিলো যে জাতক কিছু তার স্বাদে টল টলো ;—
কিন্তু তার বেশীটাই রুক্ষ পাহাড়ে গহ্বরে
প্রচণ্ড বিদ্রোহ নিয়ে ধাক্কা দেয়। বলে চলো, চলো—
দুরন্ত এগিয়ে চলো এশিয়ার তুরঙ্গম বেগে
ঠাণ্ডা বানিয়ায় তুমি য়োরোপে নিশান ওড়াও
রক্তে লাল। দলে দলে পদাতিক এগিয়েছে জেগে
পূর্বাশার দাহ নিয়ে শীত দেশে আগুন ছড়াও।
শুকনো ঘাসের বুকে বীজে বীজে নতুন চিৎকার ;
লেবুবনে দখিনায় আলু থালু বসন্ত উৎসব ;
গ্রীসের উর্মিল জল আছড়িয়ে পড়ে বারবার,—
সেকালের ক্ষতচিহ্ন একালেতে করে কলরব
এ দ্বীপের নীল চোখে স্বপ্ন ভাঙা রাতের কবিতা
বেদনায় গান গায়,—"এসো রক্ত জাগানিয়া মিতা !"

ম্যাকারিঅস্!

ছাই শুধু; রুদ্ররূপ বিস্মবিয়সের অন্তস্তল
হিম, তবু রেখে গেছে শিখাহীন দাবদাহ আশা!
দূরের মিছিলে ভাসে আদিগন্ত নীলের অতল!
ধুলো ওড়ে, ঢেকে যায়, মর্মরিত কবরের ভাষা।
উদয় দিগন্ত পারে, অস্ত সমুদ্রের ফেনা মেখে
জ্যোৎস্না ধোয়া আক্রোদিতে ভৈরবের অভিষঙ্গ খোঁজে,
রুক্ষ তীক্ষ্ণ কী চিৎকার! তুমি তা শুনেছো থেকে থেকে;
কাপালিকা এ তামসী যন্ত্রণায় জবাচোখ বোঁজে।
ঢুলে পড়ে মৃতলোকে শতজটা বহ্নির ফুৎকারে,
জেগে ওঠে দিগন্তর। জেগে ওঠে একাল-সেকাল!
পঞ্চমুণ্ডে সমাহিত, শতমুণ্ড দিলে বারে বারে
প্রহরে প্রহরে বলি। জেগে ওঠে বেতাল কংকাল।
প্রাচী প্রতিচীর যজ্ঞে আকাশ-পাতাল ব্যাপী দাহ।
ভেসে যাক, বয়ে যাক, দিকে দিকে লাভার প্রবাহ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

কিন্নর পাহাড়ী

কল্‌হনের দেশ

ভাস্বর দিগন্ত

মরুমায়া

রূপে রূপান্তরে

কান্তার কান্তি

ক্যারাবিয়ানের সূর্য
(২ খণ্ড যন্ত্রস্থ)

স্বর্ণ মৃগয়া (যন্ত্রস্থ)

চার শহীদ

গীভাস

দিখেনীজের হস্তাক্ষর

শহীদ

দশ। কাসিয়া
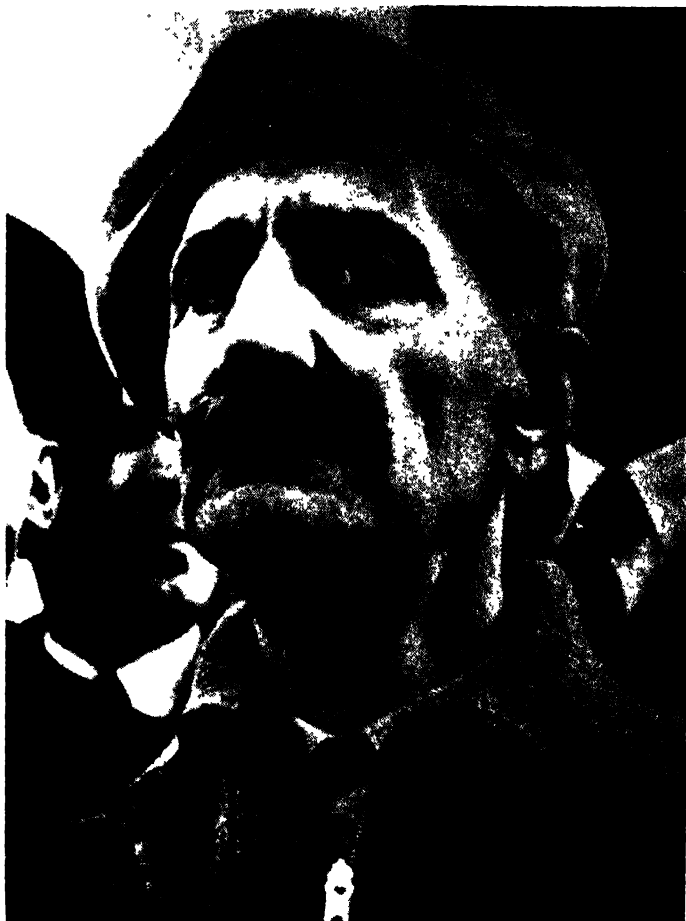
সাইপ্রাস
উ

এক ॥ সেকাল-একাল

অনেকেই বলেছে সাইপ্রাস দ্বীপটির চেহারা যেন মাংস-কাটা খাঁড়া। হাতলখানা এগিয়ে আছে এশিয়ার দিকে। যদিও সাইপ্রাসের ইতিহাস কবুল দেয় না যে, এশিয়াবাসী য়োরোপকে কুপিয়ে কিমা করেছিল কোনোকালে। তবে ক্রুজেডের সেই দুর্দিনে তুর্কীদের আড্ডা ছিল সাইপ্রাস। 'সিংহ বিক্রম' ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ড সাইপ্রাসকে ক্রুজেডী খ্রীষ্টানদের জবর আড্ডা করে আগলে রেখেছিলেন। এসব ইতিহাস-কথা।

আমার চোখে সাইপ্রাস কিমা-কুচুনো খড়্গ নয়। আমি সাইপ্রাসকে চিনি গরুড়-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ দিয়ে, মনীষী থালেস জীনো, হোমর এবং মিসেয়োকে দিয়ে। আমি জানি সাইপ্রাসকে ক্রথা (Crete) দ্বীপের প্রতিবেশী বলে; লোহিত সভ্যতার আত্মীয় বলে, বৃষ-বাহন বকেশ, দীনেশ-এর লীলাভূমি বলে; নীল-লোহিতের শূল এবং মুষলের ডমরু এবং শিঙ্গার উপনিবেশ বলে। সাইপ্রাসের প্রত্নতাত্ত্বিক অজায়েব ঘরের বৃষটিও যেমন শক্তিমান, দেবী-মূর্তিগুলিও তেমনি শক্তিময়ী।

মোটকথা আমি দেখছি ভূমধ্যসাগর মুঠো তুলে নীল জলের ওপরে লাল সেলাম জানাচ্ছে। তজনী এগিয়ে দিয়েছে এশিয়ার দিকে, এশিয়ার লোহিত-সভ্যতা (ফিনিসিয়)-র* দিকে, এশিয়ার বেদ, রুদ্র, তামা, ব্রোঞ্জ, রং, হাতির দাঁত, বৃষ, ত্রিশূল, পুরুৎ, আরতি মঞ্চের দিকে, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের দিকে; এশিরীয় এবং আরিয়ান (ইরাণ) জোব্বা, টুপী, কাঁচের মালা, নীল কলাই-করা ইট, সোনার গহনা, লম্বা দাড়ি, কপালের দিকে কাট ঘাড় অবধি ঝোলানো চুল, স্নানঘরের বাহার এবং বলি উৎসর্গের রবরবার দিকে।

আমি দেখছি সাইপ্রাস এশিয়া-য়োরোপার পাণিপীড়নের নর্মক্ষেত্র। বৃষ-রূপী ইন্দ্র কুমারী য়োরোপাকে ভাগিয়ে এনে দ্বীপে ঘরকন্না করেছিল। য়োরোপ

* 'ফিনিসিয়া' শব্দটার সঙ্গে লোহিত বর্ণের অর্থঙ্গম গোত্রতার জন্তে ডঃ সুনীতিকুমার চাটুজ্যের দলিল হাঁটকাতে হবে।

সভ্যতা বা শ্বেতদ্বীপি দ্বৈপায়ন সভ্যতা সে অঙ্গীকারের প্রতিভূ ঐ তর্জনী সঙ্কেত চিহ্নিত বিদ্রোহ ,—দ্বীপ, নাম—সাইপ্রাস।

ক্রীট, কার্পাথোস, রোডস্ এবং সাইপ্রাস। গ্রীস উপদ্বীপ থেকে আনাতোলিয়া উপদ্বীপের মাঝে শত শত দ্বীপমালার মধ্যে চারখানা—কুলিনান, ওর্লফ্, পীট্ এবং কোহিনুর এই চারটি রত্নদ্বীপ। কিন্তু এ মালা কার মালা? গ্রীসের, নাকি তুর্কের, কার মালা এটি?

এটাই হলো সাইপ্রাসের ঝামেলার তাবৎ ইতিকথা।

এমনি ঝামেলার সৃষ্টি করাই সওদাগরী সভ্যতার প্রথম কারামাত্। যত্র ঝামেলা তত্র ফয়সালা। যত্র ফয়সালা তত্র ক্রান্তি বা শান্তি। যাই হোক, সওদাগরী সভ্যতারই "পাঁচো অংগুলী ঘী-মে", অর্থাৎ কচ-এ বারো, কচে বারো। ক্রান্তি হলে সংগ্রাম, সংগ্রাম হলে মূল্যবৃদ্ধি, তেজারত বৃদ্ধি, সওদাগরীর বাড়বাড়ন্ত। তা-বড়ো তা-বড়ো হালুম হালুম সব সওদাগরী সফেদ সভ্যতার দেশে শেয়ার বাজারে কচুগাছ বেড়ে হবে তাল গাছ, গাধায় ডাক ছাড়বে ঘোড়ার দিদিমার মতো। যুদ্ধ, তা যেখানে হোক,—শকুনের আর শাদা সওদাগরের লাভ। মানুষের মরা-বাঁচা, দুঃখ-সুখ? হিরোসিমার দুঃখ-সুখ কে দেখেছে? ধানের ক্ষেত মুছে দিয়ে ভিয়েৎনামের মতো শ্যামল উপদ্বীপময় নাফাম চাষ কে, কারা করছে? ঐ ক্রান্তি জাগানো মরোকু দল।

অথচ ওদের শান্তি-সাগরে ঢেউ গোনার একখানি দিগ্‌গজী তীর আছে, মহামানবের সাগর তীর, নাম উনো বেনব্য। উনিয়েই আছে! উনো থেকে থেকে দুনো আর হলো না। যেখানে উনোর থাবা সেখানেই শান্তি দল, যেখানে শান্তিদল সেখানেই মার্কিনী ঋণ; যেখানে মার্কিনী ঋণ সেখানেই মার্কিনী সাবধান-সতর্ক বিভাগের কৈলাও আয়োজন। গলা টিপে হলেও সে শান্তি গ্রহণ করতেই হবে; নিলেই আসবে ক্রান্তি। এবং তা এলেই নয় সাইপ্রাস, নয় কাশ্মীর, নয় কঙ্গো।

অর্থাৎ যদি অশান্তিই এলো, যুদ্ধ এবং তাবৎ যুদ্ধীয় ব্যবসায় সওগাত,—কালা বাজার, মুদ্রামূল্য হ্রাস, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি, স্কুল-কলেজ-হাসপাতালের ঘড়িতে বরাবরের জন্য বারোটা বাজলো, কনট্রাকটর মহলে ঘিয়ের পিদিম জ্বললো,— শাদা ব্যাঙ্ক কালা টাকায় মট্ মট্ করতে থাকলো। জায়া-জননী বাজারে বেগুন পালংয়ের মতো বিকি-কিনির সওদা হলো। সঙ্গে সঙ্গে আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা প্রভৃতি খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেলো। 'সকল কথা কইলো না'।

আর যদি শান্তিই এলো তা হলেই সঙ্গে এলো শান্তির দরবার; শান্তির দূত, শান্তির ডাক্তার, শান্তির টাকা, ব্যাঙ্ক, সুদ;—শান্তির ঢেরা-কাটা পেন্সিল দাগ কেটে দিলো দেশের এপার ওপার। দালালরা দেশ, জাতি, প্রত্যয়, সম্মান সব, সব মুচলেকা লিখে বন্ধকী খাতায় ঢেরা-মারার দলে বন্ধ করলো। এক ভিয়েৎনাম ঢেরা-মারা দুই হলো। এক কোরিয়া দুই হলো। এক ভারত দুই হলো। এক আরব দুই হলো। এক রোডেশিয়া দুই। এক জর্মানী দুই।—ঢেরাতেই কেটে দু'খানা! এক নয় খড়্গ, আর নয় পেন্সিল। কিন্তু খড়্গে হয়তো কাটলো না; পেন্সিলেই কাজ হাসিল। জেনারেল আইসেন হাউয়ার না হোক, লর্ড র‍্যাড ক্লিফ দিয়েও সে জল্লাদপনা হাসিল করা যায়।

এই নীতিরই নবতম উৎসর্গের নাম সাইপ্রাস। বলির বেদীতে হাজির। খাঁড়া উঠেই আছে। পুরুৎরাও মন্ত্রপাঠ করেই চলেছেন। ১৯৪৭ থেকে এই ১৯৭১ পর্যন্ত খড়্গ আর নামছে না। কারণ? দু'ধার থেকে দু'খানা আরো খড়্গ যে কারা তুলেছে। নাম ম্যাকরিয়স এবং গ্রীভাস; নাম এনোসিস এবং ইওকা (Enosis এবং Eoka)।

খড়্গ তুলেছে তুর্কী, খড়্গ তুলেছে গ্রীস। তুর্কী ও গ্রীসের জনতাদের তাতাচ্ছেন তুর্কী ও গ্রীসের টিকি যাদের হাতে, ডলার দুনিয়ার গুরুজীরা। তাঁরা থাকেন ব্যাঙ্কের ভিত আঁকড়ে অতলান্তিকের এপার এবং ওপার।

এইসব পশ্চিম সংস্থার "শান্তি" জবর ঠুসে ভরে দেবার ঠেলায় সাইপ্রাসের আজ নাভিশ্বাস। সেই সাইপ্রাস এবং মাকারিওস এবং গ্রীভাসের কথা বলতে গেলে প্রথমে চিরতরুণী সুন্দরী সাইপ্রাসকে জানতে হবে।

ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্ব কোণে ৩৫৭২ বর্গমাইলের পাহাড়ে-দ্বীপ। "যেন ছাড়ানো ষাঁড়ের ছাল জলের ওপর শুকুচ্ছে"—অনেকে বলে। লেজের দিকটা কারপাস্ উপদ্বীপ চল্লিশ মাইল দীর্ঘ। তুর্কীর নাকের ডগায় বলতে গেলে সে লেজ। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ উপত্যকাটি কেবল উত্তরের অর্ধেকটাতেই বিস্তীর্ণ, এরই মাঝামাঝি জায়গায় রাজধানী, নাম নিকোসিয়া। দক্ষিণ দিকটা পাহাড়ী। লম্বা পাহাড়ের মালা, কাইরেনীয়া। পাহাড় আরম্ভ হয়েছে উপত্যকার দক্ষিণে এবং বরাবর ঢল খেয়ে নেমেছে সমুদ্র-কিনারে। শত শত খাঁড়ি। দুরন্ত জঙ্গল। যাতায়াত সঙ্কীর্ণ, দ্বিধা-সঙ্কুল। মাঝে মাঝে গ্রাম, নিরন্তর সংগ্রাম করছে দুর্যোগ আর প্রকৃতির সঙ্গে। অন্নহীনা ভয়ঙ্করী পৃথিবীর কঠিন রুদ্রতাকে স্বীকার করেই মুঠোয় মুঠোয় মানুষ বাস করে এই কৃপণ মাটির বুকে। কেন

করে, এটা জীবনের উপাদান নয়, রহস্য। তাই মাঝে মাঝে গির্জা আছে। সাইপ্রাসের গির্জা সত্যিকারের গির্জা। ধর্ম সাইপ্রাসের জীবনতাপ, ফুসফুসের প্রবাহ। রাজনীতি কেন, সব নীতিরই উত্থান-পতন, সত্য-মিথ্যা, ধর্ম-অধর্মের দ্বিধাহীন আলোচনা, বিতর্কের জায়গা চার্চগুলো : সে ধর্ম মাত্র ওপারের ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাগবর্তী তীরের জরাপ মহল নয় ; সদ্য সদ্য প্রাণের বেদনা-মাধুরীতে আঙুল বোলানোর মায়ায় ভরা। এ ধর্মের আবাস অন্তরে, নিবাস ঐ চার্চ-গুলোতে। সাইপ্রাসের চার্চগুলো সত্যিকারের আশ্রম। আশ্রয় দেয়। গেলে থাকার জায়গা, খাবার রুটি পাওয়া যাবে। তাই গির্জা, নাকি দুর্গ—হঠাৎ বোঝাও যায় না। এসব দুর্ভেদ্যতার আড়ালেই যুগে যুগে গড়ে উঠেছে ওদের গণজীবন। ওদের মনোভাব বিদ্রোহী, রক্ত বিপ্লবী।

গির্জাগুলোর প্রভাব, গড়ন এবং ব্যবস্থা দেখলে হঠাৎ মনে হবে দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতার মন্দির নগরীগুলোকে। দৃঢতায়, পরিসরে, ব্যঞ্জনায়, তাৎপর্যে ধর্মই সাইপ্রাসের গণজীবন। গণজীবনই সাইপ্রাসের ধর্ম। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পাফোস্-এর বিশপ মারা গেলেন। উত্তর-সূরিকে চিহ্নিত করে গেলেন না। কীতিওন এবং কাইরেনীয়ার দুই বিশপের মধ্যে এক নির্বাচন হলো। দশটি বছর পাক্কা চাণক্য আর মেকিয়াভেলীর ভোজবাজী, ডিগবাজী, দমবাজী, কারসাজি অবিচ্ছিন্ন চললো। সাইপ্রাসের উত্তর-দক্ষিণের ঢাকনার মধ্যে তামাম দুনিয়া জগঝম্প তুলকালাম রাজনীতি করলো। কারণ কেবল একটি ধর্মযাজক 'নির্বাচিত' হবেন। তাবৎ দুনিয়ার ধর্মযাজকদের গুষ্টীর কৌলীন্যে গণনির্বাচন তো বিষম নাককাটাই বেশরমী, বেহজুতী। কিন্তু শোনে কে! ধর্ম সাইপ্রাসের প্রাণ। ধর্মগুরুই সাপ্রিঅটদের রাজার রাজা, বাপের বাপ। ওদের ডেমক্রাসীও চার্চকে জড়িয়ে। ওদের বিশপদের মধ্যে জনতার প্রিয়ভাজন কে তা জনতাই নির্বাচন প্রথায় জানাবে। আশ্চর্য লাগলেও সাইপ্রাসে এ নিয়ম অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

তাই এইসব 'বিশপ'দের নির্বাচনে অংরেজ বন্দুক শুধু যে পাহারাই দিতো তা নয়, কলকাঠিও নাড়তো। বিশপরাও নির্বাচনের আন্দোলনে কেবল যে, পারমাত্মিক সদ্‌গতিরই সুপারিশ এবং ব্যাখ্যান করতেন তা নয়,—রীতিমতো দাল, রুটি, লকড়ীর কথাও বলা হতো। 'কথা' ইত্যাদিও যা বলা হতো তাতেও জীবাত্মার চেয়ে জীবের কথাই থাকতো বেশি।

জীবের খানদানি চমৎকার খানা পহন্না, বাসা, চাষ, এবং তস্য নির্গলিতার্থ দেশের শাসন-ব্যবস্থা—এসবের কথা নিয়েই ধর্মের কথা চলতো। আপদ্ধর্ম,

জীবধর্ম এবং মোক্ষধর্ম এই তিনবর্গ নিয়েই সাইপ্রাসের জীবন। কাজেই বিগত ইতিহাসের মর্মে মর্মে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, শ্রীমান অংরেজ মুরুব্বি সিপ্রিঅট বিশপদের দফায় দফায় দেশদ্রোহিতার রং-এ ভূত সাজাতে চেয়েছে। কিন্তু চাইলে হবে কী! সিপ্রিঅটগুলো দুর্দান্ত গ্রীক। ওসব আমলই দেয় না। ইংরেজ যতোবার বিশপদের মুখ কালা করতে চেয়েছে ততোবার সাইপ্রাসের বর্ণান্ধ বাসিন্দারা বিশপদের ক্রমদীপ্তমান লালই দেখেছে। সাইপ্রাসের গণ-বিদ্রোহের চাণক্য, বিশ্বামিত্র,—ঐ সিপ্রিঅট ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ত, নাম তাদের —বিশপ। কেবল ইংরেজ ছাড়া আর সবাই এমন কি তুর্করাও, তাদের বদান্ত ধর্মবোধ এবং দেশাত্মতার প্রশংসা করেছে। আজও বিশপদের ইতি-উতি কিছু-কিঞ্চিৎ গতি-মতির হেরফের পাপ নজরে পড়া সত্বেও সিপ্রিঅটরা ভালোবাসে প্রজার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত এই বিশপদের।

তবে, কিন্তু মনে দুটো কথা হঠাৎ তোলপাড় শুরু করেছে। সাইপ্রাসে হঠাৎ ইংরেজ কেন? আরে মঁসিয়ে, এ আবার একটা প্রশ্ন হলো? তা হলে ইংরেজ হংকং-এ কেন? শুনুন মশায়, সাইপ্রাসে ইংরেজ আজ নয়! সে সেই ১১৯১ থেকে। কিমাশ্চর্যমতঃপরমৃহ? শুনুন তবে আরও কথা! ইংরেজ-রাজ কেশরী-হৃদয় রিচার্ড সাদী করেছেন সাইপ্রাসে, মধুযামিনী কাটাচ্ছেন সাইপ্রাসে। কেন? শ্বশুরবাড়ি নয়, অথচ সাদী, বাৎ ক্যা? বাৎ যে ওরা জন্ম থেকেই ইংরেজ। আর দোসরা কথা যা তোলপাড় করে সেটা সাইপ্রাসের এই নেহাৎ বলিবর্দতা। ১১৯১ থেকে ১৯৭১, হয়ে গেলো পাক্কা ৭৮০ বছর, অথচ ক্ষুদে বামন এ দ্বীপের এমন দ্বৈপায়ন গোঁ কেন? মেছুনীর পুত হয়েও বেদ আউড়ে বামুন হবার চাড় কিসের তোর এতো? তোদের এতো তালেবর তেজই বা আসে কোত্থেকে, আর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে তোদের এই ফচকেপনাই বা কেন শুধু শুধু? কারণ ফচকেপনাও যদি ৭৮০ বছর ধরে চালানো যায় তাও হয়তো উপনিষৎ হয়ে যায়। কিন্তু বেদ বাদ দিয়ে এ উপনিষৎ রচনা করায় বামুনে জিদ সৌপ্রিঅটরা পায় কোত্থেকে? মাথার ওপর রোম নেই?—না, নেই। রোম নেই। ঐ মন্ত্রটির সাধনই সাইপ্রাসের জিদ এবং দেশদ্রোহিতা নামক দুই দাঁতের বিষঝাড়ার বীজ।

তার মানে সৌপ্রিঅটরা তবে কে? গ্রীক না তুর্ক? অর্থাৎ ভারতবর্ষের বেলায়

যন্ত্র নাম মোছলমান এবং হিন্দু—সাইপ্রাসের বেলায়ও তাই, গ্রীক এবং তুর্ক। সোজা দেখা যাচ্ছে, যাতেই একখানা থেকে দু'খানা হতে পারে তাই করতে হবে নইলে ভারতবর্ষ কার? জবাব, ভারতীয়দের? কারা ভারতীয়? যারা ওখানে থাকে, যাদের চৌদ্দপুরুষের নাড়ীর কবর আর ছাই ওখানে পোঁতা, তা ভাষা, পোশাক, ধর্ম যাই হোক না কেন। কিন্তু তা হলে যে, 'দু'খানা' হয় না। এবং 'দু'খানা' না হলে লড়াই নামক কারবারটার ফলাও হয় না। না হলে শ্বেতদ্বীপী কারখানার বিস্তর মাল,—জাহাজ, ট্যাঙ্ক, বন্দুক, প্লেন—এ সবের বাজার বেনেরা পায় কোথায়? সুতরাং যে যে দেশে শান্তি আছে, অথচ যাদের কাছে যুদ্ধ করার কলকারখানা নেই, তাদের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করো, তাদের গড়ে উঠতে দিও না, যন্ত্রশিল্পের ব্যবস্থায় পাকা হতে দিও না। যদিও তারা হয়তো পেটে খিল এঁটে দু'পয়সা কামাচ্ছে কোনো রকমে, শান্তিতে আছে। থাকতে দিও না, আঁকশি দিয়ে সে দু'পয়সাও বার করে নিয়ে এসো। তারপর নিজেদের লাভের উদ্বৃত্ত টাকা সব ঢালো ঐ সব দেশে, সুদও নাও, দাদনও নাও, মুচলেকা লিখে নাও, টাকা খাটুক, ওরা খাটুক, খাটুনী না বন্ধ হোক। তোমরা যন্ত্র চালাও, বাজার মাৎ করো। যাবৎ এসব শান্ত খোকাদের মধ্যে লড়াই, তাবৎ তোমার পাচো অংগুলী ঘী-মেঁ। তাবৎ তুমি জগদ্দল রাষ্ট্র। লঙ্কা ভাগের কালনেমি।

১৯৩৯-এর পর রুজভেল্ট-চেম্বারলেন-দালাদীয়রের যোগাযোগের ফল যুদ্ধটাও যেমন জমলো, তেমনি মার্শাল প্লানের শেকড়ও গাড়া হলো। এ প্লানটার কীর্তি কেবল চিয়াং-কাঈ-শেক্ ধরনের আধাদরজন কুইজলিং সৃজন করা। সদ্য ভূমিষ্ঠ ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো ধাইবাবাদের কানও কুইজলিং-মন্ত্রে ঠাসাই ছিল। সেখানেও স্বদেশী সত্ত্বেও নাচটা একই, যদিচ পাকটা ছিল উলটো। তার ফলে জমে উঠলো "উনো" ক্লাব, "নাতো" ক্লাব, "সিয়াতো" ক্লাব,—এমন কি ঘোর প্যাচালো একটি বিচিত্র ক্লাব—নাম "কমনওয়েলথ ক্লাব"—যার মানে, একজন জাপানী রাজনৈতিক ১৯৫৭তে রোমে বসে আমায় বলেছিলেন,—মাছ-ধরা ও ভাজার ভার খোকা রাষ্ট্রদের হাতে সমর্পণ করে নিজে টেবিলের মাথায় বসে থেকে পটুয়াগিরি করার কায়দা। রাজ্য না থাক, রানী রইলো। (১৯৭১-এর কমনওয়েলথ কনফারেন্স থেকে নাজেহাল হয়ে ফিরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হীথ্ বলেছেন, আর যাচ্ছি না কমনওয়েলথ-এ!)

এর চরমে এলো নানা প্রকার সাহায্য প্রোগ্রাম। অবুনিয়াদী মজবুত এক

দল বললো,—ওটা গিলো না। ওটা দেখতে আলুভাতে; কিন্তু ওর ভেতরে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঁটা আদ্যন্তে চ মধ্যে চ। ও ডিশটির নাম নিও-কলোনিয়লিজম্। নিও না। তবুও নাকি অনেকে নিলো; ভারতও নিলো, গ্রীসও নিলো। সেই হয়ে গেলো ঠাণ্ডা লড়াইযের প্রথম হিরোসিমা। সঙ্গে সঙ্গে লাল 'মার্শাল প্লান্' রুশ থেকে রওনা হলো। পীত মার্শাল প্লান চীন থেকে রওনা হলো। তখনকার দিনের মাতব্বররা জবর কূটনীতির চাল দেখালেন, মুচকে হেসে শাদা টাকা, লাল টাকা তুটোই নিলেন। অর্থাৎ এক দলা আলুভাতের জায়গায় দু'দলা গিললেন, এক পাঁজা কাঁটার বদলি দু'পাঁজা গিললেন। কিন্তু সেই হাসিই হাসি যার শেষ বজায় থাকে। বিষে বিষের ওষুধ হয়, কাঁটায় কাঁটা তোলে, কিন্তু মোটে ও খপ্পরে না পড়ার চেয়ে ভালো কোনোটাই নয়। যদি একবার খপ্পরে পড়লে, দু'দাঁতের ফাঁকে জিভের মতো, তুই জাঁতার ফাঁকে দানার মতো, তুই সতীনের মাঝে পতিটির মতো, বরাতে লাথি-ঝাঁটা।

এ তত্ত্ব ভারতে আমাদের উপাদেয় ভাবেই জানার কথা। একদা ছিলাম ভারতীয়, হিন্দী-হিন্দু হিন্দুস্তান, হয়ে গেলাম নিজের ভাইয়ের জ্ঞাতি, জ্ঞাতি-শত্রু। হিন্দের মানুষ, তাই বহিঃরাষ্ট্রে পরিচয়-ছিল 'হিন্দু'। সেই হিন্দু হয়ে গেলাম ধর্মমতে হিন্দু। হিন্দু আর মুসলমান, তুই 'জাতি' হয়ে গেলাম! শান্তির দেশ ছিল কাম্বোজ, মালয়, শ্যাম,—বরবাদ হয়ে গেলো; ছিল জাত সেমেটিক আরবীয়, হয়ে গেলো জ্যু এবং মুসলমান। যারা একদা য়োরোপময় ধর্ম ধর্ম ধ্বনি তুলে মনের সাধে সামন্ততন্ত্রী ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাস তুলে লক্ষ লক্ষ নিরীহকে অবিচারে নির্বিচারে বর্বর পশ্বাচারে মেরেছে, কেটেছে, পুড়িয়েছে, ফাঁসি দিয়েছে, বলাৎকার করেছে, গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর জ্বালিয়ে খাক করেছে,—যারা মানুষকে কখনই মানুষের অধিকার দিতে আদৌ চায় নি,—তারা এই যন্ত্র ও বাণিজ্য (অ)সভ্যতার দিনে নয়া মাল বাজারে চালু করে দিলো, নাম "শান্তি", চাও বা না-চাও, দিয়ে ছাড়বে ওরা। ওরা যুগ যুগ ধরে শান্তির নামতা মুখস্থ করেছে, শান্তির সাকরেদী করেছে, শান্তির যোগাভ্যাসে ওরা যে একেবারে মহর্ষি! ওদের শান্তি যে কী চীজ আজ আরবে এবং শ্যাম উপদ্বীপে গেলে বোঝা যাবে, দু'দিন পরে ভারতেও আবার তা এলো বলে।—লক্ষণ সবই আবার দেখা যাচ্ছে।

এই অপরূপ শান্তি-চাষের নবতম ফসল,—নাম গ্রীস ও সাইপ্রাস।

(আবার ক্ষীণ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে অন্য ফসলের, নাম ইরিত্রিয়া এবং আবিসিনিয়া। সেও এক মোচ্ছব লেগেছে।)

সাইপ্রাস চিরকালই গ্রীস। সেই যবে থেকে গ্রীস গ্রীস, মিশর মিশর, তবে থেকেই সাইপ্রাস গ্রীস। গ্রীসের ইতিহাসে সাইপ্রাস মাত্র অনুপ্রাস নয়। তত্ত্বতঃ যথার্থ।

আজ কিন্তু সীপ্রিঅট বলে কথাটি পাকিস্তানী বলে কথাটারই মাসতুতো ভাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের আঁতুড়ঘর এক, ধাই এক, নাড়ী-কাটা এক নক্ষত্রে। আমরা যারা আমাদের নাকের ডগায় রাষ্ট্রপিতা এবং রাষ্ট্রপতিদের বেমক্কা ঢাকের জবাবে কিস্‌সুটি বলতে পারি নি, আমরা যারা আজ নবযুবকদের চ্যাংড়া, গুণ্ডা, ভারাটে বলতে দ্বিধাও করছি না, আমরা যারা আমেরিকার কাঠগড়ায় আমাদের মুদ্রামূল্য, দ্রব্যমূল্য, মান-নীতি, নারীর সতীত্ব, মর্যাদামূল্য চড়িয়ে দিয়েও "ব্যা" করে ডাকারও অধিকার হারিয়েছি,—আমরা সহজেই বুঝতে পারবো। আজ সিপ্রীঅট কথাটা উঠেছে প্রাণের দায়ে ; নইলে সাইপ্রাস নাম থেকেই ওটা গ্রীক , ভীনাস-এর জন্মভূমি, মার্স-এর নর্মভূমি।

তুর্কী কিন্তু মানে না সাইপ্রাস গ্রীকদের, সাইপ্রাস সীপ্রিঅটদের। তারা বলে সিপ্রীঅটদের বলে কিস্‌সু নেই, সবটাই তুর্কের। কেন ? তিব্বত যেমন চীনের ; আফগানিস্তান যেমন ভারতের , পারস্য যেমন মাসিদনের— সেই মতো। একদা তুর্কই সাইপ্রাস জিতেছিল, তা হলে তো আলবানিয়া, বুলগারিয়া, এমন কি গ্রীসও তুর্কের। তবে সে দাবির কথা কেন ওঠে না ? অতলান্তিক সনদে বিজিত দেশ ও জাতির মুক্তি কবুল করাই আছে। তবে কেন ?

মানে, একদা তো মুঘলরা দিল্লী শাসন করতো। অংরেজ যখন গেলো তখন মুঘলদের হোক দিল্লী। মুঘলরা যত্রঃ নেই, তত্রঃ মুঘলদের জ্ঞাতভাই মুসলমান তালুকদারদেরই হোক। আরে মুঘলদের জ্ঞাতভাই তো বিকানীর, যোধপুর, অম্বর, মায় শম্ভুজী পর্যন্ত জীবন্ত। তাতে কি ? দিল্লীর জন্যে মুসলমান। হিন্দুর জন্যে গঙ্গায় ডোবো, বা সফেদশাহীর ছায়াতলে থাকো। এ নীতির বোঝাপড়া নিয়েই রাষ্ট্রসংঘের শতরঞ্চ খেলা চলছে, চলবে। কে বললো উপনিবেশের বহ্নিকর্ম শেষ ? যাবৎ ঔপনিবেশিক লোভ, তাবৎ তার বৃত্তি। যাবৎ বৃত্তি, তাবৎ সমস্যা থাকবেই।

কাজেই সাইপ্রাসের ইতিকথা জানতে হয়।

তা হলে যেতে হয় নিওলিথিক যুগে (C. 3700 B.C.)—যে-কালের ঐতিহ্য-বাচক মালপত্র পুরাবিদ্দের মারফত নিকোসিয়ার জাদুঘরে বিদ্যমান।

কিন্তু নিওলিথিক যুগ নিয়ে তো ইতিহাস লেখা চলে না। ইতিহাস আসছে ১৩২৫ খ্রীষ্ট পূর্বতে, মানে ট্রয়ের যুদ্ধের আগে। ভারতবর্ষে আর্যরা তখন সবে কিছুকাল এসেছেন। এশিয়া মাইনরের হিতাইৎ শিলালিপিতে এক অহীজব-দের উল্লেখ পাচ্ছি। মিশরীয় পটে এদের নাম পাওয়া যাচ্ছে 'অক্‌কইওয়াশা' (অক্ষীবংশ ?)। আজও মিশরীয় ভাষায় 'অসী' (অক্ষী-র অপভ্রংশ ?) শব্দটির অর্থ সীপ্রিঅট। এরা মিশর জয় করতে আসে গ্রীসের উত্তরস্থ থেসালী (দেবশালী ?) প্রদেশ থেকে। সুতরাং এ মানুষগুলো বনেদী 'গ্রীক' নয়, গ্রীক ভাষাটা হয়তো জানতো, বলতো, কিন্তু এরা সভ্যতর, এবং গ্রীক সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র। এদের বলা হয় Achaean (অক্ষী বংশ ? "সাইপ্রাস্" শব্দটা কি ইন্দাস্-এর মতো 'অক্ষিপ্রদেশ'-এরই গ্রীকরূপ ? অক্ষয় ?); এরা যে আর্য এটা প্রথমে মানা সম্ভব হয় নি। পুরাতত্ত্ববিদ শ্লীমান্ তো এদের মাইসিনীয় বলে হড়পই করে নিয়েছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন পুরাবৃত্ত-চাঁই স্যার উইলিয়ম রিজওয়ে। তিনিই স্পষ্ট করে বোঝালেন—

(ক) মাইসিনীয়েরা লোহাব ধার ধারেন নি; অক্ষয়ন্ বংশ দিব্যি লোহার বাজারূ ব্যবহারে ওস্তাদ কারিগর।

(খ) হোমরে শবদের দাহ করছেন গ্রীস বিজেতা অক্ষয়ন্‌রা। মইসিনীয়রা কিন্তু কবর দিচ্ছে।

(গ) অক্ষয়নদের দেবতা বৈদিক, পাহাড়ে উঁচুতে বিদ্যমান; মাইসিনীয়দের তেমন উঁচু জাতের আভিজাতিক দেবতা-ফেবতা নেই।

(ঘ) অক্ষয়নরা খড়্গপাণি, চর্মধারী, গা ঢেকে আপাদমস্তক চাপকানো অঙ্গরক্ষা ঝুলিয়ে দিতেন ধাতুর গ্রন্থীশলাকা দিয়ে। মাইসিনীয়রা সে পোশাক ব্যবহার করতে জানতো না।

(ঙ) এসব ছাড়া, কী কেশবিন্যাসে, কী অলংকৃতিতে, কী রান্নাবান্নায়—এদের জীবন ও জীবিকার ধারা দক্ষিণ গ্রীসের মতো নয়, ছিল না।

যে কোনো কারণেই হোক এরাই গ্রীস, আয়োনিয়া, এশিয়া মাইনর, কৃথাদ্বীপ (Crete) এবং সাইপ্রাসের তামাম মাটি ছেয়ে ফেলে। এদের

সংস্কৃতিই সাইপ্রাসের আদিমতম সংস্কৃতি। এরাই বোধ করি মধ্য য়োরোপীয় কেল্‌ট্‌স, যাদের বহু বিস্তৃতি খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের এক বিস্ময়।

কিছুকাল পরে ডোরিকরা এসে এই গ্রীকদেরই তাড়িয়ে নিয়ে গেলো আয়োনিয়া এবং থ্রেস অঞ্চলে। সাইপ্রাসে গ্রীক রাজত্বের প্রথম সূত্রপাত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে, অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরও পাঁচশো বছর আগে থেকে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯১ থেকে সাইপ্রাস সিপ্রিঅটদের, অর্থাৎ সেই ডোরিক জবরদস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে ততদিনে সাইপ্রাসের "নিজের" রাজা হয়েছে। সাইপ্রাস ভাষায়, সংস্কৃতিতে যেমন গ্রীক, তেমনি রাজনৈতিক উপাদানেও স্বাধীন দ্বীপে স্বাধীন সরকারের আয়ত্তে। কিন্তু ততদিনে আলেকজাণ্ডারের পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী সাম্রাজ্য টুকরো হয়ে গেছে। মিশর পড়েছে টলেমীর ভাগে। গ্রীস ও মিশরের মাঝের সব দ্বীপই তখন টলেমীর। সাইপ্রাসও টলেমীর। সেও গ্রীকই। কারণ টলেমী গ্রীক। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮তে মিশর হয়ে গেলো রোমের। ফলে সাইপ্রাসও, গ্রীসও। রোম এবং গ্রীস সভ্যতা এক হয়ে যেতে লাগলো। ওদের দেবতা পুজো ধর্ম সবই এক হয়ে গেলো। রোম জিতলো গ্রীসকে অসভ্যতা দিয়ে, গ্রীস জিতলো রোমকে সভ্যতা দিয়ে।

এর অল্প পরেই সাইপ্রাস সেই প্রাচীন ধর্ম হারালো, হলো খ্রীষ্টান। সে কথা পুরোপুরি জানতে হবে। না জানলে আজের দুনিয়ার ম্যাকারিওস, গ্রীক চার্চ এবং ম্যাকারিওসের এতবড়ো দাপটের নাড়ীর খোঁজ জানা যাবে না। কথা জমবে না।

খ্রীষ্টীয় ইতিহাসের প্রথম দিকে বার্নাবাস নামক এক সিপ্রিঅট ধনী তাঁর জমা টাকা খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সমর্পণ করলেন। সালামিস্ নগরীতে সেন্ট পল্ এলেন বার্নাবাসের আমন্ত্রণে, তাঁর সঙ্গে। তখন সারজিউস পলাস্ সাইপ্রাসে রোমের প্রতিনিধি। তিনি পল্‌কে রাজধানী পাফস্-এ নিমন্ত্রণ জানালেন। তখন যীশুখ্রীষ্টের নামও কেউ শোনে নি, প্রেম-ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনার দিন তখন নয়। সারজিউস একটু মজাই দেখতে চাইলেন। এক জাদুগরকে ডাকালেন, নাম ইলাইমাস। বলা হয়, সেন্ট পলের কেরামতি দেখেশুনে জাদুগর ইলাইমাস নাকি থ' বনে গিয়েছিলেন। শুধু থ' নয়; একেবারে অন্ধ! এতো তেজ বিকীরণ করেছিলেন মহামতি পল্ যে জাদুগর যে জাদুগর, তিনিও

একেবারে ধান্ধা থেকে অন্ধা। অন্ধ হয়ে গেলেন। ধাঁধার জবাবে ভেল্কী। খ্রীষ্টীয় ধর্ম মানুষকে ধাঁধা দেখিয়ে অন্ধ করে দেয় এটাই কি সে ধর্ম ছড়াবার জবর কারণ হলো!

আমরা সেধে অন্ধ হতে যে চাই তা আজেব আম্রীকী 'লেণ্ড-লীজ' আমলেই শুধু প্রমাণ হয় নি। এটি ইম্পিরিয়লিজমের খাঁটি ও গোড়ার কথা। যাক, ঐ ম্যাজিক ইত্যাদি বাবদ সারজিউস্ পলাস্ অবশেষে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। সাইপ্রাস হয়ে গেলো পৃথিবীব প্রাচীনতম রাজ্য, যার শাসনকর্তা খ্রীষ্টান। সাইপ্রাসে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে বার্নাবাস এবং পলের নাম মিশে রইল।

কিন্তু একদা সেই বার্নাবাস এবং সেণ্ট পলেই বিরোধ হয়ে গেলো। ওরা তখন সাইপ্রাসেব বাইরে ধর্মপ্রচার করছিলেন। বার্নাবাস ফিরে এলেন জ্ঞাতিভাই জন মার্ককে নিয়ে। মার্কও পলের মতো যীশুর অন্তরঙ্গদের অন্যতম।

এইবার এক খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হলো। ইলাইমাস পাক্কা রোম্যান। তার ধাক্-এ ঘাটতি পডতে দেওয়া চলবে না।

মার্ককে নিয়ে বার্নাবাস ক্রোমিয়া সাইটায় নেমে পায়ে হেঁটে জঙ্গল-পাহাড় ভেদ করে চলেছে। মার্ককে প্রধান পদে নিয়োগ করে সাইপ্রাসের প্রথম বিশপ-এর অভিষেক করার ইচ্ছে। কিন্তু প্রাচীন পাফস্-এ পৌঁছেই বার্নাবাসের চোখ ছানাবড়া। তামাম তাগড়া-তাগড়ী জোয়ান-যুবতী আপাদমস্তক উলঙ্গ হয়ে বছুরকী "ক্রীড়া-কৌশল" দেখাবার রঙ্গে বিভোর। ন্যাংটা মেয়ে আর ঘেরাটোপ পরা সন্ন্যাসী! এসব ব্যভিচার দেখে সন্ন্যাসী মশাই দিলেন শাপ। সঙ্গে সঙ্গে তামাম পাহাড় ভেঙে পড়লো। প্রেম-ভক্তির প্রথম পাঠ প্রথমেই সাঙ্গ হলো। ঠ্যালার নাম বাবাজী! সেই ঠেলিয়ে বাবাজীত্ব খ্রীষ্টীকরণ সাঙ্গ হলো। কৃতিমান বার্নাবাস আরও এগিয়ে চললেন। এলেন সিতিউম্ নগরী হয়ে সালামিস্-এ।

কিন্তু সেই জাদুগর ইলাইমাস এদিকে ক্ষেপে লাল। উলঙ্গ-রঙ্গ বন্ধ করার জন্যে হন্যে হয়ে পাহাড় কাৎ করা দেখাবে সে। সালামিস-এ বেশির ভাগই ইহুদী। বার্নাবাস এসে তাদের হঠাৎ কিছু ভজাং না দেয়, সেই সাবধান বাণী দেবার জন্য এলাইমাস্ ছুটলো। কিন্তু বার্নাবাস আগেভাগেই পৌঁছে তো গেছেনই, সীনাগগ্-এ ইহুদীদের সুমুখে বক্তৃতা প্রপঞ্চে মেতে গেছেন।

ইলাইমাস তো আরও ক্ষেপিতং। নিজের লোকজন জড়ো করে রাতারাতি সে বার্নাবাসকে ধরে, বেঁধে, লটকে, পুড়িয়ে ছাই করে নিশ্চিহ্ন করলো!

কিন্তু পোড়ানোর পর ছাইপাঁশ সব বস্তাবন্দী করে রাখলো। মতলব সমুদ্রে ছেড়ে দেবে। কিন্তু জ্ঞাতিভাই মার্কা বস্তাটি চুরি করে এক গুহায় লুকিয়ে রাখে; সঙ্গে বার্নাবাসের স্বহস্তলিখিত পুঁথি। মহর্ষি মাথুর লিখিত সুসমাচার কাহিনীখানাও তারই মধ্যে।

ইহুদীদের দাঁত খাট্টা করার সুমতলবে জেরুজালেম শহরকে শহর রোম্যান সম্রাট টাইটাস পুড়িয়ে খাক করলেন ৭০ খ্রীঃ অব্দে। হীরকের গড়া আশ্চর্য সেই মন্দিরটি ধ্বংস করলেন। ইহুদীরা বংশ বংশ ধরে সেই পোড়া ছাল ধরে আজও অশ্রুবর্ষণ করে। আজও করে। ইহুদীরা মৌকার তালাশে রইলো। এবং এলো সেই মৌকা—১১৭ খ্রীষ্টাব্দে। পার্থিয়ায় তখন বেধড়ক প্যাঁদান খেয়েছেন সম্রাট ত্রাজান্। চুপটি মুখ করে তিনিও এলেন রোম; দিকে দিকে রোম এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো ইহুদী বিদ্রোহ। নেতা—আর্তেমিয়ঁ। ২,২০,০০০ রোম্যান এবং গ্রীক সাইরীন দ্বীপে, ২,৪০,০০০ সাইপ্রাসে কোতলিত হলো। সেই ত্রাজান ফিরে এলেন দু'বছর পরে। এবারে ইহুদীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন সাইপ্রাস থেকে। আইন করে দিলেন, সাইপ্রাসে ইহুদী আসতে পারবে না কখনও, কোনোদিন। কিন্তু

যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তারা আজ উড়ে যায় বায়ুভরে—

সে রোমই মিশে গেলো চাপে, কালের চাপে। সে ফতোয়াও ভাক থামালো। সে পরে। তখনকার দিনে সমুদ্রে ভেসে আসা ইহুদীকেও সাইপ্রাসে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসিতে লটকানো হতো।

আজ সাইপ্রাসে যত্র তত্র খুঁড়লেই যে-সব পুরাকীর্তির সাক্ষ্য মেলে তার কারণ কেবল মানুষের সৃষ্টি করা উৎপাতই নয়, প্রকৃতিরও যথেষ্ট কেরামতি আছে কবর দিতে। সাইপ্রাসে বড়ো বড়ো ভয়াবহ ভূমিকম্প লেগেই আছে। কনস্টানটাইনের সময়ে প্রাচীন সালামিস এমন নিশ্চিহ্ন হলো যে, নতুন নগরী গড়া হলো। সালামিসের নতুন নামকরণ হলো কনস্টানসিয়া। ৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমের বিপক্ষে আবার হলো গণ-বিদ্রোহ। এবার নেতা কোলোসিরুস, এক উট-ওলা। বিদ্রোহ দমন করেন দালমেসিউস্। কোলেসিরুসকে টরাস্-এ নিয়ে গিয়ে সাজা দেওয়া হয়, মহান্ কনস্টানটাইনের আদেশে। জীবন্ত তার দেহ থেকে চামড়া খুলে নেওয়া হয়। তারপর দেহটাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়!

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্মের নামে সিপ্রীঅটদের গণ-বিপ্লবের অন্ত নেই। সন্ত মামমাস, সন্ত ল্যুনিয়ান, সন্ত আরিগুক্‌লস্‌, সন্ত আক্রা, সন্ত অগস্‌বুর্গ, সন্ত আরিস্তয়ঁ, সন্ত দমিসিয়ঁ, সন্ত থিওজোতাস্‌—এবং এঁদের মধ্যে মণিকার সহস্র সহস্র আরও। সাইপ্রাসের মাটি জিদ্দী শহিদের রক্তে বুঁদ।

অথচ বলে, পাফস্‌-এর সমুদ্র বেলায় ঘন থকথকে ফেনার বন্যা। পশ্চিম ভূমধ্যসাগর থেকে ভেসে ভেসে আসে, জড়ো হয়, ছড়িয়ে পড়ে। সে ফেনা গায়ে হাতে জড়িয়ে থাকে আঠার মতো, সেই ফেনাব সমুদ্র ভেদ করে এক বিচিত্র রাত্রির জ্যোৎস্না পৃথিবীর তীরে নেমে আসার জন্য দেহধারণ করেছিল। সে দেবীর নাম হলো আফ্রোদিতে, ভীনাস, কিউপিডের মা, যার প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিল মার্স। পাফসের সমুদ্রের বুকে পেঁজা তুলোর মতো ছড়ানো সেই ফেনা জ্যোৎস্না-তরঙ্গে ফুলে উঠতে দেখলে মনের সমুদ্রতীর আজও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। শুকতারার জন্মভূমি, কামদেবের লীলাভূমি এই সাইপ্রাসের ইতিহাস জুলুমবাজী আর জবরশাহীর দাপটে রাঙা। সাইপ্রাস কাঁদে।

সাইপ্রাসের দেবদারুবন পৃথিবী বিখ্যাত। ৩৫৭২ বর্গ মাইলের দ্বীপটি উত্তরে 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধোবগাহ্য' কাইরেনিয়া পর্বতমালা। দক্ষিণ দিকেও ফৈলাও পাহাড়। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটা পুরোই গভীর জঙ্গল এবং পাহাড়; ৫০০০।৬০০০ ফুট অবধি উঠে গেছে। এই বৃহৎ সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের কোনো ছন্দ নেই। অত্যন্ত বন্ধুর, কর্কশ, দুর্গম,—যার নাম কান্তার। এরই মধ্যে সাইপ্রাসের নবজন্মের নায়করা আপ্রাণ দুর্গম দুর্গ খুঁজেছে, আশ্রয় পেয়েছে। নেহাৎ জানাশুনো ছাড়া, পথপ্রদর্শক ছাড়া যারাই গিয়েছে, 'ফেরে নাই'। ইংরেজ কুকুর লাগিয়েছে, কাঁদুনে গ্যাস ছেড়েছে, কিন্তু লার্নাকা, পাপুসা, আদেলকয়, ক্রদোস্‌-এর গহীন জঙ্গলের গভীর দুর্গম থেকে সংশপ্তকদের খসাতে পারে নি।

দুই সার পাহাড়ের মাঝের উপত্যকার ফালিটুকুতে বয়ে যায় পিডিয়াস আর পেন্দাজিয়া। সামান্য এই জমিটুকুতে চাষ-আবাদ যা হবার হয়; নইলে উত্তর কিনারে পাহাড়ী তীরে চাষবাস হয়। পূর্ব-দক্ষিণ কোণটুকু একটু যা সমতল; এইখানেই লাইমাসোল, লার্নাকা এবং ফামাগুস্তা এই তিনটি শহর। নইলে সাইপ্রাসের প্রধানা নগরী নিকোসিয়া পিডিয়াসের তীরে মধ্য উপত্যকার

মাঝামাঝি জায়গায়। সাইপ্রাসের তীরভূমি মাত্রেই এমন পাহাড়ী যে, সাইপ্রাসের ভালো বন্দর নেই বললেই হয়। পশ্চিমে আছে পাফস্ (বর্তমান নাম কেটিমা), উত্তরে কাইরেনিয়া বন্দর আর দক্ষিণে লাইমাসল এবং লার্নাকা। এরা কেউই বড়ো জাহাজকে ঠাঁই দিতে পারে না।

জায়গাটার সঙ্গে পরিচয় না হলে মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচয় হয় না। যেমন পাঞ্জাবকে না জানলে শিখ, নেপালকে না জানলে গুর্খা, বুন্দেলখণ্ডকে না জানলে জাঠ—বা বাংলাদেশেকে না জানলে বাঙালী কবিতা বোঝা অসম্ভব।

সাইপ্রাসের স্বভাব বনেচর, দুর্ধর্ষ, কঠিন, রুক্ষ। সাইপ্রাসে দ্বৈপায়নী সংকীর্ণতা, হীনতা, সন্দেহ, ষড়যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সাইপ্রাস কর্সিকার মতো গুণ্ডা অথচ অতিথিবৎসল, ইংরেজের মতো বেনে অথচ দেশানুরাগী, সিসিলির মতো ঠগী-ষড়যন্ত্রী কিন্তু পরিশ্রমী এবং গরীব।—সাইপ্রাসের ধর্ম মানে এককাঠ্‌ঠা হয়ে থাকা; গির্জা মানে দুর্গ; মোহন্ত মানে একাধারে গুরু, রাজা, সেনাপতি, বীর। যেন বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা, জমদগ্নির বিচিত্র সংস্করণ।

সাইপ্রাসের গণচেতনার পয়লা ধর্তাই ঐ গির্জেগুলোর মধ্যে। গির্জেগুলো বিদ্রোহের প্রতীক। কেন? সেটা বলতে গিয়েই তো, বোঝাতে গিয়েই তো ইতিহাসের খপ্পরে পড়তে হয়। ইতিহাসের আগেও দেশ। কারণ ইতিহাসের দেশ হয় না, দেশেরই ইতিহাস হয়। সাইপ্রাস অর্থেই কাইরেনিয়া পর্বতমালা।

এই কাইরেনিয়া আর ত্রুদোস পাহাড় নিয়ে মজার কিংবদন্তী সীপ্রিঅটদের ঘরে ঘরে। ওরা বলে ঐ দু'টি পর্বতশ্রেণীই আসলে একদা দু'টি দ্বীপ ছিল। একদা দু'টি দ্বীপের মাঝে ভেসে উঠলো নরম মাটির এক বুক ভরসা। মেসাওরিয়া উপত্যকার শস্য-শ্যামল আশ্বাসে ভরে উঠলো সাইপ্রাস। ফরাসপাতা বৈঠকখানার দু'পাশে দুই বুড়ো যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তামাক টানছে। ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে পাকা জটা মাথার ওপরের আকাশ। এই মেসাওরিয়া উপত্যকার এপার ওপার পুব-পশ্চিম বেয়ে বয়ে যায় পুব-হাওয়া,—সাইপ্রাস যেন তুরস্ক আর ইতালীর মাঝের একটা চোং। ত্রুদোস সে-তো সীপ্রিঅটদের দেবভূমি হিমালয়, মাথায় হিম, পাশগুলো খাড়াই, অসংখ্য খাঁড়ি। দেখলেই ভয় করে। তারই মধ্যে-মাঝে ভিল, ভিলে সে-কালীন গাঁ, সে গাঁয়ের মধ্যে মানুষ বাস করে বুকভরা দয়া-মায়া মানুষপনা নিয়ে। না বোঝে পলিটিক্স্, না বোঝে ঝামেলা। বোঝে তারা, সুখী যা আছে তাই পেয়ে, তাই নিয়ে, তাই অতিথি-অভ্যাগতকে দিয়ে। মানুষধর্মী। স্বদেশ-বিদেশ বোঝে না। স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।

আপেলের বন, আঙুরের ক্ষেত, সেতুতুত্-এর ছায়ায় পুষে রাখা গুটীপোকা। আরও ওপরে খোবানী, লোকাট, পীচ্।' আরও ওপরে ভূর্জ, বয়াস, পাইন। গোলাপ আর চেরীর উৎসব দেখলে মনে হবে কোন দুর্যোগে আনাতোলিয়ায় পাতানো সংসার ত্যাগ করে আনাতোলিয়ারই এক অভিমানিনী নন্দিনী সমুদ্রে নিরুদ্দেশ পাড়ি দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছিল, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ফেলে-আসা তীরের আঁচল মুঠোয় চেপে ধরার প্রত্যাশায়। কে যেন পাথর করে দিয়েছে।

কিন্তু উত্তরের কাইরেনিয়া পর্বতমালা যেন তেমন পাথর নয়। ওটা যেন মধ্যযুগীয় সান্ত্রী-সিপাহী নিবাস। একশো মাইলেরও বেশি পাহাড়ের এ মালাটার মাঝে মাঝেই সামন্তযুগের দুর্গ-প্রাসাদ, প্রসাদের পর প্রাসাদ। মনে মনে চাইলে মনে হয় যেন গিরিমালাটি শত শিখরিণী সামন্তনিবাস। যাঁরা ঘুরে যান 'টুরে' তাঁরা কতোই মনযোগ সহকারে প্রত্নতত্ত্ব গবেষক বনে যান দু'চার ঘণ্টার মধ্যে। তাঁদের অকাল কণ্ডুতির যথেষ্ট খোরাক কাইরিনিয়াময় ছড়ানো দরজনখানেক দুর্গ-প্রাসাদে। ক্রদোস যেমন দেব-দেবীদের রাজ্য, কাইরেনিয়া তেমনি রাজা-রানী-হোমড়া-চোমড়ার গপ্পে গপ্পে ছয়লাপ। বুফভেণ্ডো, হিলারিওন, বেলাপে, নামগুলোই সেকেলে। লেবু, কমলা, তুঁত, করমচা, দেবদারু আর কারোবের সমারোহ। এ তল্লাটে খেজুর, কলা কম। সে-সব পাওয়া যাবে মেসাওরিয়ার উপত্যকায়। ম্যালেরিয়া পাওয়া যাবে লার্নাকায়। শীতে, হাড়কাঁপানো শীতে নিউমোনিয়া পাওয়া যাবে ক্রদোস্-এ; পাফস-এ আঙুর আর মদ-চোলাই, লিমাসল-এ নুন আর সোরা।

কাইরেনিয়া সেকাল থেকে একাল পসারিণী সেজে আছে, সারা সাইপ্রাসের সরবরাহের ব্যবস্থা ওর মাথায় ধরা ঝুড়িতে। কাইরেনিয়ার দেহ ঘিরে সাইপ্রাস ইতিহাসের নানা নৃত্য। পাফস্-এর সমুদ্রতীরেই নাকি চিরযৌবনা নর্মময়ী ঊর্মীস্পন্দিতা গ্রীক-উর্বশী আফ্রোদিতের জন্ম। সে দিকটায় যে কোলাহল কম। কোলাহল এই কাইরেনিয়ার বুকে, পিঠে, পায়ের তলায়।

কাজেই মহাপ্রভুদের আখড়া এদিকেই। ওঁরা দেশে দেশে চড়াও হয়ে মাতব্বরী করবেন; মানুষ-জনকে বুদ্ধু-বেকুব বানিয়ে টু-পাইস্ মেরে দেবার তাল খুঁজবেন; বৌবাজার আর্মানীতলায় মনোয়ারী দোকান খুলে মেকী পিদিমের চাকচিক্য দিয়ে ভুলিয়ে আসল পিদিম নিয়ে লম্বা দেবেন,—কিন্তু পাড়া গড়বেন নিজেদের,—এলাকা স্বতন্ত্র, কায়দা স্বতন্ত্র, তফাৎ তফাৎ—শাদা

আর বেশাদা পাড়া ;—রাজা আর প্রজার পাড়া। সেই সব অংরেজ কুলীন পাড়া এই কাইরেনিয়ার ধারে ধারে। ভারতবর্ষে ওদের নাম ঠেকেছিল দালহৌসী, উটকামণ্ড, সিমলা, মসৌরী, দার্জিলিংএ,—ওদের পাড়া ছিল 'সিভিল লাইনস্', ক্যান্টনমেণ্ট, ল্যান্সডাউন, থিয়েটার রোড ইত্যাদি।—এখানেও তাই।

বাস বোঝাই হয়ে মুর্গী-শো'র-ছাগল-ভেড়ার মতো নিত্যকার ব্যবহার সামগ্রী, জীবনের খোরাক নিয়ে সাধারণ প্রজার দল শাদা বাজারে পৌছবে প্রাণ যোগাতে। শাসক সম্প্রদায় করুণা এবং অকুতোভয়ে কিনে নিয়ে তাঁদের পালিশি গাড়ি করে সোঁ-সাঁ হয়ে যাবেন। কিন্তু কোনদিন বোঝার চেষ্টা করবেন না মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার উৎসটা লেন-দেন-এর ঝুড়ি ঘিরে নৃত্য করে না।

ওরা নামে। সঙ্গে ঝি, বৌ, ছেলে, ঠাকুর্দা। সকলকেই রোজগার করতে হয়। ওরই মধ্যে দামী দামী সেরা সেরা লাটুশ, টমাটো, ডিম নিয়ে যারা বসেছে তাদের চুলের রঙও যেমন ঢেউও তেমনি ; তাদের ওপর গায়ে রঙিন গেঞ্জির চাপে দেহছন্দ বিম্বত অধ্যায়ে অধ্যায়ে, তাদের নীচের গায়ে ছড়ানো মেলানো গ্রীক বৈচিত্র্যে ভরপুর ঘাগরা। ওরা ইচ্ছে করে সেজেছে চারের দামটাকে চোদ্দো করে ঘরে তোলার ফিকিরে। ওরই মধ্যে আছে বাজীকর, ভূতের ওঝা, বেদে ; আছে হাঁপ ধরা বুড়ো, চুল ছাঁটাই নাপিত, মুর্গীর লড়াই, ব্যাঞ্জো হাতে কবি। ওদেরই মধ্যে আছে কাইরেনিয়া তল্লাটের কেউটের দল, যারা ঘিরে রেখেছে বর্তমান সাইপ্রাসের ইতিহাস হঠাৎ ছোবলের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে,—সেই দুর্মদ, দামাল, গেরিলারা। যুগোশ্লাভিয়ায় ওদের মাথায় থাকতো কাপড়ের টুপী, পায়ে উঁচু বুটজুতো, পরনে ভাজে ভাজে জরাগ্রস্ত মোটা কাপড়ের খাকি প্যাণ্ট। এখানে তাও নেই। মিশে আছে সবার মধ্যে। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, যুবা,—প্রত্যেকে যেন বিষিয়ে আছে, টাটিয়ে আছে উপরি-পড়া হালুমবাজ এই চড়াকু সমাজের ওপর, যারা বিদেশ থেকে এসে চৌধুরীপনা করবে, লুটবে, অথচ আলাদা থেকে, তফাৎ রেখে পদে পদে বুঝিয়ে ছাড়বে উঁচু আর নীচুর পার্থক্য।

মাকারিঅস, মাকারিঅসের মা, মাকারিঅসের বাবা—তারাও তো এই ভাবেই ঝুড়ি বয়ে আসতো যেতো। ঐ যারা ঝুড়ি বইছে তাদের মধ্যেই কি বহু মাকারিঅস নেই ? হঠাৎ যদি থেমে গিয়ে কেউ ওদের সঙ্গে কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে মানুষের ভাষায় মানুষের কথা, হয়তো জানবে, কাজের ফাঁকে

'পাব্'-এর 'কাউণ্টার'-এ হেলান দিয়ে যে মানুষটা ব্রাণ্ডি খাচ্ছে সে হয়তো গাঁয়ের পাহারাদার; মোড়ল, আকানথু গাঁয়ের প্রসিদ্ধ ছুতোর; লাপিথস্ গাঁয়ের রেশমী গুটীর চাষা; কোরিনথ গাঁয়ের বিখ্যাত মধুর আরতদার। কিন্তু কাইরেনিয়ার বাজারে ওদের পরিচয়,—কুঁড়ে গ্রীকগুলো, অলস, উদাসীন, কুচুকুকুরে! এই পরিচয়ই যুগে যুগে ওরা পেলো বেনে-শাহী ইংরেজের কাছে।

মালটায় যাও, জিব্রালটার যাও—ইংরেজের স্বভাবে সেই একভাবে কুনো পরিচয়। একটা যুদ্ধ বাধলেই ইংরেজ তাড়াতাড়ি খোলা-মালায় সেজে গলিতে গলিতে আত্মতাই দেখাতে লেগে যায়। কিন্তু সাধারণ জীবনে ঐ একখানা ছোটখাটো ভেঁপু গাড়ি, হাওয়া গাড়িতে চেপে সে ঘুরবে ইয়াট ক্লাব থেকে গোলফ্ রীথ, সুইমিং পুল থেকে টেনিস ক্লাব, নাইট ক্লাব থেকে বড়জোর গির্জা। ব্যস্। লাইব্রেরীতে কলোনির ইংরেজ ঢোকে না। যদি নেটিভদের কেউ তার সঙ্গে কথা বলে ইজ্জতের বারোটা বাজিয়ে দেয়,—এই ভয়েই ওরা সারা। ওদের সেরা নহবৎখানার নাম গবর্নমেণ্ট হাউস। ওদের সেরা ইজ্জৎ গবর্নমেণ্ট হাউসের নিমন্ত্রণপত্র। ওদের সেরা কৌলীন্য মহারানীর জন্ম-দিবসে গবর্নমেণ্ট হাউসের নাচের জলসায় অত্যাধুনিক সম্মান-শিরোপায় ফর্দের শবব্যবচ্ছেদ করা। ওদের কথাবার্তা যদি কেউ আড়াল থেকে শোনে মনে হবে জোয়ারের বেগে নীচের গভীর নোংরা ফেনায় কাদায় ভট্‌ভটে হয়ে ওগরাচ্ছে আর ওগরাচ্ছে। ওঃ, কী যে ক্লান্তিকর! কাজেই চুরুট, সিগারেট আর হুইস্কী।

অথচ এরা আসবে এইসব কলোনীতে। সূর্য-লাগা দ্বীপের ওম্, ট্যাক্স্-বিহীন জীবন, সামান্য খরচায় অসামান্য স্বাস্থ্যবতীর পরিচর্যা লাভ, সামান্য বেতনে অত্যন্ত সুপুরুষ, বলবান সোফের কিংবা মালী লাভ! এসবের মূল্য সাবধানে গুছিয়ে রাখা চোখ আড়ালী একান্তবাসে খুবই উঁচুদরের যে! এবং তা নিয়ে সীপ্রিঅটরা হাসে, জ্বলে, যন্ত্রণা পায়। ছাত্রজীবনে বার বার মাকারিঅসকে বুঝতে হয়েছে শান্ত, সরল জীবন মানেই অলস অকর্মণ্য জীবন নয়। জীবনে যারা আরাম ভোগ করাটাকে তোয়াজ করতে অভ্যস্ত তারা অনর্থক দৌড়োদৌড়ি হুটোপাটি পছন্দ করে না। ভূমধ্যসাগরের জীবনস্রোত নীলে-রোদে-সবুজে রসে-রঙে-গানে আপনা থেকেই স্নিগ্ধ। সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড, জর্মনীর মতো এরা গ্রীষ্মাবকাশের ক'টি মাসের মধ্যে তামাম বছরের আনন্দ ঠেসে ভরার তাড়ায় ভোগে না। অতিথির মতো বিদেশী আসুক। ভূমধ্যসাগর খুশি।

কিন্তু ঐ যে নাক-উঁচুপনা, একটু আলগোছে আলাদা-পনা, ঐ যে বিশ বছর ঘর করেও চৌকাঠের আবডালের ধমকী দেখানো, এতেই তো জ্বালা ধরে। ঔপনিবেশিক সভ্যতার বিষ কোথায়, ইংরেজ বোঝে না। বুঝলে সাইপ্রাসটাকে একটা বদ্ধ পাগলাগারদ করে তুলতো না। একটা বৃদ্ধ-নিবাস গড়তো না এ দ্বীপে।

'ডোম হোটেল' একটা নামী অংরেজ-নিবাস। আছে কারা? সেই হাড়-হাবাতে যমের অখাদ্য একটি গাদী বুড়ো-বুড়ী। রাশি রাশি ঠেলাগাড়ি, চিৎ হওয়া চেয়ার, ক্রাচেশ, ঠ্যেকা, রাবার-জুতো—যেন ভীড়। দফায় দফায় ব্যাগ থেকে এ বড়ি, ও ফল, দাঁতের ডাক্তারের ঠিকানা, হৃদ্‌রোগের বিজ্ঞাপন—এই সবই চলছে। এ ছাড়া পাত্রীতে পাত্রীতে ছয়লাপ। ইনভার্নেস থেকে বোর্ন মাথ্-এর মধ্যে তামাম শ্বেতদ্বীপখানা ঝেঁটিয়ে এডুয়ার্ডিয়ান্ বুজরুকির মোচ্ছব এই একটুখানি জায়গায়। যেহেতু ওরা মিশে মিশিয়ে থাকতে পারে না, যেহেতু ওদের কাঁচের শান-শৌকৎ ঈষৎ অসাবধানেই হেঁটে যেতে পারে, ওরা ওই একটি জায়গায় একটা দল পাকিয়ে থাকবে। সারা দ্বীপটায় ছড়িয়ে পড়বে না।— ওরা পাছে গ্রীক হয়ে যায়, সীপ্রিঅট হয়ে যায়, এই ভয়েই সারা।

মাঝে মাঝে উৎপাতের মতো শিখণ্ডীদের উদয় হয়। এদের মাকারিঅস, গ্রভাস, পাপাডুপুলোস্ প্রায়ই দেখে নিকোসিয়ার ভেতরের 'ঘেট্টো'গুলোকে এড়িয়ে বাইরে বাইরে ঘোরে। মাথায় শোলা-হ্যাট, হাফপ্যাণ্ট আর পুরো মোজা। সব ক'টা বোতাম বন্ধ শক্ত পালিনী কোট। কষে বাঁধা টাই। চুমড়ে রাখা গোঁফের প্রান্ত তামাকের রংয়ে কটা। মুখে দাবানো পাইপ। হাতে ছড়ি। পায়চারি করেন, যেন তাবৎ দুনিয়াকে তটস্থ করে রেখে। একটি পচা ডিম বা একটি টমাটোর আঘাতেই অমন উঁচু তালের ব্যক্তিত্বটি ঠাস্ করে ভেঙে পড়বে।···অথচ মানুষটা যদি মানুষ হয়ে পাশের ঐ আখওলাটিকে জিজ্ঞাসা করতো, এক গ্লাস রস দিতে কতো সময় লাগবে ভাই, এখানে সস্তা দামের এন্তার মদের দোকানটি কোথায়, কোন পথে ভালো শিক-কাবাব পাওয়া যায়—তৎক্ষণাৎ ঐ শোলা-ঢাকা মানুষটিই রক্তমাংসের মানুষ হয়ে যেতো। সাইপ্রাস বলতে সমস্যা থাকতো না। কিন্তু এটা ওরা করে না, ওদের কিরে। ওদের জাত যায়। ওরা বনেদী 'শাসক,' 'শোষক,' 'পোষক' জাত। ওরা মেশে না। কাজেই বিপ্লবের যোগানদারী করে। বিপ্লবের জন্ম তারাই দেয় যারা যে কোনো খাতে অসমানতার দাবি বাঁকিয়ে, হাঙ্গাই খোঁজে।

অথচ ভূমধ্যসাগরের লেভান্ত্ স্বাভাবিক কারণেই মিশে যাবার দেশ। দু'দুটো বিরাট মহাদেশের সংযোগস্থলে, বিশ্বলোকের সেরা সেরা সভ্যতার আদান-প্রদানের শ্রীক্ষেত্র। এখানে মিলেমিশে যাওয়াটাই ঐতিহ্য। ওরা সেদিক দিয়ে গেলো না।

ভূমধ্যসাগরে যেখানটিতে সাইপ্রাস, সে জায়গাটি যেন আপনা থেকেই প্রাচীন পৃথিবীর মোগলসরাই জংশন। স্থলভাগে যেমন কনস্তান্তিনোপল বা ইস্তাম্বুল, য়োরোপ-এশিয়ার মাঝে পুল, জলভাগে তেমনি সাইপ্রাস। মিশরীয়, মাইসীনীয়, গ্রীসীয়, রোমক, ফিনীশিয়, তুরস্কীয়—প্রত্যেকটি ধারার পথে থমকে চেয়ে থাকে সাইপ্রাস। তাই সাইপ্রাসকে নিয়ে এতো মাতামাতি। এশিয়া এবং য়োরোপের জল-বাণিজ্যের পথে এ দ্বীপটির ওপর দিয়ে বয়ে যায় নি এমন সভ্য-সংস্কৃতি নেই বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সাইপ্রাসে বৃষপূজা, ত্রিশূলপূজা, শিবপূজা, বলিদান, ভৈরবত আগম নিগম, দেবীপূজা সেই হিত্তাইৎ আমল থেকে সেদিন অবধি চাল্গা ছিল। থরে থরে প্রত্নতাত্ত্বিক শিলা-সাক্ষ্য মূর্তি-সাক্ষ্য সেকথা প্রমাণ করছে। এবং এখানে এসেছে সুমেরীয় মাদুলী-কবচ, বোগদাদীয় জড়িবুটী, মিশরীয় ভূত-প্রেত, ইশার বাণী, মুসার ধর্ম, পবিত্র ইসলাম।

এতো সংঘর্ষ না হলে এমন বিপ্লবী জাত গড়ে ওঠে না। যতো সংঘর্ষ ততো তেজ; যতো তেজ, ততো শক্তি। শক্তির আধারই ছিন্নমস্তাকে প্রীত করতে পারে।

এ শক্তির প্রচণ্ড উৎস সিপ্রিঅট ধর্মের তত্ত্ব। খ্রীষ্টান ধর্মমত বেশ গোছালো ধর্মমত। যে কোনো সাম্রাজ্যবাদই যেমন আগাপাশতলা আমলাতন্ত্রের ঠাসবুনুনীর ওপর নির্ভর করে, খ্রীষ্টীয় ধর্মতন্ত্রও তাই। তেমনি ঠাসবুনোন আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের আসল তাগৎ যেমন জুলুমবাজীতে, বারুদশাহী সিপাহীতন্ত্রে, তেমনি খ্রীষ্টীয় দুনিয়ার তাগৎও ছিল রাজাদের সম্রাটদের সৈন্য-সামন্তদের গুণ্ডামীর ওপর নির্ভর।

সে-সব দিনে রোমই সম্রাট। অথচ গ্রীসীয় সংস্কৃতি রোমক সংস্কৃতিকে ঘেন্না করতো—মুখ যেমন করে ঝরে-পড়া নাসিকা প্রবাহকে। ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই। গ্রীক চার্চ আর রোম চার্চে বহু প্রভেদ আছে। কেন আছে,

সে দার্শনিক তত্ত্বকথাতে যাবার দরকার নেই। দরকার আছে জানার যে, আসলে পার্থক্যটা তত্ত্বগত বলেই কি এতো খাওয়া-খাওয়ি? তত্ত্ব নিয়ে আর্কফলার আন্দোলন বিপুল হয়ে উঠুক, নস্ত উড়ুক টন-টন, তৎসম শব্দের বন্যা বয়ে যাক। তাতে জাতির মস্তিষ্ক ভারী হয়ে উঠুক, মেরুদণ্ড শিথিল হোক, আলস্য বাড়ুক, বীর্য ক্ষয় হোক—ক্ষতি নেই। কিন্তু ইতিহাস চুপ করে থাকবে না। কালের প্রবাহ তার রোজনামচায় দাগ কেটে যাবেই। কিন্তু এই তত্ত্ব নিয়ে, এই খাওয়া-খাওয়ির পেছনেও বিশেষ একটা ঐতিহাসিক কারণ ছিল। যার ফলে ৪৩১ অব্দে কাউন্সিল অব এফীসাসের সন্ধি। ফলে দুই চার্চ।

রোম সাম্রাজ্য যেমন গদাই হলো গতরে, তেমনি ষাঁড় হলো গোঁয়ে। সম্রাট কনস্টানটাইন আইন করে এর পুব-পশ্চিম ভাগ করে দিলেন। পুবে রাজধানী এরণ্ডকস্টি আর পশ্চিমে রোম। মোটামুটি দু'জনেই সমান। নামকে ওয়াস্তে রোমই প্রধান। লাল বনাৎ পরার শান দুই সম্রাটেরই হলো। এই সম্রাটই ঝামেলা কমাবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন, সেও নামকে ওয়াস্তে। কনস্টানটাইন তালেবর ব্যক্তি ছিলেন, তামাম রোম-দুনিয়ায় পঞ্চ-মকারের অমন শাহানশা দুর্লভ। ভাবলেন ধর্ম-টর্ম যে যা করে করুক, আমার কর্ম ও সর্ম বজায় থাক। কর তোরা দু' হাঁড়ি। মাংস চাখার ভার আমার।

এ দু' হাঁড়ির তত্ত্বকথা কি?

সাধারণ কথা। গ্রীক দর্শনটা ওরই মধ্যে ছায়াবাদ মায়াবাদ থেকে একেবারে নিখাদ কায়াবাদ পর্যন্ত চুটিয়ে কাপ্‌চেছিল। একদিকে যেমন থালেস, প্লাতো, সুক্রাতিস্‌, আরিস্তত্তল,—অন্যদিকে তেমনি এপিকুরাস, ডায়োজিনিস্‌, এনাক্‌সাগোরাস্‌ এবং পিথাগোরাস। অন্ত নেই এদের ভাষায় ও ভাষ্যে। গ্রীসের পক্ষে যথার্থ একথা বলা খাটে যে, য়োরোপের মনে রঙ, বচনে ছন্দ, চিন্তায় বিচার, ব্যবহারে বিধি গ্রীসই এনে দিলো। কিন্তু রোম প্রথম হাতেই সেই গ্রীসকে হড়প করলো সিপিওর আমলে। ঐ তো হয়। তলোয়ার ভাবে হড়প করলো। বুড়ী ইতিহাস কিন্তু চুপি চুপি হাসে। অচিরাৎ রোম বুঝালো যে, গ্রীসই রোমকে হড়প করেছে। মানসে, চিন্তায়, ব্যসনে, বিদ্যায়, শিল্পে, সিদ্ধান্তে, আচারে, ব্যবহারে, পোশাকে—রোম হয়ে গেলো গ্রীক। হাতিয়ারের জোরে সে সভ্যতার নাম হলো রোমক; ইতিহাস আবার হাসলো; গ্যালিলিওর মতো কাঠগড়া থেকে নেমে অধোবদনে বললে,—"কিন্তু পৃথিবীই ঘুরছে!" ইতিহাসও তেমনি বললে, "কিন্তু রোমকসভ্যতাটা গ্রীসেরই!"

গ্রীসে ধর্ম আর দর্শন আলাদা। ধর্মে সুক্রাতিস্ বিষও উৎসর্গ করছেন দেবতাকে, তত্ত্বে কিন্তু অমন নিরাতঙ্ক বৈদান্তিক পাওয়া সুকঠিন। ওরা তত্ত্বকে ছাড়তে নারাজ। করাও যাকে যে নামে পূজা, "কোঈ গল্ নেই বাৎশাহ্," কিন্তু মানতে নারাজ যে, রুটিখানা কাটলেই যীশুর রক্ত গল্‌গল্ করে বার হবে, আর পোয়াতির বাচ্চা হলো শুদ্ধু গায়ে হাওয়া লেগে!

অথচ রোম তাই মানে। রোমের শেষ বয়সের রোগ সেটা। ঝাড়-ফুঁক-জড়ি-বুটি-সহযোগে অথর্ববেদী তন্ত্রসাধন চলছে। কেমন করে নবযৌবন ফিরে পাওয়া যায়; কী প্রকারে পরস্ত্রীকে বশীভূত করা যায়; কী অভিচার প্রয়োগে তাগৎটা সটান মজবুত থাকে। ক্যাবালা আর থেসালিয়ান তন্ত্রে, সিবিলিয়ান এবং বাকানালতন্ত্রে রোম তখন থম থম করছে। যেত্তা পাথুরে দেবতা কাৎ করছে ব্রহ্মবাদী খ্রীষ্টধর্ম, তেত্তা পাথুরে সেট গড়ে তুলছে রোমেব মহর্ষি-ধর্ম। তাতে রাধাও নাচে, তেলও খরচা হয় না।

মহর্ষি পোপ কড়চার পর কড়চা, ফতোয়ার পর ফতোয়া দেন। যেত্তা কডচা ছাড়েন পাতির বদ্‌লি দক্ষিণা পান। ক্বচিৎ বলেন ব্রহ্মচারী হও, ল্যাঙ্গোট কষো; ক্বচিৎ বলেন, বোনের সঙ্গে বিয়ে? হয় না; তবে যদি·· ইত্যাদি। ক্বচিৎ বলেন, ডিভোর্স? সে আবার কি? না করলেই হয়। তবে অন্য বাড়তি একজনে ক্ষতি কি? কারণ রোম রোমই। গ্রীস হতে পারলো না। পারবে কেমন করে? ঠঠেরী বাজারে কেউ মালা কিনতে যায় না। হাতুড়ি পিটে কেউ সেতার বাজায় না। পুঁজিবাদ আর বস্তুতন্ত্র নিয়ে কেউ প্রাণের পিপাসার জল ভরতে যায় না। রোমের ইউট্রাসকান বর্বরতার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা জানে রোমে গ্রীক ঈনিয়াস না এলে রোমের হাল হতো কী!

কাজেই রোমের ভণ্ডামীর সঙ্গে গ্রীসের ভণ্ডামীর সমঝোতা হলো না। দুই প্রান্তে দুই সরকার; দুই প্রান্তে দুই মত, দুই প্রান্তে দুই মহর্ষি পোপ। পুবের পোপ বাইজেণ্টাইন চার্চ অথবা গ্রীক চার্চ। পশ্চিমের পোপ রোম চার্চ। বাইজেণ্টাইন চার্চের ধাক্কা চলে গেলো সুদূর মস্কোভী পর্যন্ত। সেখানে হূণ তথা মঙ্গোল আক্রমণের পর বাইজেণ্টাইন চার্চে অবশ্য কিছু রদ্দো বদল হলো, সে তাতার ঢং বজায় রাখার জন্য। গ্রীক চার্চ কিন্তু তখনও বাইবেলটাকে জুৎসই করে ধরে রাখলো। নাম হলো অর্থডক্স্ (গোঁড়া) চার্চ। রোম বাইবেলকে নিজের সুবিধা মতো ভাষ্য করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিন্তু মিশরীয় তত্ত্বের প্রভাবে এলো কপটিক চার্চ। সেটি আবিসিনিয়ায় চালু।

কালক্রমে একদা গ্রীক চার্চ, বাইজেণ্টাইন চার্চ এক হয়ে গেছে। কপটিক রয়ে গেছে স্বতন্ত্র চার্চ।

কিন্তু সাইপ্রাস চার্চ নিজে চার্চ। এর দাবি, আর কোথাও চার্চ গড়ার আগে এটিই আদিম ও প্রথম চার্চ। সিপ্রিঅট মহন্তই প্রথম খ্রীষ্টান মহন্ত। এবং এ মহন্তর আর কোথাও কোনো হেড কোয়ার্টার নেই। যদি চ কপটিক, গ্রীক এবং সিপ্রিঅট চার্চ, বলতে গেলে, তত্ত্বকথায় প্রায় এক এবং রোমের কট্টর প্রতিপক্ষ, তবুও চার্চ মহালে এই সাইপ্রাস চার্চ তথা সাইপ্রাস চার্চের প্রধানের তালেবর ইজ্জৎ শাহানশাহ্ থাক। সত্যই, এদের অনুশাসন, অনুশীলন, অভ্যাস, ব্যবহার যোগধর্মী এবং প্রাচীন আশ্রমিক সভ্যতারই রূপান্তর। এ চার্চের কৌলীন্য উচ্চকোটীর।

কেননা, বার্নাবাসের হাড্ডিগুড্ডি এখানে। এ ছাড়া সেণ্ট মাথুর লিখিত সুসমাচারের পাণ্ডুলিপি এখানেই পাওয়া গিয়েছে। যদিচ মহর্ষি পোপ জিলসিউস্ (তখনকার দিনে পোপেরা বিয়ে তো করতেনই,—তা ছাড়াও আরো আরো·· যাক। কারুর লজ্জা না থাকলে লজ্জা দিতে নেই।) ফতোয়া জারি করে বলেছেন, ও সুসমাচার সুসমাচারই নয়, ম্যাথুও ম্যাথু নয়। ওসব বাজে; মায়া; ভুয়ো। প্রথম থেকেই গ্রীক চার্চটা পঞ্চ-মকার সম্বন্ধে কট্টর। ব্রহ্মচর্যটাকে আপাদমস্তক পালন করে। এই গ্রীসেই সন্ন্যাসীদের আশ্রম আছে মাউণ্ট এথস্ দ্বীপে, যেখানে কখনও কোনদিন স্ত্রীলোক যায় নি। নিষেধ। এদের জিদ একেবারে দুর্বাসার মতো বসবাসহীন। এরা প্রতিজ্ঞার পূজারী, শপথের দাস। এরা নিবেদিত মনেপ্রাণে। তারও সেরা সাইপ্রাসে কাইরেনিয়ার মহন্ত। সাইপ্রাসে চার মহন্তের কথা পরে বলা যাবে। এখন বলা গেলো কেন ও কিসে সাইপ্রাসে সব ছেড়ে ম্যাকারিঅস্-এর থাক। কী কারণে এরা ধর্মকে স্বধর্ম বলে মানে। গুরুকে সমাজের চরমে বসায়। কী সঙ্গত যুক্তিতে খ্রীষ্টীয় সাধুসন্ত ম্যাকারিঅস গ্রীভাস্ নাম দুর্দান্ত গেরিলা সেনাপতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের দাঁত খাট্টা করে দিলো। কেন ম্যাকারিঅসকে 'শিক্ষা' দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এসব বুঝতে গেলে ধর্মের সঙ্গে সিপ্রিঅট জীবনের সম্পর্কটা বুঝতে হবে। এটা সাধারণত আমরা যাকে 'ধর্ম' বলে ধাঁধার গুলি খাই, তা নয়। 'খ্রীষ্টান' বলতে যে ফাঁকিবাজী আমরা জানি এটা তা নয়। মনে রাখতে হবে, খ্রীষ্টান সমাজ ও ব্যবস্থার সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই সিপ্রিঅট চার্চ। এরা আগুনের মতো সত্য ও সার্থক।

তাই বলে তামাম সাইপ্রাসই যে, লঙ্গোটি এঁটে তুলসী মালা এক হাতে অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে দেশ-তপস্যা করছে, তা নয়। সাইপ্রাসে ঘরে ঘরে মদ। সাইপ্রাসে মানুষ গরমাগরম নাইট ক্লাব পায়। সাইপ্রাসের গলিতে যেতে যেতে কসবার মধ্যে মেয়েটির কোমরে হাত দেবার আগে একখানা সাত ইঞ্চি ইস্পাত আকচার পেটে ঢুকে যায়। সাইপ্রাসে চোর, ডাকাত, খুনে, গেঁজেল, মোদো, মাগীবাজ—বহুৎ হ্যায়। সাইপ্রাস দেশটা মাটির। তাকে চুনকাম করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি কোথাও থাকে, আমায় এমন দেশের ঠিকানা জানতে হবে যেখানে সাইপ্রাসের মা-বোনের চেয়েও নরম-গরম একেশ্বরী মা-বোন আছে; যেখানে স্নেহের সঙ্গে তেজের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, শপথের সঙ্গে আয়োজনের, ক্ষুধার সঙ্গে সহিষ্ণুতার, বিদ্বেষের সঙ্গে মহত্ত্বতার এমন যোগাযোগ আছে। ঠিকানা নিতে হবে এমন দেশের, যেখানে পথের দরিদ্র ঘেসেড়া গাধার পিঠে চাপানো কাঁটা ঝাড়ের ছায়ায় বসে খবর নিচ্ছে গেরিলাদের খাবার পৌছেছে কিনা। যেখানে ছুরি চালিয়ে ছিঁচকে টাকা এনে বিলি করছে দরিদ্রখানায়, এনে দিচ্ছে চার্চের কাছে। যেখানে চার্চ অনবরত বিপ্লবীকে দিচ্ছে সাবাস, সাহস, রসদ, টাকা। যেখানে বামপন্থী নেই, দক্ষিণপন্থী নেই। এক, নয় সাইপ্রাসপন্থী, নয় তো সাইপ্রাস-শত্রু। যেখানে বেশ্যা মানের সঙ্গে জান দেয়। মা দেয় ছেলের সঙ্গে সর্বস্ব। বাপ দেয় চোখের জলের সঙ্গে গায়ের ঘাম। একজন নয়, দু'জন নয়, সবাই, অনেকে, দলে দলে। ওরা চুপ থাকার ব্রতে ব্রতী বলে কোলাহল করে; যুদ্ধ করবে বলে গির্জা গড়ে; ক্ষিদেয় জ্বলে খাক হবার জন্যে চাষ করে অন্ন বিলোয়, সংবাদ আহরণের জন্য বিদেশীর বিছানায় শোয়; মদ খায়, খাওয়ায় কিন্তু ভোলে না ছুরি গাঁথার সময়; জাহাজকে ঠেলে তুলে দেয় পাহাড়ের পাঁজরে, পাহাড় উড়িয়ে গুঁড়িয়ে রেখে দেয় শত্রুর পথ দুর্গম করার জন্য। যারা টডের রাজস্থান পড়তে পড়তে স্পর্শ করতে পেরেছে মাওয়ালী আর ভীলেদের বিস্ময়কর সততা, একতা, সাধুতা আর আত্মোৎসর্গের কথা, তারাই সাইপ্রাসের সীডার ঢাকা পাহাড়ের ভেতর চুপচাপ গ্রামগুলোর ভাষা পড়তে পারবে। স্পেনে 'বাথ্', কাশ্মীরে 'হুন্‌জা', দক্ষিণ ভারতে 'টোডা', ইরাণে 'আরিআন্', মধ্য য়োরোপে 'জিপ্সী'দের মতো এরা মাত্র একমুঠো মানুষ। কিন্তু এ মুঠো শিথিল হবার নয়। হচ্ছে না; হয় নি। গ্রীস পারে নি; রোম পারে নি; ইংরেজ পারে নি; ফরাসী পারে নি; স্পানীশরা পারে নি; ভিনিসীয় ইতালিয়ানেরা পারে নি;—আজ

আমেরিকা পারতে চাইছে। কেন চাইছে, এ আতঙ্কের জবাব দেবে কে? আমেরিকার আতঙ্ক, গোছানো টাকা, জমানো ব্যবসা, খাটানো মূলধন, ঠাঠানো শৌকৎ—বেগড়ায় না যেন, বেগড়ায় না। যেন ভাগীদার না থাকে।

সাইপ্রাসের চার্চ যে নিরঙ্কুশ তা স্বীকৃত হলো ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এন্টিওকের প্রধান মহন্ত এ ব্যবস্থায় বাগড়া দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য হয়েছেন। অবশেষে রোম্যান-বাইজেন্টাইন সম্রাট জীনো সাইপ্রাসের প্রধানকে লালবেনাত পরার, লাল কালিতে স্বাক্ষর করার 'সম্রাট-সুলভ' অধিকারও দিলেন ; সে অধিকার অদ্যাবধি অব্যাহত। সাইপ্রাসই গর্বভরে বলতে পারে পতাকা যতোবারই বদলাক,—আমিই আমার রাজা, আমিই আমার প্রজা।

একটা সময় এলো যখন ফ্রান্সের লুসিগনান বংশের হাতে সাইপ্রাস চলে গেলো (পরে একথা আরও বিশদ বলা হবে)। সে আসলে, ইতালীয় চার্চের তাঁবেদারীতে সাইপ্রাস চার্চ চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই এলো মুস্‌লিম তাড়া ; তুর্কী তথা আরবদের। মুসলমানদের সাইপ্রাস বলে কোনো লোভ ছিল না। সাইপ্রাসে এমন কোনো লোভের বস্তুও ছিল না। সাধারণত মুসলমানেরা খ্রীষ্টধর্মকেও সেমেটিক জ্ঞানে সমীহ করতো। ব্যতিব্যস্ত করতো না। কিন্তু রোম চার্চের বিজাতীয় ঘৃণা এশিয়ার প্রতি। ওদের বর্বর ছাড়া কিছু বলতো না ইতালীয় চার্চ-ভজারা। ফলে তাতার আরব বিজেতারা যদিচ খ্রীষ্টানদের ও খ্রীষ্টান চার্চদের সঙ্গে যতটা সম্ভব ভালো ব্যবহার করতো, খ্রীষ্টানরা করতো ঠিক উলটো। ইতিহাস বারে বারে এই সাক্ষ্যই দেয়। কিন্তু খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের মাঝে সাইপ্রাসের মতো দ্বীপের অবস্থিতি বিশেষ একটা শংকার স্থল। এটাকে ঘাঁটি করলে তুরস্ককে বিপদে ফেলাটা সহজ হয়। তাই অনুর্বর ও নগণ্য সাইপ্রাস যুগে যুগে যুদ্ধের সময়ে দাবা-ঘুঁটির মতো হাত-ফের হতে থেকেছে। আজও ইস্রায়েলকে মাঝে রেখে আমেরিকা ডলারশাহী এবং যুগ-মানসের সোশ্যালিজমে চলছে দারুণ কষ্‌মাকষ্‌ রসসাকষি। কাজেই সাইপ্রাসে সোশ্যালিজমের প্রতিপক্ষীয় ঘাঁটি করা বিশেষ দরকার (যেমন দরকার গাজা-স্ট্রিপে)। কিন্তু সরাসরি ঘাঁটি করা চলে না ; কারণ নাম করতেও দেমক্রাসীর মুখোশ পরা আছে। তাই মুখোশের খুল্লম্‌-খুল্লা বাজার (U. N. O.) উনোকে এনে বসানো হয়েছে সাইপ্রাসে। ঐ উনোটি হয়েছেন

আর এক গ্যাঁড়াকল। ফলনা বিবিদের যেমন ছিলো কুট্‌নী-মাসী, উনোও তাই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ; উনোয় ছুঁলে দুনো দুর্গতি।

৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মহামহিম রোম সাম্রাজ্য ভেঙে দু'খান। পশ্চিমে রোম রাজধানী। পূর্বে এণ্টিওক। এণ্টিওকের পরে ইংরেজ, সেই ১১৯২ পর্যন্ত। তারপর ইংরেজ বেচে দিলো এ দ্বীপ ফরাসীদের।

কাজেই ৩৯৫ থেকে ১১৯২ সাইপ্রাসের হর্তাকর্তা এণ্টিওক্। এণ্টিওকের বাইজেনটাইন রাজাদের সঙ্গে লেগে গেলো তুরস্কের খাণ্ডার মারপিট। সাইপ্রাসটা না নিলে তুরস্কের পশ্চিম দিকটা একেবারে বেআবরু থাকে। কাজেই ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আবুবক্‌র্ সেটাকে দখল করে নিলেন। দশ বছর পরে খলিফা উসমান সাইপ্রাসকে করদ রাজ্য ঘোষণা করলেন। এ পর্যন্ত সাইপ্রাস সাইপ্রাস। তুর্কীদের বসবাসের কথা ওঠে নি। (ভারতবর্ষেও ইংরেজ বসবাসের কথা ওঠে নি।)

সে ঘটনা ঘটলো ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উমইয়দ বংশের মোঅইয়ার সময়ে। দামাস্কস থেকে ত্রিপলী তাঁর সৈন্যদল ক্রমাগত বিজয় বাহিনী চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ; ত্রিপলী থেকে নৌবহর নিয়ে মর্মর সাগর পর্যন্ত অবাধে চলে এসেছিলেন।* সাইপ্রাসে নামিয়ে দিলেন হজরত মুহম্মদের মাসী উম্‌ম্ হরম্-কে। পতিসহ তিনি চলেছেন সৈন্যবাহিনীর পিছু পিছু। হঠাৎ আক্রমণ। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। সেই প্রথম সাইপ্রাসের ধুলোতে পুণ্যশ্লোক মুস্লিম রক্তে ভিজে উঠলো একফালি পুণ্যভূমি। হজরতের মাসী, যাঁর স্তন্যপানে শিশু হজরত প্রাণ ধারণ করেছেন। তিনখানা জগদ্দল পাথর সাজিয়ে জায়গাটা রক্ষিত হলো। আজ আছে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই মসজিদের "ধর্ণা" সম্বন্ধে সাইপ্রাস কেন, সারা আরব দুনিয়ায়, চুপি চুপি খ্রীষ্টীয় দুনিয়ায়ও, তাবড়ো তাবড়ো পিলে চমকানো গল্প প্রচলিত আছে।

এরপর সাইপ্রাসকে বাইজাণ্টাইন্ কাকোরিজাস মুসলমান-মুক্ত করলেন। দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান সন্ধি-শর্ত করলেন যে, দশ বছর সাইপ্রাস শান্তিতে থাকুক।

*গুণীজন মাপজোখ করে দেখবেন। এ অভিযান কিন্তু শ্রীমান সিকন্দর শাহার অভিযানের চেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ, ঢের বেশি বিপজ্জনক, ঢের বেশি দুর্ধর্ষ। তৈমুরলঙ্গের এবং কুবলাই খানের বিজয় অভিযানও তাই। এশিয়ার ছেলে আটিলার অভিযানও তাই। কিন্তু শাদা ইতিহাসে এদের বড়াই নেই। কারণ এরা শাদা নয় ; এশিয়াটিক।

এই তর্কে জাহাজ জাহাজ খ্রীষ্টানদের আনিয়ে মর্মর সাগরের তীরে খ্রীষ্টান উপনিবেশকে তাগড়া করার ব্রত নিলেন জাস্টিনিয়ান। হাজারে হাজারে এলো ; এবং হাজারে হাজারেই অসুখে মোলো। এদিকে পুনশ্চ রোমানরা সাইপ্রাস কেড়ে নিলো। এইভাবে কখনও তুর্কী কখনও রোম, কখনও বাইজেন্টিয়ম,—সাইপ্রাস নাজেহাল। কতো সহ্য হয় ? সাতে নয়, পাঁচে নয়, সাইপ্রাসকে সাইপ্রাস বলে থাকতে দেবে না এরা। কী অধর্ম ! সুতরাং এবার সাইপ্রাসই রীতিমত জেগে উঠলো। দিলো বেধড়ক মার। খলিফা (দ্বিতীয়) মীরন কেরামেইয়ার বন্দরে হাজার জাহাজের বহর পাঠালেন। বলা হয়েছে, সাইপ্রাসে বন্দর নেই বললেই চলে। যা-ও আছে, পাহাড়ে পাহাড়ে ছয়লাপ, যেন জাহাজ খাবার জন্যেই সমুদ্রের দাঁত বার করা। পাইলট ছাড়া এ বন্দরে ঢোকা অসম্ভব। কাজেই সিপ্রিঅট পাইলটরা কায়দা করে সেই বহর এমন ভুলিয়ে আনলো যে, একখানা জাহাজও আস্ত রইলো না। সব গিয়ে চড়ে বসলো দাঁত বার-করা পাহাড়ের ওপরে। একটি মানুষ বাঁচলো না।

সেই থেকে পুরো একশো বছর কেউ আর কিছু বলে না। সাইপ্রাস শান্তিতে আছে। হঠাৎ হারুণ-অল-রশিদকে চিঠি দিয়ে খোঁচা মারলেন সম্রাট নাইসেফোয়াস্। সে সর্বনাশ সাইপ্রাস রুখতে পারলো না। কতো যে হত্যা হলো, আগুন জ্বললো, তার ইয়ত্তা রইলো না। জাহাজ জাহাজ সিপ্রিঅটকে অন্যত্র চালান দেওয়া হলো। সেই অযথা লোকক্ষয়ের প্রতিবাদ করেন প্রধান ধর্মযাজক এথনার্ক। "যে মাঠে আমার গরু-ভেড়া সেই মাঠেই তো আমাকেও যেতে হবে।" ধর্মযাজককেও অবশেষে একদিন হারুণ-অল-রশিদ বন্দী করলেন।...কিন্তু একদিন শান্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। সেটি ৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ। তবু তখন থেকে ১১৯১ পর্যন্ত তুরস্কের অত্যাচার অব্যাহত রইলো। এন্টিওক্ কোনো খবর নিতো না। দুশো বছরের ওপর বাইজাণ্টাইন সম্রাটদের অপদার্থতায় সাইপ্রাসের যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন হঠাৎ এক ইংরেজ কেশরীর আবির্ভাব।

সে জন্য দায়ী এক ঝড়।

১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গাজী সালাহ্উদ্দীন আরবভূমি থেকে অনারবদের একেবারে ভাগিয়ে দিলেন। জেরুজালেমের জন্য খ্রীষ্টান প্রাণ ককিয়ে উঠলো। ধর্মধ্বজীরা হায় জেরুজালেম বলে চেঁচালেন। জনতাকে ক্ষেপানো হলো। ফ্রান্স,

ইংলণ্ড, জর্মনী একযোগে কোনরাদ্ সোফেরাৎ-এর ডাকে সাড়া দিলেন। কোতল করো 'সারাসেন্'। মুক্ত করো জেরুজালেম। ওটা চাই।

কেন চাই? ধর্ম! সে তো মুসলমানেরও। ঈশা এবং মুশা তো তাদেরও পূজ্য। তাদের ধর্ম নয়? ছবি বার হোলো জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদে সারাসেনরা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। য়োরোপময় হৈ হৈ। কিন্তু ছবিটা নেহাৎ ভাঁওতা। মোদ্দা, ধর্মের দোহাইটা যে ভাঁওতাস্য ভাঁওতা, রাম ভাঁওতা।

আস্‌লি বাৎ অন্য। সে সওদাগরী কারামাৎ।

কথাটা বুঝে দেখতে হবে।

মাংস খায় য়োরোপ, মশলা চাই। সেটা ভারতে। কার্পেট চাই পাথুরে মেঝে গরম রাখার জন্য। সেটা পারস্যে। গন্ধ, বর্ণ, রূপ, স্বাদ—এ সবই বোগদাদ, ইস্পাহান, গোয়া, মাসুলিপত্তন, সুবর্ণগ্রাম, সুরাট। এশিয়া-য়োরোপের বাণিজ্যই তো লেভান্ত্, এবং পালেস্তাইন এবং নীল নদের আশে-পাশে। লেভান্তের আর মিশরের বন্দর থেকে মাল এসে ঢোকে ত্রিয়েস্ত্, জেনোয়া, ভিনিস্, রাভেনা, পেসকোয়া, ত্রিন্দিসির বন্দরে। এখানকার সওদাগররা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে। তার ভাগ দেয় মহর্ষি পোপকে। কিন্তু নচ্ছার এশিয়াটিক তুরস্কেরা এবং আরবরা সব বন্দরগুলোকে কানা করে দিয়েছে। ওদের না তাড়ালে ব্যবসা-বাণিজ্য খতম, রাজাগিরিও খতম। যদি লড়াই বাধাতে হয় বাবুরা গিয়ে প্রাণ দেবে, না? তলোয়ারের ক্ষিতে মেটাবার জন্য ডাকতে হবে গরীব গুরবো চুনোপুঁটিদের। তারাই যে প্রাণ দেবে, তারা গরীব। কিন্তু তারা ধনীদের ব্যবসার খাতিরে প্রাণ দেবে কেন? কাজেই জ্বালিয়ে তোলো ধর্মের ধোঁয়া, গান গাও ধর্মের ধুয়া, চেঁচাও, বক্তৃতা দাও। হাজার হাজার হারে খুলি কামানো পাদ্রীর দল হাটে-বাজারে-গোলায়-শহরে চেঁচায়, জয়তু পোপ, জেরুজালেম চাই, খ্রীষ্টধর্ম বিপন্ন। হতো বা প্রাবস্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। বাণ্ডিল বাণ্ডিল শাস্ত্র আওড়ান ধনীদের পোষ্য-পুত্রের দল, মহর্ষি পোপেরা। এটা যে একটা বজ্জাতি বেধর্মী থিওরী মাত্র নয় তা দেখাবার জন্য চমৎকার এক নজির আছে। বাইজান্টিয়ম যখন যায় যায় তখন বাইজান্টিয়মের সম্রাট রোমের পোপকে এবং স্বাধীন ভিনিসের 'ভোজে'কে চিঠি দেন। তাতে খোলাসা করে বোঝানো হলো যে, বাইজান্টিয়ামের পতন হলে পোপের তথা ভিনিসীয় ব্যবসাদারদের সমূহ ক্ষতি কেন অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায়ের ক্ষতি! সত্য! তাই বলেই কী পেট-মোটা ব্যবসায়ীরা যাবে

লড়াই করতে? ক্ষেপাও গরীব। নাগাড়া বাজাও ধর্মের! গরীবদের খালিপেটে ধর্ম ঠেসে দিয়ে বাবুদের রাজাগিরি ফলানোর স্বপক্ষে ধর্ম একখানা রাম বাহানা। ক্ষেপে গেলো তামাম য়োরোপ। 'ধর্ম বিপন্ন'; "কোতল করো সারাসেন"; "ইসলাম পাপ!"—সে-সব প্রচার এমন চুটিয়ে হলো যে, আজও কুসংস্কারের মতো কোরাণ, বাইবেল, আবেস্তা, গীতা একই সততা নিয়ে কেউ অধ্যয়ন করে না।

সিসিলিতে সব ক্রিশ্চান ফৌজ এককাঠ্ঠা হবে। এদিকে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ তাঁর ফৌজ নিয়ে আক্রায় পৌঁছে গেলেন। বিপদে পড়লেন ইংলণ্ডেশ্বর "কেশরী হৃদয়" রিচার্ড, প্রখ্যাত বীর।

একটু গল্প বলা দরকার। ইতিহাসের গল্পও জবর গল্প। স্কটের "টালিসম্যান" এ গল্পের প্রভূত ব্যবহার করেছেন। এ গল্প যুগে যুগে রিচার্ডকে অমর করে রেখেছে।

সিসিলির রাজা উইলিয়াম রিচার্ডের বড় ভগ্নীপতি। কাজেই সিসিলিতে আসাটা রিচার্ডের পক্ষে সঙ্গত। ইতিমধ্যে উইলিয়াম মারা গেছে। তার ভাই তাংক্রেড রাজা। মরার আগে উইলিয়াম জোয়ানাকে প্রচুর বিত্ত দিয়ে গেছেন। রাজা তাংক্রেড জোয়ানাকে কারাগারে ফেললেন; টাকা ইত্যাদি তো দিলেনই না। এ হেন সময়ে স্বশরীরে বিরাট সৈন্য নিয়ে রিচার্ড উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানা মুক্ত। তার প্রাপ্য ধনও তিনি পেলেন।

ছ' মাস রিচার্ড সিসিলিতে। তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু সাঙ্কো নাভারোর রাজার ছেলে। নাভারো-পরিবারের সঙ্গে রিচার্ডের জবর দহরম-মহরম। সাঙ্কোর বোন বেরেংগেরিয়া চমকিলী সুন্দরী। প্রায়ই দেখাশুনা হয়। টুর্নামেন্টে বেরেংগেরিয়ার রুমাল বর্শায় বেঁধে—রিচার্ড প্রত্যক্ষভাবে জানান দেন তাঁর প্রণয়িনীকে। কিন্তু সে বিয়ের বিপক্ষে স্বয়ং ফিলিপ, ফ্রান্সের রাজা। কেননা তার বোনের সঙ্গে রিচার্ডের বিয়ে ঠিক। যখন ঠিক হয় তখন বোন অবশ্য বয়সে তিন বছরের কন্যা। হলে কী হয়। রাজাদের বিয়েতে অমন আকচার হয়, হচ্ছে। কিন্তু রাজকুমারী বেরেংগেরিয়ার ভরন্ত প্রেমে দিশাহারা রিচার্ড ডাক ছেড়েছে, "সো হোগা নেহী।" কেয়াবাৎ। ফিলিপ বলে, "দেখ লেঙ্গা"। দুই রাজায় সে মহা ঘেউ ঘেউ। জেরুজালেম উদ্ধার লাটে ওঠে আর কি। নিজেকে ফরাসী খুকীর হাত থেকে মুক্ত করার আশায়

রিচার্ড কবলালো টাকা, আর নর্মাণ্ডীর একটা শহর। ফিলিপও বললে 'স্বস্তি'। বাতিল হলো বিয়ে। রানী এলিয়ানোর যথাবিধি পুত্র রিচার্ডের স্বপক্ষে বেরেংগেরিয়ার পিতার দরবারে উপস্থিত হলেন। বিয়ে ঠিক হোলো। কিন্তু তখন লেণ্টের পুণ্যশ্লোক মাস। এ মাসে খ্রীষ্টান বিবাহে লগ্ন নাস্তি। সুতরাং লেণ্টের পর বিয়ে। অথচ রানী এলিয়ানর যাবেন তীর্থযাত্রায়। তিনি অপেক্ষা করতে নারাজ। তিনি কন্যা জোয়ানার হাতে বেরেংগেরিয়াকে সমর্পণ করে বলে দিলেন, কন্যার শুভাশুভ দেখার ভার তার। বিয়ের আগেই গোঁয়ার-গোবিন্দ রিচার্ড মেয়েটার ইজ্জৎ-আবরু যেন দ'য়ে না মজায়। তাই জোয়ানা হলেন বেরেংগেরিয়ার 'মনিটর'। পাহারাদার।

এদিকে ফিলিপ আক্রায় আস্ফালন করছে। সে চলে এসেছে একা। মারও খাচ্ছে নিদারুণ। এদিকে কিন্তু শ্রীমান রিচার্ডের দেখা নেই। রিচার্ডও দেখলো বিয়ে রইলো মুলতবি, বসে থেকে লাভ কী? চলো লড়াইয়ে, ফৌজও চলুক, কনেও চলুক। আপাতত জাহাজ ছাড়ো। দুশোখানারও বেশি জাহাজের বহর চললো। লেণ্ট কিনা; বিয়ে তো হয় নি। তাই এক জাহাজে বর আর কনে ওঠায় নানান ঝামেলা বিচার করে রিচার্ডের বোন জোয়ানা বেরেংগেরিয়াকে নিয়ে অন্য জাহাজে চড়লেন। জাহাজগুলো পাশাপাশি চলে। পাশাপাশি ভাসাভাসি, তাই হাসাহাসিও চলে। রিচার্ডের জাহাজ থেকে রানীর জাহাজে কথা শোনা যায়। তিনদিন বেশ চললো। গুডফ্রাইডের দিনে উঠলো ঝড়। জাহাজগুলো ছড়িয়ে পড়লো। রাজার জাগাজ ঠেকলো গিযে রোড্স্-এ; বেরেংগেরিয়ার জাহাজ ঠেকলো সাইপ্রাসে। দু'খানা জাহাজ তো ডুবেই গেলো। যারা সাঁতরে ডাঙায় এলো তারা সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হলো। রাজার সীল-বাহক ভাইসচ্যান্সেলর রোজার মালচেন ডুবেই গিয়েছিল। তার দেহ ভেসে আসাব পর তার গলায় ঝোলানো সীলখানা উদ্ধার করা হয়।

লিমাসলে বেরেংগেরিয়ার জাহাজ। সাইপ্রাসের রাজা আইজাক অভ্যর্থনা জানালেন। বেরেংগেরিয়া নামতে রাজি হলেন না। তিনি তখন রিচার্ডের খবর পাবার জন্য ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আইজাকের সৈন্যদল তীরে জড়ো। রাজা শুধু শোনেন নি, বেরেংগেরিয়ার রূপ দেখেওছেন। বেরেং-গেরিয়ার নামবেন না শুনে তিনি এ্যয়সা ক্ষেপ্ চুরিয়াস্ যে, কনেকে জবরদস্তি জাহাজ থেকে নামানোর ব্যবস্থার হুকুম জারি করলেন। বেরেংগেরিয়াও মজবুত মেয়ে। খাটাও পাল, লাগাও রড়।

কিন্তু কোথায় যাবেন বেরেংগেরিয়া? এক দিগন্তে জাহাজ খুঁজছেন, অন্য দিগন্তে তীর। এদিকে রোড্‌স্‌দ্বীপে নাবিকদের কাছে রিচার্ড খবর পেয়েছেন বেরেংগেরিয়া সাইপ্রাসে। তিনি চলে এলেন সাইপ্রাস। কিন্তু বেরেংগেরিয়া নেই। শুনলেন যে, দুর্বৃত্ত আইজাকের জ্বালায় সুশীলা বেরেং-গেরিয়া আবার পাড়ি দিয়েছেন! রিচার্ড তো রেগে কাঁই! তবু শান্ত মেজাজে তিনি আইজাককে বললেন, ইংরেজদের ভাঙা জাহাজ থেকে যা যা তিনি লুঠেছেন সব ফিরিয়ে দিতে। আইজাক বলে নিয়ম তো তা নয়। কাজেই লেগে গেলো লড়াই। পারবে কেন? রিচার্ড পাকা লড়াকু বীর। আইজাক হারলো। লাইমাসল কেড়ে নিলো রিচার্ড। জাহাজ গেলো কনের খোঁজে। বেরেংগেরিয়াকে ফিরিয়ে আনা হলো। অবশেষে মিলনও হলো। কিন্তু সেই রাতেই রিচার্ড খবর পেলেন আইজাক পুনশ্চ সসৈন্যে মোকাবেলা করতে আসছেন। মুহূর্ত অপেক্ষা না করে রিচার্ড তাঁর সৈন্য নিয়ে জঙ্গলের পথে সন্তর্পণে এগুতে লাগলেন ঘন রাত্রি ভেদ করে। আইজাকের ক্লান্ত সৈন্যরা অভ্যাসমতো তখন ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত সৈন্যগুলোকে কচুকাটা করতে খুব দেরি হলো না। আইজাক কয়েকজন সৈন্য নিয়ে দে-লম্বা। রিচার্ড বহুৎ সামগ্রী পেয়ে গেলেন। তার মধ্যে রাজধ্বজাটা। সেটি সযত্নে রিচার্ড সাফোকের গির্জায় পাঠিয়ে দিলেন। আজও ইংলণ্ডে সাফোকের গির্জায় সে ধ্বজা একটি দ্রষ্টব্য!

এবার আইজাক সন্ধি প্রার্থনা করলেন। নিজে সৈন্য নিয়ে রিচার্ডের অনুগত হয়ে জেরুজালেমে ক্রুজেডে যাবেন, তাও স্বীকৃত হলেন। তাঁর শর্ত বজায় রাখার প্রতিভূস্বরূপ তিনি তাঁর মেয়েকে জামীন রাখলেন। জেরুজালেমের রাজা গাই-অভ-লুসিগনানের সম্মুখে এই শর্ত গৃহীত হলো।

সকালে রিচার্ড দেখে দুর্বৃত্ত আইজাক পুনরায় পলায়িত। কী ঝামেলা! এদিকে মিলনের পর ছ'দিন কেটে গেছে। অথচ বিয়ে হয় নি। মনিটারিংও জবর। জোয়ানার মায়া হলো, তাই তাড়াতাড়ি বিয়েটা সারা হলো। বিয়ের দিনই রিচার্ড নিজেকে ইংলণ্ড এবং সাইপ্রাসেরও রাজা বলে ঘোষণা করলেন। তার কিছুদিন পরেই আইজাককে আবার বন্দী করা হলো। সাইপ্রাস এবার সত্যিই ইংলণ্ডের হয়ে গেলো।

কিন্তু সাইপ্রাস স্বস্তি দেয় নি রিচার্ডকে। রাজাকে বন্দী করা সহজ। প্রজা যদি ক্ষেপে থাকে রাজার রাজত্ব চলে না। যুদ্ধক্ষেত্রের জয়, রাজসভা

আর বিচার-ঘরের জুলুম কোনো কিছুতেই যে রক্ত ঠাণ্ডা হতে জানে না সিপ্রিঅটদের সেই রক্ত। চল্লিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে রিচাড সাইপ্রাস বেচে দিলেন 'টেম্পলার'দের হাতে। সাইপ্রাস শাসন করবে টেম্পলার নাইটরা! তা হলেই সাইপ্রাস চিনেছো। ক' মাস পরেই ওরা রিচার্ডকে বললো, নাও বাবু তোমার সাইপ্রাস। টাকাটা আমাদের ফেরত দাও।

রিচার্ড সেই ছেলে! টাকা দিচ্ছে আর কি! দিলেন তো না-ই, বরং পুনশ্চ বিক্রির ব্যবস্থা করলেন। লুসিগনানের রাজার কাছে সাইপ্রাস বেচে দিলেন। কিন্তু লুসিগনানের রাজার যে আসল রাজত্ব জেরুজালেম, তা তো তখনও সালাদিনের হাতে। জেরুজালেম তো মুক্ত হয় নি। কিন্তু রাজা থাকতে গেলে তাঁর তো একটা রাজত্ব চাই। বাধ্য হয়ে নাক বাচাতে তিনি নিলেন সাইপ্রাস।

এই আরম্ভ হলো সাইপ্রাসে লুসিগনান রাজত্ব। ১১৯২ থেকে ১৪৯৮ এই লুসিগনান বংশই সাইপ্রাসে রাজত্ব করেছে। লুসিগনান বংশ সাইপ্রাসে কী করেছে না করেছে মধ্যযুগীয় সে-সব বার্তা যথেষ্ট মনোরঞ্জক হলেও বর্তমান বক্তব্য-বিষয়ের সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ নেই। তবু রাজারাজড়াদের নিয়ে খানিক খোসগল্প বলতে, পড়তে, শোনাতে, মজা লাগে—a tale which holdeth children from play and old men from chimney corner. কাজেই, একটা খোসগল্প শোনা যাক।

লুসিগনানের আমলে সাইপ্রাসের ধাক জমজমাট, কারণ ক্রুজেড। বলে ধর্ম-যুদ্ধ। কচু! সওদাগর আর রাজতন্ত্রের যোগসাজস লেভান্ত্‌কে আরবের কবল থেকে সরানো। রোমের আমলে যেমন ইউক্রাতিস থেকে সাইন পর্যন্ত তামাম বাজারটাই ইউরোপীয় বণিকশাহীর হাতে ছিল তেমনিই যাতে ফের সে হয়ে যায়—ইতিহাসের চাকাকে মুচড়ে আনার ফিকিরেই এই ধর্মযুদ্ধ। নইলে আরব বণিক কি আর বাণিজ্য করে না? য়োরোপের বাণিজ্যের গোত্রই এই 'মনোপলি', "আমার হোক"টাই সব নয়; "আর কারুর না হোক", এটাও চাই। সাইপ্রাসে যেমন তামাম য়োরোপের সৈন্যবহর আসতো, সাইপ্রাসের বাড়বাড়ন্তও তেমনি হলো 'জবর। অথচ সেই ক্রুজেডই বন্ধ। রাজা পিয়েরে গেছেন ইংলণ্ডেশ্বর এডুআর্ডকে তাতাতে। বুড়ো তাতলো না। ফিরতে হলো। পিয়েরে বাজী রেখে পাশা খেলছেন প্রসিদ্ধ শুঁড়ি স্যর হেনরী পিকার্ডের সঙ্গে। রাজা

দিলেন বটে, কিন্তু ঐ 'রাজা' তক্‌মাটি গেলো না। কোন্‌রাদ-দ্য মঁফেরাৎ সেই থেকে লুসিগনানের 'রাজত্ব' হাত করার জন্য আবার সে ক্রুজেড হাঁকড়ালেন; কিন্তু মারা গেলেন; 'রাজত্ব' এ্যায়সা চীজ; তবু গেলো না। বিধবা রাজ্ঞী ইসাবেলাকে বিয়ে করে আঁরী-দ্য শাঁপায়ে হলেন রাজা; ইনিও ফরাসী। তার পরে তস্য ভ্রাতা অমালরিককে। এদের বংশ ১৪৭৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। তারপরে একদা তুর্করা সাইপ্রাস কেড়ে নিলো। লুসিগনানরা আর্মানিয়ায় গিয়ে আরও কিছুদিন 'রাজা' হয়ে দিন কাটালেন, কিন্তু লুসিগনান বংশ রয়ে গেলো মনে-প্রাণে ক্রুজেডী, এবং ফরাসী; কাজেই আরবদের সঙ্গে রয়ে গেলো অহি-নকুল সম্পর্ক। সে সম্পর্কের কারণ ধর্ম নয়; শুধু মধ্য-প্রাচ্যের বাণিজ্য। ধর্ম-কর্ম যা কিছু গরীবদের ভাঁওতা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে ফেলার বাহানা। মূলত সংগ্রামটা সামন্তশাহী আর বণিকশাহীর সৃষ্টি।

চড় কোথায় পড়লো তা যে খেলো সে-ই জানে। ইতিহাস যদি সত্য না কয়ও, চড় যারা খেয়েছিল তারা কইলো। গ্রীকেরা কেন মানবে লুসিগনান বা আর্মেনিয়ার ফরাসী কর্তাদের? সিপ্রিঅট্‌রা বরাবর গ্রীসভক্ত। কিন্তু হায়, গ্রীসই যে তখন তুরস্কের হয়ে গেছে। তবু গ্রীস গ্রীস। মানুষ মানুষ। জমি যাদের, শ্রম যারা করে, তারা মার খায়, ভোলে না। সংগ্রাম তারাই জারি রাখলো অব্যাহত। মনে মনে স্বপ্ন দেখে গ্রীস।

এ সংগ্রামের ইতিহাস পাচ্ছি এক পর্যটকের কড়চা থেকে। নিকোলাস-দ্য মারতোনী ১৩৯৪তে সাইপ্রাস দেখতে গিয়ে ফামাগুস্‌তা শহর সম্পর্কে লিখছেন, —"শহরের তৃতীয়াংশ খাঁ খাঁ করছে; সব বাড়িই ভাঙা; কারণ ঐ বিদেশী অধিকার।" অধিকারের বিশ বছর পরের এ কড়চা, তবু এই আপোসহীন সংগ্রাম। এ অধিকারকে কায়েম রাখার প্রয়াসে "৭০০ সৈন্য অনবরত খবরদারী করে শহরে, দিনে-রাতে এ পাহারার ক্লান্তি বা বিচ্ছেদ নেই।" সাইপ্রাসের প্রসিদ্ধ শহর নিকোসিয়া। রাজধানী নিকোসিয়া। দুর্গ নিকোসিয়া। সেই নিকোসিয়া সম্বন্ধে লিখছেন, "শহরের কোনো কোনো অংশ একেবারে ফাঁকা।" বাড়ি যেখানে আছে, তাঁবেদার-উমেদার মহালই হবে,—বাড়িগুলি (যেমন লালাখোর আমলাদের হয়ে থাকে) বেশ ঝকঝকে তকতকে। "রাজার সিংহাসনখানা তাক লাগিয়ে ছাড়ে!" "রাজামশায় শিকার খেলতে ভারি মজবুত। চব্বিশখানা শিকারী চিতা আর তিনশো শিকারী বাজ নিয়ে…"

জর্মানীর ওয়েস্টফেলিয়া থেকে আর এক পাদ্রী পর্যটকের কড়চা থেকেও রাজার শিকার-প্রীতির তসবীর পাওয়া যায়।

১৩২২-এ স্যার জন্ ম্যাণ্ডেভিলের কড়চা পাই; ১৫৯০তে আর্ল অব ডার্বির কড়চা পাই। তখন অরাজকতা এমন যে, সাইপ্রাস হয়ে উঠলো কুখ্যাত। আরব-অনারব জলদস্যুদের পীঠস্থান হয়ে গেলো সাইপ্রাস। স্কুলের মোর্চা বার বার স্থগিত হওয়ার ফলে জলের মোর্চা। দরিদ্র ও খেদানোদের মোর্চা শোষক আর বুনিয়াদী স্বার্থের বিপক্ষে। সাইপ্রাসের জনতা এইসব জলদস্যুদের দিতো সাহস, খাবার, আশ্রয়। সাইপ্রাসের গির্জাগুলোয় বিপ্লবী দস্যুদের আড্ডা বইলো অব্যাহত। রাজারা—সাইপ্রাস, আর্মানীয়া এবং আক্রার রাজারা হালুম হুলুম করতেন। কিন্তু সাইপ্রাস চার্চ চিরকেলে বিদ্রোহী চার্চ। তোয়াক্কা করতো না।

এ বিদ্রোহ এ চার্চ আয়ত্ত করলো কোথা থেকে? ধর্ম হলে পুরোহিত। পুরোহিত হলে চার্চ। ধর্ম-পুরোহিত-চার্চ যদি কোনো দেশে জনতার পাশাপাশি থেকে জনতার হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে থাকে, সে হলো, মনেপ্রাণে, সাইপ্রাসের নিঃসঙ্গ, নৈরাজ্যিক, বিদ্রোহী, স্বতন্ত্র এবং সংগ্রামী চার্চ। চিরতরুণ, চিরযুবা চার্চ। ম্যাকারিঅসের বয়স এখন (১৯৭১-এ) ৫৮ মাত্র! কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ছবি থেকে, বিশেষ করে, চপল দীপ্তিমান হাসিভরা চাহনিটির বিদ্রূপিত ধার লক্ষ্য করলে মনে হবে এ মানুষের তারুণ্যের না আছে যৌবন, না জরা। ঠিক যেন সাইপ্রাস বিদ্রোহের প্রতীক।

অথচ ধার্মিক, চার্চিক! এ ধর্ম কী ধর্ম? ম্যাকারিঅস্ যদি এই, তামাম খ্রীষ্টিক দুনিয়ায় এত নষ্টামী কেন?

কথাটা বলতে গেলে 'ধর্ম' নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। আমার পক্ষে ও আবার আঁতের কথা। ইনটেস্টাইনের মতো ওর এক কোণা ধরে টান মারলেই গজের পর গজ বেরুতেই থাকবে। কাজেই চট করে একটুতে বলার চেষ্টা করি।

এটা আমার অনেক দিনের পুঁথিপত্র ঘাঁটার ফলে ধারণা যে, গ্রীস-মিশর-লেভান্ত লোহিতসাগর অঞ্চলটা (পূর্ব-পশ্চিমে ২০ থেকে ৪০ অক্ষরেখা; উত্তর দক্ষিণে ১০ থেকে ৪২ অক্ষরেখা পর্যন্ত ভূখণ্ড) তন্ত্রের একটি আশ্চর্য শ্রীক্ষেত্র। তন্ত্র এবং বেদে ধর্মের গোড়ার পৃথকতা অপজাত এবং অভিজাতদের। বৈদিক যা নয়

তাই পঙ্‌ক্তির বাইরে। প্রমাণ—দক্ষযজ্ঞে শিবের অপাঙ্‌ক্তেয়তা ; দেবভোজনে রাহু-কেতুর অপাঙ্‌ক্তেয়তা ; দেবসমাজ অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, গণ ও বসুদের অপাঙক্তেয়তা। ফলে আগম ও নিগম। এরা বৈদিক ভাষায় লিখিত না হয়েও হিন্দুগ্রাহ্য হয়েছে, সে কেবল হিরণ্যকশিপু, ময়, প্রহ্লাদ, বাণ, রাবণ, বালি, কংস, জরাসন্ধ, নরক প্রভৃতি অভিষিক্ত রাজাদের অবারণ প্রতিপক্ষতার শাসনে। এই অঞ্চলটাতেও এ নিয়ে বহু মারপিট হয়েছে। কিন্তু যোনিপূজা, বৃষবলি, বামাচার ও কুমারীপূজার শ্রীক্ষেত্র এই কামপীঠ। তারাপীঠ যেমন তিব্বত, শ্যামাপীঠ তেমনি এই অঞ্চল। তন্ত্রের মধ্যে গণতার প্রাবল্য ও শিবতার প্রাধান্য বৈদিক আভিজাত্যের এবং যজ্ঞের সমারোহকে বারংবার আঘাত করেছে। পাশুপত ধর্মকে তাই বেদে, উপনিষদে, পুরাণে, হোমরেও বার বার পাষণ্ডী ও পশ্বাচারী বলে গাল দেওয়া আছে। শিবতনয় এবং পাহাড়ী মেয়ের তনয় গণেশ এবং অগ্নি-শিব ও নক্ষত্রমণ্ডলীর একীভূত অঙ্গীকার স্কন্দ, জাত-সর্বস্ব হিন্দু-ধর্মের শিয়রে আসন নিয়ে বসেছেন। কিন্তু এঁদের বহুল প্রচার আরব উপকূলস্থ দক্ষিণে, যার অপর পারে এই তন্ত্র-সভ্যতার লীলাকেন্দ্র ছিল বর্তমান আবিসিনীয়া, মিশর, ক্রীট, রোডস্‌, সাইপ্রাস, সিরিয়া, আনাতোলিয়া, গ্রীস।

তন্ত্র-ধর্মের গোড়ার কথা এটি, সার্বজনীক। ধর্মটা হয়তো গুরুভজা ঠিকই, কিন্তু ব্রাহ্মণী, চাঁড়ালনী, নাপতিনী, শূদ্রানী, নির্বিচারে কুমার-কুমারী সাধনা। এতে বিদ্যা দিয়ে জ্ঞানকে চাপা দিতে হয় না, জ্ঞান দিয়ে প্রেমকে শুকনো করার দরকার থাকে না ; রতি-আরতির দরবারে বুজরুকী চলে না। সবার ধর্ম এ। গণধর্ম। গণতন্ত্র ; গণেশ সেবা।

খ্রীষ্টধর্মে যখন রোমের সাম্রাজ্যবাদী বিষ ঢুকে গেলো তখনই পশ্চিমে দ্বিতীয় বার মারা গেলেন যীশু। রোমই মারলো ; রোমই কাড়লো। যীশুর বার্তা যেটা প্রলেটারিয়টি ভাষায় প্রলেটারিয়টদেরই সংগ্রামী করার বিরাট প্রয়াস,—সেটাকে মধ্যপ্রাচ্যের একটা লাম্পট্য ধর্মের সঙ্গে খিচুড়ী পাকিয়ে রোমই প্রচার করতে লাগলো, তলোয়ারের শাসনে মানুষকে মেরে, পুড়িয়ে, জেলে পচিয়ে, খনির ভেতরে তিলে তিলে খাটিয়ে না খাইয়ে নিশ্চিহ্ন করে।

গ্রীসের নিজের একটা গরিমা ছিল, সেটা বৈদান্তিক গরিমা, জ্ঞানের গরিমা। গ্রীস এই ব্যভিচারে সাড়া দিতে চাইলো না। সেজন্য গ্রীস বহু নির্যাতন সহ্য করলো। কিন্তু ভাগ্যবশাৎ বাইজেন্টিয়াম আলাদা হয়ে গেলো। গ্রীক চার্চও আলাদা হলো। মাতৃপূজা ছাড়বে না, তন্ত্র ছাড়বে না। রোম

মাতৃপূজা করবে না। ওরা পুরুষ ছাড়া দেবতার পাত্তা বড়ো দেয় না। তুলকালাম লাগলো। চার্চ দু'খান হয়ে গেলো।

খ্রীষ্টের বাণীর সঙ্গে তন্ত্রের সমন্বয় ঘটিয়ে রইলো আবিসিনিয়ার কপটিক চার্চ। রোমের চিরশত্রু। আর এই গণতান্ত্রিক সাইপ্রাসের চার্চ—যার মধ্যে পাঁজি, পুরাণ, জাদু, মন্ত্র, বীজতত্ত্ব, তন্ত্রসাধন, বলি,—মাদুলী, কবচ, বৃক্ষপূজা, নদীপূজা, সর্পপূজা প্রভৃতি সবই তন্ত্রের মতো গোপনে আছে। গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্বতীর অনুশাসন এখানে আছে।

তাই ধর্মযাজক হয়েও ম্যাকারিঅস্ বিপ্লবী। পুরোহিত হয়েও ম্যাকারিঅস্ সাইপ্রাসে প্রাণের প্রাণ, মানের মান। তাই সাইপ্রাসের এই দুর্বাসার বাস ছন্নছাড়া ; এই বিশ্বামিত্রের মিত্র ত্রিশঙ্কুর দল, যাদের ভাগ্যে আমেরিকার স্বর্গও হলো না, ইংলণ্ডের নরকও হলো না। তাই গির্জায়, দুর্গে কোনো ভেদ নেই ; সংগ্রামে প্রার্থনায় কোনো ভেদ নেই। রাজায় প্রজায় কোনো ভেদ নেই। স্বাধীনতাই সাইপ্রাসের ধর্ম। এ ধর্ম রাখার জন্য প্রত্যেক বীভৎসতা, প্রচণ্ডতা, বদ্ধপরিকরতা, নৃশংসতাই স্বর্গীয়, নন্দিত, বন্দিত। এদের দমানো অসম্ভব হয়ে এসেছে, আজও অসম্ভব। অন্য অন্য গির্জাধর্মী পাদ্রীপন্থ দেখে সাইপ্রাসের ধর্মযাজকদের রহন-সহনের বিচার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

১৪২৪। সেমলুক সুলতান এল্-আশরফ লিমাসোল নগরীকে আগুন লাগিয়ে নিশ্চিহ্ন করলেন। পরের বছর আশরফের বাহিনীর পতাকা জাহাজে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফামাগুশ্‌তার দুর্গ-প্রাকারে সুলতানের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হলো। কারণ ? তেজারতী কারবারীদের পীঠস্থান ফামাগুশ্‌তা। মোকাবেলা করে লিমাসোল-এর জনতা নিশ্চিহ্ন হলো ; আর জনতার মুখে কালি ঢেলে দিয়ে ফামাগুশ্‌তা আশরফকে কুর্নিশ করলো। জনতা রুখে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনবাহিনী প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবেলা করার জন্য তৈরি। জুলাই মাসের তাতানো ঝলসানো গরম। জল নেই ; মদ ফুরিয়েছে ; ভেরী আনতে ভুল হয়েছে তাই সৈন্যদের মধ্যে হুকুম জারি করার দারুণ অসুবিধা হচ্ছে। তবু চলেছে সিপ্রিঅটরা দুর্গম কান্তার ভেদ করে রাজা জেনাসের কাছে তাঁকে দলে টানার জন্য। সৈন্যরা যুদ্ধ জেতে না। সেজন্য চাই নেতা, নায়ক। হঠাৎ মিশরীয় সেমলুক দূত এলো। জেনাসের কাছে এক চিঠি নিয়ে। সে চিঠির

ভাষা যেমন উদ্ধত তেমনি অবমানকর। যুদ্ধ বন্ধ করার কড়া হুকুম তাতে। আদেশের সেই জঘন্য ভঙ্গিতে পাগল হলো যেন জেনাস। রাগের মাথায় কেবল চিঠিখানা নয়, দূতটাকেও পুড়িয়ে শেষ করা হলো।

তবুও যুদ্ধ থামে নি। মিশরের অমিত শক্তি। সাইপ্রাস কিছু নয়। কিন্তু সাইপ্রাসের জিদ প্রচণ্ড। সাইপ্রাসের অহংকার যে কোনো দ্বীপবাসীর অহংকারের মতো। প্রাণপণ যুদ্ধ করলো সাইপ্রাস কিন্তু সর্বনাশ হলো। জেনাস বন্দী হলেন। নিকোসিয়া ধ্বংস হলো। সাইপ্রাস মেমলুক রাজের করদ রাজ্য হয়ে গেলো।

রাজা গিয়েও যুদ্ধ চলে, তার নজির সাইপ্রাসে। সিপ্রিঅটরা এলেকসীস্‌কে রাজা নির্বাচন করে তাঁকে সুমুখে এগিয়ে রেখে যুদ্ধে নামলো আবার। মিশর চমকালো। তারা নিকোসিয়ায় কার্ডিন্যালকে তলব করলেন, মতলব কি! কার্ডিন্যাল তখন বেগতিক। ফতোয়া দিলেন একটা, যুদ্ধ নয় বিদ্রোহ। এলেকসীস্‌ যখন তাই নিয়ে কথা বলতে এলেন, কার্ডিন্যাল হিউ লুসিগনান তাঁকে বন্দী করলেন; বিচার (?) করলেন, ফাঁসি দিলেন!

লাতিনদের ওপরে সিপ্রিঅটদের চিরকেলে রাগ। লাতিনরা গ্রীক সাইপ্রাসের প্রাণের খবর রাখে না, রাখতে চায় না। তারা চায় গদ্দী সামলাতে। লুসিগনানের কী আসে যায় সাইপ্রাসের কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখে? তাতার, তুরস্ক, মিশর—যে হোক, সে হোক—চার্চের গদ্দী বহাল রেখে জনতাকে দোহন করার ফিকির ছাড়া ধর্ম বলতে সবটাই ফাঁকি। ধর্মযাজকদের ঘরে ঘরে যাজিকা। গাঁয়ে গাঁয়ে দেবশিশু। অনাচার আর কুসংস্কার মানুষের মনুষ্যত্বকে লোপাট করতে চায়।

চায় বটে। মানুষ মরে না। মানুষ বাঁচে সমাজের তলায়। তারা চাষ করে, হাপর চালায়, গরু-মোষ পোষে, তারা ছুতোর, সন্তরাশ, কামীন, দর্জি, নাপিত, ধোবা। তারা সমাজ, তারা মানসম্মান। তারা আশা করে মাথা পোষে; মাথায় তেল-জল ঢালে। অথচ দেখে একটু ত্রাস এলেই কাদার মাথার মতো মাথা ঢলে পড়ে আগে।—গ্রীক ঐতিহ্য, সাইপ্রাসের স্বাধীনচিত্ততা, এসব নিয়ে লুসিগনান মাথা ঘামাবে কেন?

তবে বিশপ একা যে শাসন করতে পারবেন না তা বুঝেছেন। মিশরকে বুঝিয়ে জেনাসকেই মুক্ত করিয়ে সাইপ্রাসে ফিরিয়ে আনানো হয়েছে। যদিও জেনাসই রাজা রইলেন, কিন্তু জেনাস মিশরকে কর দিতে বাধ্য হলেন। জেনাসের পর জীয়াঁ, তাঁর ছেলে।

জীয়ঁার ছেলে নেই। একটি মেয়ে, শার্লটে। কিন্তু শার্লটে সিপ্রিঅট বিয়ে করতে চায় না। ফরাসী বংশের মেয়ে, ফরাসী ছাড়া বিয়ে করবে না।

হতো সেই বিয়ে। কিন্তু ইতিহাসে মাঝে মাঝে অজ্ঞাত-অখ্যাতের ভাণ্ডার থেকে জেগে ওঠে নতুন দিগন্ত।—রাজা জীয়ঁার এক জারজ সন্তান ছিল। মা তার সিপ্রিঅট। পাছে পরে এই আদরের ছেলে মুকুট চেয়ে বসে, এই ভয়ে বাপ তাকে আর্কবিশপ করে দেয়। জাকোয়ের সিপ্রিঅট মা জাকোয়েকে আর্কবিশপ হতে বাধা না দিলেও জীয়ঁার মৃত্যুর পরে সিপ্রিঅটদের প্রতি শার্লটের অবজ্ঞা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। ফরাসী বলে জীয়ঁাকে তো কম ভালো ভালোবাসেন নি তিনি। সাইপ্রাসের মানুষ তো কৈ, লুসিগনান্‌দের অবজ্ঞা করে নি। ধর্মের মুকুটই যদি সিপ্রিঅট জারজ ছেলের মাথায় চড়লো, ঐহিকের শিরোপা কি তারও বড়ো?

শার্লটে সমস্ত আবেদন-নিবেদন তুচ্ছ করে ফরাসী যুবক স্যাভয়ের লুইকে বিয়ে করলেন। সাইপ্রাসেই বিয়ে হলো। কিন্তু সে বিয়েতে সাইপ্রাস উৎসব করলো না, বিদ্রোহ করলো। লুসিগনানদের বিপক্ষে গণবিপ্লবের সূত্রপাত হলো। এর পুরোধা জাকোয়ে স্বয়ং। সবাই জানে জাকোয়ে রাজা হবে না। সমস্ত সাইপ্রাসের প্রতিটি প্রাণী জেগে উঠেছে। জেনোয়াবাসী হর্তা-কর্তারা পালাতে শুরু করলেন। যে ফামাগুশতার শান-শৌকতই ছিল জেনোয়া-সমাজ সেই ফামাগুশতায় জেনোয়াবাসীর চিহ্ন পর্যন্ত রইলো না। একমাত্র সাহায্য আসতে পারতো মিশর থেকে। কিন্তু মিশর বেশ খুশি হলো গণবিপ্লবের ধারাটি লক্ষ্য করে। ভূমধ্যসাগরের লাভান্ত অঞ্চলে জেনোয়া আর ভিনিসের সওদাগরেরা সর্দারী করবে, তার চেয়ে সাইপ্রাসে সিপ্রীঅটরা বিশপের নেতৃত্বে থাকুক। দুনিয়ার ওঁছা ঐ কাথলিক অসভ্য দুরাচারীগুলোর ভণ্ডামি ধুয়ে মুছে যদি পহাড়ী বুনো তন্ত্রই আসন গেড়ে বসে, ক্ষতি কি?

কিন্তু জাকোয়ে দ্বিতীয়-ও একটি জারজ ফরাসী। রক্তে আছে লুসিগনান। তাকে মুখপাত্র রেখে ভিনিস এলো সাইপ্রাস সামলাতে। জেনোয়া, ভিনিস এরা সব গ্রীসের অনুকরণে নগরী-তান্ত্রিক সওদাগর সভ্যতার আড়ৎ। ভিনিসের সওদাগরদের স্বার্থের জন্য সাইপ্রাসের শাসনভার সিপ্রিঅটদের হলে চলবে না। ভিনিসীয় ফৌজ যুদ্ধ চালালো সাইপ্রাসে। জাকোয়েকে এনে গদ্দীতে বসালো তো বটেই,—এক ভিনিস কন্যার সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়ে ভিনিসের ভবিষ্যৎটি সাইপ্রাসের সঙ্গে গেঁথে দিলো। ভিনিস কন্যার বিছানায় সাইপ্রাস-স্বাধীনতা

কাং। বাইরে বাইরে অবশ্য সাইপ্রাস সাইপ্রাসই রইলো। তলায় তলায় সে হয়ে গেলো ভিনিস। ফামাগুশতার বাজার বিদেশীতে ভরে গেলো।

সাইপ্রাস গর্জায়। জাকোয়েকে সাইপ্রাস গুপ্তঘাতক দিয়ে খুন করালো। তারা জানতো না রানী অন্তঃসত্ত্বা। ভিনিসীয়রা সঙ্গে সঙ্গে এসে রাজ্যভার সবলে অধিকার করলো। সিপ্রিঅটরা দেখলো রানী কাতারিনার কোনো স্বাধীনতা নেই।

কাতারিনা কোর্নারো,—মহিলাটির বিয়ের দিন, এবং মহিলাটির মৃত্যুর দিন লেখা আছে সোনার অক্ষরে। হ্যাঁ সোনা, শুধু সোনা, প্রাণহীন সোনা। টিশিয়ান এই কাতারিনার একখানা ছবি এঁকেছিলেন। আজও সে ছবির চোখে চোখ রাখলে অতর্কিতে মুখ থেকে না হলেও মনে গুঞ্জন ওঠে,—তুমি কি কেবলই ছবি?

ডোজে মার্ক কোর্নারোর নাম ভিনিসের ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কাতারিনা তাঁর দৌহিত্রীর দৌহিত্রী! তাঁর বিয়ের দিন ভিনিসের প্রতি খালের জল ঝলমল করেছে। সারা ভিনিসবাসী দু' দিন ধরে পান-আহার করেছে যথাইচ্ছা। বিনা দ্বন্দ্বে ভূমধ্যসাগর এবং তুরস্কের মধ্যের সমস্ত বাণিজ্য হাতে আসার আনন্দ ভিনিসীয়রা রুখে রাখতে পারে নি। কিন্তু কাতারিনা তখন ছোটো। এত বোঝেন না। বোঝবার আগে বিধবা হলেন। অমন কন্যার পাণিপীড়নের জন্য পাত্রের অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু কাতারিনা ততদিনে সাইপ্রাসকে চিনেছেন। সাইপ্রাসের বুকে বসে ভিনিসীয়দের রাজত্ব যে সিপ্রীঅটরা সহ্য করবে না, বুঝেই তিনি রাজ্যভার নিজের হাতে তুলে নেবেন স্থির করলেন। স্থির করলেন 'সিপ্রিঅট হয়ে যাবো।'

হলো না। তাঁর বাচ্ছা যখন দু'মাসের তখন কাতারিনার মনের ভাব লক্ষ্য করে ভিনিসীয়রা কাতারিনারই এক মামাকে "কাতারিনা এবং তস্য পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য" পাঠান। ফামাগুশতার বন্দর ভিনিসীয় যুদ্ধ-জাহাজে ভরে গেলো। মামার বুকে ছুরি গেঁথে দিলো পথে। ফলে ভিনিসীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে বলা হলো সমগ্র দেশের শাসনভার দৃঢ় হাতে তুলে নিতে, "যেন কোনো বৈদেশিক শক্তি অনর্থক অসহায় রানীকে বিব্রত না করে।" ইতিমধ্যে কাতারিনার শিশুপুত্রটি রোগে মারা গেলো।

সমগ্র সাইপ্রাস এবার রানীর জন্য হাহাকার করে উঠলো। সাইপ্রাসে রানী একটি সন্তান হারিয়ে শত সন্তানের মা হয়ে গেলেন। পর পর চোদ্দ বছর

কাতারিনা ভিনিসকে ভিনিসের প্রাপ্য দিয়েও, ভিনিসের সৈন্যকেই সাইপ্রাসে নিযুক্ত করেও সাইপ্রাসের হয়েই রাজত্ব করলেন। প্রতিটি সিপ্রিঅট মুগ্ধ এ রানীর সততায়, করুণায়, স্থৈর্যে, অবারিত অবাধ মেলামেশায়। কাইরেনিয়া থেকে ক্রুদোস, আন্দ্রীজ থেকে আর্নাউতি, পাফস থেকে সালামীস আর মর্ফু থেকে ফামাগুশতা—কোনো নদী-নালা-গ্রাম-বন্দর-বাজার, কোনো তীর্থ, আশ্রম, গির্জা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, কোনো খাঁড়ি, গুহা, পাহাড়, ঝর্ণা তিনি বাদ দিতেন না। কেবলই ঘুরতেন। সাইপ্রাসের জনতা তাঁর সংসার।

হ্যাঁ, ভালোবেসেছেন রানী; সভায় সকলকে খুশি রেখেছেন, নেচেছেন, সেজেছেন, শিল্পীদের কদর করেছেন; রূপবান গুণবানকে কাছে টেনেছেন। কিন্তু সবার ওপরে নিজের ওপর নিজের অটুট শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এমন ধরে রেখেছেন যে কাতারিনার মর্যাদা রক্ষার জন্য সাইপ্রাস প্রাণ দিতে পারতো। সেই সময়ে—সেটা ১৪৮৮, ভিনিস এবং তুরস্কে লড়াই বাধলো। ভিনিস বিশ্বাস করতে পারলো না সাইপ্রাস এবং কাতারিনাকে। কাতারিনাকে ভিনিস ডেকে পাঠালো। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সাগ্রহে নিজের দেশে বহুকাল পরে কাতারিনা বেড়াতে গেলেন। আর ফিরলেন না। আসোলোর বন্দরের ওপর কাতারিনার বৃহৎ প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের পুবের ঘরে থাকতেন। পুবের জানলা খুলে রাখতেন, বলতেন, "ওধার দিয়ে বাতাস আসে, সাইপ্রাসের বাতাস।" দীর্ঘ বাইশ বছর আরও বেঁচে থাকেন তিনি। রানীর গৌরবে রানীর প্রোজ্জ্বলতা নিয়েই বেঁচে ছিলেন। কেবল ধীরে ধীরে বৈরাগিণী হয়ে গিয়েছিলেন। মরার আগে সেণ্ট ফ্রান্সিসের মতো একটি রুক্ষ পোশাকে শরীর ঢেকে, কোমরে দড়ি, হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শান্তভাবে মরেছিলেন। কিন্তু মানুষ তাঁকে সে পোশাকে কবর দিতে পারে নি। শবাধারের ওপর তারা ভালো ভালো পোশাক আর সাইপ্রাসের মুকুটখানা রেখে দিয়েছিল।

সেই ভিনিসীয়ন দস্যুতা থেকেই আজ সাইপ্রাসে তুর্ক সমস্যা। ভিনিসীয়দের তীব্র বিদ্বেষই বাধ্য করলো তুর্কদের সাইপ্রাস থেকে এই 'নোপা'-গুলোকে খেদড়ে দিতে। তুর্ক নিজেই তখন সাইপ্রাসে বনেদী আসন গেড়ে বসলো।

শাদা-ইতিহাস কালো কালিতে নির্লজ্জ প্রচার করে যে, য়োরোপে তুর্কের আসাটা তুর্কের ধর্মান্ধতা। তুরস্কের ইতিহাস ভালো করে যারা পড়েছে, অর্থাৎ ধর্ম ভুলে গিয়ে জনজাগরণের ইতিহাস যারা খুঁটিয়ে দেখে, তারা সর্বপ্রথম দেখতে

পায় আদিমতম বিরোধ আগন্তুক আর্য এবং বাসিন্দা দেশালীদের মধ্যে। পরে সেটা গ্রীক প্রসারণের রূপ নিলো; পারস্যের আর্য এবং গ্রীসের আর্যের মধ্যে বিস্তৃতির রেশারেশির মধ্যে গ্রীসের গণতান্ত্রিক দর্শনতত্ত্ব নস্যাৎ হয়ে গেলো। সিকন্দর শাহা পারস্য বিজয় করলেন, সে বিজয় বেঁচে রইলো পুঁথির সাক্ষীতে, পাঁজির তারিখে। কিন্তু পারস্যও বাজী মাৎ করলো গ্রীস-সভ্যতার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে। সিকন্দর শাহা সাইরাস্‌কে পরাজিত করে সাইরাস্‌-দুহিতা তথা সাইরাস্‌-জায়াকে বিছানায় টেনে এনে গ্রীসের সভ্য-দাবির মুখে কালি লেপে দিলেন ঠিকই; কিন্তু পারস্যের শিল্প, নীতি, আচার, অনুষ্ঠান, দেব-দেবী, ক্রিয়াকলাপ গ্রীসের আত্মাকেই পারসিক করে দিলো। রুচিতে এবং প্রজ্ঞায় আপনার অগোচরে গ্রীস ও মিশর প্রাচ্যের রংয়ে রঙিন হয় গেলো।

ইতিহাসে, দর্শনে, সাহিত্যে, কলায়, বেশে, আচারে এই পরিবর্তন অবিনশ্বর। যখন রোম গিললো গ্রীসকে, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে প্রাচী-র তাবৎ তন্ত্র-মন্ত্রও গিলতে হলো। য়োরোপ বললো—সব গ্রীক হো গয়া। কেননা পারস্য বা সিরিয়ার নামই অসভ্য য়োরোপ শোনে নি। শুনলে বলতো—সব আরবী ফার্সী হো গয়া। য়োরোপ তখনও লোগস তত্ত্বের কথা শোনে নি। যদি শুনতো, পড়তো সব যুগন্ধর নাম: পলিবায়ুস্‌, অভিসেন্না, আল্‌ ঘজালী, অল্‌ হল্লাদ, আবিন খৈর, রাবিয়া। কিন্তু রাজা আর লুঠেরাদের তাঁবেদারীতে, ক্ষুধা আর বেকারীর তাড়নে, নৈতিক শিথিলতা এবং সামাজিক দুর্বলতার সুযোগে লুঠেরা এবং কর্তাভজারা দলে দলে লাখে লাখে মানুষ লেলিয়ে দিতো লন্দোনিয়াম্‌ থেকে আন্টিওক্‌ পর্যন্ত, জর্মনিকাম থেকে কার্থেজ পর্যন্ত, কাইরো থেকে দামস্কাস এবং কিয়েভ থেকে আদেন পর্যন্ত। গিবন যতোই চেঁচান, এই মানুষগুলোর ইতিহাস সত্যিকার রক্তাক্ষরে লেখা। রক্ত, রক্ত, রক্ত। আর কিছু নয়। য়োরোপ যেন আর কিছু চায় নি। শুধু রক্ত। রক্ত নইলে য়োরোপ বাঁচতে পারতো না। পারে নি। এই য়োরোপের ইতিহাস।

কিন্তু এর উদ্‌গাতা উদ্যোক্তা কে? কারা?

ব্যবসা, ধনলোলুপতা, ক্ষমতা এবং প্রাচুর্যের ব্যক্তিসীমিত পুঁজিগৃধ্নুতা। শাহানশাহ যদি ব্যবসায়ী হন, প্রজার মরণ; শাহানশাহ এবং ব্যবসয়ী যদি আবার ধর্মপিতাও হন, সে মারাত্মক। মধ্যযুগের অর্থনীতির ও রাজনীতির নব্বই ভাগ সর্বনাশ ক্ষত্রিয়তা-ব্রাহ্মণতা এবং বৈশ্যতার একই ব্যক্তি বা রাষ্ট্রে সমাবেশের ফল।

সাইপ্রাসই তার বড়ো উদাহরণ।

ভিনিসের কী পরোয়া সিপ্রিঅটদের কী হলো, না হলো, তা নিয়ে? ভিনিসের নাড়ীর কিসে এতো টনটনানি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার হোক বা না হোক? জেরুজালেম হাতে আসুক বলে যারা ধর্মনৃত্যালু হয়ে গেণ্ডুয়া-নাচ নেচেছিল তারা জানতো জেরুজালেম মানেই—বসরা, মসুল, বেরুট, হায়দা, কায়রো, আদেন। সেকালের বাণিজ্য-জগতের সেরা সেরা নাম।

কাজেই যাকে আমরা জানি ক্রুজেড, পাকাপাকি, সেটা সওদাগরী ফেরেপ-বাজী, নির্মম নির্বিকার অনীহা সহকারে লক্ষ লক্ষ মানুষের জান-মান-জরু-জেরাৎ কুচকুচ করে কেটে পেথ্‌তো পোথতো বাজারগুলোকে হাতে রাখা।

ভিনিস, ত্রিয়েস্ত্‌, ব্রিন্দিসী, জেনোয়া, এসব ব্যাপারে অগ্রগণ্য। ভিনিসের 'ডোজে' তখন ইতালীর সর্বেশ্বরেরও ঈশ্বর। ধর্ম? যখন ক্রুজেড চলেছে তখনকার ক্রুজেডীদের ধার্মিক এবং সামাজিক জীবন আলোচনা করেছেন এরিয়া এলেনবুর্গ, জোয়ে ওল্‌ডেনবুর্গ। ক্রুজেডীর জীবন, তথা ক্রুজেডী-সমাজের ঘরোয়া জীবন, মানুষ এবং পাদ্রীমহল উভয়ের জীবন কী যে ছিল তা না জেনে ধর্ম ধর্ম বলে চেঁচালে ইতিহাস মানবে কেন? এদের তুলনায় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তুরস্ক সুলতান, আরব সমাজ এবং মিশর সভ্যতার অগ্রস্থতি ও আভিজাত্য, নীতি এবং ধর্মতা যে কতো উচ্চস্তরের ছিল তার কথাও ঐতিহাসিক ডুরাণ্ট উচ্চকণ্ঠে বলে গেছেন; গিবনও না বলে পারেন নি।

কাজেই ভিনিস চায় জেরুজালেম নয়, ভারতের সঙ্গে, প্রাচ্যের সঙ্গে, চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের রাস্তা। সেজন্য জনতার কাঁধে ধর্মের ভূত চাপিয়ে রণডঙ্কা বাজিয়ে একশো বছরের বেশি সময় সাতবার দল গেছে সারা য়োরোপ ঝেঁটিয়ে। ধর্ম? তুর্করা যখন বাইজেণ্টিয়ামকে শাসাচ্ছে তখন সকাতরে বাইজেণ্টিয়াম ভিনিসকে বলছে, সাহায্য পাঠাতে। বলছে, যদি বাইজেণ্টিয়াম যায়, য়োরোপ যাবে। রোম শোনে নি, পোপ শোনে নি, ভিনিস শোনে নি। শোনা দূরে থাক, ভিনিস নিজেই আক্রমণ করে জ্বালিয়ে খাক করলো বাইজেণ্টিয়াম। বাইজেণ্টিয়ামের প্রখ্যাত গির্জার সম্পত্তি তুর্করা নষ্ট করে নি, করেছে খ্রীষ্টান-ভিনিস। বাইজেণ্টিয়ামের মেয়েদের বলাৎকার, ঘরে ঘরে আগুন ভিনিসই দিয়েছে। হিন্দুরা যেমন বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ বিদ্যালয়, বৌদ্ধ চমৎকার নিঃশেষে ধ্বংস করেও অহিংসা পরমো ধর্মের ভাগবতী ঠাট বজায় রেখেছে,

এই খ্রীষ্টানরাও তেমনি তুর্ক-এর ঘাড়ে তামাম ইতিহাসের গ্লানি চাপিয়ে দিয়ে সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছে।

সেই ভিনিস সাইপ্রাস নিলো। ভিনিস চায় তুর্ক বিতাড়ন। মানে, তুর্ক ও সাইপ্রাসে মোকাবিলার জন্য যে ক্ষতের সৃষ্টি করা হয়েছিল তা ভিনিসেরই কীর্তি। যে বিরাশী বছর (১৩৮৯-১৫৭১) সাইপ্রাস ভিনিসের তত্ত্বাবধানে ছিল তার মধ্যে তাগড়া-তাগড়া ভূমিকম্প হলো তিন বার। সাইপ্রাসের চেহারা বদলে গেলো সে-সব ভূমিকম্পে। ১৫৪২ ও ১৫৪৭-এর ভূমিকম্পের মাঝে এলো ১৫৪৪-এর ইতিহাস বিশ্রুত পঙ্গপালের আক্রমণ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, মড়ক। কিন্তু ভিনিসের যুদ্ধরথ অব্যাহত চললো। লেভান্তে ভিনিসের প্রতিপত্তি চাই। নতুন করে নিকোসিয়া গড়া হলো। মড়ক আর দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও এই বিরাট দুর্গ শেষ করা হলো। কারণ ভিনিসের চাই লেভান্ত্। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে চূড়ান্ত যুদ্ধটি হলো জলে। লেপান্তোর লড়াই! সে লড়াইয়ের কথা মনে হলে মনে পড়ে এ্যাকটিয়নের জলযুদ্ধ, আর্মাডার জলযুদ্ধ, ত্রাফালগারের জলযুদ্ধ এবং ক্যারাবিয়ানে সেন্ট্‌স্‌-এর জলযুদ্ধ। ইতিহাসের মোড় ফিরে গিয়েছিল লেপান্তোর লড়াইতে। য়োরোপের দাঁত খাট্টা করে দিলো তুর্ক। ১৫৭১-এ তুরস্ক বাধ্য হয়ে সাইপ্রাস অধিকার করলো। নইলে তুর্কের পক্ষে গ্রীস এবং মিশরে প্রতিপত্তি রাখা সম্ভব নয়।

দুই ॥ ইংরেজের প্রবেশ

লেপান্তোর ঐতিহাসিক যুদ্ধেরও আগে তুর্ক প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ১৪২৬-এ শে জেনাস্‌ মেমলুক-শাসিত মিশরের করদ হয়। কিন্তু এর পরে সুলেমান দি গ্রেট্‌ তাঁর দিগ্বিজয়ী পতাকা নিয়ে চলে গেছেন সুদূর সুদান পর্যন্ত। মিশরও যখন তুরস্কের, সাইপ্রাসও তুরস্কেরই হলো। তা নিয়ে ভিনিস কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। সোজা কর পাঠাতে লাগলো তুরস্কে। সুলেমানের পুত্র সেলিমের এক ইহুদী সভাসদ সেলিমের নজর ফেললো সাইপ্রাসের ওপর। ভিনিসের অস্ত্রাগারে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়ে গিয়ে হঠাৎ ভিনিস খুব বিপন্ন তখন। মেহ্‌মুদ পাশা সুলতানের উজীর। তিনি নিষেধ করলেন। এত দিনের সৌখ্য ভিনিসে এবং তুরস্কে। সেটায় হাত দেওয়া ঠিক হবে না। সিপ্রিঅটরা ধাক্কা খেলে

ষাঁড়ের গোঁ নিয়ে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু সুলতানের গোঁ। রুখবে কে? ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে সাইপ্রাস যখন আক্রান্ত ভিনিস তখন বিপর্যস্ত। ফামাগুশ্‌তা বা নিকোসিয়ায় কোনো প্রস্তুতি নেই।

কিন্তু নিকোসিয়া দুর্গ সহজ দুর্গ নয়। তাকে জয় করা কঠিন। কাজেই লালা মুস্তাকার সৈন্যদল প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। কিন্তু একদিকে ভিনিস থেকে কোনো সাহায্য এলো না, অন্যদিকে তুরস্ক আরও ২৫০০০ সৈন্য পাঠালো সাইপ্রাসে। সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখে সেণ্ট সোফির গির্জায় প্রথম নামাজ পড়া হলো। আজও সে গির্জা মসজিদ হয়ে আছে। তুর্কদের সেদিনের সেই ভীষণ রূপ সাইপ্রাস তারপর ভুলে গেছে। ইস্রায়েলের ব্যাপারে আর সাইপ্রাসের ব্যাপারে পশ্চিমী শক্তিদেব মুসলিম নিধনের ব্রত আজ প্রকট। এরপরে, ফেব্রুয়ারিতে তেহরানে আরব ও পারস্যের ৬টি তৈলশক্তি চেপে ধরেছে পশ্চিমী সওদাগরদের। তারা তেলের মালিক না হয়েও তেলের মুনাফার বেশির ভাগ সাবড়ায়। এর বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য ঠেলে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই মুসাদ্দেক এই তেল নিয়ে যখন ফরাসী এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জেগে ওঠেন তখন পারস্যের শাহ মুসাদ্দেককে জেলে ভরে দেন। আজ পারস্যের শা-ই মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সম্পদকে রাষ্ট্রীয় করার ধমকী দেখাচ্ছেন। এই ভাবে যদি মধ্যপ্রাচ্য এক কাঠ্ঠা হয়ে যায়, সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিব মহতী বিনষ্টি দুয়ারে দাঁড়ায়। কাজেই সাইপ্রাস, কাশ্মীর, ইস্রায়েল, সুয়েজ প্রভৃতি ফাঁড়া সৃষ্টি করাই বর্তমান কুটনীতির বহিরঙ্গ সাধনা। সে সাধনার অন্তরায় সোভিয়েত রিপাব্লিক। সোভিয়েত রিপাব্লিক মধ্যপ্রাচ্যের তেল বেশি দামে কিনতে রাজি। সোভিয়েত রিপাব্লিক বিশ্ব-টিন-সংস্থার সদস্য হতেও চাইছে। পশ্চিমী সওদাগরী কুটনীতির ধুরন্ধরেরা জানেন সেটা সোভিয়েতের নাক ঢোকাবার রাস্তা হবে। আরব দুনিয়ায় নতুন করে উৎকট সমস্যা সৃষ্টি করার একটি নতুন পন্থা হবে। বিশ্ব-টিন-সংস্থা হলেও যাতে সোভিয়েত তার মধ্যে থাকতে না পারে সে চেষ্টা বলবতী। অথচ পশ্চিমী রাজ্যগুলি 'কমন-মার্কেট' করে গুটবন্দী থাকার কল বার করে ফেলেছে। তার মধ্যে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর পাত্তা নেই।

তুর্ক ক্ষেপিয়ে রাষ্ট্রের উন্নতির অন্তরায় হওয়াই মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী নীতি। এ নীতির জবর জবাব দিয়েছেন নাসের। পৃথিবী চেয়ে আছে এই রুস্‌সা-কষির ব্যাপারে।

সেণ্ট, সোফিয়ায় নামাজ পড়ার দু'দিন পরে নিকোসিয়ার সৈন্যদল চললো

ফামাগুশ্‌তায়। সেখানে মোকাবেলা হলো দু'টি সাংঘাতিক ভিনিসীয়ানের। ক্রজন মার্কান্তোনিও ব্রাগাদিনো, দ্বিতীয় সীনর বাগলিওনী।

নিকোসিয়ার লড়াইয়ের পর বেছে বেছে সুন্দরী ললনা এবং সুদর্শন কিশোরদের একটি ঝাঁক জাহাজে ভরে তুরস্কের বাজারের জন্য পাঠানো হবে। তাদের আনা হয়েছে ফামাগুশ্‌তায়। তারা জাহাজে বন্দী। কিন্তু তারা তো ভিনিসীয়ই নয়। তার মধ্যে সিপ্রিঅট বহু। তারা বাজারে দাঁড়াতে অরাজি। ভরা দুপুরে একটি বিরাট বিস্ফোরণ। মেয়েদের একটি দল কী করে জাহাজের মধ্যে বারুদ-ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। জাহাজখানায় করে তুরস্ক থেকে বারুদ এসেছে। মাল খালি করে দিয়ে জীবন্ত মাল নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে এই কাণ্ড। সে জাহাজের তো চিহ্নও রইলো না, কোথাও কোনো মানুষেরও চিহ্ন রইলো না। সিপ্রিঅট গৌর একটি অবিনশ্বর সাক্ষ্য তুর্ক সেনাপতি পেলো।

রোখ চাপলো ফামাগুশ্‌তার ওপর। কিন্তু সে লড়াই সহজ হলো না ঐ ব্রাগাদিনো আর তার সিপ্রীঅট সৈন্যদের জন্য। আট মাস ব্রাগাদিনো প্রচণ্ড আক্রমণকে ছ'বার ঠেকিয়েছে। বার বার প্রাচীর ভেঙেছে। বার বার কামান অগ্রাহ্য করে প্রাচীর মেরামত করেছে। কিন্তু অগস্টে শ্বেতপতাকা তুলতে হলো, কারণ ভিনিস একেবারেই কোনো সাহায্য পাঠালো না। বারুদ ফুরুলো।

তার পরেই এক বীভৎস ব্যাপার ঘটলো। সাইপ্রাসের ইতিহাসে সে ব্যাপাব আজও তুর্ক নৃশংসতার চরম আতঙ্ক হয়ে আছে।

দু' দলের মধ্যে প্রথমত ছশো সৈন্যের আদান-প্রদান হলো, যাতে সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত কেউ কারুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করতে পারে। সৈন্যদের জীবন ও সম্পত্তি অব্যাহত থাকবে; নগরবাসীদের প্রকৃত ব্যবস্থার ও শান্তির দায়িত্ব বিজেতারা সাগ্রহে গ্রহণ করবে, যারা যারা দেশ ত্যাগ করতে চায় তাদের তাদের জাহাজ দিয়ে ক্রীট অবধি ছেড়ে আসা হবে; যারা খ্রীষ্টধর্ম ছাড়তে অস্বীকৃত তাদের ধর্মান্তরিত করানো হবে না।

সন্ধিশর্তে মুগ্ধ ব্রাগাদিনো স্বয়ং ফামাগুশ্‌তার চাবি নিয়ে মুস্তাফার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। প্রথমটায় দুই বীরের কথাবার্তা বীরের মতোই চললো। হঠাৎ মুস্তাফা বললেন যে, তাঁর পাঠানো কয়েকজন সিপাহীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ব্রাগাদিনো তাঁর বীরত্বকে কলঙ্কিত করেছেন। শুনে ব্রাগাদিনো শঙ্কিত হলেন; কারণ, কথাটা মিথ্যা। ব্রাগাদিনোর সহচরদের প্রত্যেককে ব্রাগাদিনোর

সামনে কাটা হলো। তারপর ব্রাগাদিনোর নাক এবং কান কেটে বারো দিন কারাগারে রাখা হলো। বারো দিন পরে প্রকাশ্যে নানা অবমাননার পর সেই বীরকে দড়ি দিয়ে জাহাজের মাস্তুলে ঝোলানো হলো। সারাদিন ঝোলানোর পর তাকে নামিয়ে শহরের চৌরাস্তায় এনে উলঙ্গ করা হলো। মাটিতে ফেলে জীবন্ত চামড়াখানা খুলে নেওয়া হলো। আশ্চর্য! এর মধ্যে ব্রাগাদিনো একবার একটু কাতর শব্দ করেন নি।

এই মৃত্যুও ব্রাগাদিনোর প্রতিপক্ষকে শান্ত করে নি। সেই চামড়ার মধ্যে খড় পুরে সেটাকে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল! তারপর ব্রাগাদিনোর মুণ্ডসহ সেই খড়েঠাসা চামড়াখানা কনস্তান্তিনোপলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বীর (?) মুস্তাফা যখন এইসব কীর্তিতে ব্যস্ত তখন লেপান্তোর সেই চরম যুদ্ধ চলছে। তিনি কনস্তান্তিনোপলে নেবে যখন বীরের সমাদর অভ্যর্থনা পাবেন আশা করে সেজেগুজে সমারোহ করে শোভাযাত্রা করতে যাবেন তখন শোনেন সারা শহর তুরস্কের চরম পরাজয়ের জন্য শোকাচ্ছন্ন। লেপান্তোর পর তুরস্ক আর মাথা তোলে নি। লেপান্তোর পর তুরস্ক আর সাইপ্রাসও ছাড়ে নি। লোপান্তোর জন্য ভিনিসই বিশেষত দায়ী। কাজেই সাইপ্রাস নিয়ে বিশেষ করে ভিনিসকে শিক্ষা দেওয়াই হলো সুলতানের নীতি।

ব্যক্তিগত ব্যভিচার ও অত্যাচারের কথা বাদ দিলে ভিনিসের হাত থেকে তুরস্কের হাতে যাবার ফল কিন্তু সাইপ্রাসেব পক্ষে ভালোই হয়েছিল। একদা সুলতান সিপ্রিঅটদের অসম্ভব বীবত্বের খবর শুনলেন। ফলে তিনি সিপ্রিঅটদের ওপর কোনো নতুন কর তো দিলেনই না, বরং সিপ্রিঅট জীবনের ধারায় কোনো ব্যতিক্রম হতে দিতে রাজি হলেন না।

তারও একটা কারণ ছিল। এবং এই কারণটির পরিপূর্ণ পরিচয় পেলে সাইপ্রাসে "এথ্‌নার্কি"র প্রতাপের হদিস পাওয়া যাবে।

তুরস্ক প্রথম দেখলো না গ্রীস, না ভিনিস, কেউ-ই সাইপ্রাস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। ব্যাপারটা বড়ো সুবিধের নয়।

তারপরে ধীরে ধীরে তুরস্ক বুঝে নিলো। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও সাইপ্রাস ভিনিসীয় প্রতিপত্তিকে রীতিমত ঘৃণাই করতো। কিন্তু সে ঘৃণা তো বিধর্মী তুরস্কের প্রতি ছিল না। তার কারণ কী?

তুরস্ক তো গ্রীস অনেক দিনই অধিকার করেছে। কিন্তু গ্রীসের ধর্ম-জীবনে

তো কই, তুরস্ক কোনো হাত দেয় নি! তার মানেই সাইপ্রাসকেও ওরা গ্রীসেরই প্রত্যঙ্গ মনে করেছে; এবং যেমন গ্রীস, তেমনি সাইপ্রাস—ওরা একই চার্চের, তাই ওদের কোনো নির্যাতন করে নি।

কেন করে নি?

কথাটা তলিয়ে বুঝতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজি তালিম প্রাসাদাৎ কয়েকটা কথা খুব জানি বলে ভাবি। তার একটি কথা খ্রীষ্টান ধর্ম; অন্য কথা রোম সাম্রাজ্য। অথচ দুটো কথাই অংশত অসত্য এবং সেই অসত্যের অন্ধকারে তামাম মধ্যপ্রাচ্য ও বলকান উপদ্বীপ তথা রুশের গণজীবনের ধারাটাকে আমরা তলিয়ে দেখি না, ভাবি না; কারণ, জানি না। "শিবপূজা" বলতে যেমন আমরা অতি সহজে অনেক ভুল বুঝি,* "আর্য" বলতে যেমন আমরা অনায়াসে নিজেদের একটু উঁচু উঁচু ভেবে বলিহারি যাই, গোত্র-বেদ-শ্রেণী নিয়ে আমরা যেমন ফাঁক খুঁজে আলাদা হয়ে বিশেষ বিশেষ সম্মানের জন্যে কেঁদে বেড়াই—ঠিক তেমনি একটি অখণ্ড গণ্ডিকা আমাদের বোঝা খ্রীষ্টান ধর্ম এবং রোম সাম্রাজ্য।

ধর্ম নিয়ে কথা বলার অবসর নয় এটা। কিন্তু মোটা মোটা দু'চারটে কথা না বললে 'এথ্‌নার্কি' এবং 'ম্যাকারিঅস্'-এর দাপটের মূলতত্ত্বটা জানা যাবে না।

খ্রীষ্টধর্মের চেহাবাটা রোমে গিয়ে এক্কেবারে পালটে গেছে। রোমে ছিল পুরুৎদের বিষম দাপট; পিতৃপুরুষের পূজা, গ্রহপূজা, আর তাগড়া তাগড়া বৈদিক দেবতার মূর্তি পূজার অখণ্ড অবাধ বাজার ছিল রোম। রোমেই 'রাজা'কে দেবতা করে পুজো করা হয়েছে, (যেমন, ভারতে 'রাম'; 'কৃষ্ণ'—ভাগ্যি ভালো তার বেশি এগোয় নি) সীজর দেবতা, অগস্টস্ দেবতা! পরে কালিগুলা তাঁর ঘোড়াকেও দেবতা করে রোম সমাজে ধ্যান, আরতি, ব্রত সব করিয়েছে। দেহজীবীনীদের মধ্যে ভাগ্যবতীরাও আরতি পেয়েছে তবে জমে নি, কারণ রোম সভ্যতাটা পুরোপুরি পিতৃগোষ্ঠিক। প্রকারান্তরে গ্রীক সভ্যতাটা দিব্য মাতৃগোষ্ঠিক। রোমের শনিদেব (সাটার্ন) সন্তানভক্ষক, অসংসারী, মার্স—যদিবা স্ত্রীসংসর্গ করেন, সমুদ্রজাতা উর্বশীসমা বহুপতিক নর্মদায়িনী আফ্রোদিতেকে সহ্য করেন। ব্যস্। কিন্তু গ্রীক জিয়ুস তো দেখছি

* শিব কি বৈদিক? বর্ণাশ্রমী সমাজের স্বপক্ষ? পর্বতবাসীদের পূজা কি আর্যদের? লিঙ্গপূজা আর পার্বতীপতি হর-এর পূজা কী এক? গণ, সিদ্ধ, শবর, কিরাত, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর, বানর, রাক্ষস, দৈত্য, দানবদের শিবই কি আমাদের এই শিব?

শিবের গোত্র। বহুপত্নিক হতে বাধা নেই। যতো বিদ্যা সবই মহাবিদ্যা। কিন্তু ভারী ভয় একজনকে—যেন পার্বতী। জুনোর ভয়ে তিনি ত্রস্ত।—রোম তাই বাইবেল নিয়েই যীশুকে নিলেন। কে মা কে বাপ তার পাত্তাও না রেখে। কিন্তু গ্রীস তা নয়। গ্রীস বললো, মায়ের পুজো নইলে যীশুর পুজো, কভি নেহী। রোমের পুরুৎ পিতৃশ্রাদ্ধের দিন বহাল রাখলো, দেওয়ালী আর হোলি বহাল রাখলো, বারোমাসে তেরো পার্বণ, ষষ্ঠী, মনসা, আকুলাই, ওলাইচণ্ডী সব রাখলো, ব্রহ্মচর্যও মানলো, সন্ন্যাসও মানলো, সন্ন্যাসিনীও মানলো আবার গণ্ডায় গণ্ডায় সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের ছেলে-মেয়েরই বিয়েও দিলো। ওরা যীশুকে রোম্যান করে নিলো। গ্রীস কিন্তু তা পারলো না। ওদের দর্শনও যেমন বৈদান্তিক, অলোকসামান্য তুরীয়, ওদের পুজো-আর্চাও তেমনি তান্ত্রিক। পঞ্চ-মকার, আসন, বলি, আরতি, মন্দির, দেবদাসী, নৃত্যগীত সবই আছে। সবার ওপর আছে মা। মায়ের ওপর কিছু নেই। কাজেই এ দু'টি ধর্মকেই আমরা খ্রীষ্টান বললেও খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টান বলে না, কাজেই ওদের দরবারে দুটো ধর্ম। আমাদের মতো ওদের কোনো শঙ্করাচার্য জন্মায় নি—যিনি দশনামীকে এক সম্প্রদায় করে জৈন, বুদ্ধ, তন্ত্র, দ্রবিড়, শিব, বিষ্ণু, গঙ্গা, হনুমান, বেদান্ত সব এক করে দেবেন। আজকাল একটা নাড়াচাড়া চলছে বটে "ইকুইমেনিক্যাল" সংঘ নিয়ে। তা ও দরবার সেই মধ্যযুগ থেকেই চলছে, চলবে। ও থামবে যখন ধর্মই থেমে যাবে তখন; তার আগে নয়।

ওরা সেই ভীষণভাবে দুই রয়ে গেলো। গ্রীক চার্চ আর রোম্যান চার্চ। জন্-এর বাইবেল গ্রীক; পল-এর বাইবেল রোম। এর তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল দার্শনিক ব্যাপার।

ও পথে গিয়ে কাজ নেই। রাজনৈতিক পথটা দেখা যাক। রোমসৈন্য একদা গ্রীস জয় করেছিল নিশ্চয়। এবং রোমেরই দুর্ভাগ্যবশত সে সৈন্য সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়াও জয় করেছিল। কিন্তু এত বড়ো সাম্রাজ্য সামাল দেবার মতো মুরোদ তার ছিল কি? হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মামুদ গজনী বা আলেকজাণ্ডার একটি সভ্যদেশকে শান্তি দেশকে তচনচ করে সত্যিই দিতে পারে। কোন্ চোর-ডাকাত না পারে? সাপ পারে; বাঘ পারে; আগুন পারে; বন্যা, শুখো, মারী, ভূমিকম্প, মড়ক—সব পারে। কিন্তু সভ্য দেশকে সভ্যতর, শান্ত দেশকে শান্ততর, গ্রীসকে গ্রীসতর, ভারতকে

ভারততর করতে ক'জন পারে? য়োরোপীয় অসভ্যতা যখনই পারস্য বাবিলনীয়, আরব, আনাতোলীয় ফাঁদে পা ফেললো—সঙ্গে সঙ্গে নিজের কবর তৈরি করলো।

ঐ যে বাইজান্টিয়ামে দ্বিতীয় রোম সম্রাট ফেঁদে বসলেন, কনস্টাণ্টাইনের পরেও এগারটি শতাব্দী ধরে সেই সাম্রাজ্য তামাম প্রাচ্যে একটা ঐশ্বর্যশালী প্রতিপত্তি ছড়িয়েছে। সে প্রতিপত্তিতে রোম নেই। সূতিকায় ধরা হেলেনিক সভ্যতা যখন মধ্যপ্রাচ্যের সালসা খেলো তখন তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ থেকে চৈতন্য অবধি সবটাই কায়াপলট হলো। সারা মধ্য প্রাচ্যের খিচুড়ি সভ্যতা নয় সেটা। কার্পেটের মতো, কিংখাবের মতো, মিনারে মিনারে জ্যামিতিক নক্‌শা আর জালিদার ঝরোখার মতো তার বহুবর্ণতা, বহুসীমতা, বহুমুখীতা, বহুধর্মতা তাকে পলাকাটা হীরের সুষমায় শতপ্রভ করে তুললো। তার মধ্যে রোমের পৌরুষ দম্ভ বাহ্বাস্ফোট করে দুর্মদ না হয়ে, আনাতোলিয়া, বাবিলনের মাতৃত্ব, কামিনী-কমনীয়তা লয়ে লয়ে, যতিতে যতিতে, ছন্দে ছন্দে বীরত্ব আর সৌম্যত্বের একটা সম্মেলন এনেছে। সেই সম্মেলনের ফল সেই প্রাক-মহম্মদ বাবিলন ও আরব সভ্যতা, সেই উত্তর-মহম্মদ বোগদাদ, দামাস্ক, তূর, জেরুজালেম সভ্যতা—যার কেন্দ্রভূমি ছিল কনস্তান্তাইনের নগরী কনস্তান্তিনোপল,—বাইজেন্টিয়ামের নাভিকেন্দ্র। এ সভ্যতায় বান ডেকেছে গানের, নাচের, শিল্পের, রুচির, রান্নার, শৌর্যের এবং পর পর বহু মহীয়সী নারীর রাজত্ব বিধানের সৌকর্যে। এই বাইজাণ্টাইন সভ্যতার আমেজ পারস্যে, কাশ্মীরে, গান্ধারে, কাম্বোজে পর্যন্ত প্রসারিত। রোম হলো নিতান্তভাবে য়োরোপের, এবং সমরতান্ত্রিক, সমরভিত্তিক। বাইজাণ্টাইন হলো এশিয়ার, নিয়মতান্ত্রিক এবং চিত্তভিত্তিক। মানসতাই, শিল্পই এর উৎকর্ষের চরম। রোম য়োরোপের, বাইজাণ্টাইন এশিয়ার। রোম পিতৃগোষ্ঠীর পরিচয়ে দাপট চায়। এশিয়া মাতৃগোষ্ঠীর পরিচয়ে সংসার চায়। ইহুদী, ইসলাম এবং বৌদ্ধধর্মের দিনে দিনে যে বদল হলো, হয়, তার মধ্যেও গ্রীস ও আনাতোলিয়ার মাতৃসাধনার প্রচণ্ড আবেশ আছে।

য়োরোপে যখন রোম সাম্রাজ্য খতম, অন্ধকারময় পশুযুগের তমসায় যখন য়োরোপ অন্ধ, বাইজাণ্টাইনের আকাশে শুকতারা তখন দপ দপ করে জ্বলছে—এশিয়া-য়োরোপ-আফ্রিকাব্যাপী এই আইসীস, গাইয়া, আর্টেমিস এবং কালী-তারা সভ্যতার পূজারী মাতৃসাধক গ্রীক চার্চ এবং বাইজাণ্টাইন চার্চ। এই

চার্চে রাষ্ট্র এবং সাধনা একই মন্ত্রে উজ্জীবিত। (অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্, তা মা দেবাঃ ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যা বেশয়ন্তীম্) গ্রীক চার্চের গোড়ার কথা এই বাশিষ্ঠ মন্ত্র, এই কনফুশিয়াস মন্ত্র। এ রাষ্ট্রিক সাধনার মন্ত্র ও দীক্ষিত, সাগ্নিক এবং মূর্দ্ধভিসিক্ত রাজার আত্মা প্রজারই আত্মা। রোমের দরবারে সীজর একক। সীজরই দেবতা। গ্রীসের প্রধান, প্রথম, পুরঃ ঐ পুরোহিত, যার বড়ো হিতকামী আর কেউ নেই।

"A rare bloom, this ; and the Greek Churches and Communities kept it alive through four Centuries after Byzentium itself had gone down to dust and its children foundered deeper and deeper in the darkness which Turkey brought upon the world she inherited". (Bitter Lemon—L. Durrell)

ইসলামিক রাষ্ট্রের সংগঠনে বাইজেন্টিয়মের এই আদর্শের ছায়া পাই। কামাল আতাতুর্ক না হলে খলিফার অবসান হতো না। খলিফার অবসান না হলে নাসেরকে পেতাম না। সূফী, শিয়া পাবস্যে এটা আজ নেই। কিন্তু এশিয়া আফ্রিকার ইসলামিক রাষ্ট্রে আজও মৌলভী এবং ইমামের প্রভাব প্রচণ্ড।

কিন্তু তুরস্ক এ কথাটা বুঝেছিল সাইপ্রাস জয় করেই। তখনকার তুরস্ক মানতো এবং জানতো গ্রীসের জনজীবনে পণ্ডিতের প্রাধান্য। গ্রীক চার্চে পুরোহিত নির্বাচনের যে প্রথা প্রচলিত তার ফলে তীক্ষ্ণধী, ভূয়োদর্শী, বিচক্ষণ ও ধার্মিক ছাড়া প্রধান পদে বৃত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই রাজ্যের সুপরিচালনার ভার পুরোহিতকে দিতে তুরস্কের কোনো আপত্তি হয় নি।

এই এথনার্কির জন্মকথা।

এথনার্ক অর্থাৎ ধর্মগুরুই সাইপ্রাসের সত্যকার রাষ্ট্রনায়ক। তুরস্কের প্রতিনিধি হিসাবে একজন গবর্নর থাকতেন বটে, তাঁকে কখনও "গবর্ন" করতে হতো না। এ ব্যবস্থা তুরস্ক দরবারের বনেদী ব্যবস্থা ছিল এবং হয়ে এসেছে। ইংরেজই প্রথম এসে এটাকে আঘাত করতে চেয়েছে, কারণ ইংরেজ কোনো কিছু "ভালো" করতে গেলে আগে তাকে "ইংরেজ" করতে চায়। এই প্রবৃত্তিটিরই নাম ইম্পিরিঅলিজম্।

তুরস্ক-ইসলাম দেখলো রোম-চার্চের বদৌলত প্রতিটি য়োরোপীয় রাষ্ট্রে নরপতি এবং চার্চ-পতি, দুই পতি মিলে রাষ্ট্রের সতীত্ব বজায় রাখছে। তার

চেয়ে একা খলিকাই দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর হয়ে বসলে দুই পুজো ছেড়ে এক পুজোর অনুশাসনে আসার সুরাহা হয়। বিশপ আর মনার্ক-এর বিসর্গ ছেঁড খলিফার চন্দ্রবিন্দুটিই বেশ জুৎসই। কাজেই সাইপ্রাসের 'এথনার্ক' ইসলামের খলিফারই খ্রীষ্টীয় সংস্করণ হিসেবে দিব্যি ব্যাকরণ সঙ্গত ব্যাপার। তবে এথনার্ককে তো আর সাইপ্রাসটা "ছেড়ে" দেওয়া যায় না! কাজেই নাম-কে ওয়াস্তে একজন স্থানীয় (!) ফৌজদার থাকতো সুলতানের প্রতিনিধি। তাঁর নিজের কোনো বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। তিনি ছিলেন ট্যাক্স-কলেকটর মাত্র। ভিনিসের সেই হাত-পা বাঁধা ব্যবস্থার চেয়ে এ ব্যবস্থা অনেক স্বাধীন।

জ্ঞাতিশত্রুর মতো আঁতে আঘাত দিয়ে মোক্ষম মার কেউ সহজে মারতে পারে না। দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির তো চিরন্তন একটা রীতিই হয়ে এসেছে। কর্ণকে ঘায়েল করার অন্যতম অস্ত্র ছিল শল্যের বাক্যবাণ। খ্রীষ্টান হলেও ভিনিসীয়রা সিপ্রিঅটদের জাতীয় সমীহাকে যে অনীহা দিয়ে অবজ্ঞা করতো তাই নয়, যেহেতু সিপ্রিঅটরা প্রাচীনতম গ্রীক-চার্চ-বাদী এবং রোম-চার্চ থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, মাত্র সেই কারণেই সিপ্রিঅটদের ঘৃণা তো করতোই, উপরন্তু রীতিমত কড়া শাসনের আওতায় অহরহ রাখতো। আজও পোপ, স্পেন, পোপের পেটোয়া আমেরিকা* সাইপ্রাস-বিলয়কে ধর্মতঃ পুণ্যকর্ম বলেই মনে করেন। মুখে মানুষ "মডার্ন" হয়েছে বলে যতোই বদান্য স্বাধীন বলে মনে করুক না কেন, ভাগাভাগির বেলায় ধর্ম, চর্ম ও নর্ম সঙ্গের দ্বারাই সাক্ষাৎ নির্ণয় চলে।

কাজেই সেই জ্ঞাতিশত্রু ভিনিস চলে গেলো, সিপ্রিঅটরা যেন হাঁপ ছাড়লো। প্রকারান্তরে তুর্করা যখন ওদের ধর্মের ওপরে আদৌ কোনো কলম চালাবার চেষ্টাও করলো না, ওরা সেটাকেই একটি মুক্তি বলে মেনে নিলো। স্বাগতম্ জানালো তুর্কদের। কুখ্যাত লুসিগনান-ভিনিস যুগের অবসান হলো।

লুসিগনান-ভিনিস যুগে সিপ্রিঅট-চার্চের ওপরে ছিল ঘনঘটা। তারা চেয়েছে রোমের রবরবা। জ্ঞাতি খ্রীষ্টানদের আমলই সিপ্রিঅট চার্চের কৃষ্ণতম আমল। অথচ গ্রীসের জ্ঞান ও মনীষার ঐতিহ্যময় গরিমাকে তুরস্ক সম্মানই

*স্মরণ থাকে, ভিয়েৎনাম, চীন সম্বন্ধে আক্রিকী মুহব্বত-এর পিছনে পোপমার্কা ক্যাথলিক প্রীতির শান চুপিসাড়ে পেতে আছে। সম্প্রতি মহর্ষি পোপ ফিলিপাইন পালিশ করে এলেন। ধর্ম মানার একটা সুবিধে—যুদ্ধনামক ব্যবসাটিকে চালু রাখা যায়। যেনেরা ধার্মিক।

করেছে। কাজেই সিপ্রিঅট-চার্চের প্রধানকে দেশের প্রধান পদে আসীন রেখে সাইপ্রাসকে শত্রুর পাঞ্জার বাইরে রাখাটাই তুরস্কের নীতি ছিল।

নইলে বিজেতা হিসেবে বিশেষ কোনো দাবি তুরস্ক করে নি। গবর্নর বলতে যে তুরস্ক-প্রধান বহাল ছিল তার ক্ষমতা কলেকটরীর বাইরে ছিল সামান্যই। শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্মের মধ্যেই গণাধিকারের একটা স্থান ছিল, এবং আছেও। সেই গণাধিকার সাইপ্রাসেও স্বীকৃত হলো। চিরকালের চাষা জোতদারের জমি জুতে হাড়ির হালে থাকতো। তারা হয়ে গেলো জমির মালিক। মালিকানা বদলের এই মৌকায় প্রাপ্য যে রাজস্ব, তুর্ক তাও নেয় নি। এমন কি মালিকের বা চাষার মৃত্যুর পরে পরবর্তী মালিকের সুবাদে নামখারিজীর রাজস্বও তুর্ক নিতো না। চাষীদের পোয়া বারো। তা বলে যে সিপ্রিঅট সংসার 'বা অর্থনীতিতে লক্ষীর প্রসার হয়েছিল, তা নয়। সেটা না হবার কারণ অন্য। চাষ ছাড়া সাইপ্রাসেব ঐশ্বর্য আসতো বাণিজ্যপথে। লেভান্তকে মাঝে রেখে এশিয়া-য়োরোপের বাণিজ্যপথে সাইপ্রাসের স্থান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সাইপ্রাস বাণিজ্যের হাতফেরি এবং ঐ বাবদে যা রাজস্ব আদায় হতো সেটা মার খেয়ে গেলো। সাইপ্রাসের অর্থনৈতিক অবনতিই হলো। তবু সিপ্রিঅটরা জানতো তারা অনেক স্বাধীন। খুশি থাকা যাদের অভ্যাস তারা খুশি রইলো। অল্পের জীবনই তাদেব চিরসঙ্গী ; তবে যে অল্পে অপমান এবং নির্যাতন ছিল তার বদলি সুখের অল্পই শান্তির হলো। সাইপ্রাস জনতা আরও সিপ্রিঅট হলো ; জমি, দেশ, জনতাকে ভালোবাসলো ; বড়ো-ছোটব মাপ এবং বিভেদ কমে এলো ; বাণিজ্যের অর্থ ব্যক্তির ঐশ্বর্য হয়তো বাড়ায় , কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়ায় জনতার সুখশান্তি।

য়োরোপ কিন্তু তা মানতো না। খ্রীষ্টান য়োরোপ ভাবতো যে, তুর্ক মুসলমান ; সাইপ্রাস খ্রীষ্টান, এই বাহানায় সাইপ্রাসকে "বাগাতে হবে" ; তাবপর— বেনেদেরই পাঁচো অংগুলি ঘীমে। ফলে সাইপ্রাসকে তুর্কদেব 'রাজত্ব' নিয়ে খ্রীষ্টান-য়োবোপের মাথাব্যথার আর অন্ত নেই। ক্রমাগত তারা সাইপ্রাসে তুর্ক আর খ্রীষ্টান বোধটাকে অহি এবং নকুলের বোধে রূপান্তরিত করার কর্মে লেগে গেলো।

ওরা দেখালো 'কসবা' সভ্যতা আর শহর সভ্যতার প্রভেদ। কিন্তু ভারতে যারা মেটেবুরুজ এবং মুর্গীহাটা সভ্যতার দোহাই পেড়ে মুসলমানের ত্রাণকর্তা হয়ে বিংশ শতাব্দীর আসরে অবতীর্ণ তাঁরাই কি থিয়টারে রোড, গার্ডেনরীচ,

আলিপুর সভ্যতার আমদানি করেন নি? না করলে মৌলালীর বাজার, টেরেটি বাজার, চাঁদনী আর হগ মার্কেটের বর্ণ-বিভাগ করেছিল কারা? কারা খাঁটি এংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে নানা ফিকিরে জাতের তলায় টেসে দিয়েছে?

সেণ্ট সোফিয়া চার্চ ছিল নিকোসিয়ার রবরবা চার্চ। তুর্করা সাইপ্রাস জয় করেই সেটায় ঢুকে সেই যে নমাজ পড়লো, ব্যস সেই থেকে সেণ্ট সোফিয়া অদ্যাবধি মসজিদ। সেই গথিক ইমারতের অদ্ভুত সৌন্দর্যের পাহারাদার দু'টি সিপাহীর মতো দু'টি ঋজু মিনার নিকোসিয়ার আকাশে চিহ্ন দেগে দিয়েছে। এরই চারপাশে তুর্কী কসবা। শহরের মধ্যে তুর্কী, বাইরে গ্রীক। মধ্যে গরীবি; বাইরে শান। মধ্যে মুর্গীহাটা-কলুটোলা-খিদিরপুর; বাইরে চৌরঙ্গী-নিউ আলিপুর-লান্সডাউন। মোজেজ বলে, দেখতে মজা লাগে। কাভেজীর[১] সুমুখে বেঞ্চির ওপর, ভাঙা বাক্সের ওপর ফিয়াজীরা[২] বসবে, আরাবাজিরা[৩] বসবে। এক কাপ কালো কফি নিয়ে শুনবে এথেনস্ রেডিয়ো। মাঝে তো এথেনস্ রেডিও শোনাই হারাম হয়ে গিয়েছিল। যন্ত্র তো নয়, যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মার ভবিষ্যদ্বাণী। দূরে একটা সাইকেল নিয়ে ছিমছিমে তাজা ছেলেটি দাঁড়িয়ে; আরাবা[৪] ভর্তি হয়তো নতুন হাঁড়ি, বাজারে এনেছে কেউ, বুড়োটা হাঁপাচ্ছে, তুর্কী কাগজ ফেলে দিয়ে যাচ্ছে দোকানে দোকানে, কিন্তু সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। ক্বচিৎ দেখা যায় কোনো গ্রীককে সে পথে। গন্ধটাই আলাদা।...আসল গন্ধটা ঐ এনোসিস-এর। সবাই চাইছে, অথচ কেউ বলছে না চাই। সবাই সবাইকে অবিশ্বাস করছে। গ্রীসের মধ্যে তুর্কীরা আছে, দিব্যি আছে। সে-সব তুর্কীদের সাক্ষাৎ, জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়,—এসব দিকে আছে। কিন্তু কী যে বিষ, আর কী যে মন্তর,—এ দেশে তুর্করা নাকি সঙ্গে সঙ্গে মরবে যদি সাইপ্রাস ইংরেজের তাঁবে ছাড়িয়ে যায়। মজার ব্যাপার। শত্রুপক্ষ যে ঠিক কে আজও জানে না সাইপ্রাস। সদ্য বিদেশী কোনো শ্বেতকায় যদি সহসা ওদের মধ্যে গিয়ে বসে, যে খাতির পাবে, সে আদর-আপ্যায়নের ভাষা নেই। ওরা অদ্ভুত ভাবে খাতির করে। সাধারণ কসবার তুর্ককে যদি প্রশ্ন করা যায় গ্রীসও তো ছিল তুর্কের, সেটা ইংরেজ তুর্কের হাতে তুলে দিলো কেন? সেখানে তুর্করা তো মরে নি। ওরা

১। কফির দোকান। ২। গাধা-ওলারা, মালবয়। ৩। টাঙ্গা গাড়ির মালিক। ৪। টাঙ্গা গাড়ি।

ইঙ্গিতটি বোঝে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভয়ের না আছে ভাষা, না ভবিষ্যৎ। মাঝে মাঝে যখন বোমা ফাটে ওরা শুধু একটু সরে বসে,—বলে কিছু নয়; এটা "এনোসিস্"-এর কর্ম। গ্রীভাসের দল।—যদি তুর্কী কোনো ভিস্তিওলাকে প্রশ্ন করা যায়, এতোই তো ইংরেজ ইংরেজ করিস তবে দূর দূর করিস কেন? সে জবাব দেবে চমৎকার। দেখো, ইংরেজ চাইছে এধারে ওদের কদমটা মজবুত থাক। তা বেশ তো, ওদের জন্যে তো বন্দব দিচ্ছি, শহর দিচ্ছি, তা নেবে না। অথচ থাকতেও চায়। কী ভাবে রাখা যায় ভেবে পাই না আমরা। অথচ রাখতেও চাই। 'তবে খেদাও কেন?' প্রশ্ন করতেই অচিরাৎ চিন্তিত মুখে জবাব দেবে, বুঝবে না। তুমি আমায় জমি দিলে, বললে বাড়ি-ঘরদোর করে বসত করো। আমি বলি বেশ, জমিটা তবে লিখে দাও। তা তুমি দেবে না। বলো, তাতে কী আমার মনে হবে না যে, তোমার মতলবটা পুরোটাই দেবার মতলব নয়? ইংবেজ বলছে তাই। বলছে নাও স্বাধীনতা, কিন্তু এক্কেবারে লিখে দেওয়া, সেটা হবে না।

সাইপ্রাসেব বাইরে সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা চালু অছে যে, তুর্কীরাই ইংরেজদের রাখতে চায়।

কিন্তু এ বিষময় মিথ্যার তো কোনো জবাব নেই। আমাদের দেশেও পাকিস্তান হয়। আমরাও সে অখাদ্য খেয়েছি। তবুও এমন বার্তায় আমরা বিশ্বাস করি। তুর্কীরা জানে যে, ইংরেজ সাইপ্রাসের মিত্র নয়। অথচ অধুনা ভাবতে শিখেছে যে, ইংরেজ তুর্ক-এর দেখন হাসি মিত্র। যদিচ জানে যে, গ্রীসের বেলায় তুর্ক-প্রসঙ্গের ধারও ধারে নি ওরা। আসলে যদি তুর্কের নাম করে একটা জিব্রালটর সাইপ্রাসে রাখা যায়, সুয়েজ আব ইস্তানবুলের ওপর ধমকীতে ধার থাকবে। তুর্কদের ভাজিয়ে এ বাজী মাৎ করা যায় কিনা সেই চেষ্টাই জবর চলছে।

ভয় পেলেই মানুষ নির্ভর খোঁজে। কসবার জনতার নির্ভর ইংরেজ, অথচ ইংবেজকে তুরস্ক প্রীতির চক্ষে দেখে না। ইহুদী সমস্যার বাবদে তুরস্ক যে আমেরিকাকে চায় না, সাইপ্রাস বাবদ সেই আমেরিকাই তুরস্কের বন্ধু। তুরস্কের দাবি যে রচনা করা হয়েছে এ কথাটা কসবার প্রত্তিটি তুর্ক বোঝে। বোঝে যে তুরস্ক তার কেউ নয়। তবু যেহেতু ভয় পায়, সেই হেতু নির্ভর চায়। সেই নির্ভরই এখন ডক্টর কুস্যুক, তাঁর কথা যথাসময়ে জানা যাবে।

সে কালে ইসলামের সঙ্গে সাইপ্রাসের একটি শুভ বোঝাপড়া ছিল। ছিল বলেই তুরস্কের আমলেই "এথনার্কি"-র জন্ম; ছিল বলেই পোপীয় ক্ষমতার

বাইরে ছোট্ট সাইপ্রাস নিষ্পোপ খ্রীষ্টধর্ম এপোস্‌ল্ জনের মত ধরে বেঁচে আছে। রোমের খ্রীষ্টধর্মের জান-মান-মন সবই পলের মত, ম্যাথুস-এর মত। তুর্করা যদি চাইতো তামাম সাইপ্রাসকে মুসলমান করে দিতো। দেয় নি। ফলে 'এথনার্কি' তারা মেনেছে।

মানে নি ইংরেজ। এবং ইংরেজই বোঝায় এথনার্কি নাকি আর্কবিশপ ম্যাকারিয়স-এর ইম্পিরিঅলিজম! ইংরেজ বুঝেও বোঝাতে চায় না যে, আর্কবিশপ ম্যাকারিয়স প্রথম যখন নির্বাচিত হন তখন দেশেই ছিলেন না, এবং তাঁর নির্বাচন তাঁকেই বিস্মিত করেছিল। সাইপ্রাসে আর্কবিশপের নির্বাচনটাই একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন। এ কথাটা ইংরেজ উড়িয়ে দিতে চায়।

এই গ্রীক-প্রীতিকে সিপ্রিঅটরা সুনজরে দেখেছে। তুর্কদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছে। তারা দুঃস্থ, তারা গরীব। সেটা গ্রীকদের জন্য নয়। ইসলাম সভ্যতাময় এই চেহারা। জনতা দুঃস্থ, জনতা গরীব। ইসলামের ধর্মের মধ্যেই দান, ব্রত এবং ত্যাগের মহিমার ফলে আজও যেন মধ্যযুগীয় বহু ধারণা ওদের অর্থনীতিকে যূহুদী অর্থনীতির মতো বিশিষ্ট করে রেখেছে। জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র। সেটা বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় সিপ্রিঅটদেরই সহৃদয়তার অভাবে নয়। তবু শাসক-গোষ্ঠী তাই বলবে; এবং তারই ফলে আজ গ্রীক-তুর্ক সমস্যা।

সেদিনও তুর্ক শাসনকে নীরবে মেনে নেবার সদিচ্ছা সিপ্রিঅটদের ছিল না। তুর্ক হও, ইংরেজ হও, গ্রীক হও, পিছুটান রেখে দ্বিতীয় দফার প্রেম প্রেম নয়। সাইপ্রাসে থাকতে চাও সিপ্রিঅট হও। বাকী সব ভোলো। সাইপ্রাস সিপ্রিঅটদের। যেদিন খ্রীষ্টান য়োরোপ সাইপ্রাসকে তুর্কমুক্ত করবার জন্য এককাঠ্ঠা হয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলো সাইপ্রাস বেশ বুঝলে যে, সেটা সাইপ্রাসে পুনশ্চ লুসিগনান ভেনিস রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তুর্ক-নিধনের সাধু সংকল্প একটা বাহানা মাত্র। তুর্কীকে ঘায়েল করার জন্য য়োরোপ মুখিয়ে উঠেছে। দুই দৈত্যের সংঘর্ষের মধ্যে সাইপ্রাস ছাতু হয় আর কি! বলং বলং বাহু বলং! সাইপ্রাস সিদ্ধান্ত করলো নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে।

•

তুর্কদের আমল থেকেই সিপ্রিঅট বিশপদের রাষ্ট্রগত ব্যাপারে ধর্মগত ব্যাপারের মতোই ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হলো। জনতা এবং শাসকের মধ্যেকার সংযোগ হলেন বিশপ। স্যাভয়ের ডুাক বেঞ্জামীন তলে তলে সাইপ্রাসের আর্কবিশপকে হাতাবার চেষ্টা করলেন। বিপশ প্রথমে জনতা, পরে ধর্ম, তারও

পরে রাষ্ট্রের কথা ভাবেন। জনতার অটুট আস্থা বিশপের ওপর। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাইপ্রাসের বিশপদের এই চরিত্রবল প্রশংসনীয়। জনতার কল্যাণে যে কোনো সরকার ব্রতী সেই সরকারই বিশপদের আত্মীয় হয়েছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কোনোদিনই বিশপরা হাতে নিতে চায় নি।

স্যাভয়ের ড্যুক হার মানলেন। তারপরেই (১৬০৭) তাস্কানীর ড্যুক এবার মস্ত নৌবহর নিয়ে সাইপ্রাসের দিকে এগুবার ব্যবস্থা করলেন। সে নৌবহরকে অগ্রাহ্য করা দুরূহ বুঝতে পেরেই সিপ্রিঅটরা অন্য এক ফন্দী করলো। লেভান্তময় পাইরেসীর তখন জবর মৌকা। ড্যুককে পাইরেসীর পথ বাৎলে দিলো তারা। তাতে সাইপ্রাসেব কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ তখন সাইপ্রাসেব না বাণিজ্য না জাহাজ। পাইরেসীতে ক্ষতি হয় হবে—এক নয় তুর্কের, নয়তো ইতালীর। দুই-ই তো সাইপ্রাসের দুশমন। মহাখ্রীষ্টান ধুরন্ধর বীরের ব্যাটা বীর পাইরেসীর দাঁওয়ে ফেঁসে গেলেন! সাইপ্রাস জয়ের মতলব বাদ দিয়ে ড্যুক মেতে গেলেন পাইবেসীতে।

১৭২০ থেকে ১৭৪০-এব মধ্যে কয়েকটা ঘটনায় সাইপ্রাসের স্বাধীন-চিহ্নতাও শেষ অবধি নষ্ট হলো। তুর্কের অধীনে থাকলেও সাইপ্রাস সিপ্রিঅটদেরই ছিল। দেখাশোনা করতেন বিশপ। নামকে ওয়াস্তে একজন পাশা থাকতেন, ব্যস। ব্যবস্থা ইত্যাদি সব সিপ্রিঅটদের।

কিন্তু এই সময়ে সাইপ্রাস দিয়ে দেয়া হলো যৌতুক। তুর্ক মন্ত্রীমশায়ের পুত্রের সঙ্গে তুর্ক সুলতানের মেয়ের বিয়ের সময়ে সাইপ্রাস হলো মেয়ের যৌতুক। কে আর রাজত্ব করার হুজ্জৎ পোয়ায়। সাইপ্রাস ঝামেলার দেশ। মন্ত্রীমশায় নীলাম ডেকে সাইপ্রাসের শাসনভাব দিয়ে দিলেন ওস্‌মান আগা-কে। ইংরেজরা লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে এই প্রথায় আমাদেব দেশে কুখ্যাত জমিদারী প্রথা চালু করে। এটা পরম অপমানকর। নীলামে কিনে নেওয়া জমিদারী থেকে চিল-ওসমান-আগা জেডেমুষে কব নিতে থাকলো। কেউ কিস্‌সু বলতে পারে না। বিশপ নিজে দরবার করতে ক'বার গেলেন কন্‌স্তান্তিনোপলে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা!

অবশেষে কনস্তান্তিনোপল থেকে ফরমান এলো। উজীর সাহেব নিজে ফরমান শোনাবেন জমিদার আগাকে। জমিদার আগা তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠালেন নিজের খাস মহলে। প্রাসাদে বসেই তিনি সুলতানের আদেশ শুনবেন।

জনতা বক্র হলো। উজীরের পক্ষে আগার খাসমহলে ঢোকাটা বিশেষ সুবিধের বোধ হচ্ছে না! জনতা সাবধান হলো। তৈরিও হলো। ফরমান পড়া হতে হতে হঠাৎ তেতালার হলঘরখানার বিশেষ অংশটা তিনশো লোক-সহ পপাত। সঙ্গে সঙ্গে জনতা হামলে পড়লো। "ইনকিলাব", "দাগাবাজী", উড়িল নিশান, বাজিল বিষাণ। চিল-উসমান করবে কি? তার রক্ষীরাও ততক্ষণ বিপ্লবে যোগদান করেছে। ফাঁসিয়ে দেওয়া হলো চিল-উসমানের পেট।

দু'টি বছর চললো বিপ্লবের ওঠা-পড়া। এই প্রথম সাইপ্রাসে তুর্করা নিজেদের তুর্ক বলে ঘোষণা করলো। সিপ্রিঅটরা প্রাণপণে বিদ্রোহ জারি রাখলো। লার্নাকার কয়েকজন জুনিয়ার সিপ্রিঅট প্রমাদ গণলেন। তুর্করা যদি সিপ্রিঅট আন্দোলন থেকে আলাদা হয়ে যায়, প্রচুর রক্তক্ষয় অবধারিত। ওরা দল করে ফরাসী দূতাবাসে গিয়ে ধর্ণা দিলো। মধ্যস্থতা করার জন্য ধরলো। ফরাসী বললো, আমরা রাজদূত। আমাদের ওসব ভিতরী কারবার নিয়ে থাকার কথা নয়। ওতে মাথা গলাবো না। (স্মরণে থাকে, হিন্দোস্তানে ডুপ্লেও মাথা গলাতে গিয়ে সরকারী সম্মতি পায় নি) কিন্তু এ বিষয়ে ওস্তাদ অংরেজ। চার পায়ে রাজি। কোনো হুজ্জতে নাক বাড়িয়ে ক্লাইভ বা সিসিল রোড্‌সের মতো ঠগাতে পারলে সেও ছাড়ে না, তার সরকারও ছাড়ে না।

বিপ্লবী দল সবকিছু পেলো। জমিজমা ফেরত; বন্দীদের মুক্তি, ফৌজের যারা বিদ্রোহে যোগদান করেছিল তাদের পুনর্নিয়োগ। উপরন্তু খলিল আগা ছিল কায়রালিয়া দুর্গের সর্বেসর্বা। সে যোগ দিয়েছিল বিদ্রোহীদের হয়ে। তুর্ক সে। তাকে বিদ্রোহীরা তুর্কের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে বললো। খলিল আগাই নির্বাচিত হলেন সাইপ্রাসের শাসক। পুনশ্চ সাইপ্রাস-জনতা তুর্ককে বিশ্বাস করলো।

কিন্তু তুর্কী চাইছিল মৌকা। একটু শান্ত ঢিলে-ঢালা হতে-না-হতে তুর্কী ফৌজসহ কাইওর মহম্মদকে সেনাপতি আর মেলেকী বে-কে নৌসেনাপতি করে বিরাট ফৌজ পাঠালো তুরস্ক। কিন্তু সারা সাইপ্রাস তাদের স্বাগতম্ জানালো। মালপত্র কাঁধে করে বয়ে চললো নিকোসিয়ার দিকে। এরা সিপ্রিঅট তুর্ক নয়। এরা এসেছে জয় করে অধিকার করতে। এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

যতো পথ দুর্গম হয় ততো বশংবদ বাহকরা, পরিচারকরা মিলিয়ে যেতে থাকে। কাইওর মহম্মদের বুঝতে দেরি হয় না বাৎ ক্যা হুয়। কাইরেনিয়ার দুর্গে পৌঁছে যাবার পর তিনি আর বার হবার নাম করেন নি। মেলেকী বে

ক'বার চেষ্টা করলো 'দাদা'র কাছে যান। পারবেন কেন? কাইরেনিয়ার দুর্গ জয় করা তো চাড্ডীখানি কথা নয়! হার মেনে শেষে তিনি সন্ধিই চাইলেন। এবং সে সন্ধির কথা নিয়ে যে সিপ্রিঅট দূত তাঁর কাছে এলো তাকে অসভ্যের মতো গলা টিপে তিনি মারলেন। রাজনীতির ইতিহাসে দূতবধ এক চরম গ্লানি।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো!

এদিকে এলো ভীষণ দুর্ভিক্ষ। চাষিরা সামান্য চাষ করে বাকি জমি সব অনাবাদী ফেলে রেখে দিল। গৃহস্থরা কোনো রকমে দিনগুজরান করতে লাগলো। দেশে মানুষ অনাহারে হয়তো মরছে না, কিন্তু বাজারে খাদ্য আদৌ নেই। কিছুদিনেই বোঝা গেলো যে, এটা বিপ্লবেরই অন্যরূপ। দারুণ দুর্ভিক্ষ অথচ মানুষ বেশি মরছে না; রোগও বেশি নয়। অপরদিকে খুচখাচ খুনখারাবি, খুচখাচ অসহযোগিতা—নাগাড়ে চলতে থাকলো। বাদশাহ দেখেশুনে ক্ষেপ্.চুরিয়াস। শায়েস্তা করার আশায় প্যুনিটিভ ট্যাক্স্ জারি করে দিলেন।

ইংরেজ তখন তুর্কের দরবারে কুর্নিশ দিচ্ছে। স্যর সিডনী স্মিথ আক্রায় সমাসীন। তস্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত স্পেনসার স্মিথ কনস্তান্তিনোপলে। তাঁরা দূর থেকে এই থমথমে অবস্থাটি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলেন। অবশেষে স্যর সিডনী একটা কীর্তি করলেন। যা করলেন তার নজির একমাত্র ক্লাইভের জাতভায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে এখনও এমন সব কেতাবী পণ্ডিত আছেন যাঁরা মনে করেন অংরেজী হুকুমত যেহেতু শুভ্র ও অংরেজী মাত্র সেই কারণে উৎকর্ষতায় আকাশী। কেউ কেউ বলেন, ভারতবর্ষের 'জান' পেতে গেলে, তাকৎ রপ্ত করতে হলে য়োরোপের রক্ত ভারতীয় ভ্রূণে আমদানি করতে হবে। তক্তা তক্তা বইয়ে প্রভূত পাণ্ডিত্য দেখিয়ে এইসব গুণীজন-গড্ডালিকা ভাড়াটে কলমের ডগা থেকে ক্ষরিত হয়; শ্বেতদ্বীপবাসী পত্র-পত্রিকা বাইবেল ছেড়ে এইসব তত্ত্বকথা প্রচার করতে থাকেন।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে, তুর্কের বদ শাসনে তিতি-বিরক্ত হয়ে একের পর এক সৈন্য বিদ্রোহ, গণবিদ্রোহ থামছিলই না। ততোদিনে বিপ্লবী সাইপ্রাসের খ্রীষ্টান মুসলমান বিপ্লবের নামে এক হয়ে গেছে। সুভাষ বসু বলতেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একমাত্র প্রতিকার গণবিদ্রোহ। বিদ্রোহে সম্প্রদায়-

থাকে না, কারণ বীর্যে সবার অক্ষয় অধিকার। কথাটা কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বহু-প্রমাণিত। বিপ্লবের বাতাসে সাইপ্রাসের ব্যবসা-বাণিজ্য-জীবন যখন সসেমিরা তখন ইংরেজ সিডনী একটি ঐতিহাসিক ডাকাতি করলেন যা অতলান্তিক তীরের 'সভ্য' জাতগুলোর হাড়ে-মজ্জায় গাঁথা নিত্যকর্ম। চিরকাল করে এসেছে। স্যর সিডনীকে গাঁয়ে কেউ মানে না। কিন্তু মোড়লী ইংরেজের হাড়ের ঘুণ। সে করবেই। ইংরেজ আজই নয় গোঁত্তা খেয়েছে। হিটলার ও দফাটি সাঙ্গ করে বেঁচে গেছে। কিন্তু মরছে তিলে তিলে ইংরেজ, মারছে আমেরিকা। মারছে। উনবিংশ শতাব্দীর বেনে ইংরেজের গায়ের ছেঁড়া রাজনীতির দুর্গন্ধময় পোশাকখানা কেড়ে নিয়ে এখন পরেছে আমেরিকা। তিনি এখন হয়েছেন দুনিয়ায় মোড়ল নম্বর এক। স্যর সিডনীর বোম্বেটেপনার ভাষাও চার্চিলী চালে মহৎ অলংকারে গম গম করছে। স্যর সিডনীর সেই ফতোয়া ইংরিজি ভাষার একটি অনবদ্য নমুনা। তুলে দিই। সেই ঝুনো পাকা গুলজার দালালীর অনুবাদ হয় না।

In the exercise of my duty, representing the King in his dignity, as his minister plenipotentiary at the Ottoman Porte, and being decorated by Sultan Selim with his Imperial aigrette, and with a commission···to land forces by sea and land on the coast of Syria and Egypt···and as the Capitan Pasha was expressly put personally under my orders, I thought it my duty to land at Cyprus, for the purpose of restoring subordination and the hierarchy of authority, on a sudden emergency, which arose from the bursting out of an insurrection of Janissaries, Arnauts and Albanians······The insurgents having murdered their local immediate chief in the island, the Greek population was at their mercy, and under dismay and terror. I landed on the instant, and exercising the deligated authority of Sultan Selim, as if he had been there in person, and wearing his Imperial aigrette, or plume of triumph, I restored order ··causing the disbanded troops to go down to the beach, like sly stinking wolves, foiled in their

blood thirsty career, and then to embark, leaving the island tranquil and free from the previous apprehension of plunder and massacre.

এ ভাষার তুলনা হয় না। বাংলায় এর জলদর্থ চলৎ কথায়—গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। সাইপ্রাসে বিপ্লব; সেলিম আমায় বন্ধু বলে; তাই আমি সেলিমের ভেসে যাওয়া মাল হড়প করে সেলিমকে চিন্তামুক্ত করলুম, পৃথিবীকে রক্তক্ষয় থেকে বাঁচালুম,—এবং আর কারুকে রাহাজানি, ডাকাতি করতে দিলুম না (কারণ, বুঝছো না ভাই ? রাহাজানি, ডাকাতি এসব আমি থাকতে আর কে করবে ? আমি যে ইংরেজ !)।

স্যর সিডনী এলেন নিকোসিয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নিকোসিয়ার ঘুণ আর্কবিশপ প্রথম সাক্ষাতের সৌজন্য হিসেবে স্যর সিডনীকে শান্তির প্রতীক একটি ক্রুশ দিলেন। স্যর সিডনী তাই থেকেই অর্থ বার করলেন—আর্কবিশপও নিজেই এ হড়পে মহাখুশি, দেখো না, তিনি সম্মানে ভূষিত করেছেন সাইপ্রাসের ত্রাণকর্তাকে !!

ঐ অঞ্চলের আর এক অংরেজ ধনুর্ধর ছিলেন লর্ড এলগিন (যাঁকে গ্রীসের মার্বেল লণ্ডনে পাচার করার খাতে অনেকেই চোর বলেছে); তিনি সিডনী আর স্পেন্সার স্মিথের এই জবর জঙ্গ কাণ্ড দেখে আর এক ধনুর্ধর লর্ড নেলসনকে এক রসালো পত্র হেঁকেছিলেন ! গুণীজন জানেন যে, পররাষ্ট্র বিভাগের দৌত্যকর্ম যেসব রথী-মহারথীরা দেশে দেশে করে থাকেন তাঁদের মধ্যে আপোসে, কর্তায় কর্তায় এবং গিন্নীতে গিন্নীতে, কতো ভাব !! এ্যাম্বাসেডর আর হাই কমিশনারদের চিত্তদাহ ও মর্মপীড়া নিয়ে জবর জবর বই লেখা চলতো। কিন্তু মানুষ ছাড়া বই যে হয় না। মানুষ চাই ; চরিত্র চাই। কেবল নঞ্-বাচক নপুংসকতা দিয়ে বই কী লেখা যায় ? লর্ড এলগিন চটে নেলসনকে লেখেন (১৮০০ খৃঃ অঃ) "......he continues this title without confirmation, instructions, or powers from home. And he has exerted this on different occassions to exercise police in Cyprus and elsewhere ; a fact literally without precedent in diplomatic history."

ক্লাইভ এবং মীরজাফর আলি খাঁ কী procedure ?

ওয়ারেন হেস্টিংস এবং ওয়াজেদ আলি শা কী precedence ?

সিন্ধু প্রদেশ এবং লর্ড এলেনবরা কী precedence ?

ব্রহ্মদেশ এবং লর্ড এমহার্স্ট কী precedence ?

অস্ট্রেলিয়া এবং কাপ্তেন কুক কী precedence ?

Precedence-এর অভাবই precedence হয়ে আছে শুদ্ধমতি ইংরেজের চিত্তে, মর্মে, বিবেকে এবং আইনে।

ইংরেজ হেন সব সমালোচনার কী জবাব দিল ?

জালিয়ানওয়ালা বাগের জেনাবল ও' ডায়রের নৃশংসতার জবাব ইংরেজ কী দিয়েছিল ? বিলিতী সম্মান, অর্থ, পুরস্কার, পদবী। সাউথ আফ্রিকা হড়প করার বিনিময়ে সিসিল রোড্সকে কি জবাব দিয়েছে ইংরেজ ? স্যর সিডনীকে, সেই চৌত্রিশ বছর বয়সেই এ্যাডমিরাল করে ধুরন্ধর ইংরেজ এ নাটকের নিষ্পত্তি করলো (১৮২১)। ইয়ান স্মিথকে কী জবাব দিয়েছে ইংরেজ ?

১৮২১-এর মিশরের ইতিহাস যাঁদের জানা আছে তাঁরা এর পরের চালটি দিব্য বুঝতে পারবেন। ভারতে তখন ডুপ্লে-ক্লাইভ-পলাশি-কর্নওয়ালিস-ওয়ারেন হেস্টিংস নামগুলো দ্রুত ওঠানামা করছে। মিশরে ফরাসী এবং ইংরেজে লেগে গেছে মাতব্বরী নিয়ে ঘেউ-ঘেউ। তুর্কী-দমন তখন ভিক্টোরিয়ান ইংলণ্ডের মহৎ সাধন। একদা ভারতে অকবর নামে যে স্থর বাজতো, ভিক্টোরিয়া নামে সে স্থর বাজাতে তখন সবে শুরু করেছেন পুণা-সাতারা-কলকাতার রাজা-রাও-রায়বাহাদুর-মহতাব-স্যর কোম্পানীর বাজনদারেরা। ওরই মধ্যে বাঘের হালুমে শেয়ালের ডাকের মতো আনাচে-কানাচে সস্তা, গিলেকরা, কোঁচাদোলানো স্বদেশীয়ানার ন্যাকামীও শোনা যাচ্ছে। অমুক হিতৈষিণী, তমুক নিবারণী ইত্যাদিও যেমন চলেছে, তেমনি ইংরিজি শাস্ত্রানুবাদ চুটিয়ে চলছে। রাজত্বের মোড়ল ভিক্টোরিয়া কিন্তু লণ্ডনে। কোহিনূর-এর সঙ্গে অনেক "নূর" (জ্যোতিঃ-সম্পদ) চলে গেছে। সে লুটের ভাণ্ডার হলো, নাম হলো "ইণ্ডিয়া হাউস্"। ঠিকানা হলো c/o ব্রিটিশ সরকার, লন্দন! বেচারিণী বিক্তোরিয়া! তাঁর এসব বিষয়ে মন দেবার সময় কই ? নিজের সতীনাম বজায় রাখার জন্যই তখন তিনি এবং তাঁর ডায়েরী নাজেহাল। একদিকে পামারস্টোন অন্যদিকে ডিজরেলী, একদিকে মেলভিল্ অন্যদিকে বাঘা গ্লাডস্টোন, বিক্তোরিয়ার তখন ভারতের জন্য নাড়ী কাঁদছে আর কি!

নেপোলিয়নের সর্বনাশের পর তখন সারা য়োরোপে রুশের প্রতিপত্তির চম্‌চমাট। আসর জমজমাট। রুশ এক প্রান্তে ছুঁয়েছে ভারত, অন্য প্রান্তে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। কৃষ্ণ সাগরের রাজনীতিই তখন ঘন থকথকে। গ্রীস-তুরস্ক-মিশর তিনখানা প্রলয়-শাসনই তখন তুরস্কের। কিন্তু ফরাসী আয়ত্ত করেছে মিশর (স্মরণ করুন নেপোলিয়নকে, তারপর নেলসন ও নীল-নদের যুদ্ধ), এবং ইংরেজ হাতিয়েছে ফরাসীর কাছ থেকে সেই প্রতাপ। এখন ইংরেজ ভাবছে তুবস্ককে জব্দ করলেই রুশের দাঁত খাট্টা, তারপর মুচমুচ করে আফগানিস্তান-ভাজা আর পারস্য চচ্চড়ি খেতে বিলম্ব হবে না। ইরাক-টা—ও তো হয়েই আছে।

ঘুণে-ধরা তুরস্কের পেছনে লাগিয়ে দিতে হবে মিশরকে। মিশরের মেমলুকদের নিপাত করে কে এক মহম্মদ আলিকে (বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? বড্ডই ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে? স্মরণ করুন সিরাজকে সরিয়ে মীরজাফর আলিকে তক্তে বসানো) বসানো হলো গদীতে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে তুরস্ক তো হাঁ। থরে থরে ঢৌকন এবং উপঢৌকন; দস্তা-দস্তা দূতদের আগমন ও কুর্নিশ, কখনও রুশের, কখনও ফরাসীর, কখনও ইংরেজের। তুবস্কের নাম বদলে হলো "যক্ষ্মা ধরা পূবিয়া রুগী" (Sick man of the East), এবং রাজবৈদ্য দলে দলে এসে চিকিৎসা-সঙ্কট বাধালো।

এই চিকিৎসা-সঙ্কটের মুখে 'নার্স'-গিরি করতে ডাকা হলো মিশরকে, যাতে মিশরেব মুখোশ ধার নিয়ে, মিশবের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কি-নিধন তথা ইংরেজ সাধনমার্গের বৈকুণ্ঠ সিদ্ধিলাভ হয়। লাভ কি? পরম লাভ। খ্রীষ্টীয় য়োরোপ চেঁচাবে না, কারণ দেশটা নেহাত মুসলমান। উদার য়োরোপ চেঁচাবে না, কারণ ও তো মোছলমানে মোছলমানে লড়াই। বেচারী 'হিংরেজ' তো চিরকাল পরোপকারের বিভূতি দেখাচ্ছে।

১৮৩২-এ আক্রা দখল করে নিলেন ইব্রাহিম পাশা। ইংরেজ তাতেও চুপ করে থাকে নি। ইব্রাহিমের বাপ মহম্মদ আলি গিয়ে সাইপ্রাসে চেপে বসলেন। আট বছর পরে ইব্রাহিম অজ্ঞাত কারণে সাইপ্রাস ফিরিয়ে দেবার পর দেখা গেলো সাইপ্রাসের জনসংখ্যা হঠাং বৃদ্ধি পেয়েছে; শুধু তাই নয়, অজ্ঞাত কারণে জনসংখ্যাটা কসবাতেই বেড়েছে। হঠাৎ "মুসলমান" জনসংখ্যা বেড়েছে। অর্থাৎ কেবল তুর্কী নয়, মিশরীয়রাও এসেছে। সিপ্রীঅট চিরকালের কড়া বিদ্রোহী, লা-পরোয়া বিদ্রোহী, তাই তাদের শায়েস্তা করার

প্রথম বীজ ইংরেজ গাড়লো, মুসলমান নামক একটা 'জাত' এনে বসালো। তারা নিজেদের সিপ্রিঅট বলতো না। সেই দিনই এঁচে রাখলো একদিন একে ভাগ করতে হবে; সেই ভাগ করার খেলায় এই জনসংখ্যার বৃদ্ধিটি কাজে দেবে।

রায়-বাহাদুরি মহলে ইংরেজ উপাসকদের মধ্যে ন্যাকা সন্দেহ জাগে,—বা জাগবে (?), এই বুদ্ধি ইংরেজ পায় কোথা থেকে? ইতিহাস ভুলে যেতে মানুষ ওস্তাদ। অশুভ বুদ্ধির চোখ কুৎকুতে, কাছের দেখে; অপরিসর দৃষ্টিটা বেশি দূর যায় না। শুভবুদ্ধির তৃতীয় নয়ন, অদেখাকেও দেখে। বুদ্ধির ফসল কোন নাভিকুণ্ডলীর গ্যাঁজ, দেখা যাক।

১৮১৫-তে ভিয়েনার কংগ্রেসে তিন চাঁই। তালের্য়াঁ (ফ্রান্স); মেটার্নিক (অস্ট্রিয়া) এবং লর্ড কাস্‌লরী (ইংলণ্ড)! ইতালীতে কারবোনারি পার্টিতে বিদ্রোহ ধূমায়িত; পনের বছরের মধ্যে ফ্রান্সে আবার বিদ্রোহ! লুই ফিলিপ নেপোলিয়নের কবরে মালা-চন্দন চড়িয়ে দাঁড়ানো ফ্রান্সকে নেপোলিয়ঁ পূজায় হাঁটুর ভরে নুইয়ে ছেড়েছেন। ঠিকই হয়েছে; ক্ষাত্রবীর্য জলাঞ্জলি দেবার পরেই মানুষ বৈষ্ণব হয়। রাম এবং কৃষ্ণের মতো ক্ষাত্রবীর্যকেও আমরা 'বুদ্ধ' করে ছেড়েছি!

এদিকে পোল্যাণ্ড তিনবার বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে রুশ, প্রুশ এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে। ফ্রান্সে বিপ্লবোত্তর চার মত—একমত বলে ফিরে যাও পুরাতন নেপলিয়ঁ। এর আগের বিশুদ্ধ একতন্ত্রতায়; সেই ভালো। এক দল বলে, সে কী কথা? কিছু কিছু রিফর্ম চালাও, দেমক্রাসীকে সেলাম জানাও,—কিন্তু বাহিরের মুলুকগুলোতে চুটিয়ে বণিকশাহী ইম্পিরিয়লিজম ফৈলাও করো,—দেখছো না ইংরেজকে? ধরো মিশর, মধ্যপ্রাচ্য আর ইন্দোচীন। একদল বলে,—নীতিবাক্য। দেশ তো বুর্যোঁদের! আইনতঃ তাদেরই ডেকে আনো। হাসবার কিছু নেই। অতি সাম্প্রতিক কালে জেনারেল ফ্রাঙ্কোও এই কথাই বলেছেন এবং কে একজন আলফান্সো তো আমের মতো জাগ দিয়ে রেখেছেন। প্রয়োজন মতো টুক্ করে বসিয়ে দেবেন। কিন্তু একদল আরো,—তারা কেবল সমাজতন্ত্র চায়। আজও ফ্রান্স মূলতঃ এই চার পায়েই দাঁড়িয়ে। সেনাপতি পূজক ফ্রান্স আজও সমাজের পায়ে খাড়া হতে পেলো না। রুশ খুঁচিয়ে চলেছে তার দক্ষিণপ্রান্ত, তুরস্ক উঁচিয়ে চলেছে তার উত্তরপ্রান্ত পোল্যাণ্ড, নরওয়ে বালটিক সাগর এবং ইংরেজকে। বিপদ ঘন অস্ট্রিয়ার। বলকান বাগ মানে না; গ্রীস বিদ্রোহী। হাঙ্গারী একটা মধ্যযুগীয় বর্বর দেশই বলতে গেলে। কিন্তু

বর্বররাই গড়বর করে বেশি। কাশ্মীরের ললিতাদিত্য মরার সময়েও বলে গিয়েছিলেন—আর যা করো ডামরদের সামলে রেখো। ওদের ঝামেলাকে অবহেলা কোরো না। প্রলেতারিয়েৎকে অ-সভ্য আর মূর্খ বলে খদ্দরী কংগ্রেস যতোই লপেটা-বাহার রাজনীতি করুন না কেন, এখনকার নাগা, খাসি, সাওঁতাল, গোণ্ড্, আদিবাসী, উপজাতিদের নিয়েই তো লালঝাণ্ডার ঝামেলা। 'রক্তবীজ' এরা। স্বয়ং চামুণ্ডা না চিবুলে এ মুণ্ডাদের নাশ করে কার সাধ্য ?

ক্রোট, মাগিয়ার, সার্ব, চেক, শ্লাভ সবাই তখন রম্ রম্। রণং দেহি। ওসকাচ্ছে ইতালি, ফ্রান্স, গণদেবতার শুঁড় বাড়ছে আব বাডছে, নড়ছে আর নড়াচ্ছে। কোস্থুথ্-এর বজ্রনিনাদ হাঙ্গেরীকে মুক্ত করলো। আরম্ভ হলো বলকানাইজেশন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ, এপ্রেল, মে—শ্রমিক, চাষী, মজদুর, কিষাণ চিৎকার তুললো,—খেদাড়ো পাপ পাষণ্ডী মেটারনিককে,—মেটার-নিকের মুণ্ড চাই। পালালো মেটারনিক ইংলণ্ডে। রাইখ-এর পতন হলো। ভিয়েনা থেকে পালালেন সম্রাট ইন্সব্রুক। চেখরা বিজয়ী, জর্মন তহশীলদার তালুকদারদেব পুঁজি-পাট্টা বন্দ্। অক্টোবরের বিদ্রোহ আরও জবব। মন্ত্রী লাতুরকে খুন করা হলো। রাজামশায় চোঁ-দৌড়, ওলমুজে গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন। বোহেমিয়া, চেখ, ক্রোশিয়া, সার্বিয়া—একে একে টুকরো হতে থাকলো।

আর ইংবেজ মজা দেখে। ইংরেজ শেখে। ভারতের সামন্ত রাজাদের শিখণ্ডী রেখে ইংরেজ ভারতবর্ষকে বলকানাইজ করে; মালয়কে বলকানাইজ করে; তুরস্ককেও বলকানাইজ করে, পোল্যাণ্ডের মতো ভাগ-বাঁটোয়ারা করার মন্ত্র পড়লেন পামারস্টোন্ ডিজরেলী। শিক্ষাটা পোখ্তো হচ্ছে সেইসব ময়দানে।

এই বাঁটোয়ারার জন্য দল চাই। ভারতে চাগিয়ে তোলা হয়েছিল কংগ্রেস এবং মুস্লিম লীগ। তখন যদি ভারতীয় কর্তাভজারা মেনে চলতেন বেদবাক্য—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুধা শ্রুতেন—আজ ডলার নরকে পতিত হয়ে গুমসেদ্ধ হতে হতো না। মাথায় চীন, দাইনে বাঁয়ে আমেরিকা; ভেতরে ভেতরে লীজ্ এণ্ড লেণ্ড বিষ ভারতকে জর্জর করতো না। বাণী হিসেবে শান্তি, আত্মার পক্ষে চমৎকার সালসা সন্দেহ নেই। কিন্তু সালসাই যার খাদ্য দেহ তার জীর্ণ। বলহীনের আত্মাই নেই, তার শান্তি। কুশাসনের একমাত্র উপায় নিপাত। বিদ্রোহী ছাড়া কংসকে কেউ রুখতে পারে না। রাবণ হোক বা কংস হোক, মারো, মারো। তার নাম শান্তি এবং

শান্তির প্রয়াস। বিপ্লবই শান্তির প্রথম পাঠ। জল ছিঁটোনো শান্তি তে-রাত্তিরও টেকে না।

এইভাবে সাইপ্রাসেও বলকানাইজেশনের সুরাহা করে রাখলো ইংরেজ। বুদ্ধি যে কোথায় পেল, বোঝা গেলো। বুদ্ধির নাম বলকানাইজেশন। *Divide Et Impera*! আট বছরে সাইপ্রাসে তুর্ক না হোক, মুসলমানের সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে রাখলো গ্রী-ইংলণ্ড প্রাসাদাৎ! তুর্ককে ঘায়েল করা হলো মিশরকে লেলিয়ে। সিরিয়া থেকে সুদান হয়ে গেলো মিশরের বেনামীতে ইংরেজের। তুর্ক হলো আরও কোণঠাসা। কোণঠাসা দেখে গ্রীসও করেছে বিপন্ন, তুর্কের বিপক্ষে বিদ্রোহ। গ্রীস স্বাধীন হতে চায়। গ্রীস খ্রীষ্টীয় (?) দেশ! (আবার ধর্ম! পশ্চিমের ব্যবসাদারেরা গ্রীসটাকে বাজার হিসেবে চায় এ সত্য কেন চাপা রাখা?) কাজেই তামাম খ্রীষ্টীয় দেশ গ্রীসকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। এ চাপ তুর্কী একা সইতে পারবে কেন? বহুকাল পরে গ্রীস স্বাধীন হলো। অর্থাৎ তামাম গ্রীস, গ্রীক দেশ হয়ে গেলো, যা কখনও ছিল না। গ্রীক আমলেও ছিল না।

কিন্তু গ্রীস অকস্মাৎ দেখলো সেই স্বাধীনতার স্বাক্ষর থেকে গ্রীক সাইপ্রাস বাদ। এই বাদ পড়ার ফলে সাইপ্রাস তার বিদ্রোহ জারি রাখলো। ইংরেজ আশংকা করে নি এ হেন স্পর্দ্ধা সাইপ্রাসের হবে। তুর্কও তখন তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সাইপ্রাস নিধনে ব্যস্ত হলো।

১৮২১-এ সাইপ্রাসে আরম্ভ হলো বিপ্লব। এর ভয়াবহতা অবর্ণনীয়। তুর্কেরা তখন ঘা খেয়ে খেয়ে পাগল। মিশরীয়রা তখন প্রত্যেকটি য়োরোপীয়কে সন্দেহ করে। তুর্ক আক্রার পাশাকে ফৈলাও হুকুম দিলো খ্রীষ্টানগুলোকে কোতল করতে মা শুড। সভা ডেকে স্থির হলো বাছা বাছা সিপ্রিঅট গ্রীকদের মধ্যে কাকে কাকে কোতল করা হবে। লিস্ট হয়ে গেলো।* নানান ফিকিরে বিশপদের তথা অন্যান্য গণ্যমান্যদের নিকোসিয়ায় এককাট্‌ঠা করা হলো। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে (July) আরম্ভ হলো কৎল্‌-এ-আম; খুনখারাবির হোলিখেলা। আর্কবিশপকে প্রকাশ্য পথে সরকারী বাসভবনের সামনে গাছে টাঙানো যেদিন হলো সেদিন আরও তিনজন বিশপ এবং কয়েক শত সিপ্রিঅটকে বলিদান করা হলো। অপরাধ? "দেশ আমাদের। গরীবী

*_History of the Greek Revolution_—Spyridon Iricoupi

সইবে, তব্বি সইবে না" ইত্যাদি অকথ্য বলা। সেরা সেরা তুশো গ্রীককে এককালে বিনা বিচারে, বিনা অপরাধে, মাত্র সমাজে সেরা হবার ফলেই কোতল করা হলো। প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরে মুখিয়া, আগুয়া, নেতা, স্বাধীন বলতে কেউ রইলো না, কারণ প্রতি গ্রামে, শহরে এ হত্যা সাজিয়ে গুছিয়ে করা হলো। ইংরেজ—যে ইংরেজ লম্বাচওড়া কথা বলে জাহাজ চড়াও হয়ে "ব্যবস্থা" করতে এসেছিল, সেই ইংরেজ একটি কথাও বলে নি। কেন? অপরের রাজত্বে তারা নাকি নাক গলায় না। তা নাকি দেমক্র্যাসী নিষিদ্ধ!!... (কিন্তু ফরাসী কনসাল নিজের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেও বহু আশ্রিতের রক্ষা বিধান করেছিলেন। এই ফরাসী সরকারের অন্য কনসাল অন্য সময়ে সাইপ্রাসের দ্বারা আহূত হয়েও সাইপ্রাসের ভেতরের ব্যাপারে নাক গলান নি।)

ইংরেজ কনসাল তখন কী করছিলেন? একজন কাপ্তেন ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড-এর বিবরণ শুনুন।—

"তুপুর তখন। কাপ্তেন দার্লিং এবং আমি সাজগোজ করে কনসালের বাড়ি ভোজে চলেছি। ভোজের পর খোজাবাসীর প্রাসাদে গবর্নর সাহেবের সঙ্গে ভেট করতে এলাম। কনসালের বাড়ি থেকে খোজাবাসীর বাড়ি অবধি যে ভাবে কৈলাও শোভাযাত্রা করে আমরা এলাম ভাবলেও হাসি পায়; কিন্তু লার্নাকা শহরবাসীদের মনে ধাঁধা লাগবার কথা; লেগেও ছিল। সবাই একেবারে বাড়ির বাইরে, ড্যাবডেবে নয়নে আমাদের গেলে আর কি! কনসালের গাড়ির,—হ্যাঁ গাড়িই বলবো, গাড়ির কংকাল তো বলা যায় না,—পেছনে লাফ দিয়ে যিনি উঠলেন তিনিও কংকালসার এক বৃদ্ধ, লম্বা শনের মতো দাড়ি, পরনে লাল বনাতের আংরাখা। হাতে তার এক জগদ্দল সোটা। সেট তিনি কেরামতির সঙ্গে ঘোরাচ্ছেন। চিত্রটি দেখে হাসি চেপে রাখা অন্ততঃ আমার পক্ষে দায় হয়ে উঠলো। সরকার তখন একটি দীভানে আসীন। চারদিকে আলবেনিয়ান দেহরক্ষী। (সিপ্রিঅট্ নয়; ওরা জাতবিদ্রোহী; বার বার দেখা গেছে—টিপ্পনী—লেখকের)। বহুৎ বহুৎ আদবের সঙ্গে অনেক উঁচুদরের গাম্ভীর্য রাশি রাশি ফলিয়ে আমরা নীত হলাম শ্রীমানের সম্মুখে, এবং আদিষ্ট হয়ে অভাজনেরা দীভানের অন্য প্রান্তে আসীন হলেন। বাণী দিলেন তিনি, স্বাগতম্...আমাদের আগমনে তাঁর আনন্দের আর...ইত্যাদি মামুলী গৎ।" (Journal of a Tour in Levant, 1820)

কারণ কি রে বাবা এতো আপ্যায়নের? খোজাবাসীর এক জাহাজ হারেম-

বাসিনী চালান হচ্ছে কারামানিয়ায়, যদি H.M S. Raleigh-এর কাপ্তান সদয় হয়ে তাঁদের পিছু আলগে চলেন—ইত্যাদি। সম্মানিত তথা সরস ভার নিঃসন্দেহ। কিন্তু লেখকের, অর্থাৎ কাপ্তেনের খানিকটা রসবোধ ছিল বলেই ওই চারুভারের পেছনে ঠ্যাঙ্গা নিয়ে রাখালী করতে রাজি হন নি!

ইংরেজ তখন এক বুদ্ধি করলো। ১৮৭০-এ তুর্ককে বলে সাইপ্রাসকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন জিইয়ে রাখলো। স্বায়ত্ত বলতে বুঝতে হবে ইংরেজের আয়ত্ত। সিপ্রিঅটদের নয়? অর্থাৎ মাংসটি দেকচীসুদ্ধ দমে সেদ্ধ করতে বসানো হলো। যথাসময়ে গেলবার সুবিধে হবে! হঠাৎ তারই পরে ইংরেজ এক মহৎ সত্য আবিষ্কার করলেন। সাইপ্রাসের নাকি যথেষ্ট 'উন্নতি' হচ্ছে না, এবং উক্ত উন্নতি ঠুসে দেবার দায় ইংরেজেরই।

১৮৭৮-এর জুন মাসে দয়াময় ইংরেজ সাইপ্রাসের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে মিশরকে তথা তুরস্ককে ধন্য করলেন। চিন্তামুক্ত করলেন। সুলতানকে বোঝানো হলো. এবং তিনি বুঝলেন যে, সাইপ্রাসের প্রতি ইংরেজের কোনো বিশেষ লোভ নেই। (লোভ? ইংরেজের? কবে, কখন, কোথায়, কে দেখেছে? ছিঃ!) তবে কিনা,—রুশ অতি দুরাশয়। মুস্লিম রাজত্বের ওপর তার বড়ই কুনজর। (ভাগ্যি সুলতানের জানা ছিল না সুজাদ্দৌলা, শাহ আলম, সিরাজদ্দৌলা, টিপু সুলতানের কী ধর্ম!) হাতের কাছে সাইপ্রাসে ইংরেজের রণবাহিনী থাকাটা কি সুলতানেরই রক্ষাবিধান করা নয়? বন্ধু এমন করেই থাকে। তা ছাড়া উন্নতি। সে তো এখনও বাকী! তাও হবে।

এই ব্যবস্থাই থাকলো সেই ১৯১৪-১৮র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। তারপরেই সুলতানের সুলতানী গেলো। যেতো পুরো তুরস্কই; গেলো না। কারণ নং ১, কামাল আতাতুর্কের গুঁতোয় ইংরেজ চ্যাপটা। এবং নং ২, রুশের হাত থেকে ভূমধ্যসাগরকে আগলে রাখার আশ্বাসে একটা মাঝেরতলা বন্ধনী-রাষ্ট্র চাই। সুলতানীই যখন গেলো তখন গ্রীসের ওপর থেকেও তুরস্কের অধিকার গেলো। গ্রীকরা অবশেষে স্বাধীন হলো। ন্যায়মতো সঙ্গত কারণেই তুরস্কের লগ্নীরাখা সাইপ্রাসও তখন গ্রীসের ভাগ বলেই স্বাধীন হতে পারতো। হলো না। কারণ, সাইপ্রাস তখন যে ইংরেজের কাছে লগ্নী! ইংরেজ দেবে কেন? গোলেমালে গ্রীকদের গ্রীস পাইয়ে দিয়ে সাইপ্রাসটি ধীরে হজম করে নিলো। গ্রীসের স্বাধীনতার সময়ে গ্রীসে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা ওঠে নি; কিন্তু সাইপ্রাসের বেলায় ওঠানো হলো; ওটায় যে ইংরেজ

পতাকা! সাইপ্রাস স্বাধীন হলো না। শ্বেতনীতির লণ্ডন-সংস্করণ মতো হাতের পাঁচ ইংরেজেরই রয়ে গেলো। শেষ দান সর্বদা ইংরেজ কোলে বেঁধে রাখে।

অনেকে আমার লেখার জ্বালায় ক্ষেপে কামড়াতে আসবেন। যেন বড়ই একদেশদর্শিতায় ট্যারা হয়ে গেছি। এতোটা 'বি-দ্বেষ' নিয়ে 'উত্তম' বই লেখা যায় না! বেশ! বেদবাক্য তুলে দিই তবে:

লর্ড স্যালিসবারির কড়চা পড়া যাক। তিনিই স্যর হেনরি লেয়ার্ডকে কনস্তান্তিনোপ্‌লের দূতাবাসে গোপন সাফাই পাঠালেন—

"It will further be necessary, in order to enable Her Majesty's Government sufficiently to execute the engagement now proposed, that they should occupy a position near the coast of Asia Minor and Syria. The proximity of British officers, and if necessary, of British troops, will be the best security that all the objects of this agreement shall be attained. The Island of Sypræs appears to them to be in all respects the most available for the object."

কী সদাশয়, সচ্চরিত্র, খ্রীষ্টিক উক্তি। ভণ্ড যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী শুদ্ধ ভণ্ডামীই প্রচার করে তারও নাম হয় ধর্ম!!

অতি চুপচাপ ১৮৭৮-এর সেই জুন মাসের (৪ঠা জুন) চুক্তি সারা হলো; এমনকি লার্নাকায় কনসাল সাহেবও জানতে পারলেন না। এদিকে জলে পড়েছে নোংরা, মাছ কখনও চুপ থাকে? হঠাৎ কনস্তান্তিনোপ্‌ল ঝেঁটিয়ে তামাম ব্যাঙ্কার, দালাল, পুঁজিপতিদের শুভাগমন সাইপ্রাসে। ধড়াধ্বড় বাড়ি, জমিন, ক্ষেত, খামার যা পাচ্ছে একগুণ, দুগুণ, চৌগুণ দামে কিনছে। কন্‌সাল বলে, ব্যাং ক্যা রে জী? স্যার হেনরী লেয়ার্ড বুদ্ধু বনে গেছেন। কনস্তান্তিনোপ্‌লে সংবাদ পাঠাচ্ছেন, "হঠাৎ ছ্যাশটা যেন পাললে গেছে। ব্যাপার কি বুঝছি না যে সোনাতন!" ১১ই জুলাই স্যর ওয়ালটার বেয়ারিং নিজে সুলতানের ফর্মান নিয়ে এলেন। সাইপ্রাসের প্রথম গভর্নর জেনারেল স্যর গার্নেট উলসলী। ১২ই জুলাই বিকাল পাঁচটায় তুর্ক নিশান নিকোশিয়া থেকে নামলো, ইংরেজ জ্যাক চড়লো। ২২শে জুলাই স্যর গার্নেট সাইপ্রাসে নেমে যখন কুর্নিশ নিচ্ছেন তখন ফৌজ কারা?—ইংরেজ এবং

ভারতীয় সৈন্ত !! সিপ্রিঅটরা থ। সাইপ্রাসে ভারতীয় সৈন্ত? কেন? সিপ্রিঅটরা কী দোষ করলো?

সিপ্রিঅটদের দোষ ইতিহাস। তাদের বুনোমী, ষাড়ামী, গোঁয়ার্তুমী। আমাদের দেশে রায়বাহাদুর, খাঁবাহাদুর, চৌধুরী মশায়দের দল তো সিপ্রিয়ট নয় যে, যুগে যুগে বিদ্রোহ করে পরকাল ঝরঝরে করবে। এখন যেমন কেরালা, অন্ধ্র, বাংলা, পংজাব,—বিশেষ কলকাত্তাইদের দল। সেই মোহনলালের সময় থেকে এরা কাতারে কাতারে জান দেবে তবু লাহা-শীল-মল্লিক-বিড়লা-গোয়েঙ্কা-দালমিয়ার মতো বাজারকে বাজার, চৌরাস্তাকে চৌরাস্তা, সড়ক-কে সড়ক, ব্যাঙ্ক-কে ব্যাঙ্ক কিনে সুস্থ হয়ে বসবে না। সারা কোলকেতা "পরের" হয়ে গেলো; তবু হাঁদা "বংগালীর" হুঁস নেই। কেনারাম বেচারাম কোম্পানী এই হাঁদারাম ধাঁধারামদের বোঝেন না।

কোনোদিনই এদের কেউ বুঝবে না। ক্যাথারদের বোঝে নি, মাগেয়ারদের বোঝে নি, মোঙ্গোলদের বোঝে নি, হো-চি-মীন, ক্যাস্ট্রো, ছেদীজগন, বাথ—কারুকে বোঝে নি। বুঝেছে গান্ধীকে, জওহরলালকে, চিয়াং কাইশেককে, বার্নহামকে, ডক্টর দ্যুভালিয়েকে, বুঝিয়েছে চার্চিল, লর্ড এ্যাভন্, দালাদিয়ে, পেতাঁ—যারা শান্তি ও সৌখ্যের বাঈনাচের খেমটায় মুগ্ধ করে একটা জাতের, একাধিক দেশের, বিশ্বের মানুষের মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকারবোধের সাড়ায় ঠাণ্ডা চুনকালী, গরম আলকাৎরা ঢেলে দিয়েছে।

সিপ্রিঅটরা বোঝে নি। ইংরেজ বুঝেছিল। বুঝেছিল সাইপ্রাসে ভারতীয় এবং ইংরেজ সৈন্তের একত্র সমাবেশ মানে য়ুনিয়ন জ্যাকের অতলান্তিক থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, ভূমধ্যসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত অবাধ অধিকারের দারুণ ধম্‌কী ঠেসে দেওয়া। কিন্তু কে জানতো সিপ্রিঅটরা তাতেও দমবে না? ভিয়েনার সন্ধিতে মালটা, ডিজরেলীর কূটনীতিতে সুয়েজ, তা ছাড়াও আদেন, মিনর্কা, মেজরকা, জিব্রালটর—সব তখন ইংরেজদের হাতে। প্রকারান্তরে সাই-প্রাসকেও হড়প করা হলো। তুর্ক তো তখন খতম। মিশরও হাতের মুঠোয়। গ্রীসের রাজার সঙ্গে ইংরেজ রাজপরিবারের প্রজাপত্য যোগাযোগের প্রস্তাবনা নিয়ে ঘটকালি চলছে জবর। আরবে ইহুদীতে গোলমাল বাধানোই আছে,—আর রুশ করবে কি? মধ্যপ্রাচ্যের নীতি ইংরেজ হাসিল করেছে; ক্রিমিয়ায় ল্যাজে-গোবরে হবার বদলা নিয়েছে।

১৮৭৮-এর ৪ঠা জুন সেটা। সাইপ্রাস কিন্তু থম থম করছে। ইতিমধ্যে

আরম্ভ হলো চুটিয়ে রিফর্ম। রাস্তা-ঘাট, পুল, পুলিশথানা ইত্যাদি সৈন্য চলাচলের প্রথম উপায়; জমির জরীপ করে কতোটা গ্রীক, কতোটা তুর্ক, কতোটা হড়প করার দরকার এ সবের ব্যবস্থা; সে ব্যবস্থার জন্য আইন, আইন হলে আদালত, আদালত হলে ব্যারিস্টার, ইংরেজ ব্যারিস্টার, ইংরেজ জজ, ইংরেজ ডাক্তার, ইংরেজ এঞ্জিনীয়ার, ইংরেজ গাড়ি, লোহা, সরঞ্জাম, ট্রেড, মিশন, কাঁচামাল পাচার করে দশগুণ দামে সেই মাল দেশে ঢোকানো, ব্রিটিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামক শাখের করাত লাগানো হলো সাইপ্রাসে। অবশ্য গোয়াল ঘরের মতো কিছু কিছু স্কুলও হলো। সেসব স্কুলে অবশ্য কুলীন ইংরেজ বাচ্চার শিক্ষা বিধান হতে পারতো না। তবু তা স্কুলই বটে; প্রধান শিক্ষক ইংরেজ।—

তুর্কীতে এ নিয়ে হৈ চৈ। গ্রীসেও তথৈবচ। বোদা ইংরেজ বুদ্ধি বাণিজ্যের লাভের অঙ্কে হাত বাড়াতে গিয়ে আসলে ফাঁকী পড়লো। তুর্কীর বন্ধুত্ব, রুশের বন্ধুত্ব (?), গ্রীসের বন্ধুত্ব হারালো।

১৯১৪তে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলো। সার্বিয়ার বিদ্রোহ, মাগেয়ার বিদ্রোহ, চেক বিদ্রোহ, সব একত্রে। জর্মনী সর্দারি করতে নেমেছে। কাজেই ইংরেজও নামলো। এদিকে তুর্ক নামলো জর্মনীর পক্ষে। ইংরেজদের কোনো কথাই শুনলো না। অমনি ইংরেজ ১৮৭৮-এর সেই ফরমান ছিঁড়ে ফেললো। কিন্তু এবার গ্রীসকে বললো, "কী গো? সাইপ্রাস নেবে নাকি? নাও তো এসো আগে আমাদের দলে। দিয়ে দিচ্ছি সাইপ্রাস। সেই বেনেলী নীচ কথায় গ্রীসও অপমানিত, সাইপ্রাসও অপমানিত। গ্রীস ভাবে, কবে এবং কী করে সাইপ্রাস হলো ইংরেজের? দেশটা, মানুষগুলো তো চিরকেলে গ্রীক। তবে এ লেন-দেনের মালিক ইংরেজ হয় কোন বিচারে? গ্রীসের কাছ থেকে তুর্করা একদা সাইপ্রাস কেড়ে নিয়েছিল, ঠিকই। কিন্তু সেই গ্রীকরাও তো বিপ্লবে, বিদ্রোহে তুর্কদের নাজেহাল করেছে। তারপর ইংরেজ তুর্কদের নায়েব হয়ে এলো। সেই তুর্কই হয়ে গেলো লোপাট। গ্রীস হলো স্বাধীন। ইংরেজ ছাড়বে না নায়েবী। মধ্যস্থ করার দায়িত্ব ইরেজের কেন? ঘৃণাভরে গ্রীস নায়েব ইংরেজকে খেদড়ে দিলো। (গ্রীস জানতো না ইংরেজ একদা মোগলদের নায়েব হয়েই এসেছিল!) সীপ্রিঅটরা আরও অপমানিত। সাইপ্রাস নিয়ে লেন-দেন চলছে যেন একডালা মাছ। সিপ্রিঅটরা যেন কোনোকিছুর মালিকই নয়। হায় সাইপ্রাস! জাহাজ জাহাজ মানুষ বেচে যারা কোটিপতি, অর্বুদপতি তারা

২,৭৩,৯৬৪ জন (১৯১১-র সেনসাস্)* মানুষ বেচে যুদ্ধ জেতার প্রস্তাব করবে এতে আশ্চর্য হবার কী ? ইংরেজ বুদ্ধি সর্বদা বেনেবুদ্ধি। বেচে-কিনেই সব সমস্যা নিরসন করতে চায়।

১৯১৪-১৮-র যুদ্ধ শেষ হলো। সাইপ্রাসে দমননীতি পোখতো করার ফিকিরে ১৯২৫-এ সাইপ্রাসকে ইংলণ্ডাধিপতির খাস তালুক করে দেওয়া হলো। লুট চলতে লাগলো অব্যাহত। গ্রীস তো হাঁ! কিন্তু গ্রীসে তখন 'মনার্কি'। গ্রীস রাজকন্যার পাণিপীড়নের জন্য ই রেজ-রাজপুত্র হাতে তখন চন্দন মাখছেন। গ্রীস বললো না কিছু।

যুদ্ধের সময় কী হারে ইংরেজ সিপ্রিঅটদের বলাৎকার করেছে তার কড়চা দিলে লেখককে গোলমালে পড়তে হবে। বুড়ো বয়সে সত্য কথা বলার ঝামেলা বিস্তর। চেপেচুপে যা বলা যায় বলি,—মিথ্যা নয় কিছু। কিন্তু সব সত্যটা জানতে গেলে জেনারেল গ্রীভাসের জীবন ও বক্তৃতা পড়তে হবে, আর নিকোশিয়ার আর্কাইভ ঘাঁটতে হবে। কিছুটা যা বলা যায় বলা যাক।—

১। এসিয়ানডোস এসবেস্টসের খনি আত্মসাৎ করা চাই। ওটা শত্রুদের সম্পত্তি এই বাহানার পুরোটাই ইংরেজদের হলো।

২। ১৯২০—যতো যুদ্ধ বন্দীশিবির ছিল সেগুলোকে রিফিউজী শিবির করে মুসলমান সংখ্যা বাড়ানো হলো।

৩। লুসার্নের সন্ধিতে তুরস্ককে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া হলো যে, যুদ্ধের সময়ে যে হড়পবাজী ইংরেজ করেছিল সেটা আইনতঃ সিদ্ধ। অর্থাৎ তুরস্ক আইনতঃ কবুল করলো সাইপ্রাসের মালিকানা ইংরেজর। অবশ্য সাইপ্রাস বা গ্রীস তা জানলো না। তাতে কী যায় আসে ? কে মানে ?

৪। ইংরেজ পাকে-প্রকারে গোপন খবর চাউড় করে দিল যে, গ্রীকরা বিপ্লব করবে, এবং ঠেঙ্গাবে তুর্কদের। ভারতে এমন গোপন খবর ইংরেজ অনেকবার চাউড় করেছে। ফল পেয়েছে। ফ্রান্স, তুর্ক ও মিশরী শেঠদের সম্পত্তি জলের দরে নেমে গেলো। কিনলো তা ইংরেজই। শুধু মুখে বললো, এসো, তোমাদের বাঁচাই। কিনে বাঁচাই। বহু মিশরী, কিছু তুর্কী পালালো। ইংরেজ-বাণিজ্য মিশরী বানিয়া থেকে মুক্তি পেলো।

৫। কিন্তু তাতেও মনোমত ভাবে ঘাড় মোচড়ানো যাচ্ছে না। বারবার পার্লামেণ্টে যেতে হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লর্ড মহালদের বিশেষ হাত থাকছে

---

* ৩১০৭১৫—১৯২১ সেনসাস্। বিরাট হারে মুস্লিম বাড়ছে।

না। অসুবিধা। তাই সম্রাটের খাসমহল করে দেওয়া হলো সাইপ্রাসকে। কী জানি যদি কখনও লুসার্নের সন্ধি নিয়ে কথা ওঠে। পার্লামেণ্টকে তো বিশ্বাস নেই।

৬। ফামাগুস্তা বন্দর তৈরি হলো। ব্রিটিশ কনট্রাক্‌ট দু'লক্ষ পাউণ্ড !! তার মধ্যে দেড় লক্ষই সাইপ্রাসকে গুনে দিতে হলো। অথচ বাণিজ্যের শতকরা ৯৮ ভাগই ইংরেজ ব্যবসায়ীর। সাইপ্রাসের নিজের জাহাজ তখনও নেই।—যার শিল যার নোড়া, তারই দাঁতের গোড়া !

৭। বিদ্রোহের আশংকায় তামা, এসবেস্টস, অন্যান্য খনির কাজ গুটিয়ে নেওয়ার ফলে বিরাট বেকারী। বেকার রেখে দীন করা ; দমিয়ে রাখা। অন্ন মেরে বিপ্লব মারার চেষ্টা। কখনও তা সফল হয় নি ইতিহাসে। কাজেই ফেনিয়ে উঠলো বিদ্রোহ।

তিন ॥ সূর্যোদয়

ফামাগুস্তার খবর এ দেশের কাগজে ছাপলো সোমবার। ৮ই মার্চ, ১৯৭০। সিপ্রিঅট নেতা এবং সর্বাধিনায়ক ম্যাকারিঅসকে কে বা কারা প্লেন থেকে হেলিকপটারে গুলি করার চেষ্টা করেছে। প্রেসিডেণ্ট বহাল তবিয়তে আছেন। কিন্তু পাইলট বেচারী বেজায় জখম।

মার্চ ২৭, ১৯৭০-এর টাইমস্ পত্রিকা কৈলাও খবর ছাপলো। গ্রীসের নেতা জর্জ পাপাদুপুলস্ জানুয়ারী মাসেই ম্যাকারিঅসকে সাবধান করেছিলেন "গুরুদেব, হুঁশিয়ার থাকবেন। যতদূর জানি, বিপদ যে-কোনো মুহূর্তে হতে পারে।" ম্যাকারিঅস্ তখন এথেন্সে। ম্যাকারিঅস্ তাঁর অনবদ্য হাসিতে চোখে আলো ফুটিয়ে নম্রভাবে বললেন, "জানি। একজন বিদেশী প্রতিনিধি স্পষ্টতঃ বলেছেন যে সাইপ্রাসে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমায় খতম করার আয়োজন শেষ।" পাপাদুপুলস্ বললেন, "তাই নাকি ? কী করছেন তা হলে আপনি ?" "কিছু করার দরকার আছে বলে মনে করা ভুল।" আবার সেই হাসি।

মানুষটার ঠাণ্ডা মেজাজের মধ্যে ঠাসা আগুন আমাকে যজ্ঞবেদীর মধ্যে গুছিয়ে রাখা অগ্নিহোত্রীর আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি

করার সময় অশ্রুবর্ষণ করে রাম বলেছিলেন,—"আহিতাগ্নির যে গতি হয় তোমার সেই গতি হোক।" ম্যাকারিঅস্‌কে দেখে মনে হয় একাধারে তিনিই সেই আহিতাগ্নি জটায়ু।

নিকোশিয়া থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে কোথায় "মাস্‌" পড়তে (পুজো করতে) যাচ্ছিলেন তিনি। তিনি সাইপ্রাসের সর্ববাদীসম্মত 'প্রেসিডেণ্ট' হলে কী হয়, আসলে তিনি যে মাত্র একটি পুরোহিত। অথচ সারা সাইপ্রাসের তিনি মানস-দেবতা। গণ-মনের সমস্ত প্রীতি এবং নির্ভয়ের আধার। তাই প্রেসিডেণ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেউ পুজোয় ডাকলে "না" করেন না। সেদিনও করেন নি। কিন্তু হেলিকপটার ছাদ-বরাবর উঁচুতে ওঠার সাথে সাথেই একটা স্কুলবাড়ি (সেদিন রোববার)-র ছাদ থেকে গুলি। পাইলট জোরে মোড় নিয়েই মাটিতে নেমেছে। গুলি ব্যর্থ হয়েছে। ম্যাকারিঅসের গায়ে আঁচও লাগে নি। হেলিকপটার নামার পথে একটা গাছের শাখায় একটু লেগেছিল। পাইলট মেজর জাকারিয়াস্‌ পাপাদোইয়াম্নিস্‌ পড়ে যাবার আগে শুধু বলেছিল, "ক্ষমা চাইছি বিয়েটিচ্যুড্‌ (মহর্ষি), এমন আনাড়ির মতো নামার জন্য। কিন্তু গুলিটা বড্ডই ঘায়েল করেছে। নইলে—" আর বলতে পারে নি।—

মেজর জাকারিয়াস্‌ পাপাদোইয়াম্নিস্‌ অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লেন! বৃদ্ধ ম্যাকারিঅস্‌ তরুণ যুবা পাইলটকে সন্তর্পণে দু' হাতে বুকে করে নামালেন, হাসপাতালে পাঠালেন। অন্য পাইলট নিলেন। রক্তেমাখা পোশাকেই সেই পূজার বেদীতে গেলেন। সেই সন্ধ্যায় প্রার্থনা অন্তে ম্যাকারিঅস্‌ তাঁর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে (সে সন্ধ্যায় বুঝি সেই কণ্ঠে একবার সজল একটু আভাস ছলছল করে উঠেছিল) বললেন,—"দেখো, হয়তো গুলিটা তো সত্যিই আমার দেহ স্পর্শ করে নি। তবু যেন আমার ভেতরটা কে ফুটো করে দিয়েছে।"

লোকে বলছে ওরা তুর্ক দল; আবার এও বলছে যে, ওরা জেনারেল গ্রীভাসের Enosis-এর দল। ওরা চায় সাইপ্রাস পুরোপুরি গ্রীসেরই হোক। গ্রীসেরই অংশ যে সাইপ্রাস। কিছু সিপ্রিঅটরা তা বলে না। তারা বলে আমরা ছয় লক্ষ সিপ্রিঅট কেবল সিপ্রিঅট। না তুর্ক, না গ্রীক। আমরা সিপ্রিঅট। হ্যাঁ, তুর্করা আমাদের পঞ্চমাংশের এক অংশ। আমরা আশি তো ওরা কুড়ি; আমরা আট তো ওরা দুই; আমরা চার তো ওরা এক। কিন্তু তা হোক। আমরা ওদের ধর্ম, ভাষা, পোশাক, জীবন সবই তো মেনে নিয়েছি।

ওরা আমরা এক হয়ে আছি যুগের পর যুগ; মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম জন্মের অনেক আগে। আমরা না তুর্কের, না গ্রীসের, না উনোর, না ইংরেজের। আমাদের বলকানাইজ করা চলবে না; আমাদের দেশে প্যালেস্টাইন রচনা, দক্ষিণ কোরিয়া রচনা, রডেশিয়ার নৌটঙ্কী চলবে না। এথেন্সের কর্তৃপক্ষ এ মতের গুরুত্ব অনুধাবন করে। কিন্তু তবু ম্যাকারিঅসকে যখনই আক্রমণ করা হয়—একদল কাগজ দোষ দেয়, বলে আর কেউ নয়, Enosis—ঐ গ্রীভাসের দল। অন্য দলও গম্ভীর ত্রিকালদর্শীর মতো বলে,—আর কেউ নয়, ঐ নচ্ছার পাজি তুর্কগুলো।

মানুষটাকে আমি ভাবতে চেষ্টা করি, কারণ বছরের পর বছর গায়ানার ছেদী জগনকে লক্ষ্য করেছি; লক্ষ্য করেছি এন্-ক্রুমার অর্থনীতি সচিব পরমবন্ধু প্যাডমোরের গুরু এবং সহকর্মী সি-এল-আর-জেম্স্‌কে। আমার বর্তমান বাসা প্যাডমোর স্ট্রীটে। জেম্স্ এ নিয়ে অনেক রহস্য করেছেন। ছেদী জগন সম্পর্কে কথা বলার অবসর নয় এটা। মানুষটার চেহারা, মন, হৃদয়, সামর্থ্য, ভরসা আর আত্মবল অসাধারণ। গায়ানায় বসেও চীনের সামর্থ্যের দিকে তাকায়। চিলিতে সমাজতন্ত্রী দল জেতে। ও নিজের ঘরে ঘিয়ের দীপ জ্বালে। রাতের বেলায় হঠাৎ এসে বলে, রাতটা কাটাতে এলুম, জায়গা দেবে নাকি? তোমার ঘাড়ে তো বিপদ দেখছি। ফেউ লেগেছে শুনতে পাই। যদি তেমন কিছু সম্ভাবনা থাকে, বলো—মাত্র চল্লিশ মাইল গেলেই আস্তানা মিলবে। আমি দেখি আর হাসি। কিন্তু লীলাদেবী তা করেন না। তিনি এগিয়ে এসে বলেন—এটা বাড়ি। হোম্। আমার হোম্। তুমি অতিথি ছেদী। আসবে, থাকবে। কী খাবে বলো। রুটি সেঁকি? শোবার ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে আসে ছেদী। আরে আরে বৌদি,—এটা যে দাদার শোবার ঘর। ও বিছানায় আমার ঘুম আসবে না। অন্যত্র ঠাঁই দাও। লীলা হাসে। তাই তো দিলাম ও বিছানা। তোমার যাতে ঘুম না আসে। আমি বসে দেওর আর জা-য়ের গল্প শুনবো, বলবো। তোমাদের তো রাজনীতি ছাড়া কোনো সভ্য কথা রসের কথা বলার শোনার বড়ো কপাল হয় না। ওরা সে রাত কতক্ষণ গল্প করেছিল আমার জানা নেই।

কিন্তু সে কথা এখন কেন? এখন ম্যাকারিঅস্।

তখুনি চিঠি দিলাম ম্যাকারিঅসকে। তোমার কি। তুমি তো মরে যাবে। মার্ডার হবে,—শহীদ হবে। আমি যে জীবনী লিখতে পারবো না। যা পেল্লায় ঘেরাটোপ পরে থাকো, ছেলেবেলা ধরা যায় না; দুষ্টুমী ধরা যায় না; মানুষটার

অসভ্যতাই যদি না জানলাম তাকে সভ্য বলে জাহির করবো কি দিয়ে। কাদা নইলে পালিশই বা করবো কি ? রংই বা লাগাবো কোথায় ?

জবাব এলো চিঠির। তাতে ম্যাকারিঅস্ তার শিশুকাল আর মায়ের কথা, বাপের কথা, গাঁয়ের কথা লিখেছেন। আবার লিখলাম, কলেজ জীবন ? প্রেম জীবন ? কিছু কিছু শয়তানী ? জবাব এলো, এসো, সাক্ষাৎমতো হবে।

তখনই হলো না। হল্যাণ্ড থেকে একটা বক্তৃতার ডাক এলো। অনেক দিনের ডাক ছিল ইংলণ্ডে। ভাবলাম কিছু তো "এথী" মিলবে। টিকিটটা বাড়িয়ে চলে যাবো সাইপ্রাস। কিন্তু ম্যাকারিঅসের অফিস থেকে খবর এলো এখন হবে না। এ বছরটা যাক। ততদিনে একটা ভদ্রগোছের জীবনী বার হবে। তারপর এলে বেশ সুবিধা হবে। ইংরেজিতে ম্যাকারিঅস্‌কে নিয়ে 'কেচ্ছা' আছে; 'কিস্‌সা'-ও আছে। নেই একখানাও জ্যান্ত জীবনী।

১৯৬০-এ একখানা জীবনী বেরিয়েছে। লেখক Stanley Mayes। প্রথম পাতাতেই তিনি Shakespeare-এর Henry VIII থেকে একখানা উদ্ধৃতি দিচ্ছেন—

> He was a man
> Of an unbounded stomach, ever ranking
> Himself with princes ; one that, by suggestion,
> Tied all the kingdom ; simony was fair play ;
> His own opinion was his law : i' the presence
> He could say untruths ; and be ever double
> Both in his words and meaning.

বোঝা যায়, ম্যাকারিঅসের জন্য কার্ডিনাল উলসীর ছাঁচখানা বেছে নিয়েছেন লেখক। প্রথমে প্রতিপাদ্য সূত্র রচনা করে পরে জীবনী লিখছেন। Pre-judice কথাটার চরম সাক্ষ্য এই ধরনের ছককাটা বই। এ বই যে বেশি প্রচারিত হয় নি তার কারণ বইটি নিজেই। বইখানাত ২৪খানা কার্টুনের প্রত্যেকখানা অ-সিপ্রিঅট, অ-গ্রীক। বেশির ভাগ তুর্কীর দক্ষিণপন্থী পত্রিকা; আর বাকী ইংরেজ ও আগ্রীকি। প্রতিটি কার্টুনই ম্যাকারিঅস্‌কে হীন, দুশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী, শঠ প্রমাণ করায় ব্যস্ত। গর্ডন হোম বেচারী একখানা বই লিখেছেন "সাইপ্রাস"। লেখার প্রধান কারণ তিনি ফিল্ড মার্শাল লর্ড হার্ডিংয়ের খয়ের খাঁ। বেশির ভাগই কাব্য। বেড়ানোর তত্ত্বতাবাশি।

ইতিহাসটি যেই ঘন্‌-চক্করে পতিত, ভদ্রলোক ঘূর্ণির মুখে তৃণের মতো কখনও পুব, কখনও পশ্চিম, কখনও দক্ষিণ, কখনও বাম। ভাগ্যবশাৎ পাঠককে কোথাও স্পর্শও করেন না , নইলে পাঠককে নিয়েই ডুবতেন। সবই ভাসা ভাসা রয়ে যায়। Mr. W. Bytord Jones লিখেছেন যে বই, নাম Grivas ;পড়ার পর আবার বইয়ের নামটা পড়লাম—Grievous না Grivas ? দেখলাম যে, না, ইংরেজের নাম রেখে নির্লজ্জভাবে Grivasই লিখেছেন। কাজেই আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে পত্রাবলী এবং নিকোশিয়া থেকে পাঠানো কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদি। যদি কখনও সাইপ্রাস যাই হয়তো এ বই বদলাবার দরকার হতেও পারে। তবে তথ্যের দিক থেকে যে, সে প্রয়োজন হবে না এ ভরসা রাখি।

সেই কবে রিচার্ড এসে কেড়ে নিয়েছিল সাইপ্রাস। তারপর থেকে সাইপ্রাস কেবল মনেপ্রাণে গ্রীক হতে চেয়েছে। গ্রীকের চিত্তই সাইপ্রাসের চিত্ত; গ্রীসের ঐতিহ্যই সাইপ্রাসের ঐতিহ্য; গ্রীসের গরিমাই সাইপ্রাসের গরিমা। নিকোশিয়ার লর্ড কিচেনারের গড়া প্রত্নশালায় সাইপ্রাসের প্রাচীন যুগ আজও ঘোলা চোখে চেয়ে আছে। মাউন্ট ক্রোদোস্‌-এর দেবদারুমণ্ডিত চূড়া থেকে সূর্য-ধোয়া পাফসে-র সৈকত পর্যন্ত যে বাতাস বয়ে আসে তা সিরিয়া লেবাননের বহুযুগের ওপার থেকে আসে, ফিরে যায় ক্রীট, এথেন্স, দো-দেকানীজ দ্বীপমালার হোমরিক ঐতিহ্যে। এই দ্বীপের গাঁয়ে গাঁয়ে মাটি আর পাথরের বেড়ার মধ্যে মা-বোন-লীলাবতীরা পথের পানে চেয়ে থাকে, যদি পথিক আসে তার পা ধুইয়ে জলপাইয়ের ছায়ার বসতে দেবে। খেতে দেবে ছাগলের দুধ, মধু, গমে-যবে মেলানো রুটির সঙ্গে সমুদ্রের মাছ, শঙ্খ, বনের খরগোশ, পাখি বা মেষ। এ আতিথ্য ফিলোমেন থিস্‌বীর কথায় ওরা ওদের মা-দিদিমার কাছে শিখেছে; হোমরে পড়েছে। এই সমুদ্রে পাফসের ফেনায় জন্ম নিয়েছে প্রেম-প্রতিমা সুন্দরী আফ্রদিতে, কন্দর্প যার সন্তান; এর বনে এপোলো খেলা করেছে ভীনাসের সঙ্গে। এখানে ঈশপ এসেছে বেড়াতে, সীসেরো এসেছে শাসন করতে, মহম্মদকে স্তন্য পান করিয়েছেন যে সাধ্বী তাঁর সমাধি এখানে। সব মনে পড়ে ম্যাকারিয়সের মনে। মনে পড়ে জন্ম থেকেই এ দেশে সে য়ুনিয়ন জ্যাক দেখেছে। দেখেছে গুর্খা সৈন্যের পাহারায় সিপ্রিঅট পুলিশ-থানায় কাজ চলেছে; দেখেছে কেবল নিগ্রহ। দেখেছে ইংরেজ মালিক কসবাকে ঘেন্না করে অথচ কসবার মেয়ের সুঠাম যৌবনে তার সরস লোভ। গ্রীক পাড়ায় এসে মাতব্বরি দেখায়, কিন্তু থাকে নিজেদের পাড়ায়। দেখে, ওরা মুসলমানদের ফোসলায়

খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে আর খ্রীষ্টানদের পীরিত জানায় মোছলমান নিধনে।

পাফসের ত্রিশ মাইল দূরে গাঁ। পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে ত্রিশ মাইল ব্যাপী সীডার বন; তার রূপ এবং খ্যাতি ভুবন বিশ্রুত। যুদ্ধের সময়ে ওরা নিশ্চিহ্ন করেছিল বন। তারপর সাইপ্রাসের ওপর দিয়ে মেঘ উড়ে যেতো, সহজে বর্ষাতো না। সব কাঠ চালান দিয়েছিল এডেনে, মিশরে, আফ্রিকায়। সেখানে বড়ো বড়ো শিবির। জ্বালানী কাঠের দরকার। দেখেছে খরার সেই ভয়াবহ রূপ। দেখেছে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। শুনেছে তারা অকর্মণ্য, কুঁড়ে; আলসে। আজও দেখে যৌবনিত সেই ক্রদোস পাহাড় মাথায় শাদা চুলের জরা নিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। তার আংরাখাকে কে কেড়ে নিয়েছে। তার হাড়ের খাঁচাখানা ঢেকে ঝুলে আছে ন্যেংটা চামড়াখানা। নিরাবরণ গ্রন্থীগুলো অসহায় চেয়ে আছে নিরেট নীল আকাশের তলায়।

অথচ দেখেছে পাহাড়ের ধারে পানাইয়া গাঁয়ে বাপ খামারে কাজ করছে। সামান্য চাষী। মা সারাদিন খাটছে ঘরে, বাইরে। কেন তারা কুঁড়ে, কেন দেশে দুর্ভিক্ষ, কেন খরা, শুখো, কেন বনে বনে সে ছায়া নেই যার গল্প বাপ করে।

তখন ছোটো ছিলাম—বলছেন ম্যাকারিঅস্। মায়ের ক্ষেতের চারধারে ছুটোছুটি করতাম। জীবন মনে হতো খেলা। মাকে মনে হতো দুনিয়া। পাহাড় বেয়ে উঠে যেতাম। কেউ বাধা দিতো না। পাহাড় আমার প্রপিতামহ। সকাল হতে না হতে মা তাড়াতাড়ি ছাগলগুলো দুয়ে নিতেন। তারপরেই ডাকতেন, নে নে! ওঠ্। ছাগল নিয়ে চরাতে যেতে হতো। জীবনের সঙ্গে ছাগলদের সেই সদা বিপন্ন, নির্ভর যাতায়াত এমন গেঁথে গিয়েছিল যে, চাষী পরিবার আর ছাগল পরিবার, গাঁয়ে ধুলো আর শহরের শান, সাইপ্রাসের মানুষ আর ইংলণ্ডের মনিব সবগুলোই যেন একই গানের মিল, একই সমুদ্রের ঢেউ। কিছুই মনে হতো না। মনে হতো বেশ আছি।—

একাই যেতাম ছাগল চরাতে। একাই ফিরতাম। মাঝে মাঝে বাপ যেতেন সঙ্গে। পাহাড়ের ঢলের ওপরে চার মাইল দূরে ছাগলদের থাকার খোঁয়াড়টা আজও ছবির মতো চোখে ভাসে। চোখে ভাসে মায়ের হাতের নিকোনো সেই কুঁড়েখানা, তার ঝকঝকে শাদা দেওয়ালের ওপর উছলে-পড়া রোদ। কাঠের কড়ি-বরগা। পাতায় বোনা ছাদ। পাতারই ছাদ। তার ওপর খেবড়ে দেওয়া মাটির প্রলেপ। কাছেই বেড়া দেওয়া জায়গাটায় আরও

কিছু ছাগল থাকতো। আর আমার যে কী ভালো লাগতো সেই ছাগলদের সমাজটা। ঐখানে যতক্ষণ থাকতাম আমার যেন কোনো কিছুর ভাবনা-চিন্তা থাকতো না। ছাগলদের বাচ্চা হয় দেখেছো কখনও? ওদের ভারী যন্ত্রণা হয়। ভারী নাদা পেটে নড়বড় করতে করতে একটা বেড়ার আড়াল ঘেঁষে দাঁড়াতো। আমি চোখের দিকে চাইলেই বুঝতে পারতাম বাচ্চা হবে। ডাকতে যেতাম মাকে। মা কতো যত্ন নিতেন। আমি দেখতাম,—না ছাগলটাকে নয়। আমার মাকেই দেখতাম।

মাকে দেখতে আমার খুব মিষ্টি লাগতো। মনে হতো এই ছাগলছানাটা যে জমিতে জন্ম নিলো সেই জমিতেই জন্মেছি আমিও। এই ছাগলটা যে ব্যথায় কাতর সেই ব্যথায় আমার টুকটুকে মাও লাল হয়ে কাৎরেছেন। এই জমি, এই ধুলো ভিজে যায় ছাগলছানার জন্মরক্তে। রক্ত শুষে এ জমি প্রাণিল হয়ে ওঠে; আমার মায়ের রক্তও এই জমির অন্তরেই জেগে আছে; সে আমায় প্রাণ দিচ্ছে।

এ কথা মা-ই আমায় বলেছেন। একদিন কাজ করছিলেন, তখন এই ছাগলছানাদের খোঁয়াড়ে। হঠাৎ প্রথম জন্মদেবার ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লেন। তবু খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা করে আগলটা টেনে দৌড়ে দৌড়ে গাঁয়ের দিকে যেতে গিয়ে যন্ত্রণার ডাঙসে হেরে গিয়ে পথেই বসে পড়েন। তাই আমি যন্ত্রণা এতো ভালোবাসি; ব্যথায় দৌড়ুতে ভালোবাসি, পথ ভালোবাসি, পথের ধুলো ভালোবাসি। সাইপ্রাসকে মা বলি; মাকে বলি সাইপ্রাস। যতই বাড়ে যন্ত্রণা ততই আশ্বাস পাই সাইপ্রাস জন্ম দেবে নতুন জীবনের, অনাগত ভবিষ্যের।

ইংলণ্ডে এত রোদ নেই। ইংলণ্ডের আকাশ এত নীল নয়। সে সমুদ্রে ভূমধ্যসাগরের নীল নেই। ইংলণ্ডের আকাশ কী করে পাবে ভূমধ্যসাগরের নেশা। ইংলণ্ডে কী করে থাকবে এতো ভালোবাসা?

ইংরেজরা এমন ভালোবাসে না। বাসে; ইংলণ্ডকে বাসে। যেখানেই ইংরেজ যাক, ইংলণ্ডকে ভালোবাসে। এটা ওদের একটা গুন। তাই ওদের বিশ্বজোড়া রাজত্ব হলেও বিশ্বজোড়া প্রাণ হতে পেলো না। ওরা কোনো দেশকে আপন করে নি। অমন যে আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওরাও নয়; সাউথ আফ্রিকা, রডেশিয়া,—ওরাও নয়। ওরা সকলেই স্বপ্ন দেখে ইংলণ্ডের; ভাবে জাত আর অভিজাত সবকিছু ইংলণ্ড। ওটাই আসল। বাকী সব নকল। ধাই-মা যতোই করুক, মা নয়। জল যতোই

প্রাণ হোক, রক্তের মতো নয়। ইংরেজ মা রক্ত দিয়ে সাইপ্রাসের জমি সেঁচে না। সিঁচলেও তা নিয়ে তার সে অহংকার নেই। ইংলণ্ডের মাটিতে সে রক্ত ঢাললেই তার এবং তার ছেলের মর্যাদা বাড়ে। তাইতো কতো কতো দেশে শত শত বছর রাজত্ব করেও যখন ওরা চলে গেলো কেউ আপসোসও করলো না।

মা পথে হুমড়ি খেলেন। এক চাষী বধূ তাই দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলো কাজ ফেলে। নিরক্ষর, নোংরা ; ধাই নয়, পাশ করা তো নয়ই, শুধু মা। যেমন ছাগল-মা। ছাগল বাচ্চার কি ধাই থাকে? আমিও ঐ ছাগলবাচ্চার মতো সাইপ্রাসের মায়ের পেটে সাইপ্রাসের মায়ের হাতে সাইপ্রাসের হয়েই জন্মালাম। ছোট্ট গাঁ পানো-পানাইয়া। সেখানে আকাশে যে আলো, সেই আলোর ঝলকেই আমার চোখে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখিয়ে দিলো। সেটা ১৯১৩-র ১৩ই আগস্ট। যাকে আমার মনে হলে আজও আশ্চর্য হই। কেন জানো? আমিই আমার মার প্রথম সন্তান। প্রথম সন্তান হবার আনন্দ কোন্ মায়ের হয় না? সেজন্য অতি সাধারণ আয়োজন কে করে না? কিন্তু আমার মা প্রথম সন্তান হবার সময়েও শেষ পর্যন্ত কাজ করেছেন। আমিও তাই বিশ্বাস করি, শেষ পর্যন্ত কাজ করতে পারবো, বা, কাজই আমায় শেষ করবে। যাই হোক, আমি খুশি হবো।. মা আমার গরীব ছিলেন। ঠিকই। কিন্তু গাঁয়ে ধনী তো কেউ ছিল না। সবাই চাষী। সবাই গরীব। তবু প্রথম সন্তান হবার সময়ে সেই গরীব গাঁয়েও মায়েরা খানিকটা উৎসাহ দেখান, উৎসুক থাকেন। আমার মায়ের কেন সেটা ছিল না, আমি ভাবি। যতো ভাবি ততই মায়ের সম্বন্ধে আমার গর্ব হয়।

তখনকার দিনের সাইপ্রাস। মিশরের চাষীদের মতো ইংরেজদের সুশাসনে প্রত্যেক চাষীর তখন চরম দুরবস্থা। সবাই গরীব। গরীবদের আছে হাড়ভাঙা খাটুনি। সাইপ্রাসের গরীব চাষীদের জীবনও ছিল দুঃসহ ; অনর্গল অসম্ভব খাটুনির জীবন, খাটুনি—বিপদসঙ্কুল খাটুনি। ছেলেবেলায় আমাকে এই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে। কিন্তু আরাম কি জানতাম না। তাই খাটুনিকে খাটুনি তো মনেই হতো না, বরং খুশিই ছিলাম। ভাবতাম জীবনের ছন্দ এই। জীবনের যে কোনো ছন্দেই আনন্দ আছে। কিন্তু আনন্দ কি সকলেই ভোগ করতে জানে?

আমাদের বড় খোঁয়াড়টা যে বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে ছিল তা আগেই বলেছি। রোজ সকালে আমায় সেখানে যেতে হতো। এমন সময়

রওনা হতে হতো যেন গিয়ে দুধ দোয়া যায়। দুধ দুইবার তো রোববার নেই। রোজই যেতে হতো। কিন্তু অন্ধকার অন্ধকার সময়ে বেরিয়ে সেই চার মাইল পথযেতে যেতে জীবনের কতো আনন্দের সময়, কতো মধুর সময় কেটেছে, আজ মনে হয় যাকে বাচ্চারা খেলা বলে আমার জীবনে সেই খেলার সময়টায় আমি পানো-পানাইয়া গাঁ থেকে পাহাড়ের দিকে যাবার পথে দেবদারু, জলপাই আর সীডারের আলো-ছায়ার মধ্যে কাটিয়েছি। সে সময়, সে আনন্দ কোথাও না দেখতে, না কিনতে কখনও পাওয়া যাবে।

তারপরে আমায় যেতে হতো স্কুলে। কাজেই প্রায়ই দৌড়েই যেতে হতো। স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যেতো। যেতামও দৌড়ে ফিরতামও দৌড়ে। কখনও কোনোদিন মনে হয় নি পারছি না, বা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। মাকে বলতেও পারতাম না। কারণ, মাকে সর্বদাই শ্রান্ত মনে হতো যে। রোববারে গির্জেয় যেতে হতো। সেও চার মাইল। সেও প্রায় দৌড়। মা-বাবার আগেই পৌঁছতে হতো। কেন জানো? আমার এক মামা ছিলেন পাদ্রী। এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে হতো। চার্চ ঝাড় দিতে হতো। পূজার সামগ্রী যোগাড় করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হতো। ছুটির দিন? না, তাতেও রেহাই ছিল না। বাবা বেচারী একা খেটে খেটে হয়রান। কাজেই এতটুকু মানুষটারই মুখ চেয়ে থাকতেন। ছুটির দিনটা তাই বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁকে তাঁর কাজে যা পারি সাহায্য করতাম। কিন্তু কাজ আর কি? ঐ গোয়ালঘর আর খোঁয়াড়। মাঝে মাঝে বিরক্ত ধরতো বৈকি! ফাঁকি দেবার বাহানাও করতাম। মাঝে মাঝে বাবা রাগও করতেন। কিন্তু আসলে সাহায্য আমাকে করতেই হতো। মানুষের দরকার সহযোগিতা। বাড়তি দু'খানা হাত হলে বাড়তি একটা মুখের ভয় করতে হয় না।

মায়ের কথা খুব মনে হয়। কেন জানো? সেই মায়ের জন্য কতো কিছু করার সাধ ছিল। কিছুই পারি নি। আমার যখন এগারো বছর বয়স তখনই মা মারা গেলেন। তখন আমার এক ভাই এক বোন আরও। বারোতে আমার গাঁয়ের স্কুলে পড়া শেষ হলো। বাবার ইচ্ছে গাঁয়েই থাকি। খোঁয়াড় দেখি। বাবাকে সাহায্য করি। আমার মন তখন উদাস, উধাও। পৃথিবীর দিকে আমার চোখ। মামার সন্ন্যাস জীবন আমাকে টানতো। বাড়ি যেন ফুরিয়ে গেছে। বাড়ি আর কই? মা-ই বাড়ি নেই। তাই আমার মনে হতো সন্ন্যাসীর জীবনই বেশ। মামা-ই বেশ।

আজও মনে পড়ে—সেই যে সকাল-সাঁঝের ঝাঁপাঝাঁপি, সেই যে সীডার বনের ছায়ায় ছায়ায় ছাগল নিয়ে ঘোরা, পাফসের সমুদ্রতীরে ছাগল ছেড়ে দিয়ে অন্তহীন আকাশের দিকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকা—সে যেন ফুরোয় নি। সেই সকালসন্ধ্যা আজও আমার রক্তে ডাক দেয়; সেই সীডার বন আমায় দেয় শান্তিতে ভরে, সেই পাহাড়ের চড়াই আমাকে অব্যাহত ঘনশ্বাসে ক্রমাগত ওপরের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়; সেই সমুদ্র আছাড়-পিছাড় করে আমার রক্তে। না না, সন্ন্যাসী আমি নই। উদাসীন নই। আমার মুক্তি আমি চাই না। আমি মহাভোগী। সারা সাইপ্রাসকে ভোগ করে, করিয়ে আমার এবং আমার পরিবারের তৃপ্তি। সে তৃপ্তির সন্ধান আমার; সংগ্রাম আমার, নইলে আমার তৃপ্তি নেই। অতৃপ্ত হয়ে যদি মরি আবার আমি জন্মাবো, চেয়ে নেব আরও আরও জীবন। নইলে যেন শেষের দিনে তিনি আমায় জ্বালিয়ে মারেন যাঁর হাতে সব অতৃপ্ত লোভের সাজার ভার। আমি সংসারী; পরিবারী; গৃহস্থী; সাইপ্রাস আমার সংসার। সিপ্রিঅট গাঁয়ে গাঁয়ে দীনতম, ক্ষীণতম মলিনতম মানুষটি আমার পরিবারের স্বগোত্র, স্ব-রক্ত। উদাসীন? কেন হবো? আকাশ, বাতাস, সীডার বন, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য উদাসীন কে? আমি গৃহ ভালোবাসি নি, গৃহস্থী ভালোবাসি নি, তার কারণ পাহাড়, বন, সমুদ্র, পথ দেখে দেখে আমার মন ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহত্ত্বতায়, সর্বতায়। তাই আমি মামার কাছে চলে গেলাম।

সন্ন্যাস-জীবনে যারা না থেকেছে তারা জানে না কী দুরূহ পরিশ্রম তা। পড়াশুনা তো আছেই, তা ছাড়া যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ। ভাঙা দেয়াল মেরামত, নতুন দেয়াল গড়া থেকে চাষবাস, পশু থেকে মৌমাছির রক্ষণাবেক্ষণ, অতিথিসেবা, বারোমাসে তেরো পার্বণ, তা ছাড়া রান্নাবান্না, ঝাঁটপাট, রোগের সেবা, জামা সেলাই—এ সব, সব, সব। যারা এ জীবনে তালিম নেয় নি তারা একে 'ভগেলু' (escapist) জীবন বলে। কঠিন সেই তালিম। তবু আমি পড়তাম। পড়া আমার ভালো লাগতো।

সেই পড়াই আমার প্রেয়সী, শ্রেয়সী হলো। পড়ার জন্যেই আমি চলে এলাম এথেন্সে। কলেজ, শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সন্তান যদি সন্ন্যাস নিতে চায় গ্রীক চার্চে, কে কবে তা নিয়ে ঝামেলা করে? পনের-বিশ মাইল দূরে পাহাড়ের চূড়ায় কাইকোর সন্ত্ নিবাস। আমার স্বপ্ন; আমার দৌলৎ। বাবাকে বললাম ঐ আশ্রমে যাবো আমি। বাবা আমায়

সেখানে ভর্তি করে দিলেন। সেটা ১৯২৬, আমার বয়স ১৩; মা মারা যাবার দু'বছর পরে।

আমি বাবার রইলাম না; মানুষের হয়ে গেলাম। গাঁয়ের রইলাম না, দেশের হয়ে গেলাম। চাকা ঘুরে গেলো জীবনের। 'ডীকন্' হতে হতে বারো বছর কেটে গেলো, আমি ধর্মযাজক হয়ে গেলাম।

সন্ন্যাস-জীবন আমার খুব ভালো লাগতো। আমি যেন সর্বদাই ভরে থাকতাম। লেখাপড়াটা খুব মন দিয়েই করেছিলাম। নিকোশিয়ার পান্-সাইপ্রিয়ান্ জিম্‌নাশিয়ামে শেষ পড়া শেষ হলো। অত কাজ; তবু লাই-ব্রেরিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ার সময় পেতাম; পড়তে ভালোও লাগতো। ধর্মের বই, ইতিহাসের বই,—পড়তে তো হোতোই কিন্তু সাহিত্য আমার ভালো লাগতো। লেখায় শৈলী থাকাটা আমার মেজাজের পক্ষে বেশ টনিক মনে হতো। বুঝতেই পারছো, এমন মানুষের হাত চুলকায় নিজে লেখার। তা ছাড়া বরাবরই আমি বেশ ভাবতে পারতাম। এবং সেই ভাবনা—অনেক অনেক ভাবনা—গুছিয়ে লেখার আশা আমি ছাড়তে পারতাম না। লোভ হতো। ইতিহাস তো ভালো লাগতোই, কিন্তু কী যে ভালো লাগতো জীবনী। কতো লোক, কতো রকমের লোক, কতো বিচিত্র উপাদানে গড়া কতো বিচিত্র সব খেয়ালের তাড়ায় সর্বস্ব ফেলে এগিয়ে গেছে। এই এগিয়ে যাওয়াটার ইতিহাসটাই দারুণ নাটকীয়। একটি মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, ক্ষেপিয়ে, ভুলিয়ে, মাতিয়ে নিয়ে গেছে। এ কী কম যোগ্যতা, কম ক্ষমতা? আশ্রমের শান্ত নিরালা সুন্দর নির্মল পরিবেশে মনকে গোছাতাম, পাটে পাটে সাজাতাম বেশ দেখতে পেতাম আমার মনের মধ্যে আমার গড়া একটা মানুষ ধীরে ধীরে গাছের মতো বেড়ে উঠছে। সে মানুষটাকে অনেক বকে ধমকে শাসন করে ভালবেসে আমি একটা জিনিস শেখালাম—হঠাৎ আচমকা কোন বিপদ বা সংঘাতের মুখেও একটুও বিচলিত না হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে প্রণালী মতো কাজ করা। আমার মন কখন কোথায় কী ভাবে সীমাজ্ঞান হারালো, তাতলো ভিজলো, এ অন্তকে জানিয়ে লাভ কি? প্রণালী, নক্সা,—প্ল্যান্ মতো কাজ করার ক্ষমতা মেজাজের ওপর অধিকার থাকার ওপর নির্ভর করে। সেই ক্ষমতাটা আমি আশ্রম-জীবন আর শিক্ষা-জীবনে খুব অনুশীলন করেছিলাম। এজন্য অনেক রাজনৈতিক এবং আরও অনেক সাংবাদিক

আমাকে 'চোথা' বলে; বলে 'ধূর্ত', 'ঘাগ্', 'ফন্দীবাজ'; এমন কি 'মিথ্যেবাদী'ও বলে। কিন্তু তা হলে সিপ্রিঅটরা আমায় ভালোবাসে কেন? আমার তো সৈন্তসামন্তও নেই; আমার রক্ষীদলও খুব কড়া নয়। বলে এই কারণে যে, আমার ধীরতা শান্ততা ওরা বোঝে না। বোঝে না যে, আমি কূটনীতি মানি না। মানি প্রণালী। মানি সিদ্ধান্ত। এবং সেটি এমন সুচিন্তিত যে, অন্তের শত প্রলোভন, শত মিষ্টি কথা, শত বাক্-চাতুরি সত্ত্বেও আমি নির্বিকার। আমার হাসি ওদের সহ্য হয় না। দুঃখে-সুখে, সম্পদে-বিপদে আমার হাসি শান্ত। কারণ আমি তো হাসি না। হাসে আমার অন্তর। যেমন হাসে মোনা-লিসা। যেমন হাসেন করুণাঘন সন্ন্যাসী বুদ্ধ। সে অন্তরকে কেন কেউ বাইরে থেকে অশান্ত করবে, করতে পারবে? ওরা বলে 'এনিগ্মাটিক স্মাইল'। ওরা নিজেই এনিগ্মা। ওদের ভাষা, কথা, শান্তি, বন্ধুত্ব, উপদেশ, দান, প্রতিশ্রুতি, সবই যে ভাষ্যকারকে দিয়ে বোঝাতে হয়। ওরা নিজেরা হাসে নি কতোদিন কে জানে। ওরা হাসিও কিনতে যায়, হাসিরও ফ্যাক্টরি করেছে। আমি তাতেও হাসি। এ হাসি আমাকে দিয়েছে আমার শান্ত আশ্রম-জীবন। আশ্রমের কাছে সেই ছাগল-পোষা গাঁয়ের ছেলেটা খুব ঋণী। খুব ঋণী।

এ ঋণ আমি শুধবো না? নিশ্চয় শুধবো। আমার নাম ছিল মাইকেল মৌস্কোস্; আশ্রমিক নাম বদলে হলো মাইকেল কাইকোত্তিস্। আগে ছিল বাবার নাম মৌস্কোস্, পরিবারিক নাম। হয়ে গেলাম কাইক্কো আশ্রমের সন্ন্যাসী। পরিবারই বদলালো। তাই সেই পরিবারের নামে নাম হলো মাইকেল কাইক্কোত্তিস্। ডীকন হবার পর প্রথম নামটিও বদলালো। হলাম ম্যাকারিঅস্-কাইক্ কোত্তিস। একার ছিলাম, পৃথিবীর হলাম। ডীকন ম্যাকারিঅস্ এথেন্সে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে। বৃত্তি পেলাম। বেশ চলছিল পড়াশুনা। ব্যস্, হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেলো। ফাসিস্টরা যখন গ্রীস অধিকার করে তখন আমি গ্রীসে। এই নাম বদলানো নিয়েই কী কম ভাষ্য? ওরা বলে আমি চাঙ্গা ঘোড়েল। কেবল-কেবল নামই বদলাই। ওরা যে গৃহস্থ ছেলের সন্ন্যাস নেওয়া ধর্মেই আস্থা রাখে না। কাজেই ও বেচারীরা জানে না সন্ন্যাসীকে পূর্বাশ্রমের নাম ত্যাগ করতে হয়। মানবক হয়েই প্রথম নাম বদলেছিল। স্নাতক হয়ে আবার বদলালো। তারও পরে আচার্য হলাম। সেই শেষ নাম বদল। কিন্তু ওরা যে এসব সব জানতে চায় না।

গ্রীস ছাড়বার জন্য ব্যস্ত হলাম। হঠাৎ গ্রীস ছাড়তে হলো। গ্রীসের সঙ্গ ছাড়তে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তখন সাইপ্রাসে ফিরতেও বেশ বিরক্তি হচ্ছিল। সেই বিরক্তি নিয়েই জাহাজ চড়তে বন্দরে গেলাম। কয়েক মিনিট পরেই জাহাজ চড়বো। হঠাৎ সাইরেন। সবাই গিয়ে এয়ার শেলটারে। একখানা বোমা পড়লো বিমান থেকে। যে জাহাজে চড়বো সেই জাহাজ-খানাই তলিয়ে গেলো। জর্মনী তখন পূর্ণ বিক্রমে আক্রমণ চালিয়েছে। কেন সেদিন মৃত্যু হয় নি আজ বুঝতে পারি। ইতিহাসের দরবারে যে আমাকেও পেয়াদাগিরি করতে হবে। তাই করছি।

সাইপ্রাস আসা হলো না। জর্মন অবরোধ—হ্যাঁ, অবরোধই বলবো,—কেন না, গ্রীসকে ঠিক আয়ত্ত জর্মনী করতে পারে নি। সমর্থ পুরুষ-মেয়েরা প্রায় সকলেই বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, এ্যালবানিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গ্রীসের জাতীয় সংগ্রামকে জীবন্ত রেখেছে। তাই তো বলে গ্রীকরা ধূর্ত। এ ধূর্তামীর বদনাম আমাদের সেই ওডিসিয়সের কাঠের ঘোড়ার আমল থেকেই। সত্যিই ধূর্ত ; নইলে কি জ্যামিতিতে অমন তুখোড় হওয়া যায়? যাক সেই চার বছর, দুঃখের, কষ্টের, অনাহারের, অনিদ্রার চার বছর। শরীর শুকিয়ে গেলো। গোনাপাইয়ানার মাইকেল মৌস্‌কোস্‌ শুকিয়ে হয়তো গেলো, কিন্তু ম্যাকারিঅস্‌ তবু সেই রোগা, জীর্ণ শরীরের মধ্যে হাসছে ; হেসে হেসে সংগ্রাম করছে।

যুদ্ধ শেষ হলো। লোহা ছিলাম ; হয়ে গেলাম ইস্পাত। আমি ততদিনে থিওলজির গ্রাজুয়েট হয়ে আইন পড়ছি। এথেন্সের গির্জায় পাদ্রীর কাজও করি। কারণ ১৯৩৬-এর জানুয়ারি মাসে আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত গুরুপদবাচ্য হই। আমি নিজে তখন গুরুগিরি করার যোগ্যতা অর্জন করেছি। আমার বয়স যখন ৩৩ বছর, আমি আচার্য হলাম।

হঠাৎ খবর শুনি World Council of Churches সারা পৃথিবী থেকে দশজন পাদ্রীকে আমেরিকায় পড়ার জন্য (মাথা চিবুবার জন্য?) বৃত্তি দিচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা। হলাম প্রতিযোগী। পেয়েও গেলাম বৃত্তি। ১৯৪৬-এ আমি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হয়ে প্রবেশ করলাম।

ওঃ! কী যে কদর্য লেগেছিল আত্মাহীন, আত্মীয়হীন এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, প্রমত্ত, স্ফীত আমেরিকাকে। আমাদের জীবন ঘাতে ও প্রতিঘাতে মানুষ করে তোলে মাংসকে; ওদের অবাধ, অকুণ্ঠ স্ফীতি, একই ধরনে, ধারণে, চিন্তায়,

অচিন্তায়, স্রোতের গড্ডালিকায় চলেছে, চলেছে, চলছে, থামতে জানে না, না জানার জন্ত কোনো বোধও নেই,—একটা অসাড় ব্যক্তি-মানসহীন স্থূল সমাজ, যেখানে প্রাণকে ঠেসে ধরে ওরা মাংসের স্তূপ রচনা করে চলেছে। অবাক হতাম। আমার মনে এতোখানি অশ্রদ্ধা কোথায় বাসা বেঁধে ছিল? আমি সন্ন্যাসী। আমার ক্ষমা, প্রেম, করুণা, উদারতা—কোথায় গেলো? কষ্ট পেতাম। এথেন্সের সেই নিদারুণ চার বছরেও যে হাসি ফুরোয় নি, শুকোয় নি,—এই বোস্টনে এসে সেই হাসি কি আমি হারিয়ে ফেললাম নাকি? সে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি।

দেহে যেমন কাঁটা, তেমনি মনের মধ্যে ঘৃণা হিংসা সন্দেহ, ওসবে আমার প্রকৃতি যেন বিকৃত হয়ে টাটিয়ে উঠতো। আমার প্রকৃতিতে যেন ব্যথা, ধীরে ধীরে আমেরিকার আকাশ, নদী, খোলা ময়দানকে ভালোবাসতে শিখলাম। নিজেব করে নেবার চেষ্টা করলাম বুড়ো-বুড়ি আর শিশু। কারণে-অকারণে পার্কে শিশুদের মধ্যে গিয়ে বসতাম। চার্লস্ নদীর ওপরে লংফেলো সাঁকোর রেলিং ধরে ভোরের বেলা দাঁড়াতাম, সোলজার্স ফিল্ডের খোলা ময়দানে যেতাম; আকাশ সেখানে নিরাতঙ্ক। মন সব জায়গায়ই মন। মন আছে; থাকে; শুধু তাকে খুঁজে পেতে হয়। ধীরে ধীরে আমেরিকায় মানুষ আবিষ্কার করতে লাগলাম। বন্ধু পেতে থাকলাম। আমেরিকা ভালোবাসতে শিখলাম। এমন কি ভাবতাম বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হবো। হঠাৎ যেন সাইপ্রাসকেও ভুলে গেলাম। সাইপ্রাস বলতে জানতামই বা কি! তেরো বছর বয়সেই আশ্রমে প্রবেশ করি। দুরূহ অধ্যবসায়, কঠিন নিয়ম, বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে তোলকরা মাপাজোকা ব্যবহারে চিরজীবন থেকেছি। সাইপ্রাসকে জানার অবকাশ পেয়েছি কোথায়? মন পাখা গুটিয়ে বসতে চাইলো বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে।

হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম আমি কিটিয়ুম্ আশ্রমের সর্বাধিনায়ক বিশপ পদে বৃত হয়েছি। এ আমার কল্পনার বাইরের আশীর্বাদ। পরে আমার পাশ্চাত্য সাংবাদিক বন্ধুদের লেখায় পড়ে জেনেছি যে, এই পদ পাবার জন্ত আমার নাকি ষড়যন্ত্রের ফিকিরের অবধি ছিল না। আমি নাকি নাম-কে-ওয়াস্তে ধর্মধ্বজী —ধর্মের পবিত্র পোশাক নাকি আমার ভণ্ডামীর মুখোশ। কিটিয়ুমের গণভোটে আমিই নাকি নানা গণ্ডগোল করেছি। বোস্টন থেকে সেই সময়ে এক ছাত্র যদি সাইপ্রাসের সকলের অগোচরে এইসব মারাত্মক সব ব্যাপার সার্থক করতে

পেরে থাকে সে মানুষটা তো সত্যিই সাইপ্রাসের ক্ষুদ্র তরণীর কর্ণধার হবার যোগ্য, সন্দেহ কি? কিন্তু হায়, এ ক্ষমতার শতাংশের একাংশেরও অধিকারী আমি নই। তাই আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নই; ইংলণ্ডের প্রাইমমিনিস্টর নই। কেবল ছোট্ট সাইপ্রাসের গির্জার সেবক।

পড়ায় বাধা এলো। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন। ১৩ সংখ্যাটা আমার যেন কেমন খাপ খেয়ে গেছে। ওটা অভাগার নম্বর হয়েও ভাগ্যবানের স্বর্গারোহণের সময়কে ত্বরিত করেছিল। ১৩ ই আমার জন্ম। ১৩ বছরে আমি সন্ন্যাস নিই। ১৩ই জুন আমি কিটিয়ুম-এ এলুম। সেই মাইকেল মৌস্‌কোস্‌,—কিটিয়ুমের বিশপ হলো। ছাগল চরানো চাষীর সেই ছেলেটা ভাবতে লাগলো, এ হলো কী! সাইপ্রাসের ইতিহাসে জনসাধারণ একজন ছাত্রকে বিশপ নির্বাচিত করলো এই প্রথম। তার দু' বছর পরে সাইপ্রাসের গ্রীক-ভাষীরা আমাকে গোটা সাইপ্রাসের আর্ক-বিশপ নির্বাচিত করলো। তখন আমার বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। আমি সাইপ্রাসের ধর্মজীবনের প্রধানই নই তখন, তামাম গ্রীকভাষী সিপ্রিঅটদেরই নেতা হয়ে গেলাম।

আশ্চর্য হয় ভিন দেশীরা। কী করে ধর্মযাজক দেশের লোকের রাজনীতির নেতাও হয়? এর উত্তর অতি সহজ। সাইপ্রাসের ধর্মযাজককে তো কোনো ভিন দেশের বা ভিন প্রতিষ্ঠানের কোনো মাতব্বর মর্জি-মাফিক বা ফন্দীমাফিক নিয়োগ করে না। সাইপ্রাস চার্চের প্রধানকে নিয়োগ করে সাইপ্রাসের জনতা। তাই স্বাধীন চার্চ এটা। আবহমানকালই এই নির্বাচন হয়ে আসছে। তাই তো সাইপ্রাস এতো নির্বাচনের ভক্ত, স্বৈরতার নয়। এখানকার ধর্মপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব পদ জনতাই নিশ্চিত করে দেয়। গণভোট দিয়েই এ নেতৃত্ব নির্ণীত হয়ে থাকে। কাজেই গণভোটে যে মানুষ পরকালের নেতা, ইহকালটাও তার ভরসায় দেওয়ায় এমন কিছু অনাচার বা অবাক হবার নেই। যখন এরা মত দেয় তখন কেবল মানুষটার ধর্মজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই ভোট দেয় না; মানুষটাকে দেশের নেতৃত্বও নিতে হবে মনে রেখেই ভোট দেয়। এই তো চিরকাল গ্রীসে হয়ে এসেছে। গ্রীসে যে জীবনই ছিল ধর্ম; ধর্মই ছিল জীবন। জীবন আর ধর্মকে আলাদা করে যারা দেখে তাদের না আছে জীবনে ধর্ম, না ধর্মে জীবন। অধার্মিক জীবন আর মৃত ধর্ম দুটোই গ্রীক চিন্তার অন্তরায়। আমাদের চিন্তাধারা, জীবন, মরণ—সবই গ্রীক। কাজেই গ্রীকরা ধর্ম ও জীবনকে এক করে দেখায় এটা আশ্চর্য কি! অন্যেরা যে

দেখে না এতেই আমরা ধর্মতঃও যত বিস্মিত, কর্মতঃও তেমনি অবাক হই।

দেখো না ইতিহাস। সাইপ্রাস তো যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেবল বিদেশী অনুশাসনেই থেকেছে। কিন্তু কোন বিদেশী শাসনকে সাইপ্রাস চোখ বুজে সহ্য করেছে? সাইপ্রাসের ইতিহাসই তো চিরন্তন বিপ্লবের ইতিহাস। আমরা থাকি ছোটো একটা দ্বিপে। বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরা আমাদের চারধারে। আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি, যুদ্ধ করিও নি সময়ে সময়ে; কতো সময়ে মাথা নিচু করেছি; চুপ করে মার খেয়েছি। কিন্তু আপোস করি নি। আমরা আমাদের অস্ত্র যখন শানিয়েছি, ওরা ভেবেছে, বলেছে, লিখে গেছে—আমি শঠ, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, কাপুরুষ। গ্রীকদের দুর্দশার দিনে এইসব সাম্রাজ্যবাদীরা কি-না বলেছে! গ্রীস নিজেই কি সিপ্রিঅটদের নপুংসকতা নিয়ে কম বলেছে নাকি? কিন্তু গাঁয়ে, জঙ্গলে, কনবায়, হাটে, গঞ্জে, গির্জায়,—আমরা জনতার বুকের জ্বালা ধূমায়িত রেখেছি। আমরা বাজের মতো বাঘের চোখে ঝাপটে পড়ে চোখ উপড়ে নিয়েছি। ইতিহাস আমাদের বিশ্বাসঘাতী, নীচ বলেছে। গেরিলা প্রথায় যুদ্ধ জনতাই করে। সাজগোজ করে ব্যাকরণসিদ্ধ যুদ্ধ কখনও জনতা করতে পারে? এই শতাব্দীর পর শতাব্দী সিপ্রিঅটদের যুদ্ধ ঘোষণা কারা করেছে? সিপ্রিঅট জনতাকে কারা প্রাণশক্তি যুগিয়েছে? ক্ষুধার্ত এলেই বিনা দরকারে খাবার, থাকার জায়গা কোথায় পেয়েছে? সিপ্রিঅট চার্চের ইতিহাস সিপ্রিঅট জনতার ইতিহাস। এ চার্চের পুরোহিত পোশাকী পুরোহিত নয়; লোভী, লম্পট পুরোহিত নয়। এ চার্চের পুরোহিতকে জনতার মন-প্রাণ-বিশ্বাসের খোরাক যোগাতে হয়। যাদের জীবনে ধর্ম মাত্র একটা পোশাক তারা সিপ্রিঅট কার্ডিন্যালদের বোঝে না। ঐ তো বললাম, ধর্মে-প্রাণে-কর্মে একটি ডোর বেঁধে রেখেছে সিপ্রিঅট চার্চ, চার্চের বন্ধু জনগণ।

দেখো না সিপ্রিঅট চার্চগুলো। কাইকূকো চার হাজার ফুটের চূড়ায়; স্তাভ্রোভুনী, সেও ২২৬০ ফুট; ক্রাইসো রোজিয়া ত্রিসা, সেণ্ট হিলারিয়ন, ক্রাইসোস্তোমস্; এচেয়েরোপায়েতস্; কাকোপেত্রিয়ায় সেণ্ট নিকোলস,—প্রত্যেকটি আশ্রমই এক একখানা দুর্ভেদ্য দুর্গ। আজ তো রীতিমত ভয় করে ভাবতে, সেণ্ট হেলেনা তাঁর কোমল পায়ে হেঁটে উঠেছিলেন কী করে স্তাভ্রোভুনীর সেই দুর্গম আশ্রমে। কাজেই যারা যখন এইসব আশ্রম এবং গির্জা গেঁথেছিলেন,—তাঁরাই ছিলেন যেন সমগ্র জাতির নাইট টেম্পলার, নিবেদিত

সংশপ্তক। সাইপ্রাসের মানুষ আজও জানে নেতা মানে ঋষি, ঋষি মানে নেতা। ধর্মে এবং জীবনে মিথ্যে একটা ভেদ যারা যারা করেছে তারা তারাই সাম্রাজ্যবাদী ধাঁধায় পড়েছে, ফেলেছেও। সাম্রাজ্যবাদীরা এটা যে বোঝে না তা নয়, দিব্যি বোঝে। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে না-বোঝার ভান করলে অপরকে বুদ্ধু বানানো যায়। অপরকে বুদ্ধু বানানোও সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষার একটি অঙ্গ। নষ্টামী।

তারপর থেকে আমার দশাটি কতো সুখের হলো দেখো। পৃথিবী তোলপাড় তো করতেই হচ্ছে। সাইপ্রাস সাইপ্রাসের হোক এ সত্যটা বোঝাতেই আমার দফা শেষ। আমাকে সাইপ্রাসে অবাঞ্ছিত বলে সাইপ্রাস থেকেই একদা আমায় ওরা খেদিয়েও ছিল। সাইপ্রাসবাসীরাই মহালড়াই করে তবে না আমাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। এতেও কী ওরা বোঝে না? দেখো না জেনারেল গ্রীভাস্‌কে। গ্রীভাস্ তো বলে গ্রীসের সঙ্গে এক হও। কিন্তু তা আমি চাই না। চাইবো কেন? এখন কী আমরা শুধু গ্রীক আছি নাকি? আমারা এখন আমরা। গ্রীস-এর সঙ্গে আবার জড়ানো কেন? তাতে মুসলমান যারা যুগ যুগ ধরে এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে আছে তারা আরও সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়বে। বিপদে পড়বে। গ্রীসে যখন গণতন্ত্র ছিল, তখনই না বলেছি। এখন তো গণতন্ত্রের দফা গয়া। রাজাকে খেদড়ে মিলিটারি দক্ষিণপন্থ। যদি গ্রীসের পোঁ ধরতাম,—হয়ে যেতো মিলিটারি সরকারের পেটে ককির পেয়াল্লা এই সাইপ্রাস। তখন যারা আমাদের গ্রীসের সঙ্গে যেতে দিতে নানা দাঁওপ্যাচ কষেছে এখন তারা এখুনি রাজী হবে যদি বলি গ্রীসের দলে মিশবো। কিন্তু কেন মিশবো? গ্রীক ভাষা বলি। গ্রীক ঐতিহ্য মানি। গ্রীসে কি রাষ্ট্রীয় গণ-সভ্যতা, নগররাষ্ট্র ছিল না নাকি? কৈলাও করে সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোয় গলা বাড়িয়ে জগদ্দল একটা বোঝা না টানলেই নয়? তুর্কের সঙ্গে তো যোগ দেবার কথাই ওঠে না। তাই ওরা বলে তুর্ক বোলে একটুকরো সাইপ্রাস ফেলে দাওগে যাও। তুর্ক খুশি হোক। আচ্ছা, ওদের এই কপাকপ্ কচকিচিয়ে মানুষের দেশ, আশা-ভরসা দু'খান করে কাটার অভ্যেসটা কবে যাবে বলো তো? তাই তো বলি, ধার্মিক নইলে কোনো নীতিই নীতি নয়; রাজনীতিই বা কোন্ এমন সত্যব্রতী। নীতি এবং ধর্ম কি দুই? যারা দুই বলে, দুই রাখে, তাদের মতলব পাজী। বছরে বছরে গুলি চলছে আমার ওপর। আমাকে গুলি মারলেই যেন সাইপ্রাসের লোক তাদের

ঐতিহাসিক গেরিলাগিরি ছেড়ে দেবে। গ্রীভাস্‌কে ধরার জন্যে দালকুত্তা পর্যন্ত লেলিয়েছিল ওরা। কী হলো? সিপ্রিঅটরা গ্রীভাস্‌কে আগলে রাখে নি? আমাকে আগলাচ্ছে কারা? সিপ্রিঅটরা নয়? আমার কি (ফ্রাঙ্কোর মতো ডক্টর দুভালিয়ে-র মতো) পাহারাদার সান্ত্রী আছে নাকি? যখন যে যেখানে ডাকছে, যাচ্ছিই তো। কেউ পুজো করতে ডাকলেও যাচ্ছি। এতো যে বিপদ, কি করে ঘাড়ে নিই, কেন নিই? জানো উত্তর? আমি সিপ্রিঅট। আর এ আমার ধর্ম।

গালাগাল দিতে গিয়ে লোকে বিশেষ তো সাম্রাজ্যবাদী প্রেস কী না বলে। বলে, আমার নাকি আকাশ-ছোঁয়া মতলব যে মাতব্বরী করবোই।—বলে, আমার গদী এবং আমার শক্তি আমি মরণ আঁকড় আঁকড়ে আছি, এবং থাকবো।—দেখো না, বছর ছয়েক আগে—তখন তো প্রেসিডেণ্ট কেনেডী বেঁচে—আমায় বাড়ি ডেকে নিয়ে সে কী আপ্যায়ন। যা-তা বাড়ি নয়। যার নাম "হোয়াইট্‌ হাউস্‌"। ফিরে এসেই, দেশের মাটিতে পা দিয়েই, হঠাৎ মনে হলো, না, এর পরে একবার পোনোপানাইয়া গাঁয়ে আমায় যেতেই হবে। সেই খামার, বাবা যেখানে আমায় সঙ্গে করে সীডার বনের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতেন, যে গাঁয়ের মাটি আমার মায়ের রক্তে ভেজা। সবই তো আছে আজও। ভেঙে-চুরে—যেমন ভেঙে-চুরে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে স্মৃতি। আমি সেই ধুলোয় বসে পড়লাম। সীডারের বাতাস, থাইমের গন্ধ, ছাগলের ডাক; ভেড়ার ছানা চারধারে লাফাচ্ছে। তোমরা আজ বিশ্বাস করো,—হোয়াইট হাউস নয়, পিদিওস নদীর ধারে প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদের নয়, ৪০০০ ফুটের মাথায় কাইক্‌কোর সেই ছায়াঘন নকোসিয়া নয়, কাইক্‌কোর সমৃদ্ধ সেই আশ্রম নয়—আমার সত্যিকার শান্তি, আমি জানি, পানাইয়ার সেই ধুলোতে, আমার জীবন ঐ ভেড়ার চারণ হয়ে ঘুরে বেড়ানো। ধর্মের কর্ণধার বলেছিলেন 'ভেড়ার চারণ হয়ে ঘুরে বেড়াবি'। আমিও বুঝি সেই ধর্মই ধর্ম, যেখানে সমস্ত মানুষ ভ্রান্তিময়, শান্তিময়, শ্রান্তিময় সব মানুষকে যত্ন করতে, সেবা করতে, আগলাতে পারবে। আমিও তাই চাই। পালাবো? কোথায় পালাবো?

আমি চিঠি লিখেছিলুম "হিজ বিয়াটিচুড"—কার্ডিন্যাল ম্যাকারিঅস্‌কে। তাঁর ছেলেবেলা, শিক্ষা এবং রাজনীতিতে প্রবেশ সম্পর্কে খানিক তথ্য জানার সন্ধানে। কোনো জীবনীতে আজ অবধি এ লেখা হয় নি—তিনিই জানিয়েছেন। তাই দয়া করে যা নোট পাঠিয়েছিলেন, তারই ভিত্তিতে "তখন ছোটো ছিলাম"—বলছেন মাকারিঅস্‌ পর্যায় লেখা শেষ হোলো।

কাকে ফেলে পালাবো? আমার ধর্ম আমায় পালাতে দেবে কেন? যাবৎ আছি যাবৎ ডাকবে, সাড়া দেবো। যা পারি সেবা করবো। তারপর গুলিও আছে, মৃত্যুও আছে। এ ভয় তিনি করেন নি; আমি বা করবো কেন?

চার ॥ এথ্‌নার্কি

আবহমান সাইপ্রাসের ধর্মযাজকরা নির্বাচিতই হয়ে এসেছে। ইংরেজ এতেই প্রমাদ গনলো। 'নির্বাচন' মানেই তো গণভোট। অথচ ইংরেজ রাজত্ব শুধু বেয়নেটের বলে। আসল শক্তিধর ঐ ধর্মযাজকরা। ইংরেজ এ তত্ত্ব বুঝে নিলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মযাজকদের হাত করার ফিকির তালাশ করতে লাগলো। ১৯০৮-এ প্রথম গবর্নব চেষ্টা করেছিলেন তাঁর 'বাছাই' ধর্মযাজককে 'নির্বাচিত' করান। ইংরেজ এবং সাম্রাজ্যবাদী ছাড়া এইসব কলকাঠিনাড়া নির্বাচনকে কেউ নির্বাচন বলে না। ব্যাপাব বুঝে সাইপ্রাস গুম হয়ে রইলো। কাজেই কোনো বিশেষ ফল হলো না। হঠাৎ ১৯৩৭-এ ইংরেজ "নিয়ম" বাঁধলেন, —চার্চ-এর যে চারজন ধর্মযাজক সাইনদ্‌-এ নির্বাচিত হন বা হবেন সে লিস্ট্‌টা (নির্বাচনের পরেও) ইংরেজের অনুমোদন সাপেক্ষ হতে হবে। পুনশ্চ জনতা গুম্‌। ফলে সেবাব নির্বাচনই হলো না। কাজেই যাঁরা নির্বাচিত ছিলেন তাঁরাই রইলেন। ইংরেজ বুঝলো সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

কিন্তু এরপর কিছু হবার আগেই বাধলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ইংরেজ মার খেয়ে খেয়ে তখন ভূত। যা করে রুশ। আমেরিকা ভাবছে আগে রুশটা নিপাত যাক; পরে তুলতুলে মাংস কুপ করে গিলে ফেললেই এক সঙ্গে আমেরিকায়, য়োরোপে আর এশিয়ায় মাতব্বরী করবো "আমি"—আমেরিকা, "আমি"—ডলার! কিন্তু সোভিয়েৎ রিপাব্লিক আমেরিকার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার বহর জানতো। তাই সোভিয়েৎ বাহিনী এগিয়ে চললো বার্লিনে। যখন আমেরিকা দেখলো যে নচ্ছার সোভিয়েৎটা মরতে বিলকুল অস্বীকারই করলো, —তখন এগুলেন মাতব্বরী করতে; অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী সেই প্রবল বিজয়ের বিরুদ্ধে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংলণ্ডের স্বার্থপরদের সহযোগিতায় জনমানসের সেই অগ্রগতিকে ঠেকনো দিয়ে রাখার মতলবে। কিন্তু ততোদিনে গ্রীস, য়োডস্‌, মিশর, সাইপ্রাস থেকে ইংরেজ বিতাড়িত। সিঙ্গাপুরের পতনের পর

আছে তখন শুধু ইংরেজের পতাকাটা। আর আছে ইয়াঙ্কী-দাদা (চার্চিল সেই মহৎ বিপদে ইতিহাস হাঁটকে সবে বার করেছেন, আমেরিকা আর চার্চিলে নাকি দাদা-ভাই সম্পর্ক), আর সেই অবাঞ্ছিত দুর্দিনের অসাধ্য সহচর সোভিয়েৎ রিপাব্লিক। সাইপ্রাসে নির্বাচনের তাবাশ আর কে করছে ? যখন যুদ্ধ শেষ হলো তখন ইংরেজ সিংহের গোঁফ ধরে ভারতবর্ষও খুব নাড়ছে। কাজেই ইংরেজ তখন আর সাইপ্রাসকে ঘাঁটাবার তাগদ পাচ্ছে না। সুতরাং নির্বাচনের সম্পর্কেও রা-কাড়লো না। ১৯৩৬-এ শ্রী আর্থার ক্রীব জোন্‌স্ কলোনিয়ল সেক্রেটারি (লেবার) পুরোনো আইন বাতিল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দশ বৎসর যুদ্ধ এবং অজ্ঞাতবাসের বীর কার্ডিন্যাল লিওনিতস্ নির্বাচিত হয়েই পাঁচ মাসের মাথায় গত হলেন। তাঁর পরে কাইরেনিয়ার বিশপ দ্বিতীয় ম্যাকারিঅস্ হলেন নির্বাচিত। ১৯৫০-এ তিনিও গত হলেন। এই দুই বৃদ্ধের হঠাৎ এই মৃত্যুর অনিবার্য পরিণতির ফলে ৩৭ বছর বয়স্ক যুবা ম্যাকারিঅস্ (তৃতীয়) হলেন সারা সাইপ্রাসের জনগণমন-অধিনায়ক। দেখেশুনে ইংরেজ প্রমাদ গনলো।

একদা বাইজেন্টিয়ামের সম্রাট জেনো কাগজেপত্রে আবিষ্কার করেছিলেন যে, আন্টিওক্-এর গির্জারও আগে খ্রীষ্ট দুনিয়ার আদিমতম চার্চ এই সাইপ্রাস চার্চ। তাই এ চার্চকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দলিলের বলে সাইপ্রাস নিজের অধিকারে নিজে স্বাধীন। গ্রীস চার্চের জন্মের চৌদ্দ শতাব্দী আগে সাইপ্রাস চার্চের জন্ম !

> "The Archbishop of Cyprus ranks in dignity with the occupants of the four originial Partiarchates of Constantinople, Alexandria, Antioch and Jerusalem. Had Archbishop Macarios attended the Lambeth Conference in the summer of 1958, the precedence due to him would have made the See of Canterbury seem very junior".
>
> (Stanley Mayes—Cyprus and Makarios—p. 4.)

কাজেই সাইপ্রাসের গণ-বিদ্রোহ দু'হাজার বছরের ইতিহাস। ইংরেজ ভাষ্যকার এ ইতিহাস হেসে ওড়ানোর চেষ্টায় মশগুল। কিন্তু এ বিদ্রোহের বীজই নিহিত আছে সাইপ্রাসের চার্চে ; চার্চের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতে। যেহেতু

সাইপ্রাস চার্চকে বরাবর টিকে থাকতে হয়েছে দু'খানা রাম-রাম সাম্রাজ্যবাদী দালাল চার্চের বিপক্ষে (বাইজেন্টাইন এবং রোম), সেইহেতু সাইপ্রাস চার্চকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রাখতে হয় জনতার সঙ্গে, কোনও হেড-কোয়ার্টারের পুরুৎ পাত্‌শাহীর সঙ্গে নয়। এই কারণেই সাইপ্রাস চার্চকে মাত্র পুরুৎ সংজ্ঞায় ফেলা অধর্ম হবে। এই ব্যবস্থার নাম "এথনোক্রাসী", ঋষিরাষ্ট্র, প্লাতোর স্বপ্ন, কনফ্যুসিয়সের আদর্শ। নির্বাচনই এর মূলকথা। সারা দেশের নির্বাচনে প্রথম চারজন রাষ্ট্রগুরু নির্বাচিত হবেন; তারপর সেই চার নির্বাচিত করবেন অন্যতমকে পরমগুরু পদে।

দু'হাজার বছর ধরে এ ব্যবস্থা অব্যাহত। তুর্করা শাসন করার কালে এ সত্য অনুধাবন করেছিল। মুসলমান ঐতিহ্যে তো মুশা এবং ঈশা পয়গম্বর-দেরই অন্যতম। তাই মুসলমানেরা খ্রীষ্টান যোগী-সন্তদের ওপর অত্যাচার ধার্মিক কারণেই করে নি, খ্রীষ্টান গির্জাগুলোকে যতদিন পেরেছে কার্যকরী রেখেছে। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলাম ধর্মের প্রতি যে অত্যাচার খ্রীষ্টানরা করেছে, খ্রীষ্টানরা নামে, (আগেই বলা হয়েছে, এটা সওদাগরী পুঁজিবাদের ভাঁওতা) তার সভ্যতা ও নৃশংসতার তুলনায় ইসলাম তো খ্রীষ্টানদের ঘরজামাইয়ের খাতির দিয়েছে: এর বহু নজীর আছে।* গাজী সালাহ্‌দীনের ইতিহাসটুকু পড়লেই তা বোঝা যায়। ইংরেজেব মতলব ছিল সাম্রাজ্য বৃদ্ধি। ডিজ্‌রেলী তো সরাসরি ভারত পর্যন্ত লাল ফিতে টেনে নেবার সন্ধানে দু'পায়ে মনুষ্যধর্ম মাড়িয়ে চলেছিলেন। তাঁর যে সুবিধা ছিল। ডিজরেলী ছিলেন না-খ্রীষ্টান, না-মুসলমান —ইহুদী। দুটোর যে কোনোটার সর্বনাশই তাঁর পক্ষে ধার্মিক ব্যবসায়। তুর্কির কাছ থেকে সাইপ্রাস হড়প করেই ফৈলাও প্রচার করতে থাকলেন যে, তুর্করা অমানুষ, বর্বর। ওদের হাত থেকে খ্রীষ্টানদের বাঁচানো মানেই অত্যদ্ভুতং শুভকর্ম। বাছাই বাছাই পর্যটক সাহিত্যের তর্জমায় প্রচার হতে থাকলো। Thevet (১৫৯০); Ricaut (১৬৭৮), Pocoke (১৭৩৮); Drummand (১৭৪৫) প্রভৃতি পর্যটকদের কাহিনী ছাড়াও অফিসিয়াল পর্যটক (?) পাঠানো হলো, Michael de Vezin (আলেপ্পোতে ইংরেজ কন্‌সাল্‌), William Iurner (ব্রিটিশ ডিপ্লমাটিক সার্ভিস্‌)। এঁদের লেখা থেকে বাছাই বাছাই অংশ প্রচার করে সাধারণ ইংরেজের মনে ঠাট জমানো হলো যে, ইংরেজ

* গ্রীসের দক্ষিণে দ্বীপে দ্বীপে সুপ্রাচীন যেসব 'আশ্রম' ছিল তাদের স্বধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার স্বপক্ষে বিজেতা এবং বিধর্মী তুরস্কের ফরমান ছিল।

সাইপ্রাস নিচ্ছে বহুজন হিতায়। কেননা খ্রীষ্টান ছাড়া দুর্গত মানবসন্তানদের সভ্য (?) করার, যোগ্য করার, "মানুষ" করার ভার আর কস্ত ?

কিন্তু সাইপ্রাসের ইতিহাসই বলে যে, তুর্কেরা কখনও খ্রীষ্টানদের পীড়ন করে নি। (ভিনীশিয় যুদ্ধের সময়ে পলিটিকাল অত্যাচারের অন্ত ছিল না ; কিন্তু ধার্মিক পীড়ন করতে তুরস্ক নারাজ ছিল।) বরং তামাম মুলুকের অন্তর্দেশীয় ব্যবস্থার ভার খ্রীষ্টান গুরুর ওপর দেবারই প্রচণ্ড এবং অবাধ ইচ্ছা। এই কারণেই যে Synod হলো তাতে গণভোট দ্বারা চারজন গুরুকে নির্বাচিত করা হলো। তুর্করাই এ ব্যবস্থা করে। তুর্করাই কিটিয়ুম আশ্রমের মহন্তকে প্রধান বলে স্বীকার করে। তুর্ক খোজাবাসীকে (তুরস্কের প্রতিনিধিকে) বলে দেওয়া হয় কাজকর্ম তারা যা করবে এথ্‌নার্কের চার জন মহন্তের তত্ত্বাবধানেই করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হাত দেবে না। নিয়মমত কর আদায় করা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধন কেবল এথ্‌নার্কই করবে। খোজাবাসী এই হিসাবেই কাজ করতো। ১৭৫৮তে বিশপদের অনুরোধে কনস্তান্তিনোপলের সরকার কর কমিয়ে দেন, সনদ দিয়ে চতুর্বর্গ এথ্‌নার্ক সাইনদকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর্কি মেন্দ্রাই কার্পিয়ানস্‌ তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, "They were often listened to and obtained assistance." থাক, বাধা নেই, সিপ্রিঅটদের শাসন সিপ্রিঅটদের। কাজেই, কার্পিআনস্‌ কেন ? দালালী করে ? না ! মনে রাখতে হবে সিপ্রিঅট চার্চ বলছে, ফ্লাগ যারই থাক বাধা নেই, সিপ্রিঅটদের শাসন সিপ্রিঅটদের। কাজেই, কার্পিআনস্‌ লিখছেন, কিছু কিছু সিপ্রিঅটদের অন্তর্দাহ এবং নৃশংসতা সত্ত্বেও সিপ্রিঅট-দেরই কল্যাণে, তাদের দেশ, ধর্ম, জাতীর কল্যাণে—এইসব পুরুতরা নির্যাতন সহ্য করেছে, জেলে গিয়েছে, নির্বাসনে জীবন কাটিয়েছে। কথাটা একটু বেমক্কা শোনাচ্ছে, নয় কি ? আরও খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে অন্তর্দাহটা অখ্রীষ্টদের। সাধারণ তুর্করা ভাবতো, তুর্কদের দেশে কাফেরগুলোর এতো যত্ন-আত্তি কেন ? লাগান-ভাঙ্গান তারাই করতো। ১৭০২তে হাজীরাকী আগা ছিলেন তুর্কী গবর্নর। তাঁকে আর্কবিশপের সমান অধিকার এবং সম্মান দেবার প্রস্তাব চতুর্বর্গ সাইনদ্‌-ই করলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যের বিষয়-আশয় তেজারতি-সওদাগরির কোনো অংশেই হাত না দিতে পেরে পিছু লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশপরা তাঁর নষ্টামীর কথা সুলতানকে জানাতে গেলেন

কনস্তান্তিনোপ্‌ল। ফলে আগা সাহেবকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। টার্নার সাহেব কিন্তু তুর্কদের চেয়েও জবর কৃপালু। বলছেন, "গ্রীকগুলো নচ্ছার। ছোটলোক তো! একটু শক্তি পেয়েছে কি না-পেয়েছে! নিজেকে একেবারে তালেবর মনে করে আঙুল ফুলে কলাগাছ!" টার্নার বেচারী ১৮১৫-র মাল, ইতিহাস ভুলিয়ে গলাবাজী করার সময়ের পণ্ডিত। ক্লাইভ বা ডুপ্লে, পিজারী বা কোর্টেজ, রালে বা ড্রেক, মর্গান বা জেম্‌স ব্রুক (সারাওয়াক্‌)—এদের তো কোনো দোষ হতে জানে না। এরা যে জন্মেই কলাগাছ! হায় রে, বক্কেশ্বর ইতিহাস! এরা সবাই যেন তা-বড়ো তা-বড়ো খানদানী ঘরের মাল! অথচ সাইপ্রাসের মান, জান, ইজ্জৎ সব এই গির্জার মহন্তরা। ১৭৩৪-এর মহন্ত ফিলথিঅস, পাইথিঅস (১৭৫৯), ক্রাইসান্থস্‌ (১৭৭৮) সাইপ্রাসকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

১৮২১। গ্রীসে তখন বিদ্রোহ। গ্রীস তুর্ক শাসনের বিপক্ষে খাড়া হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সাইপ্রাস কী করবে? ১৮২১-এর আগে সাইপ্রাসে তুর্কদের বিপক্ষে বিদ্রোহ হয়েছে বলে ইংরেজ লেখে। বিদ্রোহ "তুর্ক"দের বিপক্ষে হয় নি। হবার কারণ নেই। কারণ সাইপ্রাসের শাসনব্যবস্থা সবই সিপ্রিঅটদের হাতে। গোলমাল হয়েছিল চিল-ওসমান নামক এক তুর্ক গবর্নরের স্বৈরাচারের বিপক্ষে। এবং সে বিদ্রোহ শুরু করেছিল তুর্করাই। চিল-ওসমান ইসলাম-নারা দিয়ে ব্যাপারটাকে আরও জবরজং করার আগেই দু'জন বিশপ কনস্তান্তিনোপ্‌লে গিয়ে চিল-ওসমানকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করেন। স্মরণে থাকে, তুর্কেরা এই সময়ে আগুন লাগিয়ে সিপ্রিঅটদের যা-যা ক্ষতি করেছিল কনস্তান্তিনোপ্‌লের আদেশক্রমেই তার পূরণ খেসারতও তুর্কদেরই দিতে হয়েছিল। নিকস্‌ ক্রানিদায়োতিস্‌ ছিলেন এথ্‌নার্কি-র (চতুর্বর্গ সাইনদ ব্যবস্থা) সেক্রেটারি। পরে কুকুর কেনার মতো ইংরেজ এঁকেই কিনে নিয়ে এক লা-জবাব ইতিহাস লেখায়। সে ইতিহাসে প্রমাণ করা হচ্ছিল যে, সাইপ্রাসে তুর্ক-গ্রীক দাঙ্গা বেধেই ছিল। শান্তি—সে একমাত্র ইংরেজ এসেই দিয়েছে। সেই প্রথম দফার অশান্তির ইতিহাস আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ১৮০৪-এর দাঙ্গার উল্লেখ আছে। এ দাঙ্গাটাও কিন্তু আবার সেই তুর্কদের মধ্যেই। গ্রীকদের কেউ এ দাঙ্গায় ছিল না। কেননা তুরস্করা ভাবতো ওরা "রাজার" জাত। কাজেই ওদের আবদার এথ্‌নার্কিকে কর দেবে না। এই নিয়েই আর্কবিশপ ক্রাইসান্থসের ওপর ওদের রাগ। দাঙ্গা

খতম করার জন্ম তুর্ক সরকার থেকেই সৈন্ম মোতায়েন হয়েছিল। এবারেও তুর্ক সরকারই গ্রীক সিপ্রিঅট শাসনকে সমর্থন করেছে। দাঙ্গা কোথায়?

গ্রীসে যখন বিদ্রোহ বিঘোষিত, গ্রীক ক্রান্তি সংস্থা 'ফিলিকে-এতাইরিয়া' সাইপ্রাসে কর্মী পাঠিয়ে সাইপ্রাসকে দলে টানার চেষ্টা করলো। 'সাইপ্রাস' সে সময়ে নিজেকে "গ্রীক" বোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি,—তার কারণ, পুনশ্চ,—সাইপ্রাসের চিরকালের প্রয়াস সামন্তশাহী তথা বণিকশাহীর আওতা থেকে আলাদা থাকা। ব্যর্থ হয়ে ক্রান্তিদল আর্কবিশপের ভাইপোকে সাইপ্রাসে ক্রান্তি রচনার ব্যবস্থায় পাঠালো। সেই কাগজপত্র পড়লো তৎকালীন সাই-প্রাসের তুর্কী গভর্নর তিউশুক মহাম্মদের হাতে। তিউশুক ভাবলো—এটাই সুবর্ণ সুযোগ। এরই সাহায্যে গ্রীকদের জব্দ করা যাবে। তিউশুক তুরস্ক সরকারকে চাগাবার চেষ্টা করলো,—"হুকুম দাও, বেছে বেছে গোটা কতো কাফেরকে কোতল করি।" কিন্তু সে হলো না। তুর্ক সরকার অযথা কোতলের সমর্থন করলেন না। তবে কোনো অসংযত আচরণ যাতে না হয় তার বিকল্পে কিছু আরো সৈন্য পাঠালেন। তবুও তিউশুকের মেজাজকে বিশ্বাস না করতে পেরে একখানা ফর্মানও পাঠালেন। তার অন্যতম অংশে আছে:

> "Upon examination from our archives, we nowhere find from the date when this island fell under our sway that its Christian inhabitants have been guilty of the least disloyalty to our government, but on the contrary, on certain occassions, when the Turks revolted, the Christians have joined our victorious forces, and given willing help in routing and reducing the rebels."

বলছেন সুলতান নিজে। সুতরাং দাঙ্গার বাহানায় রাজ্য করার ইংরেজি দুর্নীতি কাজে লাগবে না সাইপ্রাসে। তুর্করা সংখ্যালঘু। তারা দাঙ্গায় ঢোকে কেন? নিজেরা 'মুসলমান' এই বাহানায় 'মস্লেম' রাজার কাছ থেকে 'সুযোগ' চায়, বিশেষ বিশেষ অধিকার চায়। এটা ওসকাতো কারা? ঐ খোজাবাসী গভর্নর, যার হিংসে 'এথ্‌নার্কি'র ওপর জবর, তিনি বার বার ওসকাতেন, ভড়কাতেন, ফেঁসে যেতেন।

তিউশুক মহাম্মদ কিন্তু পোঁ লেগে রইলেন। তাঁর সময়েই শেষ অবধি

বেশ কিছু গ্রীক ফাঁসি যায়, তার মধ্যে কয়েকজন বিশপও। সেই সময়েই আর্কবিশপ কাইপ্রিয়ানস্-এর নাম শহীদের খাতায় লেখা হোল। গ্রীসে যে ক্রান্তি চলছিল তার দাবানলে সাইপ্রাসও পুড়লো।

১৮৭৮। রুশ কনস্তান্তিনোপলের দোরে। "পুবের রুগী"র চিকিৎসায় মন দিলেন ডিজরেলী, পামার স্টোন্, ক্যানিং, পীল্। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া চাই। গ্রীকরা দেখলো উত্তরে বুলগারিয়ার সঙ্গে গ্রীসের উত্তর অংশ চলে গেলো, আয়োনিয়া দ্বীপগুলো তুর্কের হয়ে গেলো। সাইপ্রাসও তাই। রুখে উঠলো গ্রীস। সাইপ্রাস কি "গরু-ছাগল-ভেড়া, যে, রাজনীতির বাজারে বেচাকেনার দর ওঠানামা করছে?" অথচ অংরেজ ঐতিহাসিক বলছে আয়োনিয়ার দ্বীপগুলো গ্রীস ফিরে পাবার পর থেকে সাইপ্রাস নাকি রাজি হলো ইংরেজের তাঁবেতে যেতে। ইতিহাসে বলা হয়, মানে উল্লেখ করা হয়—নজির হিসেবে—"We accept the change of Government in as much as we trust that Great Britain will help Cyprus, as it did the Ionian islands, to be united with Mother Greece, with which it is naturally connected." সবই সত্য। কিন্তু বলেছিল কে? কবে? কোন দলিল? কোথায় আছে? প্রথমত, সাইপ্রাস ইংরেজের ওপর "নির্ভর" করছে; (২) আথেয়নিয়া দ্বীপের রক্ষাকর্তা ইংরেজ; (৩) গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাস এক হোক এই সদিচ্ছার পরিচয়; (৪) সাইপ্রাস গ্রীসের 'ন্যাচুরাল' অংশ—এই চারখানা রামবাণ ঠাসা বেদবাক্যের রচয়িতা কে? কারা?

ইতিহাস বলছে—"There is some doubt whether it was Archbishop Sophronios or Kyprianos, Bishop of Kition—"

অর্থাৎ—কে বলছে কেউ জানে না। বলছে। এবং এই নিয়ে ইংরেজের ইতিহাস।

এরাই কি সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিল, জালসাক্ষ্য? এরাই কি হলওয়েল নামক দাগী আসামীর সাক্ষ্যকে দলিল বলে চালান করেছিল?

কিন্তু যাবৎ বিশপরা সাইপ্রাসের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে তাবৎ সিপ্রিঅটদের শিক্ষা বিধানের প্রতি নজর দিয়েছে। কাজেই দেশের মানুষ বিশপদের মানতো

ইংরেজ সরকারের চেয়েও বেশি। মানতো তুর্ক সরকারেরও বেশি। তুর্কদের তা সইতো। ইংরেজদের সয় না। প্রথম মাকারিঅস্ (১৪৫৪—১৮৬৫)-কে সকলে বাপ-ঠাকুর্দার মতো 'আপন' ও সম্মানিত মনে করতো। দ্বিতীয় সক্রোনিয়স এবং কাইপ্রিয়ানস চার্চের টাকায় বৃত্তি দিয়ে এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠানো আরম্ভ করলেন। এঁরা ব্রিটিশ আমলের সুপ্রসিদ্ধ 'বিশপ। খ্রীষ্টান ইংরেজরাই কিন্তু পদে পদে এদের নিগৃহিত করতে থাকে। মুসলমান তুর্করা কিন্তু করে নি। ১৮৬৫র ফর্মানে দেখি যে, তুরস্ক আর্কবিশপকে এথ্‌নার্কির মাথা বলে সমগ্র রাজ্যশাসনের অধিকার দিয়েছে; ১৮৭৮-এ তখন ইংরেজ নিলো সাইপ্রাস তুর্কের কাছ থেকে,—সঙ্গে সঙ্গই বললো ৩০০, বছরের প্রাচীন একটা বাজে ধূয়া ধরে আর্কবিশপকে মাথায় তুলে নাচার মানে হয় না। অথচ এই ইংরেজই অন্যত্র বলে যে, ইংরেজি আইন মানেই "প্রাচীন ধূয়া"। ম্যাগ্‌না চার্টার আর প্রিসিডেন্‌স্ ছাড়া ইংরেজ নাকি কিছু মানে না। সাইপ্রাসের বেলায় পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং অব্যাহত খ্রীষ্টীয় ধর্মাধিকরণ ইংরেজরা "ধূয়া" বলে উড়িয়ে দিলো।—জোসেফ চেম্বারলেন ফতোয়া দিলেন ধার্মিক আদান-প্রদান ছাড়া প্রশাসনিক তামাম ব্যাপারের জন্য দায়ী হবে ইংরেজের কাউন্সিল। এই প্রথম সাইপ্রাসে বিশপদের মান, সম্মান, প্রতিপত্তি, দাবি, বেয়নেট দেখিয়ে দাবানো হলো। দাবানেওলা কিন্তু ইংরেজ। কারণ? কোনো কারণ নেই। তবু আছে। এঁরা যে ইংরেজ! বেয়নেটের দাবড়ানি যে সিপ্রিঅট মানে না তা জানে ইংরেজ। সুতরাং ভবিষ্যৎ চেয়ে তার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করে রাখলো ইংরেজ। এর জন্য তাতিয়ে রাখলো তুর্কদের। তাদের কানে মন্ত্র দিলে—সংখ্যালঘুতার বিষ। নীরবে বিশপরা এইসব কূট বিষের প্রতিক্রিয়া দেখতে লাগলো। দেখতেই লাগলো; কিন্তু তা বলে হজম করলো না।

পর পর দু'জন আর্কবিশপ মারা গেলেন। নির্বাচন করা হলো না। যাঁরা দু'জন বেঁচে রইলেন তার একজন শাদাসিধে বোমভোলা। অন্যজন—কিটিয়ন চার্চের সিরিল, দুর্দান্ত গ্রীক-প্রেমী, ENOSIS-এর ভক্ত।

ইংরেজ সুযোগ পেলো। কিটিয়নের চার্চ আর কাইরেনিয়ার চার্চের মধ্যে নানা ফিকিরে লড়াই এমন বাধালো যে, সাইপ্রাসের গ্রীক মতও তখন টুকরো হয়ে গেছে। ইংরেজি শাসন যথারীতি বাধিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। Divide et Empera! ১৯১৬ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের মধ্যে যে নির্বাচন গ্রীক

চার্চ, যে অপমান গ্রীক বিশপর সহ্য করেছে তা সাইপ্রাসের ইতিহাসে কখনও হয় নি। ইংরেজ আমলে ভারতে একজন বি-এ, একজন ম্যাট্রিকুলেট-এর অনুপাতে একজন মৌলবী বা পণ্ডিতের যে উপহাস্যকর অনাদর ছিল, যে অনাদর ঘটিয়ে ভাষা তথা সমাজের মূল রসের উৎস ইংরেজ কূটনীতি কেটে দিয়েছিল, সাইপ্রাসে তাই হলো। দেশের যা কিছু সব হাস্যকর। বিদেশের যা কিছু সব প্রগতি। জাতের সীমারেখা বার বার চিহ্নিত করে দিয়ে হিন্দু-মুসলিম-আদিবাসী-উপজাতি-তহশীলি প্রজা—নানান ভাষায় নানান ভাবে জনগণের একচ্ছত্র মানসিক ছিন্নভিন্ন করলো ; সৃষ্টি করলো একটা বিশিষ্ট খৈর-খা সম্প্রদায়, যারা অনায়াসে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক মেনে নিয়ে টেবিল থেকে ছোঁড়া হাড়ের রাশ বাগানে পুঁতে রেখে নিজেদের রাজা, নবাব, জমিদার, রায়বাহাদুর, খান-খানান ইত্যাদি নবভাবে দিক্ষীত হয়ে জাতির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যতের শ্মশানে বসে নিজের জায়া-জননীর খেমটা নাচের টিকিট বিক্রি করতেও গররাজি হলেন না।

এই দলটির মনোমত আর্কবিশপ সিরিল (তৃতীয়)। ইংরেজ ইতিহাসে তাঁর জয়-জয়কার। পাথুরেঘাটা, শোভাবাজার, কাশিমবাজার, বর্ধমান প্রভৃতির জয়-জয়কার যেমন অংরেজ ইতিহাসে। কিন্তু সাইপ্রাস, বিপ্লবী সাইপ্রাস, স্বাধীন-চেতা সাইপ্রাস,—গ্রীসের শাসন, রোমের শাসন, বাইজেন্টাইন শাসন—সবকিছু তুচ্ছ করে যে সাইপ্রাস নিজের ছোট্ট চার্চটিকে আগলে রেখেছে, যে সাইপ্রাস তার অন্তর্দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে বহির্লোকের সঙ্গে মিলঝিলের তোয়াক্কা রাখে নি, যে সাইপ্রাস গ্রীক হবার গর্বে গ্রীকের শাসন মানে নি, তুর্ক না হবার অ-গর্বে তুর্ক শাসনকে উদ্দীপিত করে নি, সেই সাইপ্রাস ক্ষেপে উঠলো ইংরেজি বণিকশাহীর অনাচারে, অত্যাচারে, ভণ্ড সুশাসনের নামে বিজাতীয় দোহনের তৃষ্ণায়। সাইপ্রাস ক্ষেপলো। ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপলো। তুরস্ক সাহায্য করবে না ; গ্রীস সাহায্য করবে না ; রুশ সাহায্য করবে না ; ইতালী সাহায্য করবে না ; মিশর সাহায্য করবে না। তবু ক্ষেপলো। কেন ?

·

সাইপ্রাসের অর্থনৈতিক দুর্দশার চরম সেটা। ১৯৩১—সাইপ্রাসে খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, সাইপ্রাসের লেবু, তামা, মদ, জলপাই, কাঠ—সবই জলের দরে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেশের আমদানি-রপ্তানির বিবরণে দেখা যাচ্ছে বিদেশী

জিনিস আসছে, দেশী জিনিস সব বেচেও দামে কুলোচ্ছে না। ঋণ বেড়ে বেড়ে সাইপ্রাস বিকিয়ে যায় আর কি! তখন ইংরেজ বিল আনলো আমদানি-রপ্তানি শুল্ক বাড়াবার। অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর অঞ্চল আর তুরস্ক, মিশর এবং গ্রীসের সঙ্গে যে আম লেনদেন আবহমান কাল জমজমাট ছিল তাকে দাবিয়ে দিয়ে ইংরিজি মাল আনার সুরাহা করার ব্যবস্থা। কাউন্সিলে তুর্ক মেম্বার অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেও যে সিপ্রিঅট। সারা কাউন্সিলই একযোগে বিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। স্যর রোনালড রস শুধু নিজের ক্ষমতা বলেই সেটিকে আইন করে দিলেন (আমাদের দেশে রাউলাট আইন স্মরণ করুন)। এর পরে অর্থসচিব জানালেন, সাইপ্রাসের উন্নতি প্রকল্পে টাকা চাই (ভাষ্য—সাইপ্রাসের টাকা ইংরেজের পকেটে ঢোকানোর জন্য উন্নতির বাহানা চাই। এ উন্নতির জন্য মানুষ, ঠিকেদার, বিশেষজ্ঞ, যন্ত্রপাতি, মালমশলা, লেখার খড়ি থেকে মারার বন্দুক পর্যন্ত যা যা দরকার, সব ইংরেজের "নির্মিত" হওয়া চাই)। এজন্য টাকা চাই। টাকা আছে। কিন্তু তা তুরস্কের টাকা। কাজেই সাইপ্রাসের যা যা টাকা যেখানে আছে তুরস্কের ঐ ঋণ শোধে লাগবে। এমন ঘোরালো ব্যবস্থায় সাইপ্রাস ক্ষেপে গেলো।

ক্ষেপে যাবার কারণ ছিল। ইংরেজ সাইপ্রাসে ঢোকার পর থেকে টাকা-কড়ি নিয়ে নানান ফন্দী এঁটেছে। ইংরেজ যে দোহন করেছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করা যাচ্ছে না। এটা বোঝা দরকার। ভারতে আমরা রাম-ভজা স্বদেশী করেছি উপোস করে, দরবার করে আর গান গেয়ে। যদি কালি-কলম আর বোমা-বারুদের স্বদেশী বজায় রাখতাম, নিশ্চয় টের পেতাম আমাদের ঋণ ইংরেজের কাছে, না ইংরেজের ঋণ ভারতের কাছে।

সাইপ্রাস হড়প করা গেছে, এ খবরটা যেদিন ইংজের জানালো, সবাই খুশ। রানীসাহেবা খোদ খুশ। ব্যাজার হলেন শুধু গ্লাডস্টোন। এই আবার এক ফৈজৎ। মানুষের দেশ-মান নিয়ে কাড়াকাড়ি। ডিজরেলী অতশত বোঝেন না। বলেন, ভারতে সাম্রাজ্য, মিশরে দৌলৎ, মধ্যপ্রাচ্যে খবরদারী কায়েম রাখতে চাও—সদা ভাসমান, প্রকৃতির গড়া রণতরী—এই সাইপ্রাসটিকে কবলিত করো।

"In taking Cyprus the movement is not Mediterranean; it is Indian. We have taken a step there, which we think necessary for the maintenance of our Empire···"

[Disraeli—in the House of Lords]

"Necessary!"—আমাদের দরকার। সুতরাং "ওটা দিতে হবে!" এই বদান্য ইংরেজের বহুজনহিতায় তপস্যা।

Cyprus-এর প্রয়োজনীয়তা সাংঘাতিক। একে তো রুশ আর কৃষ্ণ সাগরের মামলা; মধ্যপ্রাচ্যে তেল আর তেল; মিশরে অতোবড় সম্পত্তি; ভারতের পথে সুয়েজ; সুয়েজের মুখে পাহারা। কাজেই ফামাগুস্তা বন্দরকে বাড়াও। নৈকলাও বিমানবন্দর করো। ডিজরেলী যাই বলুক না কেন, আজকের দিনে সাইপ্রাসের কোনো মূল্য কোন যুদ্ধবিদ্ দেয় না। কিন্তু সুয়েজ যেদিন গেলো সেদিন সাইপ্রাসের মূল্য বাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ইস্রায়েলের সৃষ্টি করে সেই মূল্যকে আরও পোখ্‌তো করা হলো। এ অবস্থায় সাইপ্রাস যদি আবার গোলমাল করে, কায়েমী স্বার্থের ভারী বিপদ যে!

দ্বিতীয় বিপদ আরও প্রচণ্ড।

১৮৮২তেই যার পো, তার কোলে ছেড়ে দিয়ে বাঁচতে পারতো ইংরেজ। নয় তুরস্ককে দিতো। কিন্তু সম্রাজ্ঞী বিক্‌তোরিয়া যে বেজায় 'নক্‌কী' মেয়ে, 'ধাম্মিক'। হাতে করে খ্রীষ্টান দেশ তুলে দেবে মোছলমানকে। নজ্জা করে যে। 'নোকে' কি বলবে? হলো না। তা ছাড়া নানা রত্নের মধ্যে সাইপ্রাস কাঁচ হলেও গরবিনী বিকতোরিয়ার পোশাকে অংলকারে খোলতাই তো বাড়ে। বাদ দেওয়া চলে না। পুঁজিবাদের নেশার নাম যক্ষ-নেশা। যক্ষ মানুষের ঘাড়ে চাপলে নামে না। কুবের নরবাহন। কিন্তু যদি গ্রীসকে দেওয়া যায়? অমন যে শুদ্ধমতি গ্লাডস্টোন, সঙ্গে সঙ্গে নামাবলী গায়ে দিয়ে ধম্মো আওড়ালেন। "বলো কি? বিশ্বাস করে দিলে একজন, ফেরাবার বেলায় ফেরাবো তার শত্রুকে?" দুরাত্মার ছলের অভাব নাই। সাইপ্রাস কাকে দেওয়া যায় ভেবে না পেয়েই শেষ পর্যন্ত অশেষ করুণাধার ইংরেজকেই রাখতে হলো। রাখতে হলো যখন তখন সন্ধির শর্ত মানা উচিত। সে শর্তে একখানা রাম-বাঁশ প্রচ্ছন্ন ছিল। যেন সাইপ্রাস ব্যবসার দোকানদারী। যেন সওদাগর ইংরেজই চৌধুরী হয়ে নজর রাখছেন তুরস্কের প্রাপ্য লভ্যাংশ। তাই-না ইংরেজের সংনাম, উনি বড়ো খাঁটি, 'অনেস্ট'! দেশ শাসনের বছরকি পুণ্যাহের দিনে লেন-দেন জমা করে লাভের একটা অংশ তুরস্ককেও দেওয়া উচিত। হাজার আত্মীয় হলেও আমরা আসলে 'নেপো'-ই; দই তো তুরস্কের। ওদের কিছু দেওয়া যাক। সিপ্রিঅটরা ভাবে এ কেয়াবাৎ রে? আমাদের কি তবে দুটো মালিক নাকি? কে শোনে? ইংরেজ একটা দিন ধার্য করে দিয়ে বললো, যায়া যারা ইংরেজ শ্রীচরণে সিপ্রিঅট

হয়ে থাকতে না চাও, বেশ, অমুক তারিখের মধ্যে গ্রীসে তুর্কিতে চলে যাও। যারা থাকবে তারাই সব ব্রিটিশ প্রজা। সেদিনের সেই একটি চালেই তামাম সিপ্রিঅটদের, কী তুর্কী কী গ্রীক, ব্রিটিশ প্রজায় রূপান্তরিত করা হয়ে গেলো। (জোর করে ধর্ম বদলানোর বদনাম কেবল মুসলমানরাই পেয়েছে।) অথচ আজ আবার শোনা যাচ্ছে অন্যকথা। সাইপ্রাসের যারা তুর্কী তাদের প্রভু তুরস্ক!! যদি তারা এই ভাবে সিপ্রিঅটই হয়ে গেলো, তবে তারা কর দেবে কেবল সাইপ্রাসের ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে। তবে আবার একদফা কর ইংল্যাণ্ডকে, এবং অন্য দফা কর তুর্কীকে দেবে কেন? এই দো-ফেরতা "কর ব্যবস্থা" নিয়ে মহা হাঙ্গামা আরম্ভ হলো।

কিন্তু তুরস্কের নামে আদায় করা কর কি "দেওয়ান" ইংরেজ সত্যিই নগদ জমা দিতো তুরস্কের তোষাখানায়? দিতো না। কিসে মালুম? হিসেবের খাতায় "জমা" খাতে নিখুঁত চুলচেরা হিসেবের ন্যাকামী দেখলেই দিব্য বোঝা যায়। শতশয্যার কাঞ্চনকন্যা যখন একাদশী ব্রত করেন তখন তাঁর নিষ্ঠা পণ্ডিতের নিষ্ঠাকেও ছাড়িয়ে যায়। ঘড়ি দেখে, মাপজোক করে জ্যামিতিক চুমো খেয়ে যাঁরা সতীত্ব রক্ষা করেন, তাঁদের সতীত্ব যে কতোখানি সৎ দিব্য বোঝা যায়। Sir Renal Storrs-এর বইয়ে দেখছি এক বছরে এই শুল্ক দাঁড়িয়েছিল—£ 92,799. 12s. 6d. !!! আচ্ছা, তুর্কী কি পেতো এটা? রামোঃ! তাই কখনও হয়। তবে ইংরেজ বলেছে কেন? ইংলণ্ড তুর্কীকে বলতো, তোমায় যে ধার দিয়েছি যুদ্ধের সময়ে সেই বাবদে—বুঝলে কিনা দাদা। ইত্যাদি। হিসেবে হিসেবে খাতায় খাতায় এ ধরনের চুরির অঙ্কই ভারতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পন্ন দেশের মর্যাদা থেকে নামিয়ে শ্রেষ্ঠ ফকির করে ছেড়েছে; চীনকে ভুয়া করে ছেড়েছিল, সারা লাতিন আমেরিকা আজও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না; মালয়, সিঙ্গাপুর, বোর্নিও, সিংহলে যে না গেছে সে ধারণা করতে পারবে না সুসভ্য ইংরেজের সুশাসনের ঘুণ লাঙ্গলের কতোদূর কুরে খেয়েছে। অথচ দেখছি মাত্র বিশ বছরেই স্বাধীন চীন আজ আমেরিকা এবং রুশকে দ্বৈরথে ডাকছে। আফ্রিকায় লাতিন আমেরিকায় সেই ভুখা হুঁ চীন দু'হাতে টাকা ঢালছে। এটমিক নিউক্লিয়ার যন্ত্রপাতি আকাশে উড়িয়ে দিয়ে তারাই শ্বেতদুনিয়ার হাত-পা পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

যে তুর্কীকে শুল্ক দিতে হবে না আশা করে ইংরেজের হাত বদল সত্ত্বেও

সাইপ্রাস কোন বিপ্লব করে নি, সেই সাইপ্রাস ক্ষেপে গেলো। এমন ক্ষেপে গেলো সাইপ্রাস যে, ইংরেজকে সুর বদলাতে হলো। শুল্ক বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইংরেজ তুর্কীকে সরাসরি বার্ষিক 50,000 পাউণ্ড 'সাহায্য' দান করতো। কেবল সাইপ্রাসের টাকা থেকে সাইপ্রাস বাৎসরিক 10,000 পাউণ্ড দেশ রক্ষার জন্য ইংরেজকে দিতো। এই লেন-দেন-এর হিসেবটা করে দেখলে বোঝা যায় তুরস্কের জনমত ইংরেজ কতো দিন ধরে 'খরিদ' করছে। এখন তার সুদ ভোগ করছে ইংরেজ।

এসব সত্ত্বেও কি সাইপ্রাস সরকারের বার্ষিক কোন লাভই ছিল ন? সেটা কি দেউলে সরকার ছিল? তবে সে লাভের টাকা কোথায় যায়? খবর বার করার চেষ্টা সফল হলো। সাইপ্রাস জানতে পারলো অন্তত এক মিলিয়ন পাউণ্ড জমা আছে ইংলণ্ডের কাছে। এ টাকা পেলে সাইপ্রাসের উন্নতির জন্য কেন অন্য টাকার দরকার হবে? সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ স্নোডেন (লেবর) ঘোষণা করলেন, ও টাকা পাওয়া যাবে না। ১৮৫৫তে ইংরেজ তুর্ককে টাকা দিয়েছিল। তার বদলি এ টাকা ইংরেজের খাতায় জমা পড়বে!

যারা সাইপ্রাসে ENOSIS-এর সমর্থক তারা আরো ক্ষেপে গেলো। কেন তবে ইংরেজের আওতায় আর থাকা? এতে লাভ কার? এর চেয়ে গ্রীসের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াই ভালো! (নার্সের চেয়ে ডিভোর্সড্ মায়ের কোলই বেশি জীবন্ত!)

১৭ই অক্টোবর (১৯৩১) কিতিয়নের বিশপ দেশকে ডাকলেন এক ইতিহাস বিশ্রুত বৈপ্লবিক ম্যানিফেস্টোতে। ইংরেজ স্টর্স এজন্য দায়ী করলেন গ্রীক কনসাল এ্যালেক্সিস্ কাইরুকে। গ্রীসে বিপ্লব অক্ষুণ্ণ চলছে। সেদিন তাঁকে 'কনসাল' পদে অস্বীকার করলেন স্টর্স। কিন্তু এই কাইরু-ই পরে UNO-তে সাইপ্রাসের হয়ে গ্রীসের ডেলিগেশনে দরবার করতে গিয়েছিলেন। ১৭ অক্টোবরের কাউন্সিল রা-কাড়লো না। ভাবলো ম্যানিফেস্টো তো ম্যানিফেস্টো। কাগজ বই নয়। পরে দেখা যাবে। বিশপ ম্যানিফেস্টো নিজের নামে বিলি করে দারুণ এক বক্তৃতা দিলেন। জনগণকে বিপ্লবে আহ্বান করলেন। ২১শে অক্টোবরে বিরাট-মিছিল গ্রীক পতাকা হাতে করে গভর্নরের বাড়ির দিকে রওনা হলো। তেমন বড়ো মিছিল সাইপ্রাসে আর হয় নি। উপরন্তু গোটা মিছিলটাই ছিল মারমুখো। ফলে, ফায়ারিং হলো; মানুষ মোলো। কিন্তু পুলিশের শত চেষ্টাতেও ফল কিছু হলো না।

গবর্নরের বাড়ি চড়াও হয়ে জনতা লাগিয়ে দিল আগুন। ব্রিটিশ শাসনের অথণ্ডে প্রতীক সেই বণিকশাহী ইমারতের নোংরামী পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এর পরেই আরম্ভ হলো রাজকীয় সন্ত্রাসবাদ, যার নাম দমন-নীতি এবং কোনদিনই যা কিছুই দমন করতে পারে না। 'কাইরেনিয়া এবং কিতিয়নের বিশপদের নির্বাসনে পাঠানো হলো। পাফস্ এবং লিয়ন্তিঅস্-এর মহন্তরা তো বাইরেই ছিলেন; শুনেই দেশে ফিরলেন। ততদিনে আইন রচিত হলো, দেশের শাসনযন্ত্রকে পরিবর্তিত করার জন্য যে কোনো লেখা, বক্তৃতা, আন্দোলনই অপরাধ। বিশপ লিয়ন্তিঅস্ কিছু গ্রাহ্য না করে তাঁর বক্তৃতায় সাইপ্রাসের জনমতকে আগামী সংগ্রামের জন্য এক হতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন গণ্যমান্য বড়ো বিশপ কেউ নেই। লিয়ন্তিঅস্-ই প্রধান, কিন্তু আইনতঃ তাঁকে প্রধান মানা হলো না। বার বার সেই সন্ন্যাসীকে সরকার গ্রেপ্তার করে, বার বারই আদালত তাঁকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেয়। পুলিশের খবরদারীতে ভদ্রলোক অতিষ্ঠ। কাজেই সাইপ্রাসের যুদ্ধ চললো এথেন্সে, লণ্ডনে, যুক্তরাষ্ট্রে। সাইপ্রাসে তখন নেই বিশপ, নেই এথ্নার্কি। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেলো। তখন তো এ আগুন না নেভালে নয়। কাজেই সেই লিয়ন্তিঅস্কেই আর্কবিশপ বলে মঞ্জুর করা হলো। "ইংরেজ করে সবই; একটু দেরী ক'রে করে।" নেপোলিয়ন বলে গিয়েছেন।

লিয়ন্তিঅস্ ছিলেন বিপ্লবীদের দোস্ত্। তাঁকে রাখা বিপজ্জনক বলে নির্বাসন থেকে কাইরেনিয়ার বিশপকে ফিরিয়ে আনিয়ে দ্বিতীয় ম্যাকারিঅস্ উপাধিতে সর্বেশ্বর মহন্ত বলে স্বীকার করা হলো। ততদিনে সোশ্যালিস্ট এবং কম্যুনিস্টের দল শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে। লিয়ন্তিঅস্ই তাদের মুখপাত্র। দ্বিতীয় ম্যাকারিঅস্ বাইরে বাইরে কম্যুনিজমের প্রতিপক্ষ বলে নিজেকে জাহির করেন। উনি গড়ে তুলতে লাগলেন জাতীয়তা বোধ। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইংরিজি ভেদবুদ্ধি সত্ত্বেও সাইপ্রাসের বিপ্লব-ইতিহাসে ধর্মের স্থান অত্যন্ত কমে গেলো। না ম্যাকারিঅস্ (দ্বিতীয়), না লিয়ন্তিঅস্, কেউ ধর্ম ধর্ম করে জিগীর কিন্তু তুলছেন না। সে তুলবে ধার্মিক ইংরেজ, যখন সুবিধা হবে।

সাইপ্রাসের কম্যুনিস্ট পার্টির নাম AKEL; সর্বাত্মক গ্রীস রাষ্ট্রের পার্টির

নাম ENOSIS আর গেরিলা পার্টির নাম EOKA ; আকেল, এনোসিস আর ইয়োকার সংঘর্ষই সাইপ্রাস-বিপ্লবের সংঘর্ষ।

AKEL বললো ENOSIS দলের সাফল্যের প্রথম উপায় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। সুতরাং অংরেজ খেদাও। এজন্য যদি সন্দেহ থাকে, বেশ,—গণভোট নাও। গণভোট নেওয়া হলো। বিপ্লবীদের চোখের তারা তখন ম্যাকারিঅস্ দ্বিতীয়। (ম্যাকারিঅস্ দ্বিতীয়ের পর যে ম্যাকারিঅস্ তৃতীয় তিনিই বর্তমান ম্যাকারিঅস্) অবিসম্বাদী ভাবে তিনি নির্বাচিত হলেন।

দ্বিতীয় ম্যাকারিঅস্ অত্যন্ত শাদাসিধে গোছানো লোক। যা কিছু করেন খুব ভেবে-চিন্তে, এবং মাত্র সরল স্মৃতির থেকে আহৃত স্পষ্ট কথায় শত্রুপক্ষকে হেসে জব্দ করতে ওস্তাদ। ১৯৪৯-এর ৮ই ডিসেম্বর গণভোট হলো ENOSIS চাও কিনা। সমস্ত দেশ ভোট দেবে। স্পষ্টাপষ্টি ব্যাপার। লুকুবে না। যারা যারা চাও—লিস্টে নাম সই করো। ব্যস্। ইংরেজরাও তাদের ইতিহাসে সরকারকে এ জাতীয় স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ দিয়ে বহুবার জনতার দাবি জানিয়েছে, এবং আজও তেমন প্রয়োজনে 'গ্যালপ্ পল্' নেওয়া চালু আছে। চাকুরে, সরকারি অফিসার দল—ওরা বাড়ির বাইরে এলো না। তবু ২২৪৭৪৭ ভোটারের মধ্যে ২১৫১০৮ জন ভোট দিলো। এবং প্রত্যেকে ENOSIS। সরকারী অফিসার এবং কর্মচারীরা যে বুড়ো এবং বুড়ীদের চেয়েও স্বার্থপর এ কথা এই ভোট-সংখ্যাতেই প্রমাণিত হলো; আর যারা কেবল ভোট দেওয়া থেকে সরে থেকেই খুশি না হয়ে অপরকে ভয় তর্জা দেখিয়ে অফিসারগিরি ফলিয়েছিলেন তাঁদের কিছু কিছুকে পৃথিবী থেকেই সরাতে হয়েছিল। খুব ক্ষতি হয় নি, কারণ তাঁরা সরে থাকতে চেয়েছেন। শুধু একটু এগিয়ে দেওয়া হলো অভাগাদের।

১৯৫০এ কাইরেনিয়ার বিশপ সিপ্রিঅট দল নিয়ে য়োরোপের নানাদেশে ঘুরলেন। ইংরেজ যেসব অসত্য প্রচার করছিল সে সম্বন্ধে এঁরা মোকাবেলায় সব পরিষ্কার করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। এই সময়ে জনভোটের জনক বৃদ্ধ দ্বিতীয় ম্যাকারিঅস্ মারা গেলেন। বর্তমান ম্যাকারিঅস্ (তৃতীয়) হলেন নতুন বিশপ।

যেদিন সাইপ্রাস এই যুবাকে বরণ করলো সেইদিন বজ্রকণ্ঠে গির্জার মধ্যেই তিনি ঘোষণা করলেন: "আজ থেকে এ বিপ্লব হবে অবিরাম, অব্যাহত। গ্রীসের সঙ্গে যোগদান করে গ্রীস হবার দাবিকে সম্মান করতে হবে। তারপর দেখা যাবে।" জনতা সেদিন খুশিতে উছলে উঠলো। নতুন জীবন পেলো জনতা। যুদ্ধ বিঘোষিত।

কিন্তু এই জনভোট, এই নির্বাচন তো ইংলণ্ড করে নি। করেছে চার্চ। পৃথিবীময় সবাই জানে এটা গণভোট। ইংলণ্ড জানে সেটাই ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা যে "ইংরেজ খেদাড়ো"। পর পর দুটো যুদ্ধ হয়ে গেছে। বিশ্ব-জাতি-সংঘ সুপ্রতিষ্ঠিত। গণভোটের মান অতি উচ্চ। তথাপি ইংরেজ বলে, এটা আইনসিদ্ধ নয়। ইংরেজ ওসকাতে লাগলো তুর্কিদের। মুখে বলতে লাগলো তুরস্কের সঙ্গে আমাদের চুক্তি আছে। তুরস্কের সাইপ্রাস তুরস্ককে দিলে তবে আমাদের স্বর্গ হবে। নইলে নরক। বলো তবে ভারত কেন মারাঠাকে দিলে না? অস্ট্রেলিয়া কেন মাওরিকে দিলে না? রডেশিয়া কেন জুলুকে দিলে না?—ইংরেজ জবাব দেবে আইন নেই; সন্ধি নেই। বাধ্য হয়ে তখন ইংরেজ তুর্কী মাইনরিটিকে তাতাতে লাগলো।

কিন্তু যুদ্ধের আগে এবং পরে সাইপ্রাস জনতার বিপ্লবের ধারায় দারুণ একটি রূপান্তর এসেছিল। দারুণ এবং ঐতিহাসিক।

পাঁচ ॥ গ্রীভাস—গেরিলা ও ম্যাকারিঅস্

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জর্মনী তখন গ্রীস অধিকার করেছে। ম্যাকারিঅসের সঙ্গে দেখা হলো প্রখ্যাত যুদ্ধবীর কর্নেল গ্রীভাসের সঙ্গে। ইতালীকে আলবানিয়ার হারিয়ে দেবার একটি প্রধান কারণ গ্রীভাসের সংগঠন কৌশল আর কঠোর অধ্যবসায়। হবে না কেন? গ্রীভাস পড়েছে সেই স্কুলে যেখানে ম্যাকারিঅস্ পড়েছেন। গ্রীভাসও সিপ্রিঅট। গ্রীভাসকেও অত্যন্ত পীড়া দিতো সাইপ্রাসের বুকে ইংরেজের থাবা। স্কুলে, কলেজে, মিলিটারি একাডেমীতে—প্রত্যেক জায়গায় গ্রীভাসের খ্যাতি, সে বীর, তৎপর, কুশলী, সহিষ্ণু। সে গঠন করতেও যেমন পারে, চালন করতেও তেমনি পারে। কঠোর তার অধ্যবসায়, উদগ্র তার উৎসাহ, উদ্দীপনা। প্যারিসের মিলিটারি একাডেমীতে গ্রীসের সরকার তাকে পাঠিয়েছে তার গুণের মূল্য ও স্বীকৃতি দিতে। সেখানেও তার সুনাম অব্যাহত।

জর্মনী যখন গ্রীস অধিকার করলো তখন গ্রীভাসকে থেমে যেতে হলো। কিন্তু জর্মন সেনাপতি গ্রীভাসের মূল্য জানতো। সসম্মানে তাকে আসর নিতে বললো; তাকে নিরস্ত্র না করে তার পোশাক এবং পিস্তলসহ তাকে শুধু থামিয়ে দিলে। বন্দী করলো না।

সেসব দিন গ্রীভাসের মনে পড়ে। মনে পড়ে সাইপ্রাস থেকে ইংরেজ গেছে। গ্রীস থেকে জর্মনও যাবে। তখন? তখন কি গ্রীসের হবে সাইপ্রাস? সাইপ্রাসের হবে সাইপ্রাস? স্বপ্ন দেখে। আর একজন স্বপ্ন দেখতো। জাহাজে চরতে গিয়েও তার জাহাজ বোমা পড়ে ভেঙে গেছে। সেই ম্যাকারিঅস্ এবং গ্রীভাসে দেখা এথেন্সে, যখন এথেন্স জর্মনসৈন্যে ভর্তি; যখন এথেন্সের উত্তরের পিন্তাস্ এবং দিনারিক পর্বতমালার গহ্বরে গহ্বরে ছড়িয়ে আছে গ্রীক গেরিলার দল। অথচ এই দুই দিকপালের তপস্যা এক। সাইপ্রাস কী করে সাইপ্রাসের হবে। জর্মনীর পতনের পরেই ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইংরেজ আবার না গুটি গুটি ফিরে আসে।

গ্রীভাস মনেপ্রাণে গ্রীক। জাতীয়তাবাদী। আন্তর্জাতীয়তার প্রতিপক্ষ। প্রতিক্রিয়াশীল সৈনিক যোদ্ধা। ওর তুরস্ক-বিদ্বেষের বহর দেখে ওর বাল্যবন্ধুরা ওকে "তুর্ক" বলে ক্ষেপাতো। "তুর্ক" বলার মতো জবর গালাগাল গ্রীভাসের আর ছিল না। ওর বাল্যের স্বপ্ন সাইপ্রাস গ্রীক হয়ে যাক। এ বিষয়ে ইংরেজ হয়তো সহানুভূতিসম্পন্ন মনে করে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে গ্রীভাস ইংরেজের ভক্তই ছিল বলা যায়। ওর তুরস্ক বিদ্বেষের কারণ কেবল গ্রীসের প্রতিপক্ষ বলেই নয়, তুরস্কের নপুংসক নীতি দেখে। তুরস্ক তার মানমর্যাদা এ্যাংলো-স্যাকসন দাপটের পায়ে ঢেলে দিয়ে তেল জমা করছে! তুরস্কের এ্যাংলো-আমেরিকানায় গ্রীভাস জ্বলতো। সেই ঘৃণার প্রচণ্ডতায় গ্রীভাস নিজেকে গড়েছে। কৃতিত্বে সে বহু গ্রীককেও ডিঙিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গেরিলা বাহিনীতে নিজের বীরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ম্যাকারিঅস্ এথেন্সের পান্ সিপ্রিঅট সেকেণ্ডারি স্কুল-বয়েজ সংস্থার সভ্য ছিলেন। সেখানেই প্রথম দেখা এই গ্রীভাসের সঙ্গে। গ্রীভাস যখন "সব গ্রীক হয়ে যাক" বলতো, ম্যাকারিঅসের মন সায় দিতো না। বলতো,—সাইপ্রাসে তোমারই মতো আমার কতো তুর্কি বন্ধুও আছে।"—কিন্তু তুর্কি নামেই গ্রীভাস চটে উঠতো। বিপ্লবীর পক্ষে-জাত-পাত-বর্ণ-বিচারের খুঁতখুঁতুনী থাকা যে কী ভয়াবহ ব্যর্থতা,—গ্রীভাস তার যেমন একটা উদাহরণ একদিকে, লেনিন তার অন্য উদাহরণ, অন্যদিকে। মাও তাঁর বিপ্লব এনেছেন কেবল মোঙ্গোলিয়ান ভূখণ্ডে। কিন্তু রুশের বিপ্লবে, পোল, চেক, হুন, শক, তাতার, বাহ্লীক, পারদ—কত যে জাতি আছে তার ইয়ত্তা নেই। রুশে ধর্ম নেই এই ভ্রান্ত ধারণা সাম্রাজ্যবাদীদের একটা গলাবাজী প্রচার। সত্য কথা,

রুশে যতো ধর্ম এক হয়ে শান্ত ভাবে আছে কোথায়ও তার নজীর মেলে না।

এই বহু বিতর্কিত এবং নিরন্তর অপপ্রচারিত অসত্যকে খণ্ডন করার আশায় মাত্র দু'টি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যাক। সম্প্রতি রোমে যে সর্ব-চার্চ সম্মেলন হয়ে গেলো তাতে সোভিয়েৎ দেশগুলো থেকেও ধর্মযাজক প্রতিনিধি এসে যোগ দিয়েছেন। বর্তমান ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী যখন মস্কোতে দূত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং বাস করছেন মস্কোতে তখন মস্কো সাই-নাগগে ভাষণ দিতে তাঁকে ডাকা হয়। সেদিন সাইনাগগে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ইহুদী জমায়েৎ হয়েছিল। এ দু'টি উদাহরণ ছাড়া স্মরণ করা যাক আর দু'টি স্পষ্ট কথা। সোভিয়েৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বহু মুসলমান এবং বহু বৌদ্ধ বাস করে। তবে তারা ধর্মে অপঘাত হানছে কোথায়? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা যাক। চেঁচাচ্ছে কে? কারা? রোম, এবং রোমের সাক্ষাৎ বিলিতী এপিস্কোপ্যাল চার্চ, যাদের প্রধান চাঁই সমাজের মাথায় চেপে ভোগ সাঁটছেন। কিন্তু সোভিয়েৎ-এ যে ভগবান আছেন, তিনি যে কর্ম-যোগী। বলেন, লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ। বলেন, নিয়তং কুরু কর্ম। বলেন, সহযজ্ঞা প্রজা সৃষ্টা, জীবনের, সৃষ্টির মূলই কর্মরূপ যজ্ঞ। কর্মই যজ্ঞ। অন্য যজ্ঞ যজ্ঞেশ্বরের জন্য নয়; মোহান্ত বাবাজীর মেদবৃদ্ধি ও কামবৃদ্ধির জন্য। সোভিয়েৎ-এ যে ভগবান আছেন তাঁর ভোগ প্রাসাদে মোটা হবার মতো কোন নিষ্কর্মা দালালের মাথায় মুকুট চড়ে না। ধর্ম আর ধার্মিক যথাধর্ম আছেই, যেমন প্রেমিক আর প্রেম। ওরা জানে এর মাঝে তৃতীয় কেউ থাকলে এক নয়, সে দালাল, নয়তো কুটনী। গ্রীভাস সোশ্যালিস্ট নয়, কারণ গ্রীভাস ধর্ম মানে কি মানে না তা নয়; তার কারণ গ্রীভাসের মনে বোর্জোয়া পাঁতি—ভাগ করা বিদ্বেষ জমা করা আছে। গ্রীভাস মনেপ্রাণে ফ্রাঙ্কো এবং হিটলারের মতো জাতীয়তাবাদী। ম্যাকারিঅস্ ধার্মিক। ধার্মিক লোক, সত্যকারের ধার্মিক লোক অন্য ধর্ম বা জাতিকে 'অন্য' বলে ভাবতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়।—সমত্বং যোগ উচ্যতে। সাম্যবাদ তখনই 'যোগ'-এর মতো অসহ্য সত্য হয়ে দাঁড়ায় যখন মমত্ববাদ দিয়ে 'নির্মম' এবং বিগতজ্বর হয়ে কাজ করা যায় (Sameness and equality is passionless, emotionless)—এই বলেন গীতা।

কিন্তু তখনকার মতো গ্রীভাসের কথা শুনতেন ম্যাকারিঅস্। যতো কম কথা বলতেন ম্যাকারিঅস্ ততো সবেগে আগুন ঝরিয়ে কথা বলতেন গ্রীভাস, দুর্বমন দহন করার সত্যিকারের ক্ষমতা ছিল গ্রীভাসের। দু'জনের মধ্যে

প্রগাঢ় বন্ধুতা। তখনকার মতো গ্রীভাসের কথা মানতে লাগলেন ম্যাকারিঅস্। এইসব সময়েই দুষ্কৃতির শাসনের জন্য সাধুদের দরকার হয় উত্তরসূরী, কৃষ্ণের দরকার হয় অর্জুনকে। সোনার দরকার হয় সোহাগাকে। গড়ার দিনের প্রথম কথা ভেঙে গড়া। সংগ্রাম ছাড়া সত্যকাব বিপ্লব কখনও হয় না। এ সত্য ম্যাকারিঅস্ মনে মনে গ্রহণ করলেন। যদিও জানতেন ধার্মিক সংগ্রামে ভেদভাব থাকবে না। সংগ্রামই তখন হবে ধর্ম, তবু তাঁর দরকার অন্যকে; কৃতীকে। চাষীর ছেলে মাইকেল মুস্কোস (ম্যাকারিঅস্) আর ধনীপুত্র জর্জ গ্রীভাস, দু'জনে তাই ভাব হলো।

আঙ্গিয়া-ইর্নীর সিপ্রিঅট চার্চে মাইকেল মুস্কোস গেছেন প্রার্থনাতে। সেই চার্চে দেখা গ্রীভাসের সঙ্গে।

> "The fact that Mouskos and Grivas met was an out of Fate. Each saw at once that the other man was remarkable in his way. Each realised in an instant that there was a place for the other in the sketchy plans for the future taking shape in his mind. Each saw that he could use the other for reasons which were personal connected with his own ambition and with the destiny of Cyprus."
>
> (Grivas and EOKA—W. Bryford Jones)

কিন্তু উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ তখন। গ্রীভাস এলবানিয়া যুদ্ধের প্রখ্যাত সেনাপতি। ম্যাকারিঅস্ তখনও মাত্র একজন পাদ্রী। দু'জনার মধ্যে দারুণ দেশহিতৈষণা থাকা সত্ত্বেও—পথ কোথায়? পথ কি? পন্থা সম্বন্ধে উভয়েই অস্পষ্ট, তাই বিতণ্ডাও হতো তুমুল। তা হোক; সেই বিতণ্ডার স্ফুলিঙ্গ ঝলকেই উভয়েই মনে মনে বুঝতেন উভয়ের উভয়কে কতো প্রয়োজন। দুর্গম পথের প্রয়োজন শুধু আলো নয়, ম্যাপও নয়,—লাঠিও।

যারা সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া কিছু জানে না তারা যুগে যুগে কালি লেপে দিয়েছে বীরেব রুখে দাঁড়ানোর 'গোঁয়ারতুমির'র মুখে। যেন-তেন-প্রকারেণ প্রত্যেক স্বদেশী-যুগে প্রত্যেক যুগন্ধরকে নীচ, স্বার্থসন্ধী, ফন্দিবাজ—প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। ক্রমওয়েলকে গাল দিয়েছে যে ইতিহাস সেই ইতিহাসই ক্লাইভকে, ডিজরেলীকে, সিসিল রোড্সকে সেরা "মানুষ"

বলেছে। W. Bryford Jones এই দু'টি যুগন্ধরের মিলনকে দুই 'ঠগে'র মিলন বলতেও দ্বিধা করে নি।

কিন্তু ম্যাকারিঅস্ প্রথম থেকেই একটা শান্ত, ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিল। ভেবেছিল সাইপ্রাস সাইপ্রাসের না হলে সোশ্যালিজম যতো পিছোবে ততো এগিয়ে আসবে কম্যুনিজম। কম্যুনিজন-এর কাঠামোটা যেমন জাগ্রত সত্য, তেমনি সেটাকে রূপ দিতে গেলে যুগান্তরী বিপ্লব অনিবার্য। বাধা পেলে সংগ্রাম বহুকাল ব্যাপী হবে, কিন্তু থামবে না, কারণ এটা সত্য। তাই সাইপ্রাস নিয়েও সঙ্কুল দ্বন্দ্ব হবে। হচ্ছে। দেখতে পারছেন ম্যাকারিঅস্। এখন তাঁর ভয় কম্যুনিজম নয়; সত্যিকার ভয় তথাকথিত ফ্রী-ওয়ার্লডের সালিশীতে এক সাইপ্রাস টুকরো হয়ে দু'খানা না হয়ে যায়! ম্যাকারিঅস্ চোখ চেয়ে দেখছেন কোরিয়া, ভিয়েৎনাম,—বুঝছেন ভারতের গতি কোন অনিবার্য নরকের দিকে চলেছে। ম্যাকারিঅস্ পথ পাচ্ছেন না তখন। তখনও তিনি সামান্য 'মুসকোস্'—কিস্কোতিস। সামান্য ছাত্র।

গ্রীসে চলেছে তুলকালাম বিপ্লব। সেও এক সংঘর্ষ আত্মোৎসর্গের সঙ্গে পুঁজিবাদের।

ঐ যে যুগোশ্লাভিয়া আর আলবানিয়া—ওদের মধ্যে যুদ্ধকালীন মহাঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জেনারেল অকিন্‌লেক টিটোর জীবনী লিখতে গিয়ে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারেন তা কেবল যোদ্ধাই যোদ্ধার বীরত্ব দেখে স্বভাবগত মর্যাদাবোধে করে। তখন জর্মনী অস্ট্রিয়া, রুমানিয়া, চেকোশ্লভাকিয়া দখল করে, শেষে সারা দানিয়ুবে অখণ্ড অধিকার জমিয়েছে। ভার্না থেকে রোস্টভ পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূল জর্মনীর আয়ত্তে। কিন্তু সামান্য থেকেও সামান্য ঐ টিটো আলবানিয়ার সঙ্গে মিশে পাহাড়ে পাহাড়ে দারুণ গেরিলা সংগ্রাম জারি রেখেছে। রাখলে কী হবে, গ্রীস চলে গেছে জর্মনীর হাতে। নামেই গেছে। কেন না, গ্রীক সংগ্রাম জারি রেখেছে, বিপ্লবী গ্রীস। রাজামশায় পলাতক। যুদ্ধ শেষে, যে বিপ্লবীদের জোরে গ্রীসের মাটিতে জর্মনী জমতে পারে নি, সেই বিপ্লবীদের নিয়ে আমেরিকা খেলতে লাগলো। অথচ যুদ্ধের সময়ে এই বিপ্লবীদের গাদি গাদি অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করেছে আমেরিকা। তখন বিপ্লবীরা "ভালো" ছিল। যুদ্ধের পরে "ভগেলু" সেই রাজাকে এনে, তাকে সমুখে রেখে, বিপ্লবীদের সরিয়ে দেবার কারিগরীর বাহাদুরী ট্রুমানের, আইসেনহাওয়ারের। যাঁরা দুনিয়ার 'ভুখাহ্'র বুভুক্ষা অপসারণে নাকি কৃতসঙ্কল্প।

কাজেই সহসা এই গেরিলা-সৈন্যাধ্যক্ষ দিশেহারা। এরা কি বীর? অবশ্যই। সংসাহস?—হ্যাঁ, তাও প্রচুর। সংগঠনশক্তি?—অসীম। দক্ষতা?—প্রশ্নাতীত, তর্কাতীত। সব থেকেও এরা দিশাহারা। কেন?

চে-গুয়েভারা, ক্যাস্ট্রো, হো-চি-মীন, ছেদী জগন,—এরা তো কই দিশাহারা হয় না। ড্যুভালিয়ে, এনক্রুমা, বার্নাম, ডক্টর উইলিয়মস্, কেনিয়াটা, গ্রীভাস,—এমন কি ম্যাকারিঅস্ স্বয়ং দিশাহারা। কেন? স্পষ্টতঃ যারা চিয়াংকাইশেক, এটলী, উইলসন, জওহরলাল, মোহনদাস গান্ধী, নিয়েরে, ক্রুহিলোর মতো কার্যতঃ এবং মতবাদে প্রতিক্রিয়াপন্থী "সভ্য" নেতা,—যাঁদের মধ্য-পথটি মধ্য বিজ্ঞতার হাঁড়ির গন্ধে ভরা,—তাঁদের বোঝা যায়। যারা একেবারেই দালেস, আইসেনহাউআর, নিকসন, ম্যাকমিলন আর ব্রাণ্ড্-এর মতো দু'কান কাটা ভণ্ড তাদেরও বোঝা যায়। বোঝা যায় না পদে পদে বিপ্লবাত্মক কর্মসূচীকে আয়ত্ত ও প্রয়োগ করেও যারা হঠাৎ স্বদেশিয়ানা এবং রাজ-আনুগত্যের রোমান্সকে আজকের দিনেও আঁকড়ে ধরে। তারাই হয়ে যায় ফ্রাঙ্কো কিম্বা কুইজলিং।

এর কারণ ক্ষত্রিয় হয়েও এরা ব্রহ্মবিদ্যাকে তুচ্ছ করেছে। এরা বেয়নেটের ডান্সে বিশ্বাস রেখে চিন্তার আকাশকে তুচ্ছ করেছে। এরা মতবাদগুলোকে মেনেছে, স্বীকার করেছে,—ফলে মতবাদের দাসত্ব করেছে। দারুণ দারুণ বিপ্লবীও চিন্তার পরিচ্ছন্নতা হারিয়ে ট্রটস্কি হয়ে গেছে। মার্কসীয় দর্শন, লেনিনের ভাষ্য এগুলো দর্শন পড়ার আস্থা নিয়ে না পড়ে 'ডেমক্রাসী' নামক একটা নিদারুণ দক্ষিণপন্থী প্রাগৈতিহাসিক—না-ঘরকা না-ঘাটকা, জীবের গলা জড়িয়ে গান শিখতে চাইছে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান দুনিয়ার পয়লা-নম্বর সোশ্যালিস্ট ফ্রান্স, যার চাপে গায়ানা, মার্তিনিক, আলজিরিয়া, মরক্কো, সাহারা হিন্দু-চীন আজও হাবুডুবু খাচ্ছে। বর্তমান দুনিয়ায় কোন একটি ডেমক্রাসী নেই যার সচ্চরিত্র পতির মতো খানকয়েক বাড়তি মাল এদিক ওদিক ছিল না। বস্তুতঃ এই উত্তর যন্ত্রযুগী দুনিয়ায় ঔপনিবেশিক অত্যাচারে অত্যন্ত পটু তারাই হয়েছে, যারা নিজেদের সমাজকে দেমক্র্যাসী বলে। এ দাবি তো শ্রীমান বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, পর্তুগালও করে থাকেন।

বেচারী গ্রীভাসও বেজায় গ্রীক। গ্রীকের সেই মহা প্রতাপশালী ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর বড়ই টনটনানি। গ্রীক হয়ে তিনি মানতে নারাজ এথেন্সের পেরিক্লিস কিন্তু আয়োনিয়া দ্বীপপুঞ্জ এবং থ্রেস অঞ্চলে, সাইপ্রাস এবং মিশরে

ঔপনিবেশিকতন্ত্র সগর্বে মেনেছেন। সাম্রাজ্য বিস্তার করার নীচ স্পৃহা গ্রীসেরও ছিল। গ্রীভাস তত্ত্বকথা পড়েন নি, কাজের লোক; রক্ত দেন, রক্ত নেন। রক্তের বোধই বোধ। ময়দানের শিক্ষাই শিক্ষা। তারও ওপরতলায় যে মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি ও অ্যধয়নশীল গবেষণার নির্মম তপস্যা—তা থেকে গ্রীভাস বঞ্চিতই ছিলেন। বুঝতেন না যে, যখনই কোনো ব্যক্তির মানসে বিশেষ কোনো দেশ, ঝাণ্ডা, ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি অহংকার একবার বাসা বাঁধবে তখনই সে ব্যক্তিটা নিজেকে ভূমা থেকে খর্ব ও সঙ্কীর্ণ করে তো আনবেই উপরন্তু মানুষটাব মন খুঁড়লে নীচেব তলায় দেখা যাবে ঘুপচী মেরে সাম্রাজ্যবাদ বসে আছে। সে যে এককালে কারুর ঘাড়ে সওয়ার হতে পেরেছিল এই অপগর্বটিকেই সে তার সুপ্তচৈতন্যের বালিশের তলায় গুঁজে রেখে সুখস্বপ্ন দেখে। কাজেই যুদ্ধের পর যখন বার বাব গ্রীসে জনমত ওঠা-নামা করছে তখন গ্রীভাস কিছুতেই নিজেকে সোশ্যালিস্টদের মধ্যে দেখতে চাইছেন না। তাঁর মন দেয়ালা দেখছে—গ্রীস, প্রাচীন গ্রীস। সালডারিস, মডারেট সালডারিস তখন গ্রীসে রয়ালিস্ট আব কমুনিস্টদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করছে। কিন্তু ইংলণ্ড কিছুতেই সালডারিসকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ফলে রয়ালিস্টরা চেগে উঠলো। নিজেদের আর ধরে রাখতে পারে না গ্রীক জনতা। বিদ্রোহ করলে ১৯৩৫-এ,—সে ভীষণ বিদ্রোহ। জেনারেল মেটাকসাস কমুনিস্টদের ভয়ে দ্বিতীয় জর্জকে মুখিয়া রেখে বাজী মাৎ করার চেষ্টা করতে না করতে হিটলার। তখন জনতা তৈরি হলো হিটলারকে রুখতে। এবং উল্লেখযোগ্য ইতিহাস যে, তখনই শ্রীমান্ রাজা সাহেব লম্বা। লম্বা তো স্ত-গলও হয়েছিলেন। কিন্তু এই দুই লম্বমান ব্যক্তির লাফে প্রভেদ যেন বাঁদরে আর হনুমানে।

গ্রীভাস মনে মনে আবার রাজসেবকও, কাজেকর্মে গ্রীক। চিন্তায় বোবা। রাজসেবী দেমক্রাট! পরিস্থিতিটি ম্যাকারিঅস্ দিব্য বুঝলেন। গ্রীভাস মানুষটা পোশাক পরা বিসমার্ক; চায় একটি উইলহেলম; গ্রীভাস জানে জর্মন রাইখের সাফল্য (?) এসেছে সৈনিক সংগঠনে; সে যদি সুমুখে রাজা রাখতে পারে দিব্য ফ্রাঙ্কো হয়ে গেড়ে বসতে পারে। নইলে শুধু তাকে কেডা পাত্তা দেবে? সৈনিক সংগঠন হিটলার করে, ফ্রাঙ্কো করে, ট্রটস্কি করে, চিয়াং করে।

ম্যাকারিঅস্—পাদ্রী হলেও বিপ্লবী। চিন্তা করেন। বোঝেন। ফ্যাসিস্টকে চেনেন। তবু জানেন মানুষটা কাজের। এ মানুষটার এখন কাজ আছে

সাইপ্রাসে। কণ্টকে নৈব কণ্টকং। বিপ্লব নইলে সংগ্রামের সাফল্য নেই; দেমোক্রাসী ভুয়ো মাল; কিন্তু বিপ্লব দরকার হলে সৈন্য চাই; সৈন্য দরকার হলে সংগঠন চাই; ইংরেজের বিপক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম হতে হলে গেরিলা চাই, গেরিলা হতে হলে গ্রীভাস অসামান্য বীর। এও যে লেনিনেরই নীতি। প্রয়োজন হলে ট্রটস্কিকেও বাতিল করে দিতে হবে বৈকি! নইলেই যে ফ্রাঙ্কো, চিয়াং!

ওদের ভাব হতে হলে ম্যাকারিঅস্‌কে মানতে হয় গ্রীভাসের বেদ। সে বেদ ENOSIS, অর্থাৎ সাইপ্রাসকে গ্রীসের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করার শাস্ত্র। ম্যাকারিঅস্‌ জানতেন সাইপ্রাসে মার্কসিস্ট দল (AKEL) প্রবল। সে দলও বিপ্লব হলে বিপ্লবে যোগ দেবে। কিন্তু AKEL-ও নয়, ম্যাকারিঅস্‌ও নয়,—কেউই মানতো না সাইপ্রাসে আবার একটা "রাজা" এনে একটা দেমোক্রাসী-দেমোক্রাসী খেলার ব্যবস্থা করার দরকার আছে।

বাধ্য হয়েই—সাইপ্রাসে গ্রীভাসকে এনে সংগঠন করার ইচ্ছাতেই তখনকার মতো ম্যাকারিঅস্‌ মেনে নিলেন ENOSIS, এবং ক্ষমতায় আসীন হবার অব্যবহিত পরে স্পষ্টতঃ জানিয়ে দিলেন নীতি হিসেবে গ্রীসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কাম্য হলেও গ্রীসের অঙ্গাঙ্গী হয়ে একরাষ্ট্রীকরণে সাইপ্রাস-জীবনে ঘোর উৎপাত অবশ্যম্ভাবী। ENOSIS-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া সাইপ্রাসের চলবে না। দালালরা কিন্তু বলে যে, ম্যাকারিঅস্‌ নিজের ক্ষমতার লোভেই 'এনসিস' চান নি। কিন্তু সাইপ্রাসের ইতিহাস বার বার বলে যে, 'এনসিস' মানা মানে সাইপ্রাসের তুর্ক জনতাকে চিরকালের জন্য 'দাস' করা; তুরস্কের সৌখ্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া এবং চিরদিনের জন্য গ্রীসের গৃহবিবাদের শরীক হওয়া। সাইপ্রাস ছোট দেশ। কেউ যদি বাগড়া না দেয়, সিপ্রিঅটরা বিবদমান জাতির মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের মতো ধর্ম-ভিত্তিক দেশ হয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে। সাইপ্রাস প্রকৃতই জনতার দেশ হবে।

গ্রীভাসের মন তখন খারাপ। করার বিশেষ কিছু নেই। পকেটে পিস্তল শুইয়ে রেখে বীর কতোদিন চুপ করে থাকতে পারে। বিশেষ গ্রীভাস যখন স্বপ্ন দেখতো। স্বপ্ন যারা দেখে তারাই স্বপ্ন যারা দেখে না তাদের কুম্ভকর্ণ-ঘুম ভাঙায়।

এথেন্সের ভদ্র-গেরস্তো পাড়া থিসিঅন্‌। সুন্দরী স্ত্রী গ্রীভাসের—সুন্দরী,

মধুর, চটপটে, তীক্ষ্ণ,—'মাতা-হারি' হবার অসাধারণ দক্ষতা নিয়ে এ সুন্দরীর জন্ম। পঞ্চাশ বছর বয়সেরও পরে মাত্র তার 'যৌবন' রসের পাত্রে পড়তেই বহু মাছি বহুক্ষণ উড়ে বেড়াতো আশেপাশে। ভেসিলিকার ডাক নাম কিকি। অনেক দিনের বন্ধুত্ব ওদের। কিন্তু গ্রীভাসের সময় হয় নি বিয়ে করার। জর্মনরা গ্রীভাসের কমিশন কেড়ে নেয়ার পরে গ্রীভাস ভেসিলিকাকে বিয়ে করে। কেমিস্টের মেয়ে। গ্রীভাসের সঙ্গে তুর্কের যুদ্ধের সময়ে কিকির মামার সঙ্গে একই বাহিনীতে গ্রীভাসের পরিচয়। সেই থেকে যুদ্ধের পর কিকির সঙ্গে পরিচয়। গ্রীভাসের মধ্যে স্বপ্ন দেখা বীরের সাহস আর ঘুম-জাগানিয়া ব্যক্তিত্বের নেশায় কিকি মুগ্ধ। দেশের কথা বলতে বলতে গ্রীভাস যেন কবি হয়ে যেতো, পাগল হয়ে যেতো। এদের বিয়ে হবে তাতে অবাক হবার কী আছে! কেমিস্ট বাপ যে এই একটা আকাট বিপ্লবীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে ঘাবড়াবে তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে! একদা ইতালী গ্রীস আক্রমণ করলো। ফলে ওদের বিয়ে হলো না। কিন্তু কিকি বেশি করে জানলো এবং ভালোবাসলো আলবানিয়ার বিজয়ী বীর গ্রীভাসকে। জর্মনরা যখন গ্রীস অধিকার করে গ্রীভাসকে বিল্বপত্র শুঁকিয়ে দিলো তখন গ্রীভাসের একমাত্র সহায়, সুবিধা, আরাম,—কিকি। বিয়ে হলো। যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনকে সাহায্য করার লক্ষ্য নিয়ে ষড়যন্ত্রী আর গুপ্তচরের অভাব নেই। সবাই ভাবে টাকা আসছে হুড় হুড় করে। আর হাজার হলেও ইংলণ্ডটা বেয়াই বাড়ি। (Duchess of Kent গ্রীক রাজকন্যা।) পঞ্চম বাহিনীরা ধ্বংস করে বেড়াতো; জর্মনরা পাকড়াতো তাজা তাজা গ্রীক ছেলেমেয়ে; তাদের জামিন রাখতো। কিন্তু তবু আবার কোনও ব্রীজ উড়ে যেতো। ফলে মাঝে মাঝে দু'দশটা জোয়ান ছেলেকে পথের ওপরেই গুলি করে মারা হতো। চলছে এ নাগরদোলা তখন। কিকি দেখে আর গ্রাভাস দেখে। ELAS তখন গ্রীসের সবচেয়ে বড়ো গুপ্তসমিতি; গ্রীসের কম্যুনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র সমিতির কাজকর্ম চলতো।

গ্রীভাস জানতো ষড়যন্ত্রীদের কারখানা, কৌশল, ব্যবহার। কিন্তু জর্মনদের ঘাঁটাতে চাইতো না তখন গ্রীভাস। বেশ ছিল। ম্যাকারিঅস্ (তখন মুসকাস)-এর সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর মানুষটা যেন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সাইপ্রাসে গেলেই তো গ্রীভাস সর্বেসর্বা হতে পারবে। ইতিমধ্যে ইতালিতে মুসোলিনীর পতন। দেখতে না দেখতে যুদ্ধের ভোল বদলে গেলো।

স্তালিনগ্রাদেই হিটলারের পতন। তখন জর্মনীর পতন অনিবার্য বলেই মনে হলো। কিকি-র কাছে একই গান গাইতো গ্রীভাস—হায় হায়, জর্মনীও যাবে, KKE (গ্রীক কম্যুনিস্ট পার্টি)-ও ELAS-এর সহায়তায় গ্রীকে চেপে বসবে। গ্রীভাস মনে মনে দারুণ ফ্যাসিস্ট। ওর মনে 'রাজা,' 'স্বদেশ' এবং 'স্বদেশের গর্ব'; ওর ধারণা 'গ্রীস ছাড়া অন্য দেশ বর্বর'; এই গ্রীভাসের গভীর আত্ম-শ্লাঘা: এই চার পায়ে দাঁড়িয়ে ছাড়া ও লেজও নাড়তে পারতো না। কিকি দেখতো, শুনতো, মনে মনে হাসতো। কারণ কিকি মেয়েটি বুদ্ধিমতী। জানতো ফ্যাসিস্টদের চোমড়ালে সোশ্যালিজমের কাজ খানিকটা এগোয়; যদি সময় বুঝে রাশ টানার ফন্দীফিকিরটা জানা থাকে। এই সূত্রে মনে পড়ছে, ম্যাকারিঅসের জীবনের ওপর দ্বিতীয় হামলার পরে গ্রীভাসীয় দলের অন্যতম নায়ক, এবং ম্যাকারিঅসের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য পলিকার্পাস্ ইয়ার্কাজিস্ গুপ্ত আক্রমণে নিহত হন। মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত হবার পর থেকে পলিকার্পাস ম্যাকারিঅস্‌কে প্রকাশ্যেই নানাভাষায় গাল দিতো। ইংরেজ ও আমেরিকার পেটোয়া হয়ে এইসব গালাগালির বিনিময়ে সে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছিল। (আমাদের দেশেও এ মাল মেলে? কে না জানি?) তার ভাষায়, ম্যাকারিঅস্ তার বন্ধুদের ব্যবহার করে যেন আখ। চিবিয়ে রস নিংড়ে ছোবড়া করে ফেলে দেয়। এই তার রীতি। কিন্তু যুগেযুগে ফ্যাসিস্ট আর প্রগতিতে এই সম্পর্কই তো বজায় রয়েছে। প্রগতিবাদী ফ্যাসিস্টের সঙ্গে কদম মিলিয়ে যাবৎ চলা যায়। তারপর ফাসিস্তপন্থকে ফেলেই তো এগিয়ে যেতে হবে। নইলে ছোবড়া বোঝাই করে বন্ধুত্বের খাতির কে রাখবে? রসই যাদের ফুরুলো তাদের বোঝা বয় কে? বলদকে মানুষ খাটায়ই; ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয় না।

সাইপ্রাসের পানসাইপ্রিয়ান জিমনাসিয়ামে যখন গ্রীভাস পড়তো তখন সেই স্কুলের ছাত্র ছিল নিকোলাস অক্টোয়াভোপোলোস্। এই য়াভোপোলোস্‌ই সাইপ্রাসের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। ম্যাকারিঅস্ তাঁকেও জানতেন এবং যোগাযোগ রাখতেন। য়াভোপোলোস্ ডাক্তর হয়ে এথেন্স থেকে লিমাসল্-এ ফিরলেন। ডাক্তার হয়ে বসলেন। গ্রীভাসের ভাইও তখন নিকোসিয়ায় ডাক্তারী করছে। গ্রীভাস যখন শুনলো য়াভোপোলসের ডাক্তারখানায় লাল ইস্তাহার, লাল পত্র-পত্রিকা, লাল বই পাওয়া যায়,—গ্রীভাস তো হাঁ! আরও ভয়ংকর সংবাদ, সে নাকি একটা কৃষক সংঘ গঠন করেছে। সুদের দায়ে যারা জমি হারিয়েছে তেমন কৃষকদের বেশ শক্ত একটা দল গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে

হঠাৎ য়াভোপোলস্‌কে এথেন্সে নির্বাসিত করা হলো। গ্রীভাস দেখলো এই ফাঁকা জায়গাটা দখল করাই তখনকার মতো সবচেয়ে বড়ো সুযোগ। এদের ঘাড়ে চেপে সাইপ্রাসে গেরিলা সৈন্য গড়ে তোলার সম্পূর্ণ মৌকাটি গ্রীভাস করতলগত করলো।

গ্রীভাস দিব্যচক্ষে দেখলো সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ। ইংরেজের বানিয়া যখন সাইপ্রাসের মালিক তখন 'দেমোক্রাসী'র দেমাককে বাঁশ দিয়ে ঠেলে স্বর্গে সে পাঠাবেই। বনিবনা, সমঝোতা, গোল-চৌকো-বাদামী—নানারকম টেবিলের বৈঠক ইত্যাদির জগরঝণ্টোয় দিন যাবে কেটে; সহজে দাঁও ছাড়বে না ইংরেজ। কম্যুনিস্টদের হাতে কোন দেশকে ঠেলে দেবার স্বপক্ষে ইংরেজের এই গড়িমশি ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি; রাধার নাচে ও তেলের সম্পর্ক সম্বন্ধে নীতিগুলোর ওপর ভরসা রেখে কাজ করা ছাড়া আর কোন সুরাহা নেই। যদি কখনও কম্যুনিস্ট নেয়ই, নেবে, তাবৎ গ্রীভাস প্রচণ্ড দল করে ম্যাকারিঅসের মতো নতুন যুবকদের সাহায্য করবে। গেরিলা দল গঠন করতে হবে। একবার গ্রীসের সঙ্গে এক করে দেবাব পর তখন ম্যাকারিঅস্‌কে দেখা যাবে।

কিন্তু ইংরেজ থাকতে গেরিলা দল গঠন করার নানা বাধা। স্পেনে তখন ওয়েলিংটন গেরিলা বাহিনী করেছিল, আলবেনিয়ায় যুগোশ্লাভিয়ায় যখন টিটো গেরিলা বাহিনী করেছিল, ফ্রি-ফ্রেঞ্চরা যখন প্যারিসে গেরিলা বাহিনী করেছিল, জর্মন অধিকৃত দেনমার্কে যারা গুপ্ত সমিতিতে কাজ করেছিল তাদের মধ্যে পোশাক-চিহ্ন অন্যান্য উপায়ে সনাক্তকরণের ব্যবস্থা ছিল, তাই গণ্ডগোল হয় নি; তারা দেশে থেকেই দেশের দরদী ছিল। কিন্তু ইংরেজরা তো সে ধরনের কোন চিহ্নকেই আমল দেবে না। কাজেই ঠিক করলে গ্রীভাস যে, বেআইনী গেরিলা দলই গঠন করতে হবে। তাতে ইংরেজ রাজিই হোক আর গররাজিই হোক। এমন সময়ে খবর এলো যে, কিতিয়ুমের বিশপ স্বয়ং গ্রীভাসের সঙ্গে কথা বলতে চান।

কে এই কিতিয়ুমের বিশপ, মহন্ত!

কিতিয়ুমের বিশপ গ্রীভাসের সেই পুরোনো দোস্ত, এথেন্সের গির্জায় যার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। এখন আর সে মুস্‌কোস্ নেই; এখন সে তৃতীয় ম্যাকারিঅস্।

গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী তখন ফীল্ড্ মার্শাল পাপাগস্। সাইপ্রাসকে গ্রীসের

অংশ বলে স্বীকৃতি দিতে তাঁর গড়িমসি। ENOSIS-এর প্রতি তাঁর তভো আস্থা নেই। কারণ, এক, ইংরেজ গ্রীসের বেয়াই ; দুই, গ্রীসের তুর্কী এবং সাইপ্রাসের তুর্কী মিলে গ্রীসেই এক তুরস্ক সমস্যা খাড়া হয়ে যাবে ; যে ইংরেজ তুরস্কের হাত থেকে গ্রীসকে মুক্তি দেবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের পশ্চাদ্দেশে একটি রাম-লাথি ঝাড়তে তিলেক দ্বিধাও করে নি, সেই ইংরেজই যখন সাইপ্রাসের বেলায় সেই তুরস্কেরই জন্য যে কুমীরের মতো কাঁদছে, এ কান্নাটা খুব স্বাস্থ্যকর কান্না নয়। কাজেই ও পাপ-ইংরেজকে না ঘাঁটিয়ে চুপচাপ আলগোছ থাকা ভালো। চুপচাপ থাকলেই হয়তো নাজেহাল হয়েই ইংরেজ সাইপ্রাস সমস্যা গ্রীসের হাতে ছেড়ে দেবে। তখন গ্রীস বুঝে নেবে। ইতোমধ্যে গ্রীস সাইপ্রাসের বিপদে-আপদে বন্ধু হয়ে থাকতে পেলেই ধন্য।

কিন্তু ম্যাকারিঅসের পক্ষে এই ভাবে চুপ করে থাকার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি গ্রীসের আর্কবিশপ স্পাইরিডন-কে সব বোঝালেন। স্পাইরিডন মত করালো পাপাগসের। গ্রীসের জনমত চিৎকার করে উঠলো সাইপ্রাস গ্রীসের। গ্রীসের অংশ। ইংরেজ কূটনীতি করে সাইপ্রাসে জমে বসে থাকতে চায়। ম্যাকারিঅস্ জানতেন গ্রীসের চিৎকারটা একটা স্বাধীন জাতির চিৎকার। এটা আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া জাগাবে। ম্যাকারিঅসের গ্রীস-ভক্তি সাইপ্রাসের ব্যাপারে প্রভুভক্তি নয় ; বন্ধুর প্রতি বন্ধুর প্রীতি-ভক্তি মাত্র। তার বড়ো কিছু নয়।

সৈন্যবিভাগ, চার্চ, পুঁজিবাদী স্বার্থ, বোর্জোয়া-অলস-নপুংসক-ভয়, সবাই মিলে দেখলো সমাজতন্ত্রী মতের সম্পূর্ণ জিতের হাত থেকে সাইপ্রাসের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার একমাত্র উপায় বর্তমানে ENOSIS-কেই সমর্থন করা। তখন সরাসরি বিপ্লবী সংগ্রাম করে সাইপ্রাসকে লাল করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। যদি "লাল" ম্যাকারিঅস্‌কে কালো পোশাক ছেড়ে লাল পোশাক পরতেও হয়—আপাততঃ তা স্থগিত রেখে গ্রীভাসের ENOSIS মধু ছিটিয়ে সাইপ্রাসের শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা ভালো। গ্রীসে যখন তুর্করা নিরাপদে আছে, তখন সাইপ্রাস-তুর্ক নিয়ে কোনো সম্ভাব্য প্রপঞ্চের হদিশ না জানতেন ম্যাকারিঅস্, না তুরস্ক, না গ্রীস। এটি নেহাত অংরেজ মস্তিষ্কজাত একটি জারজ উপসর্গ।

১৯৫৪-তে গ্রীভাস সাইপ্রাস প্রবেশের ভিসা চাইলো। ইংরেজ সে ভিসা দিলো না। 'সালোনাইকা যাচ্ছি' বলে গ্রীভাস ছোট্ট স্যুটকেস নিয়ে একদা

ভোর রাতে সুন্দরী কিকি-র কাছ থেকে বিদায় নিলো। গিয়েছিল গ্রীভাস রোড্স্-এ। তারপর কিকি উড়ো খবর পেলো যে, গ্রীভাস গেছে সাইপ্রাস। তারপরে নানান গুজবের ফলে এবং বাড়ির আনাচে কানাচে নানা লক্ষণ দেখে কিকি বুঝলো যে, কিকির ওপর খবরদারী জবর। চতুরা কিকি বুঝলো গ্রীভাস কোথাও কিছু বাধিয়েছে (সত্যই তাই)। সাইপ্রাসের গহন জঙ্গলে তখন গ্রীভাস প্রচণ্ড সংগঠনে ব্যস্ত। কোথা থেকে সারি সারি যুবক এসে জড়ো হচ্ছে তখন সাইপ্রাসের দুর্গম দুর্ভেদ্য পাহাড়ে। ম্যাকারিঅস্ ভাষণ দেন চার্চে; এ চার্চে, ও চার্চে। ম্যাকারিঅস্ সর্বদাই জনতার রক্তবহা জগুলার আর্টারি। আতপ্ত রক্তের যৌবন ছিটিয়ে দিচ্ছেন ম্যাকারিঅস্ সাইপ্রাসের কন্দরে কন্দরে। গ্রীভাস এবং ম্যাকারিঅস্ জুটি অবিশ্রাম অপূর্ব কাজ করে চলেছে। অথচ উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ এমনই নেই যে, আজও ইংরেজ জানে না, প্রমাণ করতে পারে না, বাস্তবিক এই দু'জন লোক কখনও এক হয়ে কাজ করেছে কিনা।

ইংরেজ ব্যস্ত। কোনো না কোনো উপায়ে গ্রীভাসকে ধরতে হবে। ম্যাকারিঅস্কে ধরা তো হয়ে উঠলো দূর, কিছু বলারও উপায় নেই; ম্যাকারিঅস্ ধূর্ত। ম্যাকারিঅস্ সাইপ্রাস চার্চের প্রধান। তাকে হঠাৎ অ-প্রমাণে চেপে ধরলে বিপদ। বিশপ ইলাস্তিঅস্কে এমনি ধরার ফলে বারে বারেই জব্দ হয়েছে ইংরেজ। এখন তো আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আরও প্রখর। কিকি বহুদিন গ্রীভাসের খবর না পেয়ে ভেবে নিলো গ্রীভাস মারাই গেছে। এর মধ্যে এক কাণ্ড।

মাঝরাতে কিকি-র দোরে সূক্ষ্ম করাঘাত। সে করাঘাত কিকি চেনে। এলো কি তবে গ্রীভাস? পাথরের সিঁড়ি দিয়ে অতি সন্তর্পণে তার কোমল পা চেপে চেপে কিকি নেমে এলো। মানুষটা গ্রীভাসের সংকেত দিয়ে ঢুকলো বটে, কিন্তু গ্রীভাস নয়। গ্রীভাসের বশংবদ চর। ইংরেজ গ্রীভাসকে ধরার জন্য সব চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এখন সে ব্লাড হাউণ্ড লাগাবে। সেজন্য দরকার গ্রীভাসের ব্যবহৃত পোশাক; মোজা। তারা আসবে তেমন পোশাক যোগাড় করতে। এই খবরটি নিয়ে মানুষটা এসেছে। গ্রীভাসের আদেশ তার সমস্ত পোশাক, শেষ সুতো পর্যন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হোক।

শান্ত হয়ে কিকি সব পুড়িয়ে দিলো। শেষ সুতো অবধি।

যে মানুষ ধর্ম প্রচার করতে করতে গ্রীভাসের মতো পাকা ক্ষত্রিয়কে

আগাপাশতলা বিদ্রোহী বিপ্লবী করে তুলতে পারে তার শক্তি-ধর্মে আস্থা না জানিয়ে পারা যায় না। এরাই কাপালিক। ম্যাকারিঅস্-এর ক্ষমতার সব চেয়ে বড়ো নিদর্শন ঐ গ্রীভাস। ম্যাকারিঅসের উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রীসে বসেই গ্রীস রোডস্ এবং তুরস্কর অন্যান্য ছোটো ছোটো দ্বীপ থেকে গ্রীভাস গ্রীস যুবকদের এককাঠ্‌ঠা করে দল গঠন করলো। এই দল নিয়ে সাইপ্রাসে পৌঁছোনো দুরূহ কর্ম। তা-ও সফলতার সঙ্গে সাঙ্গ করলো গ্রীভাস। সাই-প্রাসে তখন ম্যাকারিঅস্-এর নাম প্রত্যেক ঘরের দাল-রুটি-প্রাণের উত্তাপের পক্ষে আবশ্যিক আগুন। এ নাম কেবল সাইপ্রাসের গ্রীককেই জাগিয়ে তোলে নি। দো-দেকানীদের দ্বীপে দ্বীপে এ ভাব পৌঁছেছে। এ গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে সাইপ্রাসের বাইরে থেকেই এসেছে বহু গ্রীক।

দলটা ছোটো। কিন্তু দলের প্রত্যেকেই গ্রীসে অংরেজ-জর্মন বোঝাবুঝি প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৪৪-৪৫-এর সেই শ্যেন-ভুজঙ্গ সংগ্রামের পর্বে পর্বে যে অমানুষিক শপথের কৃতসংকল্পতা স্বাক্ষরিত ছিল তার দাগ এদের বুকে দেগে গিয়েছিল। এরা সমুদ্রে পাড়ি দেবে। সকলের অজ্ঞাতে যাত্রাপথ চিহ্নিত করে দিয়ে যাবে বিদ্রোহের বীজে। ড্রাগনের দাঁত পোঁতার দরকার। দিনের পর দিন ওরা লেভান্তের সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। এথেন্স থেকে রোডসের মধ্যে চিরন্তন গ্রীসের চিরন্তন সভ্যতার আধার আয়োনিয়া দ্বীপপুঞ্জ। শত শত দ্বীপ যেন এশিয়া-য়োরোপের সেতুবন্ধন। এর শত শত গুপ্ত সতর্ক প্রবাহের ধারা ধরে পাল খাটানো 'কাইক্'গুলো তুর্কী বা গ্রীক মাঝির হুঁশিয়ারীর ভরসায় পাড়ি দেয়। সূক্ষ্মতম স্নায়ুটিও যেমন অগোচরে থেকে মস্তিষ্ক-মনের সাম্য-শান্তি রক্ষা-কর্মে নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দেয় তেমনি এই কাইকগুলোর অবাধ গতি বাহ্যতঃ তুচ্ছ হলেও কার্যত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেরই একটাকে হাতিয়ে নিজেরাই মাঝি হয়ে দলটা পৌঁছে গেলো রোডস্।

কথা ছিল রোডস্-এর তীরে তারা পেয়ে যাবে সাইপ্রাসগামী একখানা জাহাজ। যোগাযোগ আগেভাগেই করা ছিল। রোড্‌সে অপেক্ষা করে আছে হ্যারিস্ এবং হ্যাক্রীস্—দু'জন বিপ্লবী। রোডস্ কেন্দ্রের বিশেষ কর্মী ওরা। কথা ছিল ক্যালিথিয়া উপসাগরে কোথাও চব্বিশ ঘণ্টা দলটা গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। কিন্তু হয়ে গেলো আটচল্লিশ ঘণ্টা। ম্যাক্রীস্-এর তদ্বিরে অবশ্য ওদের অনাহারে থাকতে হলো না; এবং কোনো রকমে দুটো জেলে কুটিয়াও পাওয়া গেলো। কিন্তু এদিকে তুমুল ঝড়জল। যে জাহাজ আসার

কথা তার চিহ্নও নেই। দলটা যেন ঘাবড়ে গেছে।

কিন্তু অঘটন ঘটলো। একটি রেডিওতে ওরা খবর শুনছিল। হঠাৎ রেডিওতে গ্রীক ঐতিহাসিক সংগ্রামের একটি অধ্যায় সংক্রান্ত একটি নাটক। বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। মাত্র তেরো বছর আগের। "সাইপ্রাসের পাহাড়ের শিখরে শিখরে শত শত বিপ্লবীর দেহ পচছে, শুকোচ্ছে, গাছে লটকে আছে"; "তাদের দেহ মৃত; শপথ জীবিত; আত্মা চিৎকার করছে সিপ্রি-অটদের কাছ থেকে এর প্রতিকার-এর আবেদন জানাচ্ছে…" এর চেয়ে মসলাদার উদ্দীপনা গ্রীভাসও যোগাতে পারতো কিনা সন্দেহ। ঝিমিয়ে পড়া মন যেন দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলে উঠলো। সেই রাতেই ঝড়ের পর চিহ্নিত 'কাইক্'-খানা এলো। পাকোসের উত্তরে নামলো দলটা। সাইপ্রাসের বন্ধুরা সবুজ আলো দেখিয়ে স্বাগতম জানিয়ে ওদের নামার ব্যবস্থা সুগম করে দিল বটে, কিন্তু ব্রিটিশ জল-পুলিশ সতর্ক। একটুও অপেক্ষা করা যাবে না। "আইওস্ জর্জিওস্" জাহাজে কাইরো থেকে অস্ত্রশস্ত্র আসার কথা। প্রায়ই ছোটো ছোটো বাইকে অস্ত্রশস্ত্র পাচার হতে থাকলো। গ্রীভাসের দল পাকা হয়ে গড়ে উঠতে লাগলো। ম্যাকারিঅসের 'এথ্নার্কি'-র সাহায্য ব্যতিরেকে এ দল গড়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু কাগজে-কলমে, বক্তৃতায়, আভাসে, কোথাও ম্যাকারিঅস্ একটুও পরিচয় দিলো না গ্রীভাস নামক কারুকে তিনি জানেন। ইংরেজ যথাসাধ্য চেষ্টা করতো এই যোগাযোগ প্রমাণ করতে। হায়, কার্ডিন্যাল মাকারিঅস্ আগাগোড়া ঢাকা কালো বা লাল বনাতে। সে ঢাকার বাইরে যে ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে চেনা যায় কেবল মেঘের বাইরে চাঁদের মতো, ঐ একফালি হাসি—লোকে বলে মোনালিসার চেয়েও রহস্যময় এ হাসি।

সাইপ্রাসের পাহাড়গুলোর মতো দুর্ভেদ্য পাহাড় পৃথিবীতে কমই আছে। যেমন খাড়াই, তেমনি খাঁড়ি, তেমনি জঙ্গল, তেমনি নালায় নালায় ভর্তি। এর মধ্যে ক্রুদোস্-পর্বতমালা আরও বিষধর। ক্রুদোসের শিখরে শিখরে ভাঁজে ভাঁজে আড্ডা গাড়লো গ্রীভাস।

এনসিস সাইপ্রাসের প্রথম আন্দোলন নয়। ইয়োকা-র কথা যারা জানতোও তারাও ফিসফিস করেই বলতো; কিন্তু 'পেক্' (PEK) নামে এক দক্ষিণপন্থী কৃষক দল অনেকদিন ধরেই সংগঠনের কাজ করে যাচ্ছিল। এরা, নিখিল সাইপ্রাস যুবসংঘ (PEON) পিয়োন এবং কম্যুনিস্টরা এক হয়ে ENOSIS-এর আগুনে বাতাস দিতে লাগলো। সারা সাইপ্রাসে, সব রকমের

মানুষ—এমন কি বিয়ের ভোজে, চার্চে তো বটেই, সামান্য তাসের আড্ডাতেও কথা চলে ফিসফিস। 'ওহেন্' একটা দল ; 'এমাক্' একটা দল। আড্ডা ঘরের মতো দিকে দিকে ক্লাবে ক্লাবে বুড়ো-বুড়ী, ছেলে-ছুঁড়ী, বাউণ্ডুলে, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র সকলে ফিসফিস, কিন্তু বিপ্লবের অঙ্গ। চারধারে নাম, নাম, নাম। দেয়ালে দেয়ালে নিত্য নব নামে নিত্য নব শ্লোগ্যান। সাইপ্রাস আর গ্রীসের মধ্যে ক্রমাগত খবর আর মানুষ আসছে আর যাচ্ছে। সাইপ্রাসের অন্যতম প্রবাদবাক্য, "জঙ্গলের আগুন আর সাইপ্রাসের গুজব ছড়িয়ে পড়ে গজাবার আগেই।"

গ্রীক সিপ্রিঅটরা চেষ্টা করছে তুর্কী সিপ্রিঅটদের এই দলে ডেকে আনতে। কিন্তু ইংরেজ তাদের ফোসলাচ্ছে আর ফোসলাচ্ছে। "ওদের কী হতে পারে!" এই কথা বার বার বলে, এবং "হতে পারা"র রূপটি চিত্রিত করার ছলে এই বিষ ইংরেজ তুর্কদের মধ্যে চালিয়ে দিলো। ফলে খয়ের-খা রাবিশদের অনেকেই ইংরেজের কাছ থেকে কোকোটে কিছু "লাভ" করে নেবার সম্ভাবনাটিকে "আড়ে-হাত" ঠেসে ধরলো।

ম্যাকারিঅস্ চান নি একটা রক্তাক্ত বিপ্লব। তাঁর মনে মনে বদ্ধধারণা, ইংরেজ সাইপ্রাসে আবার সেই ভুল করবে না, যা ভারতে একবার করেছে। সাইপ্রাস ছোট্ট দেশ ; এর সমস্যাকে ইংরেজ পাকিয়ে তুলবে না। চাপাচাপি যা চলছে সবই সাময়িক। কিন্তু SEATO এবং NATO-র কর্তারা চান না যে, কৃষ্ণসাগরের মুখে সদা ভাসমান নিত্যকালের একখানা যুদ্ধ-জাহাজ,—এই সাইপ্রাস, প্রকৃতি যা গড়েছেন, আর ভাগ্য যা ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছে, ইংরেজ সহজে ছাড়ে। এর বন্দর ক'টি ইংরেজ রাখবেই। দিন দিন ম্যাকারিঅস্ বিষণ্ণ হতে থাকলেন। ইংরেজের ভেদনীতির ফলে ভারতেরই মতো এখানেও গ্রীক-তুর্ক রক্তক্ষয় রোখা অসম্ভব হবে। ম্যাকারিঅস্ ধীরে ধীরে বুঝলেন, তাই যদি হয়, রক্তক্ষয়ই যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তা হলে বিপ্লবই হোক। তাতে অন্তত ভ্রাতৃহত্যা না হয়ে তা হবে গণ-সংগ্রাম।

আবার ম্যাকারিঅস্ ভাবলেন, ইংরেজের মতো সাম্রাজ্যবাদীর বদ জিদ আর অন্ধ লোভই কম্যুনিজমকে দিনে দিনে ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হতে বাধ্য করছে। ওরা যতো গণজীবনের অধিকারকে ব্যাহত করবে ততোই দারুণ হয়ে উঠবে গণসংগ্রাম। ENOSIS-এই যাঁর আপত্তি ছিল, বাধ্য হয়েই তিনি 'ইওকা'-কেও হাত বাড়িয়ে ধরলেন। EOKA যেন স্বর্গ পেলো।

১২ নবেম্বর, ১৯৫৪তে বিপ্লবের শুরু। কিন্তু 'ইয়োকা'র সর্বেশ্বর পাপা আগাথাঞ্জেলু বহুকাল ধরে সাইপ্রাসে যুবকদের মধ্যে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে গড়ে তুলে পুষ্ট করছিলেন। লোকের মধ্যে তাঁর প্রচলিত নাম পাপাস্তাভ্রোস্। গ্রীভাস অচিরাৎ বুঝলো যে, দলের মধ্যে সত্যিকার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে পাপাস্তাভ্রোসের প্রণালীমত সংগ্রামকে চালাতে হবে। সংগ্রাম চালানো হয় যুদ্ধ জয়ের জন্য। গ্রীভাস এতে ওস্তাদ। যুদ্ধ জয়ের পর ব্যবস্থা করার জন্য দরকার হয় সুচিন্তা এবং তাত্ত্বিক-দর্শন। প্রতিজ্ঞা। এ বিষয়ে পাপাস্তাভ্রোস্ ঘুণ ধুরন্ধর ; এবং ম্যাকারিঅস্ সেটা মনে মনে বেশ জানতেন। এই সংগ্রামে আরও একটি অগ্রণীর সাহায্য যোগাড় করলেন ম্যাকারিঅস্। জাফিরিঅস্ ভালভিস এথেন্সের ধনী ব্যবসায়ী হলে কী হবে, প্রায়ই সাইপ্রাসে আসতেন। ইংরেজ অচিরাৎ বুঝলেন ব্যবসায়ের অজুহাতে ভালভিস প্রচুর গোলা-বারুদ ডায়নামাইট এনে বিপ্লবীদের শক্ত পোখ্তো করে তুলেছে। কিন্তু যতদিনে ইংরেজ জেনেছে ততদিনে ভালভিস-এর কাজ খতম।

পাকা কম্যুনিস্ট পাপাস্তাভ্রোস্ বৃদ্ধ হলেও যুবক ম্যাকারিঅস্‌কে তিনি শ্রদ্ধা করতেন তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি এবং শুভচিন্তার বাবদে। পাপাস্তাভ্রোস্‌ও পাদ্রী, পাপাস্তাভ্রোস্‌ও দেশপ্রেমী। কিন্তু ম্যাকারিঅস্ মানুষের দুঃখ-সুখের কথাটাকে তত্ত্বকথা দিয়ে ওড়াতে নারাজ। এই EOKA-য় পাপাস্তাভ্রোসের বয়সী আর কেউ ছিল না। নিকোসিয়া জেলায় আইওস্ ভারভারা-তে জন্ম। ২৯ বছর বয়সে পাদ্রী হন। ১৯৫৬-তে নির্বাসন। ইংরেজ তখন বুঝেছে সাইপ্রাসের গণযুদ্ধের শেকড় সাইপ্রাসের ধর্ম। ধর্ম-গির্জা-প্রাণ-মান-দেশ-মানুষ সাইপ্রাসে এক।

ম্যাকারিঅস্-এর মতিগতি, মতামত যেদিকে, পাপাস্তাভ্রোস্ সেই দিকে। ম্যাকারিঅস্ তখন গেছেন বাণ্ডুং কনফারেন্সে; সে সময়ে গ্রীভাসকে পাপাস্তাভ্রোস্‌ই ম্যাকারিঅসের নির্দেশ জানাতেন, যদিও গ্রীভাস এবং ম্যাকারিঅসে খোলাখুলি দেখাশোনা হতে পেতো না। ম্যাকারিঅস্ নিজেকে ক্রান্তিদলের থেকে দূরে রাখতেন। ইংরেজের হাতে সরাসরি প্রমাণপত্র যাতে না থাকে সেজন্য ম্যাকারিঅসের চেষ্টার অন্ত নেই ; কারণ ইংরেজ যখন ম্যাকারিঅস্‌কে ধরবে, তিনি জানতেন, কোনো না কোনোদিন ধরবেই,— প্রমাণ না পেলে কোর্টে কিছু হবে না। তবু গ্রীভাসের কর্মসূচী ম্যাকারিঅসের নখদর্পণে। যোগসূত্র ঐ পাপাস্তাভ্রোস্।

ইওকার পাদ্রীর কাগজী নাম ছিল X; এই X আর কেউ নয়, ঐ

পাপাস্তাভ্রোস্। ইওকায় সদস্যকে গোপন শপথ নিতে হতো গির্জায়:

"I swear not to disclose to anybody under any circumstance, however hard I may be tortured, any secret concerning individuals, arms, hideouts, the funds or the activities of the Organisation. I swear not to take advantage of the Organisation's money, to obey without dispute the orders of my superiors, and finally to dedicate all my strength and even my life to the success of the holy aim of my Organisation."

ইওকায় ছোটো ছোটো কিশোর-কিশোরীর সংখ্যাও কম ছিল না। এরাও শপথ নিতো। যে কোনো গির্জাতে এরা শপথ গ্রহণ করতো। সে শপথটা ছিল একটু অন্য ধরনের:

"I swear in the name of Holy Trinity that : (1) I shall work with all my power for the liberation of Cyprus from the British Yoke, sacrificing for this even my life ; (2) I shall perform without objection all the instructions of the Organisation which may be entrusted to me and I shall not bring any objection, however difficult and dangerous this may be , (3) I shall not abandon the struggle unless I receive instructions from the leader of the Organisation and after our aim has been accomplished ; (4) I shall never reveal to any one any secret of our Organisation neither the names of my chiefs, nor those of the other members of the Organisation even if I am caught and tortured ; (5) I shall not reveal any of my instructions which may be given me even to my fellow combatants. If I disobey my oath I shall be worthy of every punishment as a traitor and may eternal contempt cover me."

এই শপথ নিয়েছে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী। শপথের ভাষা থেকেই বোঝা যায় যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে এ শপথে শরিক হতে হতো না। মুসলমান সম্প্রদায় খোলাখুলি বলতো, তুর্কীর কাছ থেকে ইংরেজ সাইপ্রাস শাসনের ভার মাত্র "পেয়েছে"। ইংরেজের পক্ষে শাসন করা যদি কোন কারণে অসম্ভব হয়ে পড়ে, তুর্কীকেই ইংরেজ তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। নতুবা—সাইপ্রাস তাদের বাপ-পিতেমোর রোজগার করা সম্পত্তি! কে তা নেয় দেখে নেবে তারা।

কাজেই গ্রীভাসের দরকার। সাইপ্রাসের স্বাধীনচেতা মানুষ বেশ বুঝে নিলো যে, ইংরেজ এখন নিজেই স্বাধীন নয়। বাগদাদ প্যাক্ট্, এ্যাংলো-জর্ডন সন্ধি, ইস্রায়েলে ত্রি-শক্তি চুক্তি—প্রত্যেকটার পেছনে বিরাট ছায়া আমেরিকায়। আমেরিকার হয়ে সব ঝুক্কি ইংরেজকে পোয়াতে হবে ভূমধ্যসাগরে। কাজেই ইংরেজের কাছে কিছু "আশা" করা বৃথা। ম্যাকারিঅস্ নিজে আমেরিকায় ছিলেন। আমেরিকার গণমত ও কংগ্রেসের মধ্যে কী সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। ম্যাকারিঅস্ জানেন যে, মুখে আমেরিকা যা-ই বলুক, কার্যত সে রুশের আবার মুখে মুখে ঘাঁটি না গড়ে নড়বে না। সে জন্য যা খেসারত দিতে হয় দেবে। সাইপ্রাসকে এ থাবার মুখে ছাড়বে না আমেরিকা কোন কিছুতেই। এই জন্যই গ্রীসের গণ-জাগরণকে বার বার মটকে ফেলে দেওয়া, তুর্কের ভেতরের ব্যাপারে রাজনৈতিক চাপ; এই জন্য ইস্রায়েলের সৃষ্টি এবং মিশর দমনের আয়োজন; এই জন্যই জর্ডনে এবং সিরিয়ায় লড়াই বাধিয়ে রাখা। কী করে ইংরেজ সাইপ্রাসকে চুক্তি করে স্বাধীন করে দেবে? দাদা আমেরিকা যে বকবে! কাজেই গ্রীভাস জানে, সবচেয়ে কম রক্তক্ষয়ে সাইপ্রাসকে মুক্ত করতে গেলে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন উপায়ই নেই। যুদ্ধে যে মানুষ মরে তাদের গোনা যায়; তাদের মৃত্যুর উপলব্ধি আছে, আরম্ভ আছে, শেষ আছে। কিন্তু "সুশাসন"-এর মাধ্যমে চুক্তি এবং "আইনের" জাঁতায় একটু একটু করে পিষে পিষে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, গরীবি দিয়ে, রোগ দিয়ে, হতাশা দিয়ে, বকে, ধমকে, হীন করে তিলে তিলে, যুগে যুগে একটু একটু করে যে বধ তার হিসেব ইতিহাস কোনদিন করে না। বলে, ইংরেজ শাসনে ভারতের নাকি কল্যাণই হয়েছিল।

বুঝতো না তা গ্রীভাস। বোঝেন না ম্যাকারিঅস্। বোঝে নি সাইপ্রাসের

কিশোর-কিশোরী। নিকোসিয়ার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে যে মানুষটা গুলি খেয়ে মরলো তার মারণাস্ত্রটি তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে চলে গেলো একটি দ্বাদশ বর্ষীয়ার ইজেরের মধ্যে। সেজন্যে বিশেষ প্রকারের ইজের পরা হয়ে গিয়েছিল নিকোসিয়ার স্টাইল। যেসব বাচ্চারা ভোরবেলায় সাইকেলে সাইকেলে বাড়ি বাড়ি রুটি বিলি করে আসতো তারা বিশেষ বিশেষ রুটি বিশেষ বিশেষ বাড়ি দিয়ে আসতো। পিওন তারা। সাইপ্রাসের সংগ্রাম সর্বাত্মক সংগ্রাম। বিপ্লব যখন প্রলেতারিয়েৎ সমাজের মগজ থেকে মর্মগ্রন্থী মজ্জা পর্যন্ত ছেয়ে ফেলে তখন দমন-নীতির আস্ফালনে তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টার মতো বোকামী আর কিছু নেই। সর্বাঙ্গে ঘা হবার পর পুলটিশ লাগানোর ব্যবস্থার মতো মূর্খতার নামই প্রতিক্রিয়াশীল মূর্খতা।

কী করে এমন বিপ্লব থেকে ধর্মাধিকরণ আলাদা থাকে? ম্যাকারিঅস্ কোনদিন স্বীকার করেন নি EOKA-র সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগ। অস্বীকার জোর গলায়ই করেছেন। ইংরেজও সেটা তেমনি জোর গলায় প্রতিবাদ করেছে। ইওকা যখন থেকে বেআইনী বলে বিঘোষিত হলো ম্যাকারিঅস্‌কেও সেই থেকে বেআইনী বাতিল মানুষ বলে বর্জিত করা উচিত ছিল। কিন্তু প্রমাণ নেই। রাজনৈতিক মতামতে এথ্‌নার্কি ইংরেজের বন্ধু, সহায়। এবং এথ্‌নার্কি কম্যুনিজম্-বিরোধী। ইংরেজকে যদি সত্যি কেউ জ্বালিয়ে থাকে, দু'টি সৎ মানুষ। এক, মহাত্মা গান্ধী; দোস্‌রা, এই আর্কবিশপ ম্যাকারিঅস্। ধর্মে ইংরেজ-পলিটিক্‌সের ঘেন্না কী সাধে?

কাজেই ইওকা দিনে দিনে পুষ্ট হয়। ১৯৫৪-র বড়দিনে আয়োজন সম্পূর্ণ করে খবর যাচ্ছে গোপনে—এথেন্সে। "এথেন্সের মাল পৌছানোর যা দেরি। দশ থেকে বিশ তারিখের (জানুয়ারী) মধ্যে সম্পূর্ণ জয়ের দৃঢ় আশা নিয়ে আমরা ঝাঁপাবো।" [গ্রীভাসের চিঠি জোনসের বইয়ে উল্লেখ আছে।]

ঝাঁপিয়ে পড়ার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হয় না। বিপ্লবের ব্যর্থতাই বিপ্লবকে শক্তি যোগায়।

গ্রীভাস যে কবে সাইপ্রাসে এসে পড়েছিল, সংগঠনের পোখ্‌তাই যে কতোটা পরিপক্কতা লাভ করেছিল সে সবকথা তো বড়ো কর্তাদের শ্রীকর্ণে প্রবেশ করার বিশেষ সুযোগ হয় নি। কাজেই লাল-ফিতালী কারবার সবই চলছে ধীরে ধীরে। গোপনে। হঠাৎ দেখা গেলো একটা সার্কুলার অফিসে অফিসে ঘুরছে। ইওকার এক সদস্য সে সার্কুলার যোগাড় করে গ্রীভাসকে

পাঠালো। গ্রীভাসকে ধরার পুরো আয়োজন চলছে। সার্কুলার বলছে—"পাফোস-এ রাতে গ্রীভাস বক্তৃতা দেবে।" এবং পাফোস-এ সেই রাতেই গ্রীভাস সেই সার্কুলারখানা পড়ে শুধু বললো, "যে কোন সংস্কার বিষই হলো বিশ্বাসঘাতকতা। তবু—"

ম্যাকারিঅস্ যে এসব ব্যাপারে লিপ্ত নন্, তা এথেন্স রেডিও জোর গলায় বলে চলেছে। ম্যাকারিঅস্ নিজে তবু অপেক্ষা করে আছেন ২৫শে মার্চের। সেদিন নাকি সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে। তাঁর কাছে পাকা খবর।

কিন্তু হয় নি। আবার বাধা। এবার সর্বনাশকর বাধা।

গ্রীভাসের এতোদিনের কল্পনা, ঈগলের মতো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ঝাপটে সব শেষ করা, তা হলো না। কোথাও কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একখানা জাহাজ: নাম আইওতিস্ জর্জিঅস্। সে জাহাজের পেছনে ছিল সাতখানা দ্বীপের কয়েক বছরের পরিকল্পিত বিশ্বাস, শুদ্ধ প্রস্তুতি, অনেক আত্মোৎসর্গ এবং প্রচুর অকৃপণ ত্যাগ। সে জাহাজের বিবরে গুপ্তমণি সঞ্চিত ছিল সংগোপনে সংগ্রহ করা বহু রাতের ভিক্ষা ও নিষ্ঠার সম্পদ—যুদ্ধের সরঞ্জাম, গোলা-বারুদ-কামান-বন্দুক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

এ সম্পদের জন্য প্রচণ্ড অপেক্ষা ছিল গ্রীভাসের। আসে না জাহাজ, আসে না; গোপনে মাল পাচার করে চলে যাবে। অবশেষে যখন জাহাজ এলো, জিনিস নামলো, জিনিস নিয়ে পালাবার কথা, জলদ গম্ভীর স্বরে অন্ধকার ছিঁড়ে গর্জে উঠলো সাবধান বাণী, "নোড়ো না কেউ। যে যেখানে হাত তুলে দাঁড়াও। ঘেরাও করা হয়েছে।"

এ সর্বনাশই সর্বনাশ নয়। গ্রীভাসের দলে কোথাও কেউ যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে এ খবরটাই গ্রীভাসকে ভাবিয়ে তুললো। যে এভাগোরাস্-কে গ্রীভাস অনেক পরিশ্রমে গড়ে তুলছিল, এই ঘৃণ্য ঘটনার পর সে হঠাৎ সরে পড়লো। অথচ গ্রীভাসের এখন বিশেষ প্রয়োজন একজন উপযুক্ত সহকারী। না হলেই নয়। গ্রেগরিঅস্ আফ্সেনস্তস্ শেষ পর্যন্ত আর একজনকে নির্বাচন করলো। কিন্তু জানা গেলো পুলিশ তাকেও চোখে চোখে রেখেছে। সুতরাং তাকে দিয়েও চলবে না। কিন্তু করা কী যায়। এদিকে খবর এলো এভাগোরাস্ হঠাৎ পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে দিব্য ঠাটে আছে তার এক প্রেয়সীর বিছানা ঠেসে। মানুষটা এতো বক্কেশ্বর যে, গ্রীভাস-এর বড়ো মাথাব্যথা যে ওর কাছে

দলের কোন খবরই যাতে না যায়। গ্রীভাস পড়লো দুশ্চিন্তায়।

পড়েন নি ম্যাকারিঅস্। গ্রীভাসের চেষ্টাকে জাগিয়ে রাখা তখন ম্যাকারিঅসের কাজ। তিনি বুঝেছেন দেমক্রাসীর কাজ নয়। তাতে হবে না। দেমক্রাসীর ফলেই গ্রীসের পতন। তিনি বুঝেলেন, এখন যে কোন রকমে সন্ত্রাসবাদকে সারা দেশে ছড়াতে সাহায্য করতে হবে। এখন সেটাই দরকার। কিন্তু প্রকাশ্যে ম্যাকারিঅস্ সন্ত্রাসবাদী হতে নারাজ। সন্ত্রাদবাদী-দের বন্ধু তাকেও প্রকাশ্যে কবুল করতে নারাজ। বিপ্লবের সাধনকে ঈপ্সিত স্বর্গে পৌছে দিতে গেলে এখন দেমক্রাসীর মোহিনী মায়া থেকে তাকে দূরে রাখা দরকার। নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেই তিনি সাম্রাজ্যবাদকে ছিন্নভিন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন গৃহস্থকে সুস্থ রাখতে গেলে কিছু লোকের সন্ন্যাস প্রয়োজন। পরিবারবর্গকে সুস্থ রাখতে গেলে বানপ্রস্থ প্রয়োজন। যোগাযোগ না রেখেই যোগাযোগের অর্থ যদি সিদ্ধ হয় তখন অসহযোগিতাই ধর্ম। এটা ভারতের বৈষ্ণব অসহযোগিতা নয়। এটা চণ্ডীর বৈষ্ণবী মন্ত্রের সশস্ত্র অসহযোগ। এটা যুধ্যমান যৌবনের আশা-ভরসাকে প্রদীপ্ত রাখার অবকাশ বচন। ভারতে একদা বন্দী ভগৎ সিং, রাজগুরু প্রভৃতির মন্ত্রপূত জীবনকে অস্বীকার করেই লবণ-সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ সেই নপুংসক অসহযোগ নয়। এটা সংশপ্তকের অসহযোগ, কুরুক্ষেত্র থেকে তফাতে থেকে। এটা যুদ্ধের কৌশল। এ কৌশলকে জাহির করে বলার সময় আজও আসে নি, কারণ ম্যাকারিঅস্ আজও যুধ্যমান।—

তিনি বুঝেছেন ইঙ্গ-মার্কিন মার্কা দেমক্রাসীর অন্তঃসারশূন্যতা। সাচ্চা দেমক্রাসীর অছিদার হয়েও গ্রীস ধ্বসে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছেন গ্রীভাসের তৎপরতায় যুবমন কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দেশাত্মবোধ কেমন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক এবং সশস্ত্র হয়ে। গ্রীভাসের এ চেষ্টাকে বাধা দেওয়ার ফলে সাইপ্রাসের উপকার যে হবে না তা ম্যাকারিঅস্ মর্মে মর্মে বোঝেন।

কিন্তু করবেন কি! এথ্নার্ক তো প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদী হতে পারেন না। প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদ করার মতো মার্কিনী-ইংরেজি গুণ্ডা-ক্ষমতা না থাকলে যা করা যায়, করা উচিত, গ্রীভাস তাই করছেন। এথনার্ক কেবল সেই কাজের রীতিকে দু'চোখ ভরে দেখেন। পশ্চিমী কাগজ, প্রচার বিভাগ এবং আইন কার্ডিন্যাল ম্যাকারিঅস্‌কে সন্ত্রাসবাদী এবং গ্রীভাসের সমর্থক হিসাবে আদালতে প্রতিপন্ন করতে চেয়েও পারে নি। অথচ ভাড়াটে লোকেরা প্রকারান্তরে

সাইপ্রাস, স্বাধীনতা কিছু বোঝে না। বোঝে 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ'টি বাঁচানো। তাই চার্চই সাইপ্রাসের স্বাধীনতার যুদ্ধে অগ্রণী, এবং সে অগ্রণীর একমাত্র ধর্ম ঐ চার্চীয়, খ্রীষ্টীয়। তাদের সাহস, ভরসা, অর্থ শক্তি সবই গ্রীভাসের গেরিলাদের সহায়।

আলবানিয়ার গেরিলা যুদ্ধের একজন কৃতী সেনাপতি সাইপ্রাসের পাহাড়-জঙ্গল ঢাকা ভূমিভাগে যখনই ঘোরে মনে পড়ে তার গ্রীসের জঙ্গল-যুদ্ধের নেতা পেলিকারের কথা। পেলিকারের গেরিলারাই গ্রীস থেকে তুর্কীদের তাড়িয়েছিল। তেমনি করেই ইংরেজকেও সাইপ্রাস থেকে তাড়ানো যাবে। ইংরেজ গবর্নর জানতো গ্রীভাসের সংগঠন-ক্ষমতার চাতুর্যে সাইপ্রাসময় গেরিলা-বাহিনীর ঘাঁটি আছে ছড়িয়ে। তাদের সামাল দেবারও কোনো উপায় নেই। হয়তো গ্রীভাস ফ্যাসিস্ট। হয়তো সে হিটলার। কিন্তু হিটলার বা ফ্রাঙ্কো স্বদেশের স্বদেশী। কোনোমতেই 'সুখ ও সুবিধা'র ঘৃণ্য বিনিময়ে টেবিলের পাশে বসে থাকা কুকুরের মতো সাইপ্রাসকে গ্রীভাস বাঁচতে দিতে চায় না। ভুললে চলবে না, ফ্রাঙ্কো স্পেনকে মরে যেতে দেন নি; ফ্রাঙ্কোর স্পেন মহাযুদ্ধের ভাড়াটে শহীদ হয় নি; হিটলার জর্মনীর জন্যই আত্মোৎসর্গ করেছেন। ওয়েল্‌সের জনতা কেন ওয়েল্‌স্ ভাষা চায়, কোয়েবেক কেন চায় ফরাসীরা, কেন স্পেনের বিস্‌কে উপকূলের পাহাড়ী এলাকার বাথ্‌-এরা চায় আলাদা থাকতে, কেন আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানরা তাদের রাজত্ব তাদের দেশ বলে একটা এলাকার দাবী করে—এ তত্ত্ব ইংরেজ কেন, কোনো সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক (অ-)সভ্যতাই (বুঝেও) বুঝতে পারে না, চায় না। পাঁড় পাষণ্ড, পাঁড় মূর্খ না পাঁড় ঝংঝাটিয়া,—কী যে বলা যায় বুঝতে না পেরে ভাষা নিরস্ত থাকে। তবু ইংরেজ নাকি তামাম দুনিয়ার দেমক্রাসীর বাহক; তবু আমেরিকা ধ্বজায় তারা ফুটিয়ে দেমক্রাসীকে উজ্জ্বল রাখার ব্রতে বেয়নেট পাঠাচ্ছে যত্র তত্র। কিন্তু মূর্খ জানে "ন চ তারা গণৈরপি"।

বিদেশী ইংরেজ সরকার এই প্রাণের দাবী, দেশের শপথ স্তব্ধ করে দেবার আশায় কী করলো? যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদী যা করে। কোরিয়ায় এবং ভিয়েৎনামে আমেরিকা যা করেছে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় বা অস্ট্রিয়ায় হিটলার যা করেছে। চীন যা করেছে তিব্বতে; এবং চে গুয়েভারা বা ক্যাস্ট্রো তা করে নি ক্যুবায়। কিন্তু পাশেই হেইতী-তে দ্যুভালিয় যা করেছে। সারা শহরকে কাঁটাবেড়া দিয়ে পুলিশ দিয়ে আগলেছে। চোরাস্তায়

কামান, পথে পথে সান্ত্রী, সরকারী ইমারতে কাঁটার বেড়া, সন্ধ্যা-সকালে সন্দেহযোগ্যদের পুলিশ ফাঁড়িতে হাজিরি, এমন কি জামিনে রেখে 'সদ্ব্যবহার'-এর ব্যবস্থা পাকা করে রাখা, প্রত্যেক রক্ষণশীল সঙ্কীর্ণ অনুদার চরিত্রের ব্যবহার কায়েমী হয়ে গেড়ে বসলো সাইপ্রাসে। করলো যুদ্ধোত্তর অতলান্তিক সনদের গোদা-স্বাক্ষরী মাতব্বর ইংরেজ, যার চেয়ে খলিফা দেমক্রাৎ ইমানদার আর হয় না!

২৬শে নবেম্বর, ১৯৫৫ থেকে সাইপ্রাসে স্টেট অব এমার্জেন্সী (অর্থাৎ ১৪৪ ধারা) চললো। ১২৬০খানা ইমারত ততোদিনে খতম; ২৯১ জন আহত; মৃতও প্রায় ত্রিশ। ক্রমশঃ ঘটনা বেড়েই চলেছে। যখন তখন পুলিশ যেখানে সেখানে লুকোনো অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। স্কুলে হরতাল লেগেই আছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না। গেরিলা-যুদ্ধের নিয়মই এই যে, যতক্ষণ সুসংবদ্ধ জীবনযাত্রা চলবে ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে না। পুলিশকে উদ্ব্যস্ত করে রাখাই গেরিলা যুদ্ধের মস্তবড়ো স্ট্রাটেজি। বছরের শেষে এমন অবস্থা এলো যার ফলে যাকে তাকে আটক করে পুলিশ জবানবন্দী নিতে লাগলো।

না করে করবে কী। 'ব্রিটিশ' সৈন্য নিয়ম-রেখে যুদ্ধ করে। গেরিলা যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে সর্বাত্মকতা, সর্ব সমর্পণতার ওপর; এক কথায় মরিয়া হবার ওপর। কিন্তু ফল কি? ১৫৬২ দিন-রাতের পাহারায় ২৫০০০ ব্রিটিশ সৈন্য মিলে এক গ্রীভাসের সাইপ্রাস ও গ্রীসের মধ্যে যাতায়াতের সরলতায় এতোটুকু ফাটল ধরাতে পারে নি। গ্রীভাসের গতি যেন বাতাসে গন্ধের গতি, রসে স্বাদের গতি। গ্রীভাস যেন তন্মাত্রিক তত্ত্ব।

রাতের পাহারা নষ্ট করতো মেয়েরা। সেজন্য সতীত্ব বর্জন করেছে কতো মেয়ে; ব্রিটিশ সেনানীকে সরিয়ে ফেলার লোভে, বিছানায় নিয়ে তাকে হত্যা করেছে। ডাইনামাইট, বারুদের পোঁটলা নিয়ে পালাবার সময়ে কতো কিশোর-কিশোরীর হাত-পা গেছে উড়ে। ১৯৫৬-৫৭-৫৮তে এ ধরনের নুলো, খঞ্জ সাইপ্রাসে অনবরতই দেখা যেতো। তারা ছিল সিপ্রিঅটদের প্রাণ। এমন কি তুর্কী-কোয়ার্টারেও, কসবাতেও এরা আদর পেতো। ইংরেজ করবে কি? এবং যত না কিছু করতে পারতো ততো মনে মনে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিরুদ্যম হয়ে পড়তো ওরা। সাড়ে চার বছরের মধ্যে ইংরেজ সাইপ্রাসের জনমতকে লণ্ডনের জনমতের সামনে খাড়া করবার সাহসই সংগ্রহ করতে পারে নি, কারণ জানতো নিগ্রহকে তুচ্ছ করে যে সর্বাত্মক বিপ্লব গ্রীভাসের কৌশলে সাইপ্রাসের

সমুদ্রতীর থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, সেই বিপ্লব ঝড়ের মতো সবকিছু বাধা ভেঙেচুরে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এ খবরকে ইংরেজ জনতা কুর্নিশ করবে। ইংরেজ টহলদারী সরকারকে তারা ছি ছি করবে। বার বার রেডিওতে এবং কাগজে পৃথিবীর মানুষ পড়ছে—"সৈন্যেরা, পুলিশেরা সন্ত্রাসবাদীদের ওপর গুলিবর্ষণ করেও তাদের কারুকে ধরতে পারে নি", "আক্রমণকারীরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো"; "খোঁজ এখনও চলছে"! মানুষ ধীরে ধীরে এ মেকী নপুংসক শাসন-যন্ত্রের উপর আস্থা হারাতে লাগলো।

অথচ গ্রীভাস কে? কিছু নয়। সাইপ্রাস মানে ম্যাকারিঅস্। ম্যাকারিঅস্ ছাড়া আপামর জনসাধারণের এই আনুগত্য অসম্ভব। মারাত্মক ভুল করলো ইংরেজ। ম্যাকারিঅস্‌কে নির্বাসিত করলো। মাদাগাস্করের উত্তরে, মালদ্বীপ-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভারতমহাসাগরস্থ সীচেলাস্ দ্বীপে ম্যাকারিঅস্‌কে নির্বাসন দেওয়া হলো। ভয় দেখিয়ে শাসন করতে চেয়েছে ইংরেজ পাহাড়ী গেরিলাদের। গবর্নর তখন শ্রীমান হার্ডিং, স্যার জন হার্ডিং, যাঁর একমাত্র শান-শৌকত তিনি ব্রিটিশ বাহিনীর সর্বেসর্বা হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লেজে-গোবরে হতে পেরেছিলেন। সৈনিক দিয়ে স্বাধীনতার মুখে কালি লেপার কৌশল ইংরেজ হাঁড়ি হাঁড়ি ঢেলেছে পৃথিবীর মানচিত্রময়,—ফল এক! সম্পূর্ণ ধাষ্টামো।

ম্যাকারিঅসের নির্বাসনের পরে পরেই লর্ড হার্ডিংয়ের বাড়িতে বোমা! সেদিন গবর্নরের বাড়িতে গণ্যমান্যরা লাঞ্চ খাবেন। যা চিরকালের রীতি। খাওয়ায়ও একটা দল। খবরদারি দারুণ। কিন্তু সিপ্রিঅটদের প্রাণ তাদের স্বাধীনতা। যুগের পর যুগ অন্য দেশের শাসনে থেকেও ওদের জীবন থেকে চার্চের নেতৃত্ব কেউ সরায় নি; ওদের অর্থনৈতিক জীবনের মূলে কেউ কুঠার-আঘাত করে নি। এমন কি মুসলমানেরা তো রীতিমত সাইপ্রাসকে তীর্থ বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু এই ইংরেজ! এদের শয়তানী সিপ্রিঅটরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে নি। স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক গণসংগ্রাম এই এরা প্রথম করলো।

ফলে—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

গবর্নরের বাড়িতে, তাঁর শোবার ঘরে, দিনে, সকলের সাক্ষাতে এক 'টাইম্-বম্' পেতে রাখা হলো! নীচে ভোজ চলছে। ওপর তলায় এই কাণ্ড।

ছেলেটির বয়স একুশ। কী করে গভর্নমেণ্ট হৌসে সে কাজ জুটিয়েছে। একটি মাত্র সিপ্রিঅট নৌকর বহাল আছে সেই তামাম শ্বেত-বরাহ-ক্যাম্পে। লর্ড হার্ডিংয়ের খাস মহালে শ্বেতাম্বর ছাড়া নৌকর নেই। ছেলেটি গুনে গুনে দেখলো কর্তা-ব্যক্তিরা সকলেই খানায় হাজির। কর্তার শোবার ঘরের খাস পরিচারিকা আর্মেনিয়ান ঝি। ছেলেটি তাকে বললো, এই বেলা সাহেবের ঘরের কার্পেটখানার ওপর ইলেকট্রিক ঝাড়ুখানা বুলিয়ে সাফসুফ করে রাখাই সুবিধে। ঝি ততো গা করে নি; কিন্তু ঘরে গিয়ে দেখে ছেলেটি তখনও কাজই করছে। বিজলীর তারটা সবে সে গোল করে গুছিয়ে রাখছে। "কী রে, হয়ে গেলো?" "তা নইলে কী আর রাখছি? যা করার, হয়ে গেছে।"

অতঃপর সাইকেলে করে সে নিকোশিয়ার বাজার পানে লম্বা। সাইপ্রাসের ছেলে! সবই ঠিক। স্যর জন বিছানা ব্যবহারও করেছেন। কিন্তু ছেলেটাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সিকিউরিটি অফিসার ঘরে তালাশী নেন। বোমা ফাটতে তখন এক ইঞ্চি পেন্সিল বাকী!

কিন্তু লর্ড হার্ডিং বাঁচলেন। বোমা ফাটলো যখন, পাঁচমাইল বেড় দিয়ে কাঁপন লেগেছিল। কিন্তু গ্রীভাসের দল যে কতো মরিয়া, ম্যাকারিঅস্‌কে দ্বীপান্তরিত করা যে কতো বড়ো অপদার্থতা,—এ কথা লর্ড হার্ডিং স্বীকার করেন কী করে। শান্‌ যে যায়। চালালেন অরাজক অত্যাচার। তুলে দিলেন পীড়ন-যন্ত্র সেকেণ্ড গীয়ারে। সে অত্যাচারের পারাপার রইলো না। ইংরেজ (চৌধুরী মশায়দের ফতোয়া আছে) নাকি আগাপাশতলা সভ্য জাতি, হুঁশিয়ার শাসক, আলোকিত, সুসংস্কৃত! কাজেই সভ্য প্রথায় এলারিকের, কুবলাঈ-এর, এটিলা-র অত্যচার চললো—ক্রমাগতঃ।

সাইপ্রাস কিন্তু এ অত্যাচারের হিসেব রেখেছে। হিসেবে দেখা যাবে বিপ্লবের খাতে তুর্কী ও গ্রীক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মরেছে। এবং সে মৃত্যুর পরিসংখ্যান এবং জনসংখ্যানে বিশেষ কোন ভেদও নেই। অথচ ইংরেজের তৈরি সেই দাঙ্গার সময়ে সে পরিসংখ্যান ভেঙেচুরে যে দুর্বিপাকের সৃষ্টি করলো, যে দুর্বিপাকের যন্ত্রণা আজও ম্যাকারিঅস্‌কে পীড়িত করে। সে দুর্বিপাকের "গীতা" হয়ে আছে সাইপ্রাসের নবতম পরিসংখ্যান, যার বিরুদ্ধে ম্যাকারিঅসের নবীনতম যুদ্ধ বিঘোষিত।

পরিসংখ্যান মতে—মাত্র শ্রীমান্ হার্ডিংয়ের পাষণ্ড দমনের ফলে ঃ

	হত	আহত
সেনানী	১০৪	৬০১
পুলিশ	৫১	১৮৭
সিবিলিয়ন বাবুভায়া		
চাকুরে	২৩৮	২৮৮
বিপ্লবী	১১৫	১৮৪

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে মৃত

ব্রিটিশ—	১৪২	বিপ্লব
গ্রীক—	২১৮	
তুর্ক—	২৯	
অন্যান্য—	৪	

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—গ্রীক—৬০

তুর্ক—৫৩

সাইপ্রাস ন্যাশনাল স্ট্রাগ্‌ল্ মুজিয়মের ম্যাপে দেখা যাচ্ছে ঃ

১. Holocausts—তাণ্ডব দহন হয়েছে
   KATO DHIKOMO শহরে
   MAKHERAS MONASTRYতে
   MARKASYKA শহরে

২. Concentration Camp রচিত হয়েছিল ৫টি জায়গায়।

৩. ফাঁসির মঞ্চ প্রকাশ্যে বাঁধা হয়েছিল—নিকোশিয়ায়।

৪. ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে খুনের ব্যবস্থা হয়েছিল—ভাসিলিয়ো-নিকোশিয়া অঞ্চলে।

৫. দারুণ সন্ত্রাসের বীভৎস ব্যবস্থায় ফামাগুস্তা থর থর কেঁপেছে।

৬. কথা আদায় করার জন্য বিশেষ রকমের যন্ত্রণার কারখানা ৫টি জায়গায় সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

কিন্তু সিপ্রিঅটদের পাল্টা আক্রমণের প্রচণ্ডতা ব্রিটিশ সরকার সহ্য করতে পারে নি। ফলে তুর্কদের ক্ষেপিয়ে গৃহবিবাদ রচনা করানো হলো। ভারতবর্ষের

ইতিহাস জানা থাকলে বুঝতে কষ্ট হবে না, এর পরেই "সমঝোতা" সমঝাবার দল আসবে। গোলটেবিল বৈঠকে মহাসমারোহে আলোচনা চলবে। মাইনরিটির হয়ে একজন মুখিয়াকে এগিয়ে দেওয়া হবে। এবং সাইপ্রাসের সর্বনাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের "পকেট" সুরক্ষিত করে রাখার ব্যবস্থাও হবে। ভারতবর্ষ 'স্বাধীন' হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও। কিন্তু ফলে ইংরেজের বাণিজ্য বেড়েছে বই কমে নি। তবু তো আমরা স্বাধীন! এ স্বাধীনতার অর্থ কী?

সমঝোতার মধ্য দিয়ে জনগণের উপকার কোন সাম্রাজ্যবাদী সরকার কখনও করেছে এমন নজির ইতিহাসে নেই। সাম্রাজ্যবাদ ক্যান্সারের মতো। নিত্যদিনের রোগ; তবু যারা ভোগে, যাদের ভোগায় তারা "আশা" করতে ছাড়ে না। অথচ এ রোগ থেকে মুক্তির নজির ইতিহাসে নেই। ও রোগ ধরলে অনিবার্য মৃত্যু। জাতকে জাত মরে গেছে এমন বহু জাতের হদিশ ইতিহাসে আছে। কাজেই যারা বলে বিপ্লব ছাড়া জনগণের সত্যকার উপকার করা অসম্ভব তারা খুব অযুক্তিকর কথা বলে না; সে কথা ভয় জাগায় ভীতুদের মনে; ভয় জাগায় পুঁজিবাদীদের পিলেতে; ভয় জাগায় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য-বাদের হাড্ডিতে।

এই সর্বাত্মক বিপ্লব চেয়েছিলেন গ্রীভাস। আমরা দেখেছি যে, ম্যাকারিঅস্ গ্রীভাসকে জানতেন কিনা, প্রশ্রয় দিয়েছেন কিনা, এ বার্তা আইনতঃ সঠিক জানা অসম্ভব। যদি জানতেন—বলতে হবে গ্রীভাসের চেয়েও ম্যাকারিঅস্ গুণী ধূর্ত। আজও ব্রিটিশ পুলিশ ম্যাকারিঅস্‌কে স্পষ্টতঃ সন্ত্রাস-বাদী বা গ্রীভাসের সাহায্যকারী বলে সনাক্ত করতে পারে নি। এবং গ্রীভাস নামক ব্যক্তিটাকে আজও ধরতে পারে নি।

গ্রীভাসকে বরাবর ম্যাকারিঅস্ এড়াতেন। ব্রিটিশ বলে, তার কারণ ম্যাকারিঅস্ হিংসুক; গ্রীভাসের নেতৃত্ব পাছে তাকে ডিঙিয়ে যায় সেই হিংসেয় ম্যাকারিঅস্ গ্রীভাসকে পাত্তা দিলেন না। আবার সেই ব্রিটিশ মত প্রয়োজন মতো এ-ও বলে যে, গ্রীভাস এবং ম্যাকারিঅস্ কলিজা আর ফুসফুসের মতো এক জোট।

তাই যদি, ম্যাকারিঅস্‌কে "দোষী" বলে বিচার করা হয় না কেন? আবার তবে হিংসের কথাই বা ওঠে কেন? এটাই ব্রিটিশ ইতিহাসের তারিফ।

ম্যাকারিঅস্ মনে মনে গ্রীভাসের বীরত্বকে প্রণতি জানাতেন। তাঁর

সংগঠন ক্ষমতার দৌলতে সাইপ্রাস যুবশক্তির মধ্যে দেশহিতৈষণার বান বয়ে গিয়েছে। গ্রীভাসের শিক্ষায় সাইপ্রাস সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছে। বহুকাল ধরে বীরের সম্মানার্থে গ্রীস সরকার গ্রীভাসকে 'জেনারেল' আখ্যায় ভূষিত করেছে।

তবু গ্রীভাস ম্যাকারিঅস্ নয়।

ম্যাকারিঅস্ জন-নেতা। জনতার কল্যাণ এবং জনমতের অভিষেক সর্বতোভাবে চান। গ্রীভাসের বিপ্লবী কর্মসূচীকে ম্যাকারিঅস্ অপছন্দ করবেন না। কিন্তু গ্রীভাস যে মনে মনে ফ্যাসিস্ট, ফ্রাঙ্কো-পন্থী এটাও ম্যাকারিঅস্ ভুলতেন না। গ্রীভাসের শিক্ষা গোয়েবলস্; গ্রীভাসের 'হীরো' হিটলার; গ্রীভাসের দীক্ষা রিভিশনিস্ট টিটো, গ্রীভাসের আদর্শ ফ্রাঙ্কো; গ্রীভাসের ব্রত গ্রীসে রাজ সরকার পাকা হবার পর সাইপ্রাসকে গ্রীক করা। বিপ্লবী ম্যাকারিঅস্, সাম্রাজ্যবাদের গোঁড়া শত্রু ম্যাকারিঅস্ এ পথকে নরকের পথের মতো ঘৃণা করেন। তিনি কম্যুনিস্ট শিবিরে ঢুকতে নারাজ। তিনি জানেন যে, প্রকাশ্যে কম্যুনিস্ট শিবিরে ঢোকার চেষ্টা করার মানে সাইপ্রাসকে কোরিয়া করা, ভিয়েৎনাম করা। ঘানার দশা ম্যাকারিঅস্ লক্ষ্য করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার বলাৎকার ম্যাকারিঅস্ দেখেছেন। ম্যাকারিঅস্ চাইলেন ব্রিটিশকে জব্দ করবেন সাইপ্রাসের মধ্যেই বিপ্লব জারি রেখে। ব্রিটিশও দেখলো শুধু ম্যাকারিঅস্ই বাধা। তাই ম্যাকারিঅস্কে দ্বীপান্তরিত করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে সাইপ্রাসে শুরু হলো সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যা ম্যাকারিঅস্ থাকতে ছড়ানো সম্ভব হয় নি।

ম্যাকারিঅস্ গ্রীভাসকে প্রত্যক্ষ কতোটা চিনতেন, সাইপ্রাসের মামলায় সাইপ্রাসেই তাঁর সঙ্গে গ্রীভাসের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে তাঁর নিজের এক জবানবন্দী আছে ইংরেজ সাংবাদিক W. B Jones-এর সঙ্গে।*

১৯৫৮-র এপ্রেল মাস তখন। ম্যাকারিঅস্কে সবে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন বিপর্যস্ত ইংরেজ সরকার। তখন স্যর হিউফুট গবর্নর। দুর্দান্ত অত্যাচার করার পর কালোমুখ করে লর্ড হার্ডিং তখন চলে গেছেন। ১১০ জন সিপ্রিঅটকে গুলি করে হত্যা করার বদলায় ৭৬ জন ইংরেজের প্রাণ দিতে হয়েছে। ইংরেজ বুঝেছে, মাত্র গ্রীভাসকে প্রতিপক্ষ রেখে সংগ্রাম মানে নির্বিচারে হত্যার হারই বাড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু ম্যাকারিঅস্ থাকলে খুনোখুনীর মামলাটা আয়ত্তাধীন থাকে।

*Grivas and the Story of EOKA by W. B. Jones. (Robert Hale)

শ্রীমান ম্যাকমিলন তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আনলেন নয়া প্লান্। এ প্লানটা পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে। এই প্লানেই সর্বপ্রথম গ্রীক এবং তুর্ক সিপ্রিঅটরা দুই 'হাত' বলে চিহ্নিত হলো। এই প্লানে মেনে নেওয়া হলো সাইপ্রাসে তুর্কী এবং গ্রীসের জীবনধারা এবং আদর্শ দুই প্রকৃতির। তদনুসারে ওয়েস্টমিন্স্টরী খোদাদের মর্জিমত স্বায়ত্তশাসনের ছক তৈরি হলো। ম্যাকারিঅস্কে রাজি হতে হলো। কিন্তু তিনি মাত্র সাত বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই এই ছন্নছাড়া ছক মেনে নিলেন।

মেনে শ্রীনেহরুও নিয়েছিলেন। শ্রীগান্ধীও। বিশ বছর ধরে চিৎকার করার পরে কংগ্রেসও মেনে নিয়েছিল। ভারতে দুই 'জাতি' প্রমাণ করেছিলেন মুসলীম লীগ। তার ধ্বজা বয়েছিলেন টোরি চার্চহিল; তার বাঁটোয়ারা করতে এসেছিলেন র‍্যাডক্লিফ। এখানেও সেই টোরি মন্ত্রী; সেই র‍্যাডক্লিফ, সেই দুই জাতি।

স্কট এবং ওয়েলস্ দুই জাতি নয়। তবু ইংলণ্ড এক। শাদা আমেরিকা, কালো আমেরিকা আর লাল আমেরিকা তিন জাতি নয়। আমেরিকা তবু এক। দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকোতে স্পানিশ, পর্তুগীজ এবং আজটেক-ইনকারা ভিন্ন জাতি নয়। ভিন্ন জাতি নয় ক্যানাডায় ফরাসী, ইংরেজ, রেড ইণ্ডিয়ান। এসব দেশে কার সাধ্য দু'ভাগের কথা বলে? অথচ সোভিয়েৎ রিপাব্লিকে কতো ভিন্ন আদর্শ, ধর্ম, জাতি, ভাষা,—তারা যখন জাতীয়তার গুমরে আগামী মানবের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না, তখন আমরা বলি সেটাতে অনুশাসনের মহত্ত্ব নেই, শাসনের ক্রূরতা আছে। আবার দক্ষিণ আফ্রিকা যখন দুই জাতিকে দুই জাতি বলে তার দ্বিধাবিভক্ত শাসন-কর্মের ব্যবস্থা করে তখন আমরা আদর্শ নিয়ে চেঁচালেও ওয়েস্টমিন্স্টরী চাঁইরা তাদের সঙ্গে ভাই-ভাই ভাব রাখেন বিশ্বের মতকে কলা দেখিয়ে। আফ্রিকা যা করে, নিউজিল্যাণ্ডও তাই করে, অস্ট্রেলিয়াও তাই করে, এবং আরও বীভৎস এবং নিষ্ঠুরভাবে করে। সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করি না। টোরিদের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে "দুই জাতি" নামক তত্ত্ব-দর্শনের ব্যাখ্যাটি বর্তমান মানুষ-সমাজের, ভণ্ড দেমক্রাসী ও ফ্রী ওয়ার্লড-এর একটা অপরূপ ন্যাকামী।

সেই ম্যাকমিলন প্লান ম্যাকারিঅসের অনুমোদন পাবার ফলে সর্বত্র ছি ছি রব উঠলো। কেবল সাইপ্রাস জনসাধারণ বললো, জয়তু ম্যাকারিঅস্। কিন্তু সেই থেকে কোথায় গ্রীভাস উড়ে গেলো হাওয়া হয়ে, অন্ততঃ সাইপ্রাস-জীবন থেকে।

সাড়ে চার বছর ধরে ২৫,০০০ সৈন্য লাগিয়ে সাইপ্রাসের মতো ছোট্ট জায়গায় ব্লাড হাউণ্ড লাগিয়েও ইংরেজ গ্রীভাসের পাত্তা পায় নি। বাস্তবিক সাইপ্রাসে কোনকালেই গ্রীভাস ছিলেন কিনা তার কোনও প্রমাণ ইংরেজের কাছে নেই। একমাত্র সে প্রমাণ দিতে পারেন ম্যাকারিঅস্ নিজে। কিন্তু তিনি এখনও চুপ। মনে মনে জানেন সাইপ্রাস বা তিনি এখনও স্বাধীন নন। "দিঘানীজ" নামক এক ব্যক্তি সাইপ্রাস-জনজীবনে গেরিলা আদর্শে নিদারুণ বিপ্লব এনেছিলেন সত্য ; কিন্তু "দিঘানীজ" লোকটাকে কেউ জানে না বলেই মানুষের অনুমান, দীঘানীজ গ্রীভাসেরই ছদ্মনাম। গ্রীভাসের পাত্তাই যখন লাগলো না তখন মানুষ বলতে আরম্ভ করলো যে, দিঘানীজ এবং গ্রীভাস এক ব্যক্তি নয়। দিঘানীজের নির্দেশ মানেই সিপ্রি অট বিপ্লবের নির্দেশ। সে বিপ্লব তো গ্রীভাস ছাড়াই চালু থাকতে পারে। থেকেছে। গ্রীভাস জীবিত আছে কি নেই, এ প্রশ্নও মানুষকে উতলা করেছে।

কাজেই ম্যাকারিঅস্কে গ্রীভাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে প্রেস কনফারেন্স-এর ননদিনীরা হাঁড়ির খবর পাবার বড়ই আশা করেছিলেন। সেই সময়কার একটি সংবাদদাতার সঙ্গে ম্যাকারিঅসের একটি সংলাপের রূপ তুলে ধরলে ম্যাকারিঅস্-গ্রীভাস সম্পর্কটা খানিকটা বোঝা যেতে পারে।—

এবার সাইপ্রাস ফেরার পর গ্রীভাসকে দেখেছেন কি? তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয়েছে কি?

কৈ, না! এখনও তো নয়। যদিও আমি খুব ব্যস্ত দেখা করার জন্য। অন্ততঃ সাইপ্রাস ছেড়ে যাবার আগে দেখাটা হলে ভালো হতো।

কোন চিঠিপত্র পেয়েছেন?

বললাম তো কোন যোগাযোগ হয় নি। চিঠিপত্র পেলে তা কি বলতাম?

গেরিলাদের 'ছাড়ান' শর্ত সম্বন্ধে সরকার যা বলেছেন আপনি তাতে খুশি? বিশেষতঃ গ্রীভাসের বিষয়ে যা বলা হয়েছে?

এখন সে বিষয়ে কিছু বলা কাঁচা হবে। শর্তগুলো আরও দেখা দরকার।

আপনি বলেছেন যে, সাইপ্রাস ছেড়ে যাবার আগে যদি গ্রীভাস একবার দেখা করে ভালো হয়। তার মানে, আপনি কি মনে করেন গ্রীভাস সাইপ্রাস পরিত্যাগ করা ঠিক করেছে?

কি করে বলবো। যোগাযোগই হয় নি তো তার মতলব আমি জানবো কি করে?

যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা হয়েছে কি ?

এখনও তো না।

জানেন কোথায় আছেন তিনি !

জানলেও এ প্রশ্নের জবাব দিতাম না।

অন্ততঃ আপনি নিশ্চিত যে গ্রীভাস জীবিত আছেন।

বেঁচে আছেন, সাইপ্রাসে আছেন,—তার লক্ষণ আমার কাছে স্পষ্ট।

আচ্ছা, যাবার আগে গ্রীভাস প্রেস কনফারেন্সে যোগ দেবেন বলে মনে হয় কি আপনার ?

সাইপ্রাসে প্রেস কনফারেন্স সম্ভব না হলেও গ্রীসে সম্ভব।

'ইয়োকা'কে সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করে অস্ত্র ত্যাগ করার নির্দেশ আপনি কি দেবেন ?

সন্ধি যখন হোলো, সংগ্রাম তখন অবান্তর।

'ইয়োকা'র অস্ত্রশস্ত্র এখন হবে কি ?

সে-সব জড়ো করা হবে; জমা করে সাইপ্রাসের স্বাধীন সরকারের হাতে দেওয়াই সমীচীন হবে।

লণ্ডনে যে সন্ধি হলো সে সম্বন্ধে গ্রীভাসের মতামত আপনি জানেন নাকি ?

সঠিক জানি না। তাঁর ব্যক্তিগত মতামত আমি জানবো কি করে। তবে 'ইয়োকা' তো রাজনৈতিক দল নয়; কাজেই রাজনীতির ক্ষেত্রে সন্ধি ইত্যাদি যা হচ্ছে তাতে তাদের অমত না থাকাই সম্ভব।

আপনি বলেছেন যে, গ্রীভাসের সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ নেই। তার মানে কি এই যে, গ্রীভাস বা ইয়োকা দল সবার এখ্তেয়ারের বাইরে ?

আমাকে কি ফীল্ড্ মার্শাল ঠাউরেছেন নাকি? ইয়োকা কার এখ্-তেয়ারে আছে-না-আছে আমি তার কি জানি ?

এখনও গ্রীভাসের প্রচ্ছন্ন থাকার কোন সার্থকতা আছে কি ?

তার জবাব তিনি দেবেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর তো মত আমি জানি না; আমার মত আমি বলবো না।

গত রোববারের বক্তৃতায় গ্রীভাসকে আপনি "সেনাপতি" বলেছেন। সেটা জিভ-ফসকে বলেছেন, না কোন মতলবে জাহির করেছেন ?

জাহির করেছি রণনীতিতে আমি কত্তো বড়ো আকাট মুখ্যু।

লণ্ডন থেকে খবর যে, লণ্ডন-সন্ধির শর্ত অনুসারে গ্রীভাসকে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার অনুরোধ করা নাকি আপনারই দায়।

এ বিষয়ে গবর্নরের সঙ্গে কথা হয়েছিল বটে, কিন্তু লণ্ডনের সন্ধিতে কোন শর্ত ছিল বলে জানি না।

বেশ, গবর্নরকেই তা হলে কি আপনি কথা দিয়েছিলেন নাকি?

গবর্নর স্যার হিউফুটের সঙ্গে আমার কথা। প্রকাশ করার কী অধিকার আমার?

কবে স্বাধীন সরকার হবে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেরাবে ইয়োকা; তার চেয়ে এখনই বা দেবে না কেন?

স্বাধীন সরকার হবার পর দেবে এমন কথা বলেছি কি? বলেছি অস্ত্রশস্ত্র গচ্ছিত রেখে ফর্দ করা হবে যাতে সেগুলো স্বাধীন সরকার ঠিকঠাক পায়।

গ্রীভাস সাইপ্রাস যাবার আগে সাধারণ জনতা কি তাঁকে কোন অভিনন্দন জানিয়ে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাবে না?

আমি তার কি জানি?

গ্রীভাস কি গ্রীক সরকারের সৈন্য বিভাগের কেউ?

সৈন্য বিভাগের বিষয়ে আমি যে কতো আনাড়ী তার পরিচয় তো সদ্য সদ্যই পেয়েছেন!

কর্নেল গ্রীভাস কি গেরিলাদের মুক্তির শর্ত মেনে নিয়েছেন?

আমি তো ভাবছিলাম ও প্রসঙ্গ আমরা চুকিয়ে ফেলেছি।

তার মানে আপনি বলতে চান যে, লণ্ডনে গেরিলা-মুক্তির শর্ত করার সময়ে আপনি গ্রীভাসের মতামত নেন-ই নি।

আজ্ঞে ঠিক, তা-ই বলতে চাই। আর কিছু?

ইতিমধ্যে কাইরেনীয়ার বিশপ গ্রীস ছেড়ে সাইপ্রাসে এসেছেন। আগের বাধা আর নেই। এবং এসেই গ্রীসের গান গাওয়া আরম্ভ করেছেন। 'গ্রীসের আমরা; আমাদের গ্রীস, গ্রীস মা, আমরা সন্তান' ইত্যাদি গান, যা গ্রীভাস গেয়েছেন। গ্রীভাস কোথায় কেউ জানে না। লণ্ডনে Daily Telegraph বলছে গ্রীভাস মরণাপন্ন ব্যাধিগ্রস্ত ইত্যাদি।

দূর পাহাড়ের দুরধিগম্য কোন অনধিগম্য চূড়ার বাসিন্দা সাইপ্রাসের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ-ঈগলেরই মতো মহিমায় একক ম্যাকারিঅস্ একা, নিরস্ত্র, নিরবচ্ছিন্ন

একা। গ্রীভাস নয়, কাইরেনিয়ার বিশপ নয়, ম্যাকমিলন নয়, স্তর হিউফুট নয়,—কেউ তাঁর কথা বোঝে না। তিনি গ্রীসের নন; তুরস্কের নন; ইংলণ্ডের নন; রুশের নন। তিনি সাইপ্রাসের। তিনি সাইপ্রাসের জনমানসের। সাই-প্রাসের চাষী-মজতুর, কেরানী, সৈনিকের জন্যই সাইপ্রাস চাই। নইলে আধুনিক তুনিয়ার সশস্ত্র সংগ্রামের মহাজনেরা সাইপ্রাসকে ঘাঁটি করে চিরদিনের জন্য তাকে প্রতিপক্ষ বোমার বাগমারী করে রাখবে। নিরুপদ্রপ স্বতন্ত্রতা ছাড়া নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তুরূহ। নিরপেক্ষ হওয়ার অধিকার যার নেই. সে স্বতন্ত্র নয়।

ছয় ॥ এক ঝলক ম্যাকারিঅস্

ত্রিনিদাদের শহর সানফার্নান্ডোতে মোজেজ্-দেব মস্ত কাপুড়ে কারবার। বুড়ী মোজেজ্ তো শ্রীমতীব পরনে শাড়ি আর কপালে এক ধ্যাবড়া সিন্দুর দেখেই বৃহৎ খুশি। তোমরা হলে গিয়ে পাক্কা পূর্ব। পেস্তা খাও? খরমুজার বিচি চাই? পোস্তদানার দরকার হলে বোলো।···

ওরা সীবিয়ান্। ওর ছেলেকে চেপে ধরলুম। তোমাব মা বলেছেন যে, সাইপ্রাসে তোমাদেব ব্যবসা আছে। চকচকে চোখে চেয়ে, তু'হাতে তু'হাত ধরে মোজেজের ছাওয়াল মাথা নীচু করে বলে,—সে পারবেন ঐ যে পিতৃদেব। এই তো সিদিনে ফিরেছেন সাইপ্রাস থেকে।

কাজেই একটা দিন ঠিক করে চলে যেতে হলো সেই টোকোর সমুদ্রতীরে, উবড়ো-খাবড়া পাহাড়ের পাঁজরের ওপর আছাড় খাচ্ছে যেখানে ভেনেজুয়েলার খাঁড়ি সার্পেন্টস মাউথের নীল জল। পাহাড়ের মধ্যে জুৎসই একটা ভাঁজ নিয়ে বসলে নারকোল কি বুনো আঙুরের ছায়ায় দিব্যি দিন কেটে যায়। ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) বিপ্লবের ধাকে তখন দোকানপাট বিলকুল বন্ধ। মোজেজ নিজেই এসে নিয়ে গেল।—বলছিলে সাইপ্রাসের কথা শুনবে। চলো আজ শোনাবো। দিনগুলো বড়ই বোদা মেরে গেছে। ঐ টোকোর পাঁজরে দিন কাটিয়ে আসা যাক।

মানে, ও সাইরিয়ান। কিন্তু একটি সিপ্রিঅট গ্রীক কন্যা ওকে বেশ ঘায়েল করেছে। বুড়ী, ছেলে-মেয়ে, সবাই জানে। কিন্তু বুড়ী খুব ভবিষ্যৎদার।

বলে, দেখেছো তো মোজেজ্‌কে! দুটো ষাঁড়ের সিং দু হাতে চেপে নির্বিবাদে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকলেও ওর গতরে টোল খায় না। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। নাতি-নাতনী হয়ে গেছে। আমি এই সাড়ে চার ফুট লম্বা থসথসে একটা বুড়োমির তাল। ওকে সামলানো কি এখন আমার কাজ নাকি? কাজেই বছরে বছরে ব্যবসা বলে যায়। কাটিয়ে আসে সাইপ্রাসে দু'চার মাস। কাটাক। আমার কি! সবাই খুশি থাকলেই আমি খুশি।

কাজেই মোজেজ্‌ সাইপ্রাসের আঁতের খবর খুব জানে। ও নিজে সিপ্রিঅট চার্চের ভক্ত। তা বলে ইসলামকে হেনস্থা করে না। কিন্তু ইহুদী বলতেই ও যেন ফেটে পড়ে। ম্যাকারিঅস্‌ ওর কাছে জীবন্ত দেবতা। সুভাষ, কাশ্মীরের মোহনলাল, আজিমুল্লা খান, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ-দের খবর ও জানে। ও খবর রাখে চে-গুয়েভারা, গ্রীভাস, ব্রাগাদিনো আর পাপান্তাভ্রোসের। আমায় হাত দেখায়; জিজ্ঞাসা করে, এ বছরটা কেমন যাবে বলো তো? আবার কী পরিমাণ টাকা ওকে সাম্প্রতিক কালে দিতে হয়েছে পাতাল-বাসী নাগ-সৈন্যদের তা বলেও আফশায়। কী করি বলো! সোফিয়া, সোফিয়ার তিন ভাই,—ওরা সবাই তো ঐ নিয়েই আছে।

সেও এক ধরনের ইতিহাস-চারণ। কেবল পদচারণ করতে হয় না; জানা যায়, দেখা যায় সব। এমনি করেই মোজেজ্‌ বলে। কিছুদিন থেকে মানুষটা খুবই বাতে ভুগছে।

চার্চভক্তি তা বলে খুব। সেণ্ট বার্নাবাসের নামে অজ্ঞান।

মানো তুমি এসব তুকতাক? সাধুসন্ত্‌দের কাঁথা আর মালার প্রতাপ?

তাই কি আর পারি ছাই? তবে যারা বলে মানি না তাদেরও তুমি বিশ্বাস কোরো না। সাইপ্রাসময় ঐসব তুকতাক, ঝাঁড়ফুক, মাদুলী আর পবিত্র-স্মৃতির পাহাড়। কে-না যাচ্ছে? ঐ বার্নাবাস গিয়ে হাজির হলেন এক গাঁ হুল্লোড়-বাজ মাগী-মদ্দোর মধ্যে। সমুদ্রতীরে তাঁরা দিগম্বর হয়ে নেত্য করছেন।... ক্ষেপে গেছে সন্ত্‌। আচ্ছা, কী বলে তোরা পালক ছাড়ানো মুর্গীর মতো দিনের আলোয় সর্বস্ব দেখিয়ে ধিঙ্গীপনা করছিস বল? তাই তো গেলেন চটে। আকাশ পানে চেয়ে তিন-তুড়ি। ব্যস। তুড়ি তো নয়, বাজ! তিন সেকেণ্ডে সে যা লণ্ডভণ্ড হলো। মানুষগুলো আর পাহাড়গুলো এক হয়ে জগরঝণ্টো। বার্নাবাস চেয়ে দেখলেন কারুর ঠ্যাং বেরিয়ে আছে চাঁই চাঁই পাথরের মধ্যে থেকে, তো কারুর হাত, কারুর শুধু মাথাটাই গড়াগড়ি খাচ্ছে। যুগের পর যুগ

সবাই বিশ্বাস তো করে আসছে। তাম্মাসোস্ যাবার পথে পলের সঙ্গে যেতে যেতে কী-ই বা খেয়েছিলেন তারা? গুটিকতক জলপাই। এখনও সে পথের জলপাই বাগান দেখিয়ে লোকে বলে তাঁদের মুখ থেকে ফেলা বীজ থেকেই গাছগুলো গজালো। নাও হতে পারে সত্যি। কিন্তু জলপাই তুলতে তুলতে সিপ্রিঅট মায়েরা যখন গান গেয়ে গেয়ে বাচ্চাদের সে গপ্পো শোনায়,—মাধুরী তো পায়; না পেলে গায়ই বা কেন? বাচ্চাগুলোই বা শুনে খুশি হয় কেন? আনন্দ যারা সৃষ্টি করে তারাই সন্ত্। এই বুঝি।

আরো মজা আছে। তোমার তো আবার দেখার বাইরের দুনিয়া নিয়ে কারবারও চলে। তাই না? গীতার ব্যাখ্যানের জন্যে তো ভীড় ধরে না তোমার দরবারে। অথচ পাক্কা তার্কিক মন। মাদুলী-তাবিজ বিশ্বাস করো না। বাধা দিতে হয়; করি বাপু করি। বিশ্বাসের নাম সতীত্ব। একজন ছাড়া দিলেই টস্কালো। যা বিশ্বাস করি, যাকে করি, যেখানে করি তারপরে অন্যত্র যাই না। এতেই কি আর অবিশ্বাস হলো? মুচকে হাসে মোজেজ্। এড়িয়ে গেলে। ভুখোড় ওস্তাদ! আমি হেসে ফেলি। না মোজেজ্, এড়াই নি, এড়াই না। ভূত, প্রেত, ছায়ালোক, প্রেতলোক, তাবিজ, গ্রহ, সামুদ্রিক আঁক কষা ভবিষ্যদ্বাণী,—এসব তত্ত্বের প্রসার-প্রচার যতো দেখলাম, পড়লাম, তাতে বুঝেছি হাসবার বা ওড়াবার কথা নয়। সাইপ্রাস তো এর আড্ডা। স্বয়ং ম্যাকারিঅস্ও এই পন্থী। সমস্ত লোহিতসাগর, নীলনদ, মেসোপোটামিয়া, বাবিলন থেকে নিয়ে সেই সিসিলি পর্যন্ত এ বিদ্যের এমন প্রসার যে, না ঈশা, না মুশা, না ইসলাম,—কেউ-ই তো একে হটাতে পারলো না। কিন্তু অতীত না জেনে চলছে যে কালে, ভবিষ্যৎ জেনে নেবার উঁকিমারা বুদ্ধি কী ভালো? উৎসাহ, উদ্দীপনা অজ্ঞাতের সঙ্গে লড়াই করাতেই বেশি। তাই…যা বলছিলে বলো। সাইপ্রাসে তো এ বিদ্যের ছড়াছড়ি!

ছড়াছড়ি বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা এই যে, যেমন ছড়াছড়ি, তেমনিই আবার চাপাচাপি। পাফোস্ এবং সমুদ্রতীরেই তো গ্রীক কালের মন্দির বেরিয়েছে। আফ্রোদিতের মূর্তি বেরিয়েছে। ওই সঙ্গে বেরিয়েছে কালো পাথরের লিঙ্গ-মূর্তি,—আফ্রোদিতের প্রিয় চিহ্ন বলো, মুদ্রা বলো,—যা বলো। লোকে জানে যৌবন আর রতিরঙ্গ জাগিয়ে তোলার দক্ষতা নাকি প্রচুর। তা, ওরা তো আবার সব খ্রীস্টানও; কাজেই মূর্তি তো আর পূজা করতে পারে না। আফ্রোদিতে আছেন মুজিয়ামে, কিন্তু সেই কালো লিঙ্গ-মূর্তির গায়ে

এখনও জলপাই-তেল চক চক করে। চোত মাসের থকথকে রাতে শোনা যায় এখনও যুবক-যুবতী জড়ো হয়, নাচে গায়, বাদামবাটা মাখিয়ে জলপাই-তেলে স্নান করায় মূর্তিকে। বলে, মেয়েদের কী সব শক্তির প্রখরতা আর উর্বরতা বাড়ে। অথচ দুনিয়াময় কিসে উর্বরতা কমে তাই নিয়েই তো শুনি এতো হল্লা। পচা সভ্যতা, নরক সভ্যতা। আসল কিস্‌সা মানুষ কমানো তো নয়ই ; আর কিছু। নষ্টামী করবো, ধার ধারবো না। তামাম বোর্জোয়া সভ্যতাটাই ফিকৃরে ; কেবল ফিকির। কিসের ফিকির জানো ? ধরি মাছ না ছুঁই পানি। এড়িয়ে যাবার দমবাজী।

আজ দিনভোর মোজেজ্‌কে বাজিয়ে নেবার তালে আছি। ওকে ওসকাতে হয় একটু একটু। একা মোজেজের পিঠে চড়েই সাইপ্রাসের ইতিহাস, প্রাগ্‌ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য, রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানা যায়।

তুমিও তোমার সাইপ্রীকার উর্বর শক্তিটা বাড়িয়ে···

ওরে বাব্‌-বা! তার যা আছে তাতেই জি-ও-ডি গড্‌ বলিয়ে ছাড়ে। আমারই বরং ওসবের দরকার বলতে পারো। তা যখন কিডনীর পাথর নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলাম—বলি তা হলে! কিঈক্‌কোর চার্চে ঐ পাথর গলাবার ঠাকুর আছেন বললে সবাই। সে ঐ ক্রুদোশ-এর মাথায়। এখন তো সে মাথায় টাক পড়েছে। অথচ অলিম্পাসের পাইন, দেবদারু, বার্চ আর সীডার সেই ক্লিওপাত্রার কালেও নাম ছিল। এক গেলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ; তারপর এই গ্রীভাসের গেরিলা বাহিনীকে নাজেহাল করার জন্যে শ্রীমান হার্ডিং সাহেব দিলে সাবড়ে।

আমি বাধা দিয়ে বলি, আচ্ছা, গ্রীভাস আর তার গেরিলাদল নিয়ে জানো কিছু তুমি ?

মোজেজের গাল লাল হলো। চোখের মধ্যে ফেনিয়ে উঠলো চর্বিমাখা খুশ-মেজাজী কৌতুক, কৌতুকের বন্যা। আচ্ছা, গেরিলা দল কি আরব্য উপন্যাস ? ওদের দেখে-শুনে বলে-কয়ে গপ্‌পো লেখা চালাকী ? ঐ একখানা রামবাঁশ বই, 'ফর হুম দ্য বেল টোল্‌স্‌', যা লেখা হলো, তারপর হেমিঙ্গোয়েকে আর 'সভ্য' সমাজে বাস করতে হোল না। ওহে বাচস্পতি, ও এক অমৃত নেশা। পান করলে দেবলোক ছেড়ে নড়া যায় না।

কিন্তু তুমি তো হাই স্ট্রীটের বেনে ; নম্বরী বোর্জোয়া!

হাসে মোজেজ্‌।

তা বলতে পারো। কিন্তু সে খবর জানে মিসেস মোজেজ্। তাই তো ব্যবসা চালায় নিজের নামে। বিছানা থেকেও বরখাস্ত করেছে। সাইপ্রিয়ানীর কথা বলছিলে, তার প্রেম, তার তেজ,—বললাম যে, একবার যো পায়া সো বেবাক খোয়ায়া। আমি যে কী তা কি আমিই জানি নাকি!

দিঘেনীজ্ কে জানো?—হঠাৎ প্রশ্ন করলুম।

গম্ভীর হয়ে গেলো মোজেজ্। তুমি ঠিক জানো যে, দিঘেনীজ বলে কেউ আছে? কেউ জানে? ইংরেজ বলেছে আছে; ইংরেজ বলেছে নেই। বলেছে গ্রীভাসই দিঘেনীজ। অথচ গ্রীভাসই যে আছে তাও তো কোন দিন ধরতে পারে নি। স্বয়ং ম্যাকারিঅস্ই কি জানেন? একটা কথা বলে রাখি, শোন। বাঙালী বলে তবু যা হোক পরিচয়টা আছে। বাঙালীর নাম ডুবিও না। গেরিলা বলতে যারা সত্যিকারের সংশপ্তক তারা যদি কখনও জানার মধ্যে এসে যায়,—ব্যস্, শেষ! আর আসবেও না, যাবেও না। ওদের প্রথম শপথই অজ্ঞাত থাকা।

তবু টাকা তো তুমি দাও। অস্বীকার করতে পারো?

গম্ভীর হয়ে মোজেজ্ বলে, টাকার অনেক বেশি দিই। বুড়ো বয়সে ভালোবাসার প্যাঁচে যে পড়ে সে আফ্রোদিতের লিঙ্গে তেল ঢালতে যায় না। · মুখখানা লাল হচ্ছে? কেন? আফ্রোদিতে, জানো তো, না পুরুষ, না মেয়ে, না ক্লীব। হামোফ্রোদাইতিক ব্যাপার। বলতে গেলে লিঙ্গ ছাড়া কী বলবো বলো!

জানি, আমাদের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আছে। ঋগ্বেদে বলেছেন—

ছাড়ো ঋগ্বেদ! টাকা দিই মেয়েমানুষের জন্যে নয়। মেয়েমানুষ রাখি টাকাটা দেবার জন্যে। ঐ যে আলখাল্লা ঢাকা মহাপুরুষের দলটি আছে, ওকে চেনার বিদ্যে ইংরেজের নেই। ওরা ওই তীর্থ, পুজো, উপোস, ব্রত, পারণ প্রভৃতি চাগিয়ে রেখে সাইপ্রাসের লড়াইটাকে চালু রেখেছে। এখন সেই পাথর নামাবার গপ্পোটা শোনো।—সালামিসে আছে সেই শুকনো কুয়া যার ভেতরে বার্নাবাসের হাড্ডিগুড্ডি পাওয়া গিয়েছিল। সেইসব বেমক্কা পথে ঘুরে ঘুরে তো হয়রান হলাম। তবু সে পাথর নড়লো না। সন্ত্ হেরাক্লাইফিসের মুণ্ডুটা আজও কাচের বাক্সে রাখা আছে। ছুঁলেই নাকি পাথর জল হয়ে যায়। ছুঁলাম। তার ভেলভেট্ ঝেড়ে ধুলো নিয়ে নস্য করলাম। লোকে করে। কোত্থেকে এতো ধুলো আসেই বা, তা জানি না।

তা বোলো না যোজেজ্। আমাদের বৃন্দাবনেও রজে গড়াগড়ি যাবার জন্তে পরিষ্কার রজ ঢালাই-করা বারান্দা থাম-ওলা গড়াগড়ি ভবন আছে।

যোজেজ্ বলে, আরে কামাচাট্কার শেয়ালের ডাক কি শীল মাছের মতো হবে নাকি? যেখানে শ্যাল সেখানেই হুক্কাহুয়া। জানা কথা।

কিন্তু ভাই ত্রিনিদাদে ব্যাঙে হুইসিল দেয়, এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যায়।

তা যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নাম কেন তবে? ইণ্ডিয়া মানে তো ঈস্ট্। তবু এটা ওয়েস্ট। কেন জানো? বানান ভুল। ডবলু-ঈ-এস্-টি নয়; এটা হলো ইণ্ডিয়া—তবে ডবলু-এ-এস্-টি-ই। এটা ছিষ্টিছাড়া! বর্ণ-সঙ্করের দেশ। নস্তি নিয়ে কিস্সু হলো না। অথচ সাইপ্রাসে পাথরে পাথরে ডাক্তারি, চার্চে চার্চে দেহযন্ত্রের গ্যারাজ্; এ দেহ মেরামত করতে তামাম দেবভূমি মরুভূমি হয়ে যাবে। দুঃখ হলো। খেতে হবে ছুরি! অবশেষে উষ্ণ প্রবাহে উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান এবং জলপান। কালোপানোওতিস্-এর জল নাকি লোহাও গলায়। খেলাম পণ্ডিত, সেই জলও খেলাম। পেট থেকে যতো শব্দ বেরুলো ততো বর্ষণ হলো না।—বৌ বলে, ঐ থেকেই নাকি আমার ঝগড়ার প্রবৃত্তিটা দূর হয়ে গেছে। হবে বা। সে যা গর্জন! সব ঝগড়া গর্জে গর্জে বেরিয়ে গেলো। পাথর কিন্তু যেঁও কে ত্যাঁও! কিন্তু তা বলে হাল ছাড়ি না। অবশেষে সেই স্তাভ্রাভূনীর গির্জা। সেণ্ট্ হেলেনার স্মৃতিপূত গির্জা…

বলতেই মনে পড়ে যায় সম্রাজ্ঞী সেণ্ট্ হেলেনা। কোথাকার সম্রাজ্ঞী কেউ জানে না। নাম সম্রাজ্ঞী সেণ্ট্ হেলেনা। আজকের কথা নয়। চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর বাইজেণ্টাইন সম্রাজ্ঞী হবেন। পালেস্টাইনে তীর্থ করতে গেছিলেন। যীশুর কোন চিহ্ন যদি পান। যীশুকে যে ক্রুশে গাঁথা হয়েছিল সেই ক্রুশখানা সংগ্রহ করা তাঁর সদিচ্ছা। পেলেন তো বটেই। যীশুর সঙ্গে যে চোর দুটোকে ক্রুশে গাঁথা হয়েছিল তাদের ক্রুশও পেলেন, (অবশ্য সবার অবগতির জন্য এখানে বলে রাখা ভালো—দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে য়োরোপে গির্জায় গির্জায় সাধু-সন্তদের যীশুর নিজের স্মৃতিচিহ্নের বাজার লেগে গিয়েছিল। এক মেরী মাগদালীনেরই শরীরটা, গোটা শরীরটারই তিন তিনটে সংস্করণ ফ্রান্সের তিন তিনটি গির্জায় আজও সুরক্ষিত! তা ছাড়া যীশুর দোলনা থেকে দাড়ি, খোঁচা-মারা বর্শা, শেষ মুহূর্তে চোষা ভিনিগারে ভেজানো রুটি, এমন কি রক্তের দাগও দেখিয়ে পয়সা আদায় হয়। ক্যাণ্টারবারী ক্যাথিড্রাল গড়তে পয়সার

অভাব হতে না হতে টমাস-এ-বেকেটের হাড্ডিগুড্ডি কবর থেকে বার করে দেখিয়ে একদিনেই (আজকালের হিসেবে) তিন লক্ষ ডলার সংগ্রহ করা হয়েছিল)। ঐ কম দরের দু'টি ক্রুশ দিয়ে একটি পুরো ক্রুশ গড়া হলো। তার মধ্যে আসলী ক্রুশের একটি টুকরো বসানো হলো। স্তাব্রাভূনীর গির্জা আজও এই ক্রুশের জন্ম প্রসিদ্ধ। ক্রুশটির এমন প্রতাপ যে, আকাশেই দোদুল্যমান হয়েও শক্ত, পোখ্তো, নট নড়ন-চড়ন। Excerpta Cypria নামে এক সাইপ্রাস বৃত্তান্ত মহর্ষি ফেলিক্স্ ফেবার (উলম্ শহরের উমিনিকান সম্প্রদায়) লেখেন। তাঁর নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা সেই বইতে পড়ি… it hangs in the air without support, and yet it stands so firmly as though it were attached by the strongest nails, or bonded to the wall, which it is not…কারণ মহর্ষি ক্রুশের চারধারে হাত বুলিয়ে পরখ করেছেন, কোথাও কোন বাঁধন নেই।

অসম্ভব অলীক না-ও হতে পারে। হিউয়েন সংয়ের বিবরণে পড়ি বরাহমূলে (কাশ্মীর—বারামূলা) তিনি দেখেছিলেন একটি ঢালাই লোহার বিরাট, মানুষের আকারের চেয়ে বড়ো, লোহার বরাহ মূর্তি মন্দিরের ছাদ থেকে ও মাটি থেকে সমান অন্তরে বিনা বাঁধনে ঝুলে আছেন। চুম্বকের কাজের সেই কারিগরী হিউয়েন সাংকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল।…

কিন্তু এই তল্লাটে ২২৬০ ফুটের খাড়াই পাহাড়ে যারা আশ্রম ও গির্জা গড়েছিলেন তাঁরা অতি অবশ্যই শত্রুপক্ষ থেকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে চেয়েছিলেন। আজই সেখানে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক ; শুধু যাওয়া, সেদিন সেই চতুর্থ শতাব্দীতে সেখানে প্রথম আশ্রম গড়ার কথা মনে করাও অত্যন্ত সাহসের পরিচয় মানতেই হবে।

…সেই গির্জায় গেছিলে মোজেজ্?

হ্যাঁ, ভাই। না গিয়ে জো কী! পেটে পাথর, সংসার-সমুদ্রে সাঁতরানো যে বিপজ্জনক। সেখানে সেই চোর আর যীশুর পাক্ করা ক্রুশ। তা সেখানে সে রাত ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখলুম হাঁড়ি হাঁড়ি পোদ্রোমোস আপেল আর চেরীর রস খাচ্ছি, যেমন খাচ্ছি, তেমনি বেরুচ্ছে। কোনো বাধা নেই, অবাধে। তা জেগে উঠে সেই রস বেশ দিনকতক খেলুম। সে পাথর-টাথর বেরুক আর থাক, যন্ত্রণা বলতে কিছু নেই।

কিন্তু ঐ যে ফাঁকে ফাঁকে থাকে থাকে সব পাহাড়ময় হেথা হোথা গির্জা,

—ওর মজাটা এখন একেবারে চূড়ান্ত। এই যে বছরের পর বছর গেরিলা-যুদ্ধ চলছে, চললো, এবং চলবে,—কারণ ম্যাকারিঅস্ ঝামেলাটার ফয়সালা করে নি। এর ফয়সালা হতে হবে। তখনও গেরিলারা এইসব বনে-বাদাড়ে থাকবে। আর গির্জাগুলোর ভেতরে পবিত্র পবিত্র সব জীবন্ত চিহ্নগুলোকে আপাদমস্তক প্রণতি জানাতে দৌড়ুবে। ঐ গির্জাগুলোকে ইংরেজরা বলে দুর্গ,—শয়তানের দুর্গ। কী অসভ্য অধার্মিক উক্তি, ভেবে দেখো!

ধর্ম যেখানে আড্ডা গাড়ে সেখানে আপাদমস্তক আড্ডা গাড়ে। তোমাদের ধর্মে শুনতে পাই শাক-মুলো-মশলা খাবারও তিথি আছে। আবার আর যাতে যাতে তিথি রাখলে লুপের ফাঁস পরতে হতো না সে সবের বেলায় আছে ফাঁকি। ধর্মটাকে এই ধরনের তলার পোশাক করে নিতে পারলে ঘন ঘন বদলানোও যায়, বদ গন্ধও বেরোয় না।—

আমি হেসে বলি, মোজেজ্, মোজেজ্,—তিথি দেখে খাদ্য-বিচারটা কিন্তু 'সামুদ্রিক' ভাই। ওটাতে ঐ ফিনিশীয়, সাইরীয়, বেবীলনীয়দেরই মোক্ষম অধিকার।

চেলা ছাড়িয়ে যায় হে, ছাড়িয়ে যায়। ইতিহাস বলছে মেরীপূজা (Mariolatry)-টা চার্চের দাদুরা ঈভ্-এর ন্যাকাপনার জবাবে চালিয়ে দেবার মতলবে ছিলেন। ঈভ্‌কে চাবকে চাবকে দাদুদের হাতে যখন ফোস্কা পড়ে গেছে তখন হঠাৎ তাঁরা দেখলেন যজমান ক্ষেপেছে। সুমুখে মা-বাপ। অথচ মায়ের নামে যা-তা। সেই আরম্ভ হলো মেরী-কথার জন্ম। সে জন্ম দিয়েছে আমার সিরিয়ার মানুষ। সেখানে এক জগন্মাতার পূজা হতো। আর্তেমিস-দায়ানা। তারা ছিল মাতৃভক্ত। সেই আলেকজান্দ্রিয়াতে বিশপ সিরিল—মিশরের ব্যাপার তো! ওরা ছাড়বে কেন? প্রথম এক যীশুমাতার কাহিনী প্রচলন করলেন। ক্রুজেডের সময়ে খ্রীষ্টানরা গেলো জেরুজালেম জয় করে খ্রীষ্টকে বুনেদী করে বসাতে; অহো, ফিরে এলো এশিয়ার এক দেবীপূজা, বলিদান ইত্যাদি সংগ্রহ করে। এখন তো মেরীরই দেখতে পাই একচ্ছত্র অধিকার। পাছে মেরীকে কেউ আলাদা কোন অখ্রীষ্টান দেবী মনে ভাবে তাই ভুলেও চার্চ যীশুকে কোলে না রেখে একা মেরীর পূজা করতে থমকে যায়। ধর্ম? সাইপ্রাসে গেলে উত্তরের পথ, দক্ষিণের মিশর, পূর্বের তন্ত্র শিব-শমী আর পশ্চিমের গ্রীক বেদান্তবাদ একসাথে পাবে। তার নাম সাইপ্রাসের খ্রীষ্টান চার্চ। এ চার্চে যতো তাবিজ, ততো জপ,

ততো উপোস, ততো ভক্তি, ততো তন্ত্র, ভূত, রোঝা, বশীকরণ, মারণ, উচাটন,—সব। সাইপ্রাসে ঠাকুর ছাড়া গাছ নেই তা জানো? ১০৭ জন সন্তদের মহাপুণ্যময় সমাধিতে ১০৭ কে ১০৭ দিয়ে গুণ করে যা যা অসাধ্য সাধন বর চাও সব পাবে। মোছলমান সন্ত অবধি পাবে। বাদুড়, সাপ, বেজী, ইদুঁরের উৎপাতের নানা মন্ত্র পাবে। সাপ নিয়েই সাইপ্রাসে যতো গপ্পো আর ভেল্কী আছে, লিখতে পারলে ইলিয়াড। বিদেশ থেকে ৩১৫ জন সন্ত এসে দেহরক্ষা করে এ তীর্থের মহিমাকে স্বর্গের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। ওক গাছটি শ্রীমান জীয়ুসের; ওকের ফল খাওয়া মানেই জ্ঞান আহরণ করা। হার্মিসের খেজুর গাছ (পরে আপোলো নিলেন; আরও পরে যীশুর দল); এপোলোর আইভী, কে-না জানে! ডুমুর গাছের মালিকায়িন প্রভৃতিদের মহাদেবী ডিমিটার (স্তো-মাতৃ); এই ডুমুর গাছের কাঠ দিয়েই বাক্‌কাসের সুপ্রসিদ্ধ লিঙ্গ মূর্তিটি তৈরি করে ফুলে মালায় সাজিয়ে তামাম আনাতোলিয়া, গ্রীক, ভূমধ্যসাগর সভ্যতা রম্‌ রম্‌ করে। সাইকামোর শমীর মতো অনন্ত জীবনের প্রতীক, আগুনের প্রিয়। গাইন ভালবাসেন দেবী সিবিল্‌। কালো পপলার আর উইলো প্লুটো আর প্রসার্পিনের। শাদা পপলার হারকিউলিসের। বেচারী তুঁত আর নারেঙ্গী, ওদের দেবতা খুঁজে দেখতে হবে।

মোজেজ্‌ এমনিতে বেশ খুশ মেজাজের লোক। কিন্তু হু'টি বিষয় নিয়ে কথা তুললেই ও একেবারে ন্যাংটা ভাষায় কথা বলে। সামলাতে পারে না। একটি তো ধর্ম; আর দ্বিতীয়টি—যাক,—সাবধানে বলা যাক,—পলিটিক্‌স্‌। ও নিজে বলে, আছি গোলাপী, ঘাঁটিও না। তাতালেই শুকিয়ে লাল হয়ে যাবো। লঙ্কা জানো না? লঙ্কা। দেখতে সবুজ; জিভে ঝাল; রক্তে গরম; পাকলে,—হ্যাঁ, ঐ যাকে তোমরা বলো, লাল!

আমি বলি, দেখো মোজেজ্‌, ভারতবর্ষে জন্ম। ব্রহ্মচর্যটাকে বুঝে-শুনে মানি। কিন্তু ওটা যে গৃহস্থ-ধর্মের পাঠশালা সেটা ভুলি না। অথচ বুদ্ধবাদ আমাদের দেশেই জন্মালো। দেশটাকে ন্যাঙোটি পরিয়ে পাকে পাকে বিদিকিচ্ছি করে তুললো। আবার তার দেখাদেখি যখন যীশুর প্রেম-ধর্মে এই গাঁজা প্রচলিত হলো,—মায়াবাদ ছায়াবাদ থেকে existentialism, voidism পর্যন্ত এলো,—মন যেন খিঁচড়ে গেলো। এতো 'নানারি' আর 'মনাস্ট্রি'র ব্যাপারটা কি বলো তো?

হাসে মোজেজ্‌,—আলেকজাণ্ডার ছিলেন এক পোপ, ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার।

সুখ্যাত বর্জিয়া পরিবারের সে-সব দিনের কাহিনীই বোধ করি যীশুকে আর ফিরতে দিল না। ঐ সব তুমি বিশ্বাস কর? লেভান্ত বোলে স্থান। সেখানে নান্ আর ঐ সব? উত্তরের ঐ গথেদের দেশটা নেহাত ঠাণ্ডা তাই ঋষি-ধর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস সামলায়। লেভান্তে ঐ সব মঠের ভেতরে নানান্ কাণ্ড। দৈব আশীর্বাদ কতো ঝরে জানি নে; শিষ্যারা প্রায়ই মহর্ষিদের সন্তান পালন করেন।

আর ম্যাকারিঅস্।

বেয়াড়া মাল। ওর যে কিসে সখ, কে জানে? লেভান্তে মদটা সবাই খায়। অন্যান্য নেশাও মানা নেই। গান-বাজনা ভালোই বাসে সবাই। নাচতে পেলে চলতে চায় না। ঐ ম্যাকারিঅস্‌কে দেখো। হাতে করে মদ দিচ্ছে সবাইকে। লোকে হাসুক, নাচুক, গাক,—দেখতে দেখতে আনন্দে ভরপুর হয়ে যান। কিন্তু নিজের বেলায়—অনাদি অনন্তকাল ধরে ভাবছে আর ভাবছে। ইংরেজ বলে, ওর হাসিই ওর ছদ্মবেশ। সত্যিই বলে। আমার মনে হয় একা একা ওর চেহারা যেন ঠিক রদ্যাঁর সেই চিন্তাগ্রস্ত মানুষটার ঝুঁকে-পড়া ভার-বহা মূর্তিখানা। কেবল দাড়িটাই উপরি। জিমনাশিয়ামের ডোরিক গেটের ওপারে, ভিনিশিয়ান মহলে সেকালে থাকতেন আর্ক বিশপ। আর্ক-বিশপেরই প্রাসাদ সেটা। আজকাল থাকেন নিকোশিয়া শহরের বাইরে নতুন শহরে। নদীর তীরে। ঐ জিমনাশিয়াম আর আর্ক-বিশপের মহাল যেন হৃদ্‌পিণ্ডের দু'ধারে দু'খানা ফুসফুস। সারা সাইপ্রাসের শরীরে রক্ত যোগাচ্ছে। চওড়া পথের দু'ধারে পেপার গাছের সার। থোকা-থোকা ফুল দেখে লোভ লাগে; কিন্তু সাইপ্রাসের সম্পদ লেবুফুলের যম। পেপার গাছে ফড়িংয়ের সদর কাছারি, আর সে ফড়িং লেবুফুলের যম। বলছি মানে মজা লাগছে। লেবুফুল মানেই তো ইংরেজের বাণিজ্য। আর তার যম ঐ পেপার গাছ। দু'সার পেপার গাছ। এক সারের নাম ম্যাকারিঅসের বিশপ প্রাসাদ; অন্য সারের নাম ম্যাকারিঅসের স্কুল, ঐ জিমনাশিয়াম। গ্রীভাসও পড়তো ঐ স্কুলেই। গেরিলাদের যারা ফাঁসি গেছে তাদের শতকরা নব্বই ঐ জিমনাশিয়মের। ঐ স্কুল থেকে মাঝে মাঝে দেখেছি ম্যাকারিঅস্ ভোরবেলায় সূর্য ওঠার আগে বারান্দায় পায়চারি করেন। সেই গম্ভীর মুখ, ধীর এবং সুচিন্তিত পদ-বিন্যাস,—না, মানুষটা অন্য প্রকৃতির। অন্য প্রকৃতির। সাইপ্রাসের ছাত্রেরা ইংরিজি কবিতার ভক্ত। বায়রনের কবিতা কণ্ঠে কণ্ঠে। ভার্জিলকে বলে ছনিয়ার সেরা আদমী।

কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির মারপ্যাচের কথা উঠলো কি,—এক কথা, —"ছাড়বো না হক; ঝুঁকবে না মাথা; রুখবে না কেউ!" গর্জায় ওরা পথে, ঘাটে, বাজারে, বন্দরে। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ী। তালে লেখা, গানে সাধা, মনে গাঁথা, কাগজে কাগজে বহু বিস্তৃত। আশ্চর্য লাগে। মানুষটা যেন অফুরন্ত একটা অগ্নিশিখা। নিজে জলছে। অন্যকে পথ দেখাচ্ছে। ১৮২১-এর সেই গ্রীক-স্বাধীনতার যুদ্ধে যে ইংরেজ তার শ্রেষ্ঠ কবিকে গ্রীসের হয়ে লড়তে পাঠিয়েছে সেই ইংরেজ যে একশো বছরের মধ্যে এতোখানি বেনেলীতে ডুবে যেতে পারে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। যে কোন ইংরেজকে জিজ্ঞেস করো সাইপ্রাসে্ গেলে কি খাতির পায়। মানুষ মানুষকে যে খাতির দেয় তাতে সাইপ্রাসের কৃপণতা নেই। কিন্তু ঐ যে পার্লামেণ্টের মধ্যে বণিক সম্মিলন চলে—

হাসি আমি। ও দেখে। দুষ্টুর মতো কুৎকুতে চোখ ইশারা করে।

—মানে, আমিও বণিক। তাই তো? ওই তো তোমাদের মতো পেটি বোর্জোয়ার ভুল। আরে পণ্ডিত, আমি হলাম সওদাগর। তায় আবার সাইরিয়ান সওদাগর। পূর্বপুরুষ ছিল সেই বোম্বেটের রাজা বোম্বেটে ফিনিশীয়। রক্তে আমার সওদাগরী। বন্দর থেকে বন্দরে কাঁধে করে মাল ঢুয়ে ঢুয়ে বেচে আসা। সমাজবাদীদের দুনিয়ায় কি প্রাইমমিনিস্টর এসে হাইস্ট্রীটে মাল বেচবে নাকি? সওদাগর, শ্রমিক, চাষী, পণ্ডিত এসব তো আছে, থাকবে আবহমান কাল। পার্লামেণ্টে বণিক সম্মেলন বলতে তাদের জানবে, যারা ব্যাঙ্ক আর একস্‌চেঞ্জে শেয়ার ঢেলে, বেচে, কিনে আজ পাউণ্ডের দর বাড়াচ্ছে, কাল কমাচ্ছে। মনে রেখো পিট্ সাহেব যখন হালে পানি পাচ্ছিলেন না, একজন, মাত্র একজন ইহুদীকে তামাম নেপোলিয়নিক যুদ্ধটি বেচে দিয়েছিলেন। একালে যুদ্ধই বাণিজ্য। এ বাণিজ্য না থাকলে পার্লামেণ্টে কর্তাদের নাচানাচি বন্ধ হয়ে যাবে। যার নাম দেমক্রাসী তার নাম বাণিজ্য—তারই নাম উপনিবেশতন্ত্র।

কিন্তু যোজেফ্, তোমায় দেখে তো দিব্যি—

—দিব্যি নাদুস নুদুস বিছানা-ভজা, দাদুভাই মার্কা গেরোস্ত গবেট বলে বোধ হয়। তাই না? আচ্ছা, ক্রুশ্চেভকে দেখলে বা টিটোকে দেখলে অন্য কিছু মনে হয় কি? একবারও কি ভাবো যে মাও এক বিখ্যাত কবি! এবং ঐ যে পাশার হাড়ের মতো চেহারা হো-চি-মীন ওর কাব্য ভিয়েৎনামের গর্ব?

পেটি বোর্জোয়ার আর এক ভূত-দেখা-ভয় আছে দেখতে পাই যে, যারাই সর্বাত্মক বিপ্লব চায় তারাই একটা খুব বেজায় বেরসিক, বেয়াড়া, চুয়াড় কি শুকং কাষ্ঠং। আস্তে আস্তে দুনিয়ার তা-বড়ো তা-বড়ো শিল্পীও মাৎ হয়ে গেছে লাল-ছাপ সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়। ম্যাকারিঅস্‌কেই দেখো না কেন, —মাখনের মতো মানুষটা। কোথাও কি ওর কোন জিঘাংসা রক্তলিপ্সা পাও? সেদিন একটা সাইকেল-চড়া ছেলের পকেট থেকে একটা গ্রীনেড পড়ে এক সর্বনাশ হলো। ছেলেটার বাঁ হাত, বাঁ পা উড়ে গেল। ভীড় হলো। কিন্তু অবাক,—লোকে দেখলে তাঁর প্রাসাদ থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। জানেন এ নিয়ে কাগজে কাগজে লেখালেখি হবে। কিন্তু এলেন। ছেলেটাকে অবশ্য নিজে কোলে করে নিয়ে গেলেন না। অন্যে তা দেবে কেন? কিন্তু এই যে সহজেই নিজেকে সবার মনে করা এটার তাৎপর্যই এই সর্বাত্মকতা।

কিন্তু ম্যাকারিঅস্‌ তো কম্যুনিস্ট নন।

সে তো তুমি নও, আমি নই, অনেকেই নয়। কিন্তু বল তো, তুমি কি সত্যি দেমক্রাসীর ভক্ত!

হেসে বলি, ভক্ত কথাটা বাড়াবাড়ি। ভক্ত আমি ভগবান-ছাড়া কারুর নই।

কে তোমার ভগবান।

মানুষ।

হাসলো মোজেজ্‌। ঐ জন্যে আমি হিঁদুর সঙ্গে কথা কই না। তোমরা হলে অত্যন্ত অসভ্য, দুর্নিবার, পেজুটে নচ্ছার জাত। মরেও মরো না। হেরেও হারো না। এশিয়াময় এই যে একটা বে-পরোয়া ভাব এটাকেই পরোয়াবাজ ইয়োরোপ ডরায় হে, ডরায়। আমায় দোষ দিও না। আমি সাইরিয়ান। না এশিয়া, না য়োরোপ।

সাত ॥ রক্তাক্ত সাইপ্রাস

ম্যাকারিঅস্‌ কম্যুনিস্ট একথা ম্যাকারিঅস্‌-এর শত্রু বা মিত্র কেউ বলে না। অথচ সাইপ্রাস কম্যুনিস্ট পার্টি—K K K ম্যাকারিঅস্‌কে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে। K K K-র খসড়ায় বলা হয়েছে 'All anti British element bourgeois or proletarian, whether Greek or Turk, whether they

want Greece or Autonomy, must co-operate in the struggle againts foreign rule'-এই নীতিটা নিয়ে গোঁড়া মহলে নানান্ হাসাহাসি। সেই হাসিই হাসি যা শেষ অবধি মুখে লেগে থাকে। গোঁড়া গ্যাঁড়াকলের হাসি টেঁকে না, এই যা দুঃখ। অনেক বৈয়াকরণিকের স্মার্তের মনেই সমাজতন্ত্র নিয়ে এ দ্বন্দ্ব আছে। বুঝি, ওরা ভগেলু (escapist) ; বুঝি, ওরা মতলব-বাজ (opportunist)। আসল কথা সমাজতন্ত্র বা সর্বহারাতন্ত্রটা, যাকে বলা যায় সর্বোদয়-বাদ বা সর্বতোভদ্র-বাদ বা কম্যুনিজম্, সেটা ধর্ম হিসেবে একটা নিরন্তর প্রগতি ; প্রবহমান কাল ও স্রোতের মত তা বদলায়, বদলানোই তার ধর্ম। বদলাবার ক্ষমতা দ্বারাই সে তার জীবন্ময়তার পরিচয় দেয়। বলে, আমি বাঁচি তাই আছি। প্রগতি, সদা-চিরন্তন প্রগতিকে অস্বীকার করে সর্বাত্মক সর্বোদয়বাদ বা সর্বতোভদ্র-বাদ (কম্যুনিজম্) নিজের অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখতে পারে না।

অন্যথায় জীবন হয় মন্থর। রক্ষণশীল পুঁজিবাদ কেবল অতীতের সংস্কার আর পাঁতি আউড়ে সভা মাৎ করে রাখে। লেনিন বারংবার জীবনে, কর্মে, বাক্যে, মননে প্রগতিকে 'আরও এগিয়ে' নিয়ে যাবার পক্ষে। যেমন তাঁর অশ্রদ্ধা আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে আইনানুগত্যতার প্রতি, যেমন তাঁর নিদারুণ অবজ্ঞা অনুশাসনিক সংস্কারের প্রতি, তেমনি প্রতি পদেই তিনি এগিয়ে গেছেন সামান্যতম পরিসরের মধ্যেও, অপরিচিতির অন্ধকারের মধ্যেও বিপ্লবের ক্ষীণতম শব্দের সঙ্গে যোগদান করতে। পৃথিবীর যেখানে যখন যতটুকু সশস্ত্র বা নিরস্ত্র বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই প্রগতিশীল সর্বতোভদ্র-বাদ এবং সর্বোদয়-বাদের প্রগতিশীলতা নিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন। "চরৈবেতি" মন্ত্রের মতো লেনিনও বিশ্বাস করতেন "নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি"। অশ্রান্তিই শ্রীর উৎস।

একদা ক্রুশ্চেভ হঠাৎ শান্তিফল খাবার সখে এই নিরন্তর সংগ্রামের নিবেদিত পথ ছেড়ে দিতে তৈরি হলেন। বললেন—"তুমিও থাকো, আমিও থাকি।" সর্বাত্মক প্রগতিবাদের স্বপক্ষে সংগ্রাম-নিরোধী এই আপোসী মতবাদের বিরুদ্ধে সেই যে পূর্ব-এশিয়ার পীত-সংগ্রামীরা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সেই থেকেই পূর্বের সংগ্রামী অভিযান এবং পশ্চিমের আপোসী বনিদিয়ানার ঝামেলা লাল দুনিয়াকে দু'খান করলো। লেনিনের সর্বাত্মক সংগ্রামের নিরাপোস অগ্রস্থতিকে ভুললেই সর্বহারাদের সর্বনাশ।

এই প্রগতির তত্ত্বেই গ্রীভাসের স্থান, গেরিলাদের স্থান, চে-র স্থান, ক্যাস্ট্রো হো-চি-মীন-লুলুম্বার স্থান। এই প্রগতির তত্ত্বেই একদা স্থান পেয়েছে চিয়াং,

নেহরু, বন্দরনায়েক, জেনারল আউংসান-এর সঙ্গেই ম্যাকারিঅস্‌ও। আজও যেখানে যেখানে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে পুঁজিবাদের বিপক্ষে—মিশর, সুদান, আলজিরিয়া, সিরিয়া, চিলি, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা—এতোটুকুও এগিয়ে যেতে চাইছে,—লাল ঝাণ্ডা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতা করতে। এই তাদের নীতি: নীতিটা সর্বাত্মক, সর্বরাষ্ট্রাত্মক। রুশ একটা রাষ্ট্র নয়, চীন একটা রাষ্ট্র নয়;—এটা একটা মতবাদ। মতবাদের অগ্রস্থিতি রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যবাদ নয়। সাম্রাজ্যবাদীরা গুলি-গোলা দিয়ে মতবাদকে মারতে চায়। এটা হতে পারে না। সর্ষে দিয়ে হয়তো ভূত মারা যায়, কিন্তু ধমকী দিয়ে মতবাদকে মারা যায় না। কাজেই ম্যাকারিঅস্‌কে সেলাম জানায় লাল ঝাণ্ডা। এটা আপোসী মতলব-বাজি নয়; বড়দাদার পুঁচকে ভাইয়ের পিঠ থাবড়ানো নয়। এটা সেতুবন্ধনে কাঠবেরালীর প্রচেষ্টাকে স্বীকার করা এবং সাবাসী দেওয়া। এটাই লেনিনিজ্‌ম্‌, অর্থাৎ সংগ্রামের রূপ যখন যেখানে যেভাবে আসুক, যতক্ষণ তা বুনিয়াদী সংরক্ষণশীলতার প্রতিপক্ষ তাকে আত্মীয় বলে গণ্য করো। কালক্রমে নেহরুবাদ, চিয়াংবাদ, টিটোবাদ বরবাদ হয়েছে, হবে; বেঁচে থাকবে সর্বাত্মক প্রগতিশীল বিপ্লব এবং সর্বতোভদ্র সমাজ। যাবৎ তা না হয়, তাবৎ মুঠি তোল।

এই জন্যই ম্যাকারিঅস্‌কে নিয়ে এতো হাসাহাসি, কথা কাটাকাটি। পশ্চিমের ভাড়াটে প্রেস-কেরানীগুলো ম্যাকারিঅস্‌কে বলেছে 'এম্বিকাস্‌' 'ক্রুড্‌,' বেরালের মতো ছোঁচা, পেঁচার মতো রাতের অতিথি, শেয়ালের মতো… ইত্যাদি। সারকথা ওদের দাল ম্যাকারিঅসের হাঁড়িতে গলে নি। ম্যাকারিঅস্‌ পাদ্রী, সুতরাং ধর্মযাজক, এবং কম্যুনিস্ট হতে পারে না; ইংরেজ-বিরোধী সুতরাং মানুষ নয়, এবং শয়তান হতে বাধ্য; গ্রীভাসকে এগিয়ে ডেকে আনে সুতরাং বিপ্লবী; কিন্তু এনোসিস্‌ চায় না সুতরাং গেরিলাদের সর্বনাশ; KKK র প্রতিপক্ষ, অথচ কম্যুনিজমকে রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা করছে না। ইনোসিসের বিপক্ষ, অথচ গ্রীভাস এবং গেরিলাদের ধানে মই দিচ্ছে না। EMAK এবং EOKA-র প্রাণস্পন্দন অথচ বিপ্লবের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। এই ন্যাকা সাধুটিকে নিয়ে কী করা যায়! এমনি সাধু জুটেছিল গান্ধী! ইংরেজ, সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস এদের কোন্‌ পিজেন্‌-হোল-এ যেন্তে বন্দোবন্দী করবে ভেবে না পেয়ে শুধু গালই পাড়ে।

কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ম্যাকারিঅসের যোগাযোগটা ভালো করে জানতে

হবে। ১৯২৪-এর স্কুলে একটি দল সাইপ্রাসে নিজেদের সাইপ্রাস কম্যুনিস্ট পার্টি KKK অথবা K[8] বলে ঘোষণা করল। এদের ভাষা সাধারণত সিপ্রিঅট বুঝতে বেগ পেতো। 'সাম্রাজ্যবাদীদের জোয়াল থেকে মুক্তি', ইত্যাদি কঠিন শব্দবিভ্রম তাদের কাছে তখন হিং টিং ছট। তারা বোঝে সাইপ্রাসের নাড়ী বাঁধা গ্রীসে। স্বাধীন মানে গ্রীসের রাজার তাঁবেদারীতে ঢুকে পড়া। রাজা ছাড়া রাজ্য তারা ভাবতেই পারে না। কম্যুনিজমের ঘোর বাধা সিপ্রিঅট স্বভাবের এই 'কুনো' বৃত্তি। দৃষ্টিটা মনোহর গ্রীক অতীতে সেঁটে যায়; যে দৃষ্টি ফিরিয়ে ভবিষ্যতের বেদুইন নিরাতঙ্ক স্বাতন্ত্র্যের দিকে যায় না। 'মুক্তি' মানে গ্রীসের বন্ধন। ১৯৩১-এ কম্যুনিস্টদের প্রসার গবর্নর স্বীকার করলেন। কম্যুনিস্টরা প্রকাশ্যে জাতীয় সংস্থার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করল। চার্চ আর এনোসিস যে কম্যুনিজম-এর প্রতিপক্ষ সে কথাটা জোর গলায় প্রচারিত হতে থাকল। ব্রিটিশ ভাবল রাম না মারুক রাবণ মারবে। মারীচেরই মতো মায়াবী বহুরূপী সে। চার্চ মানে ম্যাকারিঅস্। কম্যুনিস্ট পার্টি ম্যাকারিঅস্-বিরোধী, কেননা চার্চ-বিরোধী। এতেই লাভ। কম্যুনিস্ট পার্টি ম্যাকারিঅস্-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে বাড়তে লাগল। K[8] বরাবরই এনোসিস-এর বিপক্ষে। ম্যাকারিঅস্‌ও বিপক্ষে। ম্যাকরিঅস্-এর পক্ষে ব্রিটিশ শত্রু, গ্রীস শত্রু, কিন্তু কম্যুনিস্ট শত্রু নয়, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র। কম্যুনিস্টরা তাই ১৯৩১-এর সংগ্রামে যোগই দিল না শুধু, কারাবরণও করল। ১৯৩৩-এ K[8] নিষিদ্ধ সংস্থা বলে ঘোষিত হলো। ১৯৩৪-এ 'সিডীশন'-এর দায়ে ২৮ জন কম্যুনিস্ট কারাবরণ করল। যুদ্ধ পর্যন্ত এই অবস্থা। কিন্তু জর্মনী রুশ আক্রমণ করার পরেই ইংলণ্ড আমেরিকার ইয়ারটা বন্ধ হয়ে গেল। রুশ মলোটভ-রিবেনট্রপ প্যাক্টের আগে K[8] ছাড়াও AKEL (Working People's Reform Party)-এর জন্ম হলো। কম্যুনিজম্ পাতি পেল। আন্দ্রিয়া জিয়ার্ডাইদস্ এবং মাইকেল পিসাস্-এর মতো কম্যুনিস্টরাও ম্যাকারিঅস্-এর এথনার্কির সঙ্গে শুধু যোগসূত্রেই নয়, বন্ধুত্ব করল।

প্রতি দেশেই প্রগতিবাদী কম্যুনিজম্-এর দলে তাল-বেতাল থাকে, স্বাভাবিক। যারা তালে তাল রেখে চলে তারাই প্রগতিশীল বাম; যারা তাল রাখতে না পেরে পিছিয়ে যায়, দক্ষিণী হয়ে যায়। হোক, তবুও লাল মুঠো তাদেরও তোলা। সাইপ্রাসে এ দু'দল তো ছিলই,—তার ওপর আবার কম্যুনিজম্-এর সার্বজনীনতা সত্ত্বেও তুর্কী কম্যুনিজমের একটা ছোট

দল ছিল। আয়ার্তাইদস্ সব কটা দলকে এক করার স্বপ্ন দেখতো। দক্ষিণীরা ন্যাশনালিস্ট দলের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে পিছিয়ে থাকে। বামপন্থীরা বেপরোয়া এগিয়ে যাবার ফলে মৌলিক কাজ অনেক বেশি করে যেতে থাকে। এই দক্ষিণীরা K[৪] নাম নিয়ে এথ্নার্কীর সঙ্গে থেকে বিপ্লবী পন্থা জারি রাখল; বামপন্থীরা হলো AKEL, এবং AKEL-ই হলো সাইপ্রাসের জনমানসে ম্যাকারিঅসের সাচ্চা প্রতিপক্ষ।

ইংরেজ বলে, কম্যুনিজম সাইপ্রাসে তেমন জোরদার নয়; তুর্কদের মুখিয়া ডাঃ কুচুক বলেন সাইপ্রাসে দশটি গ্রীকের সাতটিই কম্যুনিস্ট। ডাঃ কুচুক বোঝাতে চান গ্রীকদের হয়ে ইংরেজ যদি বদান্যতা দেখায় সেটা কম্যুনিস্টদেরই সোনায় সোহাগা হবে। এথ্নার্কি কাউন্সিলের জিনন্ বলেন, ও বাজে কথা। গ্রীক সিপ্রিঅটের এক তৃতীয়াংশ সাচ্চা কম্যুনিস্ট। কিন্তু কে কম্যুনিস্ট নয় বলা কঠিন। এথ্নার্কি মানেই যে সমাজবাদের বিপক্ষতা এ ভাবা একদম ভুল। ম্যাকারিঅস্ নিজে প্রলেটারিয়েট-এর দারুণ বন্ধু। ইংরেজ তা মানতে চায় না। ইংরেজ যেন তেন প্রকারেণ বোঝাতে চায় ম্যাকরিঅস্ তামাম সাইপ্রাসের হয়ে কথা বলার যোগ্যতা রাখেন না। জবর-দস্তি এই মামদোবাজিই ক্যানিং থেকে নিয়ে চার্চিল, ম্যাকমিলন, হীথ পর্যন্ত—ইংরেজ রাজনীতির বদ্ধ ধারা। ওরা হয়-কে-নয় বলবেই। ওরা বলে রিয়ালিজম। ফ্রান্স হাসে। বলে, চোখে জড়ুল ইংরেজের রোগ, এরই নাম রক্ষণশীলতা। যেন তেন প্রকারেণ গ্রীসের সঙ্গে এক হবার দাবিকে ভেঙে চুর করাই এই উটপাখি মনোবৃত্তির কারণ। যেন তাতেই একটা দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন থেমে যাবে। কিন্তু আকেলও ম্যাকরিঅস্-এর মতোই নির্বিবাদী স্বাধীন সাইপ্রাসের পক্ষপাতী। গ্রীসের ফ্যাসিস্টবাদ তারা চায় না। কাজেই AKEL আবার সাইপ্রাস ম্যাকারিঅসের সমর্থক। এর পরে কম্যুনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল 'The ENOSIS slogan permits the strongest anti-imperialist mobilisation under the conditions existing at present'। এ সিদ্ধান্তের গূঢ় তাৎপর্য ম্যাকারিঅস্কে AKEL কম্যুনিস্ট পার্টি মেম্বর বলেই গ্রাহ্য করে না। যায় আসে কী তাতে? সাইপ্রাসে তখন সব পার্টি এক। AKEL, K[৪], ENOSIS, EOKA এবং Ethnorcy সবার এক রা, স্বাধীনতা। লর্ড উইনস্টার কনফারেন্স ডাকলেন। চড়া গলায় আর্কবিশপ লিওন্তিঅস্ বললেন ENOSIS, কেবল ENOSIS!

সমস্ত দ্বীপময় অশান্তি তখন। বিপ্লব আর বিপ্লব। দমননীতি অগ্রাহ্য করেও বিপ্লব। মস্কো বললো, যেখানে যে যে জাতীয় সংগ্রামে জাতীয়তার জন্য বিপ্লব চলছে তাকে সর্বাত্মক প্রলেতারিআৎ বিপ্লব বলেই গণ্য করা হোক। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এ বিপ্লবের সঙ্গে সহযোগ করা হোক। রক্ষণশীল ইংরেজ কখনও বিপ্লবের স্বরূপ স্বীকার করে না। করলে ক্রমওয়েলকে কবর থেকে তুলে ফাঁসি দিতো না। ইংরেজ সরকার বলতে লাগলো ম্যাকারিঅস্ কম্যুনিস্ট নয়, সুতরাং হে কম্যুনিস্ট, সাবধান। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললো, কম্যুনিস্টরা কিন্তু তোমার শক্তির সুবিধে নিয়ে নাক গলাচ্ছে। হে ম্যাকারিঅস্, সাবধান! বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসীকে সব সমাজ চেনে। পশু সমাজে এদের নাম "বাদুড়", "বহুরূপী", "ঘোগ"! মানব সমাজে এদের নাম সাম্রাজ্য-বাদী! ঘুঘু! ১৯৫৫তে EMAK এবং গ্রীভাস উভয়েই 'কম্যুনিস্ট শয়তান' সম্বন্ধে চেতাওনী দিয়েছে ম্যাকারিঅস্‌কে। কিন্তু ঐ কালো জোব্বায় ঢাকা লাল একটা প্রাণে ধ্বক ধ্বক করে চিতা জ্বলে,—যে কোন পণে, আপদ্ধর্মে পণও বিস্মৃত হয়ে সাইপ্রাসের পরম এবং চরম ধর্ম এখন একটা। সাম্রাজ্যবাদের কব্জা থেকে সাইপ্রাসকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করে নিরপেক্ষ সাইপ্রাসে প্রলেতারিআৎ শাসন চালু করা।

১৯৫২তে U.N.O.-র General Assemblyতে যাবার আগে ম্যাকারিঅস্ ঘোষণা করলেন: সোভিয়েৎ য়ুনিয়ন (লক্ষ্য করার বিষয় যে পশ্চিমী দমবাজদের মতো ম্যাকারিঅস্ 'রাশিয়া' বলেন নি। এটা বলা অপলাপ, অসত্য। রাশিয়া বলে কোনো রাষ্ট্র নেই। রাষ্ট্রের নাম সোভিয়েৎ সমাজ—এবং এ সমাজ 'আর্য' সমাজ, মানব সমাজের মতো বিশ্বপ্রাণতায় তন্ময়।) যদি সাইপ্রাসের প্রশ্ন জেনারেল এসেমব্লিতে তুলতে চান, আমরা অখুশি হবো না!

ইত্যাকার অন্তঃসত্ত্ব বাণীগুলোর ব্রাত্যতা-ই তো নিষ্ঠাবান আচমনী রাজনৈতিক পণ্ডিতদের গায়ে জ্বালা ধরায়। ওরা চেঁচায়,—মানুষটা রাসপ্যুটিন, ফন্দীবাজ, ঘড়েল, ঘুঘু—কতো কী!

১৯৫৩তে আবার। আমেরিকা থেকে ফিরে আর্কবিশপ বাণী দিলেন: আমরা পৃথিবীর সব জাতির সাহায্য চাই। পেলে, সে সাহায্য আমরা যে কোনো হাত থেকেই সাদরে নেবো; হোক না নোংরা হাত, তবু নেবো!

১৯৫৩, জুনে আবার দানেরোমেনী চার্চে বললেন—আমরা সর্বস্ব বিনিময়েও যে নিরাতঙ্ক স্বাধীনতা চাই, ঠিক তেমনটি স্বাধীনতা পাবার

প্রত্যাশায় দরকার হলে দু'হাত বাড়িয়ে দিতেও রাজি—দাহিনেও, বামেও,—পুবেও, পশ্চিমেও।—সেদিনের সেই বক্তৃতাসভা কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা বর্জন করেছিল। অথচ পক্ষান্তরে সে সভায় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিটি সভ্য যোগ দিয়েছিল। সে সভায় কম্যুনিস্ট ইনটারন্যাশনাল গাওয়া হয়েছিল। অথচ ম্যাকারিঅস কম্যুনিস্ট নন। তাঁর দোষ তিনি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্মাচার্য, শান্তিপ্রিয়। তিনি সগর্বে বলেন, কম্যুনিস্টও আমার ভাই।

এক বছর আরও গেলো। গ্রীক সরকার ইউনাইটেড নেশনস্-এ সাইপ্রাস প্রশ্ন তুললেন। সাইপ্রাসের কাগজগুলো গরম গরম কথা বলে। ইংরেজ ধমকায়। সিডীশনের আইনের ধমকি লাগিয়ে চুপ করাতে চায়। ১০ই অগস্টে কম্যুনিস্টদের এবং বামপন্থীদের নেতারা ম্যাকারিঅস্-এর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করতে গেলেন। জনতাকে জানানো হলো, আলোচনা হলো। দেখা গেল যে, গোষ্ঠীর হয়েও বেশির ভাগ ব্যাপারেই আমরা একমত।

এ তো বড়ো রঙ্গ। বিলেত থেকে বিশেষ সংবাদপত্র-প্রতিনিধি এলেন। সত্যিই কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেলে নাকি পুরুতঠাকুর? লণ্ডন টাইমস্ ম্যাকারিঅস্-এর এক টিপ্পনী ছাপলো। কাগজে আমি অনেক সময়ে পড়ি যে, চার্চ নাকি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। চার্চ কখনই কম্যুনিস্টদের ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। কোথাও যে কম্যুনিস্ট পার্টি বলে একটা পার্টি আছে এ কথাটা আমার বিচারে আমি ঢুকিয়ে দিতে নারাজ।

(ম্যাকারিঅস্—১৫ই অকটোবর, ১৯৫৪)

মিথ্যেবাদী। চেঁচালো ইংলণ্ডের কাগজ-লিখিয়েরা। লোকটা দক্ষিণেও থাকবে, বামকেও টানবে। কথা বলবে হেঁয়ালী। আর প্রত্যেক কথার ধার এতো যে একটু অসাবধান হয়েছো কি রক্তপাত! তাই না দক্ষিণ, না বাম,——কেউই আর্কবিশপ ম্যাকারিঅস্‌কে বাদ দিয়ে কোন আপোসে আসতে চাইত না। জানতো, তেমন আপোসের স্বাক্ষরকারীকে সিপ্রিঅটরা জ্যান্তো কবর দেবে।

১৯৫৫তে যখন EOKA সন্ত্রাসনীতি শুরু করলো তখন কম্যুনিস্ট AKEL বাহ্যতঃ বলে দিলো যে, EOKA-দের সঙ্গে (সাইপ্রাস গ্রীসের, গ্রীস সাইপ্রাসের) AKEL-এর কোন সম্পর্ক নেই। ১৯৫৬তে ম্যাকারিঅস্ দ্বীপান্তরিত হলেন। সন্ত্রাসবাদ কোন মতেই থামল না। দমননীতি চললো পূর্ণ বিক্রমে। রাষ্ট্রসংঘ হালুম করে উঠলো। র্যাডক্লিফ এলেন (ভারত

ইতিহাসের সেই ধুরন্ধর 'এওয়ার্ডী') সাইপ্রাস মামলাতে। সাইপ্রাস একেবারে ভেঙে এলো। পালালেন তিনি। রাষ্ট্রসংঘে ৭৮টি ভোটের ছিয়াত্তরটি বললো —সাইপ্রাসে দমননীতি চলবে না। শান্তি চাই। ব্যবস্থা চাই। দু'টি সদস্য যোগদানই করেন নি। যঃ পলায়তি নীতি অবলম্বন করলেন। ১৯৫৮তে AKEL ঘোষণা করলো, সারা সাইপ্রাসের একজনই নায়ক। ম্যাকমিলান প্লান একা তিনিই গিয়ে আলোচনা করুন।

ইতিমধ্যে গ্রীভাসের রাজনীতির ঘুণ অনেকদূর কেটে ফেলেছে। বামপন্থীরা স্মরণ করেছে স্পানিশ বিপ্লবে ফ্রাঙ্কোর অভিনয়। এ গ্রীভাসও অপর ফ্রাঙ্কো। প্রলেতারিয়াৎ বিচক্ষণ হয়ে উঠলো। সুযোগ বুঝে স্যর হিউ ফুট গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রীভাসই যে দেঘেনীজ বুঝিয়ে দিলো। সাইপ্রাসে গ্রীভাস বা দেঘেনীজের দলে এবং AKEL দলে নিত্য সংঘর্ষ হতে থাকলো। গেরিলা কর্তাদের মধ্যে আর কম্যুনিস্ট কর্তাদের মধ্যে আকচার সংঘর্ষ, হত্যা হতে থাকলো। দেশ যে কোনমতেই আর 'দক্ষিণ'-এ ফিরবে না—ইংরেজ তথা ম্যাকারিঅস্ দেখে যথাক্রমে অখুশি তথা খুশি হলেন।

সকলে তখন ম্যাকারিঅস্‌কে ধরেছে। "এ বোঝা আমায় নামাও বন্ধু নামাও।" এ দ্বন্দ্ব থামাতে তুমিই। প্রলেতারিআতের চিরবন্ধু ম্যাকারিঅস্‌কে তারা বললো, "We warn your Beatitude that the continuation of such incidents exposes Cyprus to the danger of Civil War. We pray that your Beatitude will use his influence to stop such incidents". (Cable to Archbishop Macarios from the Larcana Branch of Pancyprian Federation of Labour.)

ক্রমশঃ ENOSIS পন্থী দক্ষিণীরা বুঝতে শিখলো ম্যাকারিঅস্ স্বাধীন সাইপ্রাস চায়। বামপন্থীরাও তাই চায়। লিমাসল, লার্কানা, ফামাগুস্তা—তিন শহরের মেয়রই বামপন্থী। বামপন্থীদের জয়-জয়কার। বামপন্থীদের মুখিয়া জিয়ার্তাইদস্ ম্যাকারিঅস্-এর সঙ্গে সলাপরামর্শ চালাতে লাগলেন। জুরিখ-এ ম্যাকারিঅস্ গেলেন বিশ্বজাতিসংঘের বৈঠকে যোগদান করতে। বিষয়, সাইপ্রাস।

সাইপ্রাসের মামলাটা কি?

নিকোশিয়া থেকে প্রকাশিত সরকারি নীল-কেতাবে এ মামলার হদিশ

পুরোপুরি পাওয়া যায়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের শাসন থেকে মুক্ত হলো। সেই সময়েই (যদিও তুরস্ক ও তুর্কীদের বিষয়ে ইংরেজ বিবেক সজারুর মতো কাঁটায় কাঁটায় সজাগ) সাইপ্রাসও (যেহেতু আইনত সাইপ্রাস তুরস্কেরই, ইংরেজ মাত্র তত্ত্বাবধায়ক) মুক্তি পেয়ে গ্রীস হয়ে যেতে পারতো। চোথা ইংরেজনীতি সেটি হতে দেয় নি। গ্রীস শাদা এবং খ্রীষ্টান, সুতরাং তুরস্ককে ভাগাও। সাইপ্রাস থেকেও ভাগতে হলে ইংরেজকেই ভাগতে হয়; সুতরাং ওটা থাকুক। সে-ই রয়ে গেল।

১৮৭৮-এ তুরস্কের রাজত্ব সাইপ্রাসের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যখন ইংরেজ গবর্নর এলেন তখনও সাইপ্রাসের "প্রধান" হিসেবে গবর্নরকে স্বাগতম্ জানালেন আর্কবিশপ্ সোফ্রোনিঅস্। তিনিই বলেছিলেন, যথাকালে গ্রীসের আয়োনিয়া দ্বীপের মতো সাইপ্রাস গ্রীসের হাতে প্রত্যর্পিত হবার আশা সিপ্রিঅটরা করে।

১৯১৪-র মহাযুদ্ধ। তুরস্ক ইংরেজের প্রতিপক্ষ। কাজেই তত্ত্বাবধায়ক বীরদর্পে সাইপ্রাসকে আত্মসাৎ করলো। ১৯১৫তে হালে পানি না পেয়ে ইংরেজ ধর্না লাগালে নিরপেক্ষ গ্রীসের দোরে। গ্রীসকে 'উৎকোচ' হিসেবে সাইপ্রাস কবুল করলো, যদি গ্রীস ইংরেজর দুর্দিনে যুদ্ধে সহায় হয়, সাইপ্রাস 'বখশিস' পাবে। ঘৃণাভরে গ্রীস এই 'দান' প্রত্যাখ্যান করলো। ভদ্রজন তাই করে থাকে বটে!

সাইপ্রাসে স্বাধীনতা আন্দোলন এসব 'লেন-দেন'-এর তোয়াক্কা না রেখে চলতেই থাকে। ১৯৩১-এ সে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, ইংরেজ মুঠো উঁচিয়ে দমন করলো সেই স্বাধীনতা-আন্দোলন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বুকে দুলেছিল মণিহার, এ যুদ্ধ পরাধীনতার বিপক্ষে, ঔপনিবেশিকতার বিপক্ষে। ইয়ালটা চুক্তিতে এবং অতলান্তিক সনদ-এ শ্রীমান চার্চিল রুজভেলটের আঁড়ে-কাটা লাইনের ওপর দস্তখৎ করতে বাধ্য হলেন। তিনি কি তখন জানতেন 'সাম্রাজ্য' বলতে দুনিয়া এ তাবৎকাল যে ঝাণ্ডা বুঝতো, যে ভাণ্ডা বুঝতো, কারখানা-সম্রাট আমেরিকা সেসব পালটে এক নয়া উপনিবেশ, এক নয়া কারখানা-সাম্রাজ্যের পত্তনীদার হবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে! তখন অবস্থা এমন বেগতিক যে, হাতের তেলোয় দানা রেখে খাওয়ালেও ইংরেজ সিংহ সেই দানাও খায়! বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং!

সনদ অনুযায়ী গালভরা কথা, বিশ্বের উৎপীড়িত জনতার ব্যক্তি-স্বাধীনতা একদম্ ফিরিয়ে দিতে এ যুদ্ধ; উপনিবেশের বেশবাস পালটাবার এ যুদ্ধ; মানুষের দুনিয়ায় মানুষকে নিজের মনোমত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় থাকার জন্য এ যুদ্ধ।

গালভরা বয়েৎ! ফল কি? কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, প্যালেস্টাইন, মালায়া, সব দু'খান। বার্লিনের মতো দু'খানা নয়। নয়া নয়া রাষ্ট্র। এ সমস্যা বর্মার, সিংহলের, ঘানার, আলজিরিয়ার, কঙ্গোর, বায়াক্রার, ইন্দোনেশিয়ার মর্মেও আঘাত হেনেছিল। কিন্তু তৎকালীন নেতৃবৃন্দের প্রবল বাধা ছিল বলেই তারা নেহেরুত্ব, চিয়াংত্ব লাভ করে চিচিংফাঁক হয়ে যায় নি। বায়াক্রায় নিদারুণ বীভৎস কাণ্ড হয়েছে; ঘানায় তখত্ বদলেছে, ইন্দোনেশিয়ায় গণেশ উলটেছে, লুলুম্বার রক্তে লাল হয়ে গেছে কঙ্গো, তবু চিচিংফাঁক হয় নি। সাইপ্রাসকেও ফাঁক করার মতলব ছিল, আছে,—এই আব্রীকী রাশে-ফাঁসা ইংরেজের। এর নাম 'দিল্পো-মাসী' !! অন্যকে মূর্খ ভাবা-ই মূর্খের প্রথম ও প্রধান রোগ! নইলে ওয়েল্স্ ও ইংল্যাণ্ডে, কোয়েবেক এবং কানাডায়, স্পেনে ও বাথ-এ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে না পাখতুনিস্তানে কেউ গণভোট কেন নেয় না? বলেও না নেবার কথা? সাইপ্রাস স্বাধীনতা চাইল। ইংরেজ বললে, তুর্কীদের সর্বনাশ করে? তা কখনও হয়? সাইপ্রাস বললে, বেশ গণভোট নাও। ইংরেজ বললো, থামো, থামো। গণভোট বললেই গণভোট? ভাবতে দাও। গ্রীক ও তুর্কী ৮০ এবং ২০, তবু গ্রীক মত মতই নয়। ১৯৫০-এ সাইপ্রাস চার্চ গণভোট নিলো, ৯৬% স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভোট দিল। ভোট দেয়-ই নি সিভিল সার্ভেণ্টরা। সুতরাং তুর্কিরাও এই ভোটে স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিল। নইলে ৯৬% হয় কী করে? ইংরেজি কাগজগুলো হাঁউ-রে হাঁউ করে উঠলো। বললো, বজ্জাতের ধাড়ী ঐ পাদ্রীগুলোর ধমকীতে এ কাণ্ড হয়েছে। হায় রে হায়, পাদ্রীর ধমকে তুর্কীরাও ভোট দেয়। ধমকীর চোটে সিংহও ঘাস খায়। নইলে ইংরেজ এবং ইংরেজ 'দিল্পো-মাসী'!

সাইপ্রাসের ম্যাকারিঅস্ সরকার বলেন, "The will of the people was ignored in a manner sadly reminiscent, in spite of two World Wars, of 19th century autocratic politics"—বাংলা কথায় অন্যার্থ

"স্বভাব যায় না মোলে, ইল্বং যায় না ধুলে"—ধুলে কি আর চিতাবাঘের চামড়ার দাগ যায়? না, বাঘ তপস্বী হলে তুলসীপাতা চিবোয়?

অবশেষে হাল্লাক হয়ে ১৯৫৪তে গ্রীস সাইপ্রাসের কথাটা পাড়লো রাষ্ট্রসংঘে। ব্রিতানীয়া আবার হালুম করে উঠলো। সে তখন রাষ্ট্রসংঘের তারুণ্য। সে তরুণী তার ছলাকলায় বাজার মাৎ করে। আজ রাষ্ট্রসংঘে এশিয়া-আফ্রিকার দুর্দাম রাষ্ট্রগুলো রং বদলে দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের। সেদিন তা ছিল না।

কাজেই 'সমঝোতা'র পথ ছেড়ে সক্রিয় সজীব আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাইপ্রাস। ইংরেজের চোখের মধ্যে আঙুল না ঢোকালে সে দেখতে পায় না। ১৯৫৫-র পয়লা এপ্রেল সাইপ্রাস তার রক্তাক্ত ভীষণ বিপ্লব আরম্ভ করলো। গ্রীভাসের গেরিলারা যোগ দিল। ম্যাকারিঅস্ দিন-রাত এক করে পরস্পর বিবদমান রাজনৈতিক যুক্তিবাদীদের এক করে রাখলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সততা, সচ্চরিত্রতা এবং অবিসম্বাদী দেশপ্রিয়তা তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় নেতার আসন দিল। এই সময়ে ম্যাকারিঅস্ বোধকরি তাঁর নিজের সহিষ্ণুতা এবং বিশ্বস্ততা, একাগ্রতা এবং তৎপরতার আদর্শকেও ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে গিয়েছিলেন।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ এই সংগ্রাম অব্যাহত চললো। সংগ্রাম এক মুঠো মানুষের, ইংরেজের শক্তির বিপক্ষে। তবু চললো। সুভাষ রামভজাদের বলতেন, সংগ্রাম ছাড়া বিপ্লব সার্থক হয় না। লেনিন তাই বলতেন। মাও তাই বলেন। অধুনার ইতিহাসে যে যে দেশ উন্নতি করেছে, অর্থাৎ পৃথিবীর সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ থেকে সব চেয়ে এগিয়ে যাওয়া দেশকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, সেই সেই দেশই এগিয়ে গেছে বিপ্লবের মাধ্যমে। আজকাল রাষ্ট্রসংঘে চীনকে সামিল করার যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তার কারণ চীনের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রবীণতা। এই প্রবীণতা সে হাসিল করেছে ত্রিশ বছরেই। হাসিল করেছে একা। সোভিয়েৎও তাই। ক্যুবাও তাই। এই সময়টা, পক্ষান্তরে, কী হলো কঙ্গোয়? ভিয়েৎনামে? ইন্দোনেশিয়ায়? ভারতবর্ষে? এতেও যদি কর্তাব্যক্তিদের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় না ঘটে তবে রাহুর গ্রাসে পতিত তাঁরা। তাঁদের মোক্ষ কল্পে পিণ্ডদান করা প্রত্যেক মুমুক্ষুর পক্ষে কর্তব্য। প্রেতদের একমাত্র খাদ্য পিণ্ড। চটকাও সেই পিণ্ড। চটকানো চললো সাইপ্রাসে।

১৯৫৬-তে ম্যাকারিঅস্কে ডাকলেন লর্ড হার্ডিং, সমঝোতা। ঝানু ইংরেজ

ঢেঁড়া কেটে ম্যাকারিঅস্‌কে জানিয়ে দিলেন যে, যদিও ম্যাকারিঅস্‌ নিমন্ত্রিত, কিন্তু সেটা দেশের নেতা হিসেবে ন'ন। মাত্র Ethnarchy-র মাথা হিসেবে, অর্থাৎ দেশের ধার্মিক নেতা ; পলিটিক্‌সের যেন কেউ ন'ন তিনি। ন্যাকামীতে ইংরেজকে সেই চার্লস ফার্স্ট থেকে অদ্যাবধি কেউ এঁটে উঠতে পারে নি। বেনে যে! বেনের কাছে ন্যাকামীও লাভজনক।

সেই সমঝোতায় ইংরেজ তত্ত্বত স্বীকার করলো যে, গণভোটের ওপরে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা দিতে ইংরেজ যদিও বাধ্য থাকবে, তবে সেটা 'আজ' নয়। কবে? যবে, যখন, যেদিন, যে শতাব্দীতে ইংরেজ বুঝবে যে, রাজনৈতিক কোনো কারণেই সাইপ্রাসে ঘাঁটি আর রাখার দরকার নেই, সেই শতাব্দীতে! ব্যস, আর কি? এর বেশি আর চাই কি?

[একদা এই ইংরেজ ভারতবর্ষকে 'স্বাধীনতা' দিতে চেয়েছিল ভাইসরয়ের কাউন্সিলে নেহরুকে ছুরি, কাঁচি, লাল ফিতে, গঁদের মন্ত্রীত্ব কবুল করে !!]

ম্যাকারিঅস্‌ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন এই বিষাক্ত হাত। সে কী রাগ হার্ডিংবাবুর! তাড়াও এদের! ভাগাও। ম্যাকারিঅস্‌ এবং আরও দু'জন দ্বীপান্তরিত হলেন। কারণ? বিপ্লবী ; তারও বাড়া—লাল !! ওরা কম্যুনিস্ট। ইংরেজ জানে, আমেরিকার জনমত ঐ শব্দটিকে জুজুর মতো ভয় করে। কেন করে জানে না, ভাবে না, আলোচনা করে না—কেবল জুজুর ভয়। কম্যুনিস্ট অথচ আমেরিকা কু-ক্লাক্‌স্‌ ক্লানকে ভয় করে না ; এপারথীড্‌-কে সমীহ করে।

১৯৫৬-১৯৫৯-এর বিপ্লব সর্বাত্মক বিপ্লব ছিল। এ পরিচয় আমরা পেয়েছি। আমরা পরিচয় পেয়েছি এটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না। কোনো সিভিল ওয়ার নয়, রায়ট নয়, গুণ্ডামী নয়। অত্যাচারী বিদেশীকে, শোষক ডাকাতদের সরাবার দায় ও দায়িত্ব সব মানুষের আছে। 'ইংরেজ খেদাও' সাড়ায় জেগে উঠলো সাইপ্রাস। কিন্তু সেই তালে হঠাৎ সাইপ্রাসের ব্রিটিশ পুলিশ বিভাগে হঠাৎ তুর্কীদের সংখ্যাটা বেড়ে গেলো। ভারতবর্ষে এককালে হিন্দুদের রবরবা ছিল ; সেটা ১৮৫৭-র আগে ; তার পরে সেটা কমে এলো ; কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ঠেলায় ১৯১৯-এর পর ভারতবর্ষে হঠাৎ সরকার মুসলমানের পরমবন্ধু হয়ে উঠেছিল। ফলে ভারতের চিচিং ফাঁক হয়ে গেলো। সাইপ্রাসেও এই স্বস্ত্যয়ন চলছিল। কিন্তু পুরুত যেখানে ম্যাকারিঅস্‌ সেখানে এ দাঁও চললো না। শেলের প্রতিপক্ষে বিশল্যকরণী জানতেন তিনি।

ইংরেজের এতো তুর্কী-প্রীতি খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ে কোথায় ছিল?

Lausanne-এর সন্ধিতে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই সাইপ্রাসের ওপর তুর্কীকে তার সব দাবী ছাড়তে বাধ্য করা হলো তখন এ দরদ কোথায় ছিল? যখন সন্ধির ফলে তুর্কীর দাবী নস্যাৎ-ই করা হলো তখন, নতুন করে তাকে চাগাবার এ কায়াকল্প মদনানন্দ মোদকের প্রয়োগ কেন?

ফলে বিপ্লবের মধ্যে গ্রীক সংগ্রামীরা তুর্কীদের পাড়ায় কোনোরকমের উৎপাত হতে দিত না। ওরা জানত, একটু কিছু হলেই সেই বিষ থেকে গ্যাংগ্রীন হবে; সাইপ্রাসকে দু'খানা করে তার একখানাতে আমরিকী ঘাঁটি হবে,—যেমন হয়েছে কোরিয়ায়, ইস্রায়েলে, পাকিস্তানে। ম্যাকারিঅস্ সাই-প্রাসকে হাইনান হতে দিতে নারাজ।

লর্ড রাডক্লিফকে পাঠালো ইংরেজ ১৯৫৬-র শেষে। মতলব শাদা, সহজ, নির্জলা। সাইপ্রাসে তুর্ক ও গ্রীকদের ঝামেলার একটা ভাগাভাগি দরকার!

সাইপ্রাস অবাক! ঝামেলা? কোন্ ঝামেলা? গ্রীক-তুর্ক ঝামেলা এ পর্যন্ত কবে হলো? ম্যাকারিঅস্ বুঝলেন ইংরেজের মতলব। এবার হবে রাজনৈতিক দাঙ্গা। ভাড়াটে হলেও দাঙ্গা পাকাতে হবে। হবেই হবে। হয়ে এসেছে। এখানেও হবে। ইংজিরি দিল্লী-মাসী। রাডক্লিফ তাঁর রিপোর্টে স্পষ্ট লিখে দিলেন যে, সাইপ্রাসে তুর্ক ও গ্রীক ফেডারেশনের কথাও ওঠে না। বলবেনই তো! তুরস্ক তখন আসকারা পেয়ে মাছের ভাগের জন্য পাতের পাশে ল্যাজ গুটিয়ে বসে আছে।

কিন্তু ম্যাকারিঅসের অনুপস্থিতিতে বিপ্লবী সংগ্রাম অজস্র ধারায় বয়ে চললো কাইরেনিয়া আর ত্রুদোস্ পাহাড়ের হাজার হাজার ফাঁড়ি বয়ে। সে বিপ্লব থামলো না, থামানো গেল না। বাধ্য হয়ে ম্যাকারিঅস্‌কে ফিরিয়ে আনানো হলো।

রাষ্ট্রসংঘে গ্রীস খুব জোর দিতে লাগলো। সাইপ্রাস সম্বন্ধে কিছু একটা হওয়া যখন অবধারিত,—তখন ১৯৫৮-তে দাঙ্গা নামলো বাড়িতে আগুন ধরার মতো। গ্রীকদের পাড়ায় এ নিয়ে কোনো প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে বহু তুর্কী সরকারী চাকরি পেয়ে তালেবর হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ডাক্তার কুচুক মাথা চাড়া দিয়ে দেখা দিয়েছেন। নিকোশিয়ার তুর্কী দূতাবাসের প্রেস অফিসে একদা বোমা ফাটলো। ব্যস, দাঙ্গা আরম্ভ হলো। ব্যস, ইংরেজ খৈর খাঁ প্রেসগুলো নিন্দে করতে লাগলো গ্রীকদের। তুরস্কের "মিলায়ৎ" পত্রিকা এই নষ্টামীর ধিক্কার দিলো। স্পষ্টই বলে দিলো, গ্রীকদের

এর মধ্যে জড়ানো অন্যায়, অপলাপ। এ কাজ গ্রীকেরা করে নি। শ্রী এমীন্ দিরভানা একদা সাইপ্রাসে তুর্কী-প্রধান দূত ছিলেন। তিনি 'মিলায়-তে' প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানালেন।

জানালেন—কিন্তু শোনে কে? ১৯৫৮তে দাঙ্গা তখন তুঙ্গে। শ্রীমান্-ম্যাকমিলান তখন এক প্লান পেশ করলেন। মতলব? এই প্লানের মাধ্যমে দাঙ্গাকে ফেনানো, তুর্কদের মন গ্রীকদের প্রতি আরও আড়ষ্ট করে দেওয়া, এক তুর্কী "নেতা"র সৃষ্টি করা, এবং এই মিথ্যার ঝুড়ির ওপর ফুলমালা সাজিয়ে দুনিয়ার চোখে ধাঁধা লাগানো। ইংজের 'দিল্‌পো-মাসী।'

ম্যাকমিলান প্লান বললো—সাত বছর তক 'স্বাধীনতা' নামক মামলা শিকেয় তোলা থাকুক। এর মধ্যে গ্রীকরা গ্রীক হয়ে তুর্করা তুর্কী হয়ে এক দেশে দুই 'জাতি' (স্মরণে আছে, শ্রীজিন্নার দুই জাতি থিওরী! ওটি কার মস্তিষ্কের সন্তান বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কী?) হয়ে থাকুক। দ্বীপের শাসন-বিভাগে 'দুই জাতি' মিলে একটা কেন্দ্রীয় শাসনগোষ্ঠী গড়ে তুলুন (স্মরণে আছে, শ্রী কংগ্রেস ও শ্রী লীগের ভারতবর্ষে এমনি হাড়িকাঠে গলা এগিয়ে দেওয়ার কথা?)। কে রাজি হবে এতে বলুন তো? তুর্কী, অর্থাৎ সরকারী-খয়ের খাঁ দাঙ্গাবাজরা। সত্যিকার তুর্কীরা তুর্কীদের ভয়েই তখন কিছু বলার সাহস হারিয়েছে। কিন্তু গ্রীকেরা ঘৃণাভরে ল্যেথ্‌ড়ে দিল এই হাড়ি-কাঠী ব্যবস্থা। বললো, দেশখানাকে দুই করার ব্যবস্থাটি দিব্য দেখছি তো!

অবশেষে গ্রীক সরকার এবং তুরস্ক সরকার (সাইপ্রাস নয়, লক্ষণীয়) উইরীথে সম্মিলিত হলেন। সে সম্মেলনে একজনও সিপ্রীঅট রইলো না। ১৯৫৯-এর ১১ই ফেব্রুয়ারীতে গ্রীস ও তুরস্ক-এর প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এক সমঝোতা হলো। এর অব্যবহিত পরে লণ্ডনে এক বৈঠকের আয়োজন করা হলো। এবার গ্রীস এবং তুরস্ক ছাড়া এলেন ব্রিটিশ সরকার। ডাকলেন সাইপ্রাসকে নয়। না, সাইপ্রাস তখন নেই। কেবল সিপ্রিঅট গ্রীকদের প্রতিনিধি এবং তুর্কী সিপ্রিঅটদের প্রতিনিধিকে।

ম্যাকারিঅস্ ধীরে ধীরে বুঝছেন গতি কোন্ দিকে। উট নাক গলিয়েছে তাঁবুর মধ্যে; অচিরাৎ শেখই যাবে বাইরে, এবং উটই লম্বমান হবেন তাঁবুর মধ্যে। বিদ্রোহ বাদ দিয়ে সমঝোতার অবধারিত ফল ফলবে। লণ্ডনে এবার ডাকা হবে গোল-টেবিল বৈঠক। তথায় ইউরীথ্‌-এর পাঁচন হাঁ করিয়ে গলায় ঢেলে দেওয়া হবে। ম্যাকারিঅসকে তাই পান করতে হবে; অন্যথায় পুনশ্চ

বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব আর এখন বিপ্লব নয়। ১৯৫৩-৫৬র বিপ্লব ছিল সিপ্রীঅট বিপ্লব। তার মধ্যে গ্রীকও ছিল, তুর্কীরাও ছিল। ঠিক যেমন ছিল সিপাহী বিদ্রোহ; প্রাক্-খিলাফৎ কংগ্রেস আন্দোলন; বাংলা-পংজাব ব্যাপী পাতালবাসী গুহাশায়ী সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু ১৯৫৬র পর সাইপ্রাসে গড়ে তোলা হলো গৃহবিবাদ। সাইপ্রাসের হাতে সাইপ্রাসেরই রক্ত রইল। তুর্ক এবং গ্রীক-তুর্ক এবং গ্রীক হয়ে গেল; আর তারা সিপ্রীঅট রইল না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। বহু যুগের ওপার থেকে এ সৃষ্টির বন্যা-মড়ক-শুখো মানুষের শান্তি নষ্ট করেছে। আজও আয়র্ল্যাণ্ডে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়; সিলোনে, ভিয়েৎনামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণাম আজও চলছে। ভারতবর্ষের তো কথাই নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চাষ করলে একটি ফল অনিবার্য। সেটি একটি পেটোয়া নেতা। সে নেতার ঐতিহাসিক নাম কুইজলিং, পেতঁ্যা, চিয়াং কাইশেক। ভারতের ইতিহাসে এমনি একজন ত্রাণকর্তার নাম এল জিন্না। ক'জন মুসলমান নিয়ে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে পবিত্র ইসলাম-ভূমি রচনা করলেন তা জানা যায় আজও ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমান অহিন্দু-ভারতীয়দের দিকে তাকালে। পাঁচ কোটি যেখানে সমান অধিকার নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকে, সেখানে আরও দশ কোটি কেন থাকতে পারবে না এ বাবদে কোন যুক্তিই সুযুক্তি হতে পারে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই দক্ষভাগ হবার ফলে সত্যিকারের লাভবান যাঁরা হলেন তাঁরা শতকরা নব্বই ভাগই বোর্জোয়া। প্রলেতারিয়াৎ—চিরদিনের রিয়ালিস্ট। তারা জমি ছেড়ে নড়ে না। বাজার ছেড়ে যায় না। তাদের আসল ধর্ম রুটি, প্রাণ, ইজ্জৎ, দেশ, সংস্কৃতি; তাদের আসল পরিচয় নদীর নাড়ীতে, খুশির স্পন্দনে, পাহাড়ের ছায়ায়, ক্ষেতের স্পর্শে। এরা কোনোদিনই দাঙ্গার ফলে লাভবান হয় নি। সাইপ্রাসেও হলো না। সাম্রাজ্যবাদের নয়া সৃষ্টি হলো, নাম ডাক্তার কুৎশুক। তাঁকে এবং ম্যাকারিঅস্‌কে (!) (ভারতবর্ষে আবুল কালাম আজাদ সত্বেও, জিন্না; গফর খাঁ সত্বেও জিন্না, স্মরণে রাখতে হবে) ডাকা হলো। এবার বলির যজ্ঞে ডাকা হলো—(১) ভগবান্ ঐ ইংরেজ; (২) এবং (৩) উকীল-পুরুৎ, (৪) গ্রীস এবং তুরস্ক; (৫) বলির পাঁঠা, ম্যাকারিঅস্, এবং (৬) জল্লাদ, ডাঃ কুৎশুক। স্বর্গ হোক নরক হোক ভুগতে ভুগবে সাইপ্রাসের জনতা। ইউরীখ-এর অব্যবহিত ফল লণ্ডন কনফারেন্স (১৯৫৯)।

এই কনফারেন্সের জন্য ম্যাকারিঅস্-এর আফসোসের অন্ত নেই।

অবধারিত ভাবে তাঁর সাইপ্রাস-স্বপ্ন দু'খানা হতে চলেছে। কিন্তু তিনি রোধ করতে পারছেন না। প্রতিকার বিপ্লব। ১৯৫৬তে বিপ্লব করার মতো সামর্থ্য সাইপ্রাসের ছিল না। মিশর এবং কঙ্গোতে, ইস্রায়েল এবং গুয়ানাতে, হেইতী, সান্তোমিঙ্গোপ এবং ক্যুবা-তে বিপ্লব-প্রধান দলগুলোকে পিষে ফেলছে তখন সাম্রাজ্যবাদ। গৃহবিবাদ তখন করা যায় না। আবার বিপ্লব করতেই হবে। ততদিনের জন্য সময় চাই। ম্যাকারিঅস্-এর "প্রধান" হবার প্রলোভন নেই; কেননা, তিনি সাইপ্রাসের "প্রধান"—ঐতিহাসিক, ধর্মতঃ এবং ৯৬% ভোটের বলে। সে প্রধানত্ব থেকে কেউই তাঁকে হঠাতে পারে না। কিন্তু সাইপ্রাসের গৃহবিবাদ মেটাতে গেলে পরদেশীকে সরানো দরকার। তারপর রইল সাইপ্রাস, এবং থাকবেন ম্যাকারিঅস্।

দুঃখের সঙ্গে ম্যাকারিঅস্ লণ্ডন কনফারেন্সের অত্যন্ত জঘন্য শর্তগুলো মেনে নিলেন। সে শর্তগুলি:

১। সাইপ্রাস রিপাব্লিকের সংবিধান রচনা করতে হবে।

২। সে সংবিধানের খসড়ায় ইউরীখ সমঝোতার মূল নীতিগুলি থাকবে। অর্থাৎ—

(ক) তুর্কদের আলাদা করে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হবে,

(খ) সারা সাইপ্রাস-ব্যাপী যে কোন আইনের অনুমোদন তুর্ক প্রতিনিধির স্বীকৃতি-সাপেক্ষ,

(গ) ব্রিটিশ ঘাঁটি থাকবে সাইপ্রাসে

(ঘ) তুর্কী এবং গ্রীক সৈন্য সাইপ্রাসে তুর্কী এবং গ্রীক বাসিন্দাদের হেফাজৎ করবে।

ফলে "স্বাধীনতা"র স্বপ্ন ভেঙে চুর। সংবিধান রচনা হবে বটে, কিন্তু সিপ্রিঅটবাসীরা তার মধ্যে কোন অংশ নেবে না। বামপন্থী "হারাভ্ঘী" পত্রিকা মন্তব্য করল, এ শর্ত তো NATOর শরিকানা ঠেলে গলায় গুঁজে দিল। আর "NATO মানেই স্বাধীনতার দুশমন!" সোভিয়েৎপন্থী পত্রিকারা এই লণ্ডন সমঝোতাকে জনতার সঙ্গে "ধাপ্পা-ধোঁকা" দেওয়ার কারামাৎ বলে নিন্দা করল। কিন্তু করবেন কী ম্যাকারিঅস্। এ্যাটলীর ফাঁদে পড়ে কংগ্রেস যা করেছিল তাই করতে বাধ্য হলেন। সুদিন, সুযোগ এবং সুবুদ্ধির আশা নিয়ে লণ্ডন কনফারেন্সের শর্তে দস্তখত করলেন। সংবিধান রচনা আরম্ভ হলো।

কিন্তু এ সংবিধান রচনায় জনতা অংশীদার হতে পেল না। ম্যাকারিঅসের অন্তরে বহ্নি জ্বলতেই লাগল।

"The Constitution of the Republic of Cyprus, stemming from the Zurich and London agreements, was put into force without being approved either by the people of Cyprus directly or in Constituent Assembly by representatives duly elected for the purpose. Thus the Constitution did not emanate from the free will of the people, but was, in fact imposed on him."

[The Cyprus Question—Cyprus Government Blue Paper]

স্বভাবতই এই বিধান কার্যকরী হতে পেলো না।

এ বিধান ওপর থেকে চাপানো বিধান। এ বিধানের ভিত্তিটাই অন্যায় ও অপচিন্তার ফল। সাইপ্রাসের মানুষ "দুটো মানুষ"—এই বিচিত্র ভেদনীতিই এর আশ্রয়। এই ভেদনীতি সংবিধানের প্রতি পদক্ষেপকে জড়িত, বিভ্রান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছে। মানুষের স্বভাব, মর্যাদা এবং দাবীকে কী করে একাধারে তেতো, হতাশ আর ছিন্নভিন্ন করে উন্মাদ করে তুলতে পারা যায় তার একটি আশ্চর্য পরিকল্পনার নাম সাইপ্রাস-সংবিধান।

কী করে এ সংবিধান সাইপ্রাসের স্বাভাবিক অভিযানকে দাবিয়ে রেখেছে তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া থাক।

(ক) শুল্ক নির্ধারণ, ম্যুনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো আইনই তুর্কীদের ভোট ছাড়া প্রণীত হতে পারবে না।

[অন্য ভাষ্য, সংবিধান-সভায় উপস্থিত তুর্কী প্রতিনিধিরা ভোট দেবার সময়ে যদি বেশি সংখ্যায় বাধা দেন—সে যদি ৩টি ভোটের ২টিও হয়—তামাম সদস্যদের ভোট সত্বেও আইনটি বেআইনী হবে। এর নাম দেমক্রাসী।]

ফল কী? একবার আইনসভায় শুল্ক-কর সম্পর্কীয় কোন আইনই মঞ্জুর হতে পায় নি। ফলে, দেশের খরচার টাকা বন্ধ।

ইনকম্ ট্যাক্স বলে সাইপ্রাসে কিছু চালু করার প্রয়াস এ পর্যন্ত শূন্য। ফলে, বোয়াল-বোয়াল কর্তাদের পোয়া বারো। তুর্কী-ভোটের পিঠ চাপড়ালেই ব্যবসাপত্তর বিনা করে চলতে থাকবে।

(খ) পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষানীতি এবং আইনশৃঙ্খলানীতি সম্পর্কিত যে

কোন আইন মাত্র একজনের ভোটে নাকচ হতে পারবে। তিনি "উপ-সভাপতি" এবং উক্ত "উপ-সভাপতি" বরাবরই তুর্কী হবেন।

(গ) সাইপ্রাসে তুর্কী জনসংখ্যা ১৮%, তৎসত্ত্বেও বিধান সভায় তুর্কদের আসন ৩০%; চাকরি-বাকরিতেও তাই! এবং রিপাব্লিকের সৈন্য ও পুলিশ বিভাগে ৪০% সরকারি চাকরি এবং চাকরিতে ক্রমোন্নতিও কাজের ওপর নির্ভর না করেই ঐ হার বজায় রাখবে। ফলে সরকারি কাজ এবং দায়িত্ব একটা প্রহসন, ছেলেখেলা। গুণী তলায় পড়ে থাকে, অগুণী জামাই-আদরে আস্কারা পেয়ে ধন্য।

(ঘ) আইন ও জজিয়তিতে দুই ভাগ। গ্রীক অপরাধীর জন্য গ্রীক জজ; তুর্কী অপরাধীর জন্য তুর্ক জজ। পৃথিবীতে ধর্মাধিকরণের মধ্যেও এই অধর্মাচরণের অন্যায় তুলনারহিত। (তবু ইংরেজ 'জস্টিস্' নাকি সেরা জস্টিস!) ধর্মাধিকরণের ধর্মানুগত্য, সচ্চরিত্রতা এবং সততার ওপর এতখানি কলঙ্ক ইংরেজ ছাড়া আর কেউ দিতে পারতো কিনা সন্দেহ। এই ইংরেজই দক্ষিণ আফ্রিকাকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম বেচছে ভারতের শান্তিকে বিঘ্নিত করে; রোডেশিয়াকে লুট করালো নিজে চোরকে দোর খুলে দিয়ে এবং গেরোস্তকে সাবধান করার ঢংবাজি বজায় রেখে। এর নাম ব্রিটিশ 'দিলপো-মাসী'।

(ঙ) এই দ্বৈত ব্যবস্থায় দু'গুণ খরচ। ফলে দেশের অর্থনীতি মার খাচ্ছে। দ্বৈত ব্যবস্থা কোন পর্যন্ত গেছে তার নমুনা দেওয়া যাক:

(১) কোর্ট-কাচারি ২ দফায়।

(২) ম্যুনিসিপ্যালিটি " "

(৩) পুলিশ এবং সৈন্য " "

(৪) কোনো বিভাগে "প্রধান" ও "সহকারী" একই "জাতের" হতে পারবে না!

সাইপ্রাস এই দুই সতীনের মার খেয়ে যে, কোনো কালে সভ্য-সভায় কাপড় সামলে দাঁড়াতে পারবে তা আর বোধ হয় না।

বিদেশেও এ আইন বহুনিন্দিত হলো।

"The constitution of Cyprus is probably the most rigid in the world. It is certainly the most detailed and (with the possible exception of Kenya's new Constitution) the most complicated. It is weighed down by checks and balances,

procedural and substantive safeguards, guarantees and prohibitions. Constitutionalism has run riot in harness with Communalism. The Government of the Republic must be carried on. But never have the chosen representatives of a political majority been set so daunting an obstacle course by constitution makers."

[Prof. S. A. de Smith, British Jurist ; Prof. of Public Law at the University of London]

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন কলেজের আচার্য। নিরুপদ্রবী শান্ত মানুষ। রাজনীতির মধ্যে মাথা গলান না। মাত্র আইনজ্ঞের চোখ দিয়ে দেখে উক্ত ফতোয়া দিলেন। সাইপ্রাস-বিধান দুনিয়ার মধ্যে সব-সে জবর-জং আষ্টেপিষ্টে বাঁধা অক্টোপাশ বিধান। কিনিয়া-বিধান বাদ দিলে এতো ফেনানো জিলিপী-প্যাঁচ বিধান ভূ-ভারতে দ্বিতীয় নেই। এর ফাঁড়া অনেক, ঢ্যাঁড়া অনেক, মাপ-জোখ নিক্তি-তৌলের চুলচেরে ন্যাকামী বহু; যেমন বা কেতায়, তেমনি বা ব্যবহারে, পদে পদে এর মধ্যে বিশেষ অধিকার, বাঁচোয়া-রাখার পাটোয়ারী নিকেশ, বিশেষ বিশেষ নিষেধ, বিশেষ বিশেষ বিশিষ্ট ব্যবস্থার আর অবধি নেই। যেমন এর বিধান, তেমন এর সাম্প্রদায়িকতা : যেন পাল্লা দিয়ে দৌড়েছে ন্যায় এবং অন্যায়। কিন্তু 'সরকার' যে কালে, চালাতে হবেই। কিন্তু বিধানকে বিহিত করনেওলারা এমনএকখানা শাল হাঁকড়েছেন যার ফলে রাজনৈতিক একটা বৃহৎ গোষ্ঠীকে ধরে জোয়াল টানানো হচ্ছে নানা বাধা-বিঘ্ন সামনে সৃষ্টি করে।

ম্যাকারিঅস্ তাঁর প্রীতি এবং সততার বলেই আইনজ্ঞ না হয়েই এই কদর্যতায় আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। ১৯৬৩-র নবেম্বর মাসে তিনি একটা নতুন খসড়া নিজেই তৈরি করে সিপ্রিঅট তুর্কীদের কাছে এবং তুর্কীর সরকারের কাছে আলাদা পাঠালেন। তুর্কী সিপ্রিঅটরা কিছু মন্তব্য করার আগেই শ্রীমান তুরস্ক সরকার সেটিকে বাতিল করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

এই বাধা-বিপত্তি, এই জুলুমের ফলে সিপ্রিঅট জীবন দু'খানা হয়ে গেল। ১৯৬৩তে তুর্কী সরকার হালুম করে উঠলেন। সাইপ্রাসে তুর্কী বিমান এসে হামলা করে। সাইপ্রাস সাগরে তুর্কী বহর এসে ধমকী দেখায়; সাইপ্রাসে তুর্কী সেনা পর্যন্ত এসে হাজির। সাধ্য কি তুরস্কের এই নাচ নাচে? ম্যাকারিঅস্ বুঝতে পারলেন,—তুরস্কের শঙ্খে ফুঁ কার।

ম্যাকারিঅস্ বৃহৎ ফাঁদে পড়েছেন। তাঁর পক্ষে সোজা পথ, বিপ্লবের পথ। কিন্তু চিরজীবন ধর্ম, বিশেষ খ্রীষ্ট ধর্মের রসিক হয়ে বিপ্লবকে একমাত্র সিদ্ধান্ত মানা সহজ হয় নি তাঁর। জীবনে ম্যাকারিঅস্ অনেক বিঘ্নের মধ্যে পড়েছেন। গ্রীভাসকে থামিয়ে রাখার দিনগুলো মনে পড়ে। মনে পড়ে হার্ডিংয়ের সেই রক্তাক্ত নির্যাতন। সেই একের পর এক বীরদের ফাঁসি।

ফাঁসিগুলোই বেশি করে মনে পড়ে।

ওরা ছিল সংশপ্তক। মাঝে মাঝে আসতো আচার্যের কাছে। চার্চের দরজা কখনই বন্ধ হয় না। ম্যাকারিঅস্ও জানেন ওরা যারা পথের, যারা গহনের, যারা দেশের মাটির সঙ্গে লেপটে আছে, দেশের মাটি কামড়ে আগলে দেশের মর্যাদা রেখেছে—ওরা যখন আসে, নিরুপায় হয়ে আসে। শেষ আসে। ওদের প্রার্থনার গভীরতা ওদের আত্মনিবেদনের আনন্দতা, ওদের আত্ম-স্বীকৃতির উলঙ্গ অকপটতা ম্যাকারিঅস্কে চেতাওনী দিতো। এ তরুণ আত্মোৎসর্গে চলেছে। কতবার ম্যাকারিঅসের মনে হয়েছে নিষেধ করেন এদের। এই মুঠো-ভরা ফুল-প্রাণগুলো যদি ফল হয়ে না ওঠে,—হে ভবিষ্যৎ, তোমার বাগানে আবার বসন্ত ঋতু আসবে কেন? কী করতে?

ওরা পায়ে পায়ে হেঁটে আসে দুর্ভেদ্যকে ভেদ করে; অস্বীকার্যকে স্বীকার করে; অগম্যকে গমনশীল করে; ভয়কে ভয় দেখিয়ে; বাধাকে অবাধ করে—তৃষ্ণায়, বুভুক্ষায় কঠিন হয়ে, ঝনঝনে রোদে-পোড়া বোশেখের সীডার বনের মতো বুকভরা বহ্নিমান দাহ নিয়ে। দূর থেকে দেখে কাইরেনীয়ার দুর্গের মিনারে আলো জ্বলছে। দেখে ম্যাকারিঅস্-এর ঘরে প্রদীপ। তারা এসে চার্চের গভীরে মাথা নীচু করে বসে। চোখ মেলে দেখে স্মিতহাস চির-প্রভাত—সেই একটি মাত্র প্রাণ যা সাইপ্রাসের শপথকে দুর্জয়ের মণিকোঠায় বন্দী করে আগলে আছে চিরজাগ্রত বাসুকির মতো।

"জেগে আছেন?"

"তোমার চেয়ে বেশি নই।"

"কী করে টের পান আমরা এসেছি!"

"যেদিন পাবো না সেদিন আমার কবর দিও। মৃতের আবার নিদ্রা কি?"

"আপনি অমর।"

"তোমরা আমার অমৃত।"

ইংরেজের কড়চাময় গালাগাল, ম্যাকারিঅস্ দু'মুখো সাপ। ইংরেজের সঙ্গে শর্তও করে, আবার বিপ্লবীকেও উৎসাহ যোগায়। ইংরেজ এ গাল জগলুল পাশাকে দিয়েছে; গান্ধীকে দিয়েছে। দিতে পারে নি একদিকে কামাল আতাতুর্ককে, অন্যদিকে সুভাষ বসুকে। বিপ্লবকে ভয় খায় 'দেমক্রাসী'। 'দেমক্রাসী'র হাড়ের কথা বোর্জোয়া ধনাধিপত্য, ক্ষমতাপ্রিয় রক্ষণশীলতা। সাধারণ নির্বাচনের নামে ঘুষ থেকে খুন, কেচ্ছা থেকে দাঙ্গা সব চলে, এবং এমন হারে চলে যে পুলিশ, সৈন্য, বিশেষ কানুন, গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ সবই থাকে, যেন ভীষণ কোন বিপদপাত হতে চলেছে। এই মুখোশী-যন্ত্র, যার চাপে যুগ যুগ ধরে ধনী ধনীতর এবং দরিদ্র দরিদ্রতর হচ্ছে, যার চাপে বিজ্ঞানের জ্ঞান হয়ে গেল লুঠের বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প-সভ্যতা হয়ে গেল বৈশ্য সাম্রাজ্যলিপ্সা; যার চাপে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধও হয়ে গেল ব্যবসায়, মানুষের মৃত্যু হয়ে গেল দাবা-খেলায় বাজীকরতা,—তাকে বলতে হবে দেমক্রাসী। ভারতবর্ষে অধুনা কালে ঘুষের বহর, মন্ত্রীত্বের লোভ, ইত্যাদি মারফত গুণ্ডা সম্রাটও জন-প্রতিনিধি হয়েছেন, লোকসভার মেঝেময় আদর্শ, নীতি, সত্য, নিষ্ঠা গড়াগড়ি এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত। দেমক্রাসীময় মূল্যবৃদ্ধি, গুণ্ডামীবৃদ্ধি, দুর্নীতি-বৃদ্ধি, মুদ্রামূল্য নিয়ে বাঁদর নাচ, বেকারীর ক্রমোন্নতি, সর্বোপরি চরম দারিদ্র্য ছড়াছড়ি। মানুষ আজও বেচা হয়, নাম অন্য; মেয়ে-বাজার, নেশা-বাজার, নাচ বাজার, জুয়াবাজার অঢেল আজও আছে—এবং বেশি-বেশি এই দেমক্রাসীগুলোতেই। অথচ নতুন ঔপনিবেশিক রাংতা জড়ানো নীতিগুলোর হাড় ফুটো করে মাল পরে তান্ত্রিক শবসাধনার ক্ষেত্র সত্তর আশিতলা চড়াও হয়ে নবইয়র্ক-শহরে এয়ারকী করছে, আমরা জেনেও জানি না, মানি না; বুঝেও বুঝি না।

এরা দু'মুখো বলবে বই কি ম্যাকারিঅস্‌কে! চিয়াং কাইশেক আমেরিকার পোষ্য, কারণ মাদাম চিয়াং আমেরিকান কন্যেই, অন্ততঃ আশিভাগ; আজের ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রীও সেই আমেরিকান কন্যে; আমাদের দেশেই কত আমেরিকান কন্যে যে কত বিছানায় শুয়ে রাজনীতি করছেন কে জানে? —মানে, কে না জানে; সেদিন পড়োশী রাজ্য আমেরিকানকে বরণ করে এনেছেন। ম্যাকারিঅস্ ওদিকে পা বাড়াতে নারাজ। কাজেই দু'মুখো।

"Cyprus has lived on myths and equivocation too long. 'No one emerges victorious' said Macarios in March

1959, for the benefit of the British, and the Turks. 'We have triumphed', he told the Greek Cypriots, in a voice hoarse with emotion. These Janus faces have only encouraged the native irresolution of the Cypriot character. Myth and equivocation. The two elements twine themselves inextricably round the personality of Archbishop Macarios, as he sits under the shadow of the two headed Byzantine eagle on his throne. They were there when he was born, forty seven years ago, in the village of Ano Ponayia at the Eastern end of Cyprus, in the ambiguous atmosphere blended by the Monastry of Chrysorrhoiatissa and the birth place of Aphrodite. It was here that he tried to reconcile the irreconcilable, his blessings of the Abbot murdered by EOKA, and his blessings of EOKA."

উপহাসে লঘু হয়েছে ইতিহাস। কিন্তু এইসব ভাড়াটে ঐতিহাসিক ম্যাকারিঅস্‌কে চিনতে চায় নি। চেয়ে লাভ নেই। সাম্রাজ্যবাদের পেটোয়া লেখকেরা বই লিখে নিজের আখের সামলায়। অস্মদ্দেশে এ জাতীয় 'সম্মানিত' লেখকের অভাব কি?

সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে বা বিপক্ষে বলা এক কথা, সন্ত্রাসবাদের মধ্যে বাস করা অন্য কথা। সে বাসে অশান্তি, সত্য! কিন্তু যারা সন্ত্রাসবাদী তারা কোন্ শান্তির মধ্যে বাস করে? তলিয়ে দেখলে বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, এই দুই ধরনের অশান্তির মধ্যে প্রভেদ কোথায়? একস্য ক্ষণিকা 'পীড়া', অন্য প্রাণৈর্বিমুচ্যতে। মাছ ধরতে গিয়ে মেছোর কী আর সুখ হয়? কিন্তু তার দুঃখ আর মাছের দুঃখে কত প্রভেদ!

তবে যারা ও পথে গেল তারা গেল কেন? যায় কেন? ডাকাতও যায়, খুনেও যায়, চোরও যায়। তারা সমাজের অন্তরায়, ব্যক্তিস্বাধীনতার হন্তারক। সন্ত্রাসবাদী কি তাই? অথচ অনেক রায়-বাহাদুর, গান্ধীটোপী, পদ্মভূষণ চৌধুরীমশায়রাই বলবেন—ভ্যালা বিপদ! কলকাতা আর সে কলকাতা নেই। তাঁদের বলা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী খুনে বা ডাকাত নয়। সমাজের হন্তারক নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার সর্বনাশক নয়। তারা কেবল ব্যক্তিস্বাধীনতাকে

সে সংগ্রামের নাম EOKA। চলেছিল ১৯৫৫ থেকে—১৯৫৯ এবং আজ যে চলছে না, কারণ ম্যাকারিঅস্ জানেন, বিপ্লব আনতে হলে প্রস্তুতি চাই। মাচেরাস, ধাইকোমোন্, লায়ওপেত্রী !! তীর্থ হয়ে গেছে এই জায়গাগুলো। যারা ইচ্ছে করলেই বাঁচতে পারতো তারা এগিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। ব্রিটিশ সৈন্য-বিভাগের সর্বময় কর্তা জেনেরাল হার্ডিং একদিনে এককাঠ্ঠা ন' জনকে ফাঁসিতে লটকে সাইপ্রাসকে জব্দ করতে চেয়েছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ; এবং রাষ্ট্রসংঘ কিছুই বলেন নি। রাষ্ট্রসংঘ তো রোডেশিয়াতেও বলেন নি ; নাই-জেরিয়াতেও বলেন নি।

ওদের চোখের ওপরে ফাঁসির মঞ্চ টাঙিয়েছেন সেই মহৎ সেনানী। দিনের পর দিন সেই মঞ্চের স্থমুখেই ওদের থাকতে হয়েছে। ওরা কারাগারে, মঞ্চও কারাগারেরই ময়দানে।

পাল্লেকারাইদিস্ আঠারো বছর বয়সের তরুণ। একদা সঙ্গীত জগতের অন্যতম মহান্ আত্মা বেঠোফেন্ এরয়কা সিম্ফনী লিখেছিলেন। তার মধ্যে আছে করুণ অথচ দীপ্ত একটি স্থর,—শ্মশানযাত্রীর শেষ গানের স্থর। পাল্লে-কারাইদিস বললো—"আর কিছু চাই না। ঐ বাজনাটা যেন শুনতে শুনতে মরি।" ছাপাখানায় কাজ করে পাতাৎসোস্। তাজা বাইশ বছরের ঝকঝকে সকাল। বাইবেল থেকে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গেলো ফাঁসির মঞ্চে—"যেদিন তুমি তলিয়ে গেলে ওই ওপারের সেই অতলে" ..

তেইশ বছরের সরকারী চাকুরে কারাগুলিস। সে নাকি পুলিশকে গুলি করেছিল। বিচারের প্রহসন দেখে দুনিয়া চিৎকার করেছিল। কে শোনে? শেষ চিঠি লিখেছিল সরকারকে। "আমার মনে অখণ্ড শান্তি। এ মনে ভরা ছিল কেবল মানুষের জন্য মাধুরী, পৃথিবীর জন্য টান। কিন্তু যেন সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ শুধু তোমরা। আমার একান্ত প্রিয়জনদের সাথে মরবার আগে একবার দেখা করার ইচ্ছাকে যে তোমরা পাষণ্ড ধিক্কারে ভরে দিলে, সেকি আমার সেই মনকে তেতো করে দেবার চেষ্টায়? এত তেতো কি আছে তোমাদের মধ্যেও?" লিমাসলের সামান্য এক কেরানী, বাইশ বছরের দেমেত্রিউ। ফামাগুস্তায় এক ফিরিঙ্গি টিকটিকি কেবল বাছা বাছা ছেলেগুলোকে হক-না-হক জ্বালাতন করতো, অপমান করতো, নির্যাতন করতো। পারে নি সে সইতে। দেশের বাচ্চাদের এই অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য সে গুলি করেছিল সেই

টিকটিকিকে। "একদিন দেশ মুক্তি পাবে। সেদিন আমি থাকবো না, এটা আমার আপসোস। মরার আবার ভয় কি? বিদেশীর দাস হয়ে বেঁচে থাকা কি আবার বেঁচে থাকা?" তেইশ বছরের মাইকেল। সে নাকি সোলী-র যুদ্ধে শরীক ছিল। মেজর কুম্ব্ নিজে ব্রিটিশ অফিসার হয়েও সাক্ষীর জবানবন্দীতে বললেন, ছেলেটাকে তিনি গোলাগুলির মধ্যে থাকতেও দেখেন নি, সনাক্ত তো করতে পারেন না—তবু ফাঁসি হলো তার। হেসে বলেছিল মাইকেল, "আরে, আমি যাবো ফাঁসি, আমারই নেই দুঃখ, তোমারা আবার দুঃখ করবে কি?" আঁন্দ্রিয়া জাকোস ছিল ঐ মাইকেলেরই সাথী। বিচারও হলো এক সঙ্গে। অভিযোগও এক। একেও মেজর কুম্ব্ সনাক্ত করেন নি। চব্বিশ বছরের সুন্দর যুবা। দেখে জজ শ'য়ের মন বুঝি টলেছিল। "তোমার মতো গুণবান্ সচ্চরিত্র এবং অত্যন্ত সদ্বংশজাত একটি যুবককে সাজা দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সাজা তোমার প্রাণদণ্ড।" জাকোস বলেছিল, "ব্রিটিশ আইনের শেষ শহীদ যদি আমরা হই তাতেই আমি খুশি।" পাতাৎসোস ধার্মিক ছেলে। এ-ও বাইশ। ওর জেল থেকে লেখা একখানা চিঠি: মুক্তিরই অপেক্ষা আমার ভাই। হৃদয় আমার নাচে রে! এর পরের মিলন—সেই একজনের সঙ্গে, যার সাথে মিলনের পর আর কোনো মিলনই মধুর লাগে না। তিনিই কি বলেন নি, "ঈশ্বরের নামে যারা প্রাণ দেয় তারা চিরজীবী; তাদের কর্মফলই তাদের সহায়?" বাইবেল থেকে গান গাইতে গাইতে পাতাৎসোস ফাঁসির মঞ্চে চড়েছিল। আজও পাতাৎসোসের ছবির দিকে চেয়ে মনে হয় এত সুন্দরকে কেউ কখনও দোষী বলে কি করে? যে তুর্কী পুলিশ গুলির ঘায়ে মারা গিয়েছিল, পাতাৎসোস তাকে গুলি করে নি। করেছিল অন্য কেউ। পুলিশ পাতাৎসোসকে দায়ীও সাব্যস্ত করতে পারে নি। তবু ফাঁসি, কারণ হার্ডিং চান প্রতিকার। তেইশ বছরের রয়াল এয়ার ফোর্সের মাভ্রোম্মাতিস্, থাকে লার্নাকায়। নিকোশিয়া এয়ার পোর্টে ব্রিটিশ এয়ারম্যানদের গুলি করা তার অপরাধ। পর পর তিন দিন একে ফাঁসির মঞ্চে চড়িয়েও আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। যদি একটুও ঘাবড়ায়। শেষ অবধি ঘাবড়ায় নি। "ভেতরে আমার যীশুর ধ্বনি। ভয় কোথায়? সবল আমি; শান্ত আমি। যে গোপনের শপথ আমার জীবন ও যৌবনের অঙ্গীকার সে গোপন আমার ঠোঁট ফুটে বার হয় নি। আমার বাবা, আমার ভায়েরা গর্বিত যে, আমি রক্তের শান বজায় রেখেছি। সাইপ্রাসের জন্য যুদ্ধ করে

মৃত্যু! আঃ, সেই তো বীরগতি!" পানাইকেস্ আঁন্ত্রিয়া তেইশ বছর বয়সের যুবক। বাইশ বছরের কুকলোফ্তাস্। আঠারো বছরের ইভাগোরাস। এই নয় জনকে একসঙ্গে ফাঁসি দিয়েছে ইংরেজ।

এরা ছাড়া আটাশ বছরের গ্রিগরিসকেও হত্যা করা হয়েছে। দিঘেনীজ্-এর দক্ষিণ হস্ত ছিল গ্রিগরিস। সাইপ্রাসের মুক্তি-সংগ্রামে গ্রিগরিস ছিল রবিনহুড। কতো গল্প তার নামে। আত্মসমর্পণের কথা না ভেবে দিনরাত সংগ্রাম করেছে সে। কিন্তু কোনও বিশ্বাসঘাতক তার পাহাড়ী আস্তানার গোপন পথ জানিয়ে দিয়েছিল শত্রুকে। এই মানুষটাকে ধরতে ৫০০০ সৈন্য একটি পাহাড ঘিরে ধরে। তবু একা এ মানুষটা এগারো ঘণ্টা সমানে লড়েছিল। মনে পড়ে চন্দ্রশেখর আজাদের কথা, বুড়ীবালামের কথা, চে গুয়েভারার কথা। এরাও তো গল্পের হয়ে গেছে আজ। অবশেষে হেলিকপ্টার থেকে জলন্ত পেট্রল ঢেলে তাকে মারা হয়েছে। এত পেট্রল ঢালা হয়েছিল যে, সারা পাহাড়ের বনভূমি জ্বলে খাক হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ বীরত্বের একখানা উদাহরণ। মানুষটার জলা-পোড়া দেহাবশেষও আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া হয় নি। সেই দেহাবশেষকেই জেলে বন্ধ করে জেলেই পুঁতে দেওয়া হয়েছিল।

স্তাইলিয়ানোস্ লীনাসও ইয়োকার সদস্য। অত্যন্ত রূপবান, বিনয়ী, মিষ্টভাষী। ওর ডাক নাম হয়ে গিয়েছিল 'ক্রাপ্', কারণ অমন গ্রীনেড আর বম্ তৈরি করার জুড়ি ছিল না। মানুষটা আসলে লোহার-এর কাজ করতো। পেলেন্দ্রীতে সমুখ-যুদ্ধ করতে করতে ওর চোট লাগে। হাসপাতালে মারা যায়। কিন্তু ওর দেহও কারাগারের ময়দানে পুঁতে ফেলা হয়। পাছে মৃতদেহ নিয়ে শহরে শহীদের বাসর জ্বালানো হয়! কতো ভয় সরকারের।

চাষার ছেলে কাইরাকোস মাৎসিস্। বত্রিশ বছর বয়স। এই উদার আপনভোলা সদাখুশি মানুষটাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টার পর একদা কার কৃপায় ইংরেজ-এর গুপ্ত আড্ডাটির সন্ধান পেলো বটে; এগুতে সাহস হয় না। অনেকক্ষণ চললো লড়াই। অবশেষে ও চেঁচালো, সাবধান হও, যে যেখানে আছো। আমি বেরিয়েই কিন্তু সর্বনাশ বাধাবো। বেরিয়েই ওর বিক্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে শত্রু ওর দিকে ছোঁড়ে গ্রীনেড। বীভৎসভাবে ওর অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সঙ্গে একখানা বই। 'লৌহশপথ', লেখক দেমেত্রাকোপুলস। তার মধ্যে একটি লাইনে দাগ কাটা—"নিজের মৃত্যুর সময় এলে কেমন মৃত্যু চাও বেছে নিও। জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম মৃত্যুর পথকে সুন্দর করা।"

নিকোশিয়ার কারাগারের মধ্যে এই তেরোটি সমাধি ঘিরে আজ শহীদ-বাগ রচিত। ম্যাকারিঅস্ প্রতি বছরে একবার তো যানই, এমনিতেও বার বার যান। এদের তিনি চিনতেন। এদের মধ্যে কতো জন তাঁর রাতের অতিথি ছিল। ম্যাকারিঅস্ ভাবেন:

"বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ ?"

নিকোশিয়া তো শহর নয়। দুর্গ। আজ প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিঅস্ নিকোশিয়ায়। বাজার ভরতি যুগান্তের দরিদ্র। এ বাজারের চেহারা বদলায় নি। সেই দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ অবধি কোণে কোণে চাষের সরঞ্জাম, ছুতোরের দোকান, শরবৎ-এর পাশেই শিক-কাবাব, তার পাশে রংয়েজ রং করছে, টুপীওলা টুপী মেরামত করছে। এখন শুধু গ্রীক মেয়েটি থেমে তুর্কী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে না খলিকার বুকের ব্যথা কেমন, য়াস্‌মীন শ্বশুর বাড়িতে কেমন আছে। শাদা মানুষটা কি ইংরেজ না আমেরিকান? দোকানটায় বসে আছে লোকটা, ওটা গ্রীক নয়, নিশ্চয় নয়। যদি হয় অন্য গ্রীকেরা ওই গ্রীকটাকে কাঁচা চিবুবে। দূর গাঁ থেকে উটের পিঠে এসেছে সাইপ্রাসের প্রসিদ্ধ পোড়ামাটির বাসনকোসন, খচ্চরগুলো রাবিশ বইছে। ঠেলাগাড়িতে কাঁচের বাক্সয় মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু বন্ধুদের দলে মিলে মিষ্টিওলাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে না। ফামাগুস্তা-গেটের ধারের প্রসিদ্ধ হাসির বন্যা আজ শুকিয়ে গেছে। বেড়েছে কোণে কোণে পেট্রল-পাম্প। বেড়েছে তুর্কদের দোকান ভরতি আমেরিকান আর বিলিতি মাল। দ্বাদশ শতাব্দীর সেণ্ট সোফিয়া চার্চ আজ মসজিদ। সেণ্ট সোফিয়ার মিনারেট দু'টি ঐতিহাসিক সংক্রান্তি পুরুষের মতো চেয়ে আছে। ম্যাকারিঅস্ ভাবেন, অনায়াসে ঐ মসজিদকে পুনশ্চ গির্জা করা যেতে পারত। সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা-ঘর আর সেণ্ট ক্যাথারিন গির্জা-ঘর' যেদিন ভেঙেচুরে মসজিদ হলো সেদিন গ্রীকেরা চোখের জল ফেললেও কাইরেনিয়ায়, কিত্তুন-এ, বাইজাণ্টাইন পাদ্রীরা কেবল বলতো, যারা মুসলমান তারাও তো সিপ্রিঅট। এখান থেকে দেবতার ডাকই শোনা যায়; ওখানে দেবতার পুজোই হয়। ওদের ছিল না। আমরা নয় দিলাম। কেউ কোনোদিন ঐ মসজিদ নিয়ে তকরার করলো না। অথচ আজ এ কী তকরার।

কিত্তীঅন্-এর দুর্গম আশ্রমের প্রাঙ্গণে এদিক ওদিক আগুন জ্বলছে। চিররাত্রি

চিরদিন অতিথি-পান্থদের এ আগুন জ্বলেছে। আগুনের চারধারে বসে ওরা গল্প করবে আর্কবিশপের, হিউ ফুটের, হার্ডিংয়ের। ওদের মন তেতো হয়ে গেছে। ঘরের জোয়ান ছেলেদের ধরে ধরে ফাঁসি দিচ্ছে ওরা, বাহানা, ওরা চলে গেলে নাকি তুর্কিদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অথচ তুরস্কের সর্বনাশ যতটা করেছে পামারস্টোন, ডিজরেলী, বোনারল, রানডলফ্, চার্চিল,—যতো ধাক্কা তুরস্ক খেয়েছে ইংরেজের হাতে, মুসলমান খেয়েছে ইংরেজের হাতে—এত আর কার হাতে? সারা আরবভূমি যে ইস্রায়েলের ঔদ্ধত্যে অপমানিত সেই ইস্রায়েলের পিঠ্ঠু হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজ; অথচ সাইপ্রাসের তুর্কদের জন্য কী দরদ!

ম্যাকারিঅসের ঘুম নেই। শহীদদের কুসুমাঞ্জলি দিয়ে তৃপ্ত রাখা যায় না। ওদের স্বপ্ন সার্থক করার জন্য আরও রক্ত চাই। আরও ত্যাগ, আরও সংঘাত। উইরীখ চুক্তিই সাইপ্রাসের শেষ কথা হতে পারে না।

১৯৬৩-র ৩০শে নভেম্বর ডঃ কুৎস্কু-এর কাছে ম্যাকারিঅসের শর্তগুলি দেওয়া হলো। তার জবাব এলো ২১শে ডিসেম্বর। হঠাৎ তুর্করা সশস্ত্র বিদ্রোহ করলো। গ্রীকদের শান্তি-ব্যবস্থায় কুঠারের ঘা পড়ল। দাঙ্গা ভীষণ রূপ নিল। ৩০শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে কে বা কারা কী পরামর্শ ডঃ কুৎস্কু-কে দিয়েছিল তা কল্পনা করতে হবে, কারণ ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে তা কল্পনাতীত নয়। ভারতে এমন দাঙ্গা লাহোরে, কলকাতায়, দিল্লীতে হয়েছে। চিৎকার উঠলো বিধান শর্তাবলীর মধ্যে কোন রদবদলের সামান্য চেষ্টা হলেও, 'লড়কে লেঙ্গে তুর্কিস্তান', 'সাইপ্রাস দু' টুকরো অথবা মৃত্যু!' ম্যাকারিঅসের ঘরে রাতের দীপ অনির্বাণ চোখে চেয়ে রইলো।

তুর্করা এ আস্কারা কোথায় পায়। বিশ্বসুদ্ধ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ইউরীখ এবং লণ্ডন সমঝোতার অন্তঃসারশূন্য অবিচার নিয়ে লেখালেখি চলেছে। তবু এ আস্কারা দিল কে? তুর্কদের গোপনে গোপনে অস্ত্র যোগান দেওয়া চলছিল। এটা EOKA বা AKEL-এর ব্যাপার নয়। এটা মুক্তির বিপ্লব নয়, এটা সাম্প্রদায়িক আস্কারার ফলে সাম্রাজ্যবাদী বণিকশাহীকে কায়েম রাখার ফাঁদ। কতক কতক তুর্কীদের অসামরিক ব্যবস্থায় কুচকাওয়াজ শেখান হচ্ছিল। ভারতেও অমন সব অমুক সেনা, তমুক সেনা, রাম সংঘ, লক্ষ্মণ সংঘ আকচার। এরা আস্কারা পায় ধর্ম, সম্প্রদায়, 'জাত-পাত', 'ভাষা'—ইত্যাদির ভিত্তিতে।

আস্কারা যোগায় সাম্রাজ্যবাদী বণিকশাহী। তাদের লাভ কি? তাদের টাকা 'ধার' নেওয়ানো; তাদের 'সাহায্য' টুঁটি টিপে গেলানো; তাদের জাহাজ বন্দরে ঢুকে মাল বমি করে করে বন্যা লাগিয়ে দেবে। আর 'স্বাধীন' রাষ্ট্রের চিরখোকারা চিরকাল ধরে তাতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। এই মতলব। ১৯৫৯-এ এক জাহাজ অস্ত্র-শস্ত্র হাজির সাইপ্রাসে। ম্যাকারিঅসের চর সংবাদ আনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকারিঅস্ ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'ডেনিংস্' জাহাজখানা আত্মঘাত করলো। নিজেকে নিজে জলে ডোবাল। 'ডেনিংস' তুরস্কের জাহাজ। ম্যাকারিঅস্ জাহাজখানা নিয়ে তদন্ত চালাবার জন্য চিৎকার করলেন। কিন্তু তুর্কী জাহাজ; তুর্কী শস্ত্র পাচারের মামলা। সব ধামাচাপা পড়ে গেল।

২১শে ডিসেম্বর বেলা ২।১০। নিকোশিয়ার বাজারে প্রথম গুলি চলল। আরম্ভ হলো কুখ্যাত ১৯৬৩-র গৃহবিবাদ! এবার তুর্করা প্রস্তুত হয়ে নেমেছে গ্রীক নিধনের জন্য। তাদের পিঠ্‌ঠু আছে বড় বড় চাঁই। গুলি কে করেছে নিকোশিয়ার পুলিশকে। ব্যস্—গ্রীক হত্যা আরম্ভ হয়ে গেল। ব্যারাকে, পুলিশ থানায়, এয়ার পোর্টে—বাছা বাছা জায়গায় বাছা বাছা গ্রীক চটপট গুলি খেয়ে প্রাণ হারাল। গ্রীক পুলিশ, গ্রীক নাগরিক যখন তখন মরতে লাগল। শান্তি নষ্ট। তুর্কদের মহল্লায় মহল্লায় দেখতে দেখতে ছোট ছোট দুর্গ হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থাও প্রচুর। কতদিনের প্রস্তুতি হলে এমন সুঠাম মারণযন্ত্র এমন অনায়াসে চালু হয়ে যায়। ওরা চায় দেশ বিভাগ। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মুসলমান চাষীদের বুঝিয়ে সবাইকে এনে এককাঠা করল নিকোশিয়ায়, যাতে যথাসময়ে নিকোশিয়ায় তুর্কী-প্রাধান্যের অজুহাতে দেশ বিভাগের সময়ে নিকোশিয়া চলে আসে তুর্কদেরই ভাগে!

সবাই দোষ দিল ম্যাকারিঅস্‌কে।

খোদার ওপর খোদকারি ফলিয়ে লণ্ডন সমঝোতার ওপর কলম চালাবার কী দরকার ছিল তাঁর। মানুষটাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

[আমরা যারা কেবল ভারতীয় সংবাদপত্র পড়েই ইংরেজ নীতি সম্বন্ধে উপনিষদ্ লিখি আর বাণী কপচাই—আমরাই যদি বিভিন্ন দেশে ইংরেজ নীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হই, দেখব ভারতবর্ষে জিন্না, গান্ধী, প্যাটেল, নেহরু, সাপ্রু, রাজাগোপালাচারী এণ্ড কোম্পানীই—এই ইংরেজি বুনিয়াদী ছককাটা ধূর্তোমীর শতরঞ্চ খেলায় ঘুঁটি মাত্র। এ ঘুঁটি হতে নারাজ ছিলেন—তিলক, সুভাষ, অরবিন্দ, মাস্টারমশায়ের দল। কারা ইংরেজকে

বেশি চিনতো, কারা ভারতের মুক্তি চাইত, কারা সত্যিকার আত্মোৎসর্গ করেও বিপ্লব জারি রাখার সাহসে দুর্বার ছিল—বোঝা যায় নাইজিরিয়া, কেনিয়া, সাইপ্রাস, কঙ্গো, উগাণ্ডা, তাঞ্জানিয়ার ইতিহাস পড়লে। পড়ি না। আমাদের কাছে আজও ওসব দেশের একটি নাম—"অন্ধকার মহাদেশ"।]

অথচ এই শর্তগুলি কী ছিল ?

১। প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট কারুরই "ভীটোর" অধিকার থাকবে না।

২। প্রেসিডেন্টের দেশ থেকে অনুপস্থিত থাকাকালীন বা অসুস্থতা নিবন্ধন অপারগতার সময়ে ভাইস-প্রেসিডেন্ট সব কাজ চালাতে পারবেন।

৩। প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট লণ্ডন শর্ত অনুযায়ী যথাক্রমে গ্রীক ও তুর্কীই হোন, থাকুন, কিন্তু তাঁদের নির্বাচন সমগ্র বিধান সভার ভোটের ওপর নির্ভর হোক।

[এর ফলে 'পেটোয়া'গিরি বন্ধ হবে। বিদেশীর 'ভাড়াটে' নেতা সত্যিকার 'দেশভক্ত' নেতার ঘাড় মটকাবে না।]

৪। বিধান সভার উপ-সভাপতি সভাপতির অনুপস্থিতিতে যথারীতি সব দায়িত্ব নিয়েই সব কাজ করতে পারবেন।

৫। বর্তমান আইনে ব্যবস্থা আছে যে, কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার পর ভোট নিতে হলে তুর্ক এবং গ্রীক ভোট 'আলাদা' করে নিতে হবে।—এটা বন্ধ হোক।

[না হলে ট্যাক্স, পুলিশ, দেশরক্ষা ইত্যাদি বিভাগ জড় হয়ে থাকবে,—যেমন আছে।]

৬। ম্যুনিসিপ্যালিটি ম্যুনিসিপ্যালিটিই হোক। গ্রীক আর তুর্ক আলাদা এলাকার আলাদা ম্যুনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা বন্ধ হোক।

৭। কোর্ট-কাছারী "জাতীয়" হোক। তুর্ক মামলায় তুর্কি জজ; গ্রীক মামলায় গ্রীক জজ : ইত্যাকার যে বিধি ইংরেজ চাপিয়েছে তা বন্ধ হোক।

৮। দেশ-রক্ষা বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগে সংরক্ষণশীল বিশেষ দাবি-দাওয়া বন্ধ হোক।

৯। এই দুই বিভাগের যতো সমস্ত কর্মচারীদের নিয়োগ-ব্যবস্থা এবং কর্মচারী-সংখ্যা নিয়মিত রাখার জন্য স্বতন্ত্র আইন হোক।

১০। দেশের অন্যান্য বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ দেশের জনসংখ্যার পরিমাণে নিয়মিত হোক।

[জনসংখ্যা—৬০০,০০০ গ্রীক—৮১.১৪%
তুর্ক—১৮.৮৬%

লণ্ডন চুক্তি অনুসারে কর্মচারী নিয়োগের পরিসংখ্যান—

গ্রীক	তুর্ক	
৭০%	৩০%	পাব্লিক সার্ভিস
৭০%	৩০%	সিকিউরিটি ফোর্স
৬০%	৪০%	সৈন্য-বিভাগ

বর্তমানে দেশের জমির ভাগ : ক্ষেত্র—৮২.৯% গ্রীক
১৭.১% তুর্ক
ক্ষেত্র মূল্য=৮৬.৮% গ্রীক
১৩.২% তুর্ক

স্পষ্টতই ধরা পড়ে গ্রীকরা কেন নিজেদের স্বাধীন বলে ভাবতে পারে না। খোলাখুলি এমন অরাজকতায় যারা পুষ্ট তারা খয়ের খাঁ হবেই।
খয়ের খা পুষে রাখা বুনিয়াদী রক্ষণশীল সমাজের একটি মূলমন্ত্র।]

১১। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে ৫ করা হোক।

১২। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মতামত নিষ্কলুষ সংখ্যা গরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর হোক।

১৩। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত পদমর্যাদা সম্পর্কে বিধান সভায় দু'টি অংশ হোক, যার ফলে এই বিষয়গুলির মাধ্যমে তুর্কী জীবনে ও গ্রীক জীবনে দৈনন্দিন স্বকীয়তা পুষ্ট হতে পারবে।

খ্রীষ্টান হয়েও ম্যাকারিঅস্ কেন যে বারো বা চোদ্দটি শর্ত না করে তেরোটিই করলেন জানা যায় না। এই শর্তগুলির ফলেই দেশব্যাপী হাঙ্গামা ফেটে পড়লো।

১৯৬৩র ২৪শে ডিসেম্বরে তুরস্ক সরকার আদেশ জারি করলেন—সাইপ্রাস

দ্বীপস্থ তুরস্ক সৈন্য বিভাগের ৬০০ সৈন্য যেন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে নিকোশিয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে তুর্কদের জীবনরক্ষা কাজে লেগে যায়। শর্ত অনুসারে সাইপ্রাসে কিছু সৈন্য তুর্কের, কিছু গ্রীসের থাকার ব্যবস্থা ছিল। যাতে শর্ত প্রতিপালিত হয় এটি দেখাই এই সৈন্যদের কাজ। কিন্তু বিদেশী সরকার বিদেশী সৈন্যদের সরাসরি এমন আদেশ যে দিতে পারেন এর নজির চেকোশ্লাভ-রুশ হাঙ্গামাতেও পাওয়া যায় নি। সাইপ্রাসের ঘরোয়া ব্যাপারে তুরস্কের (?) নাক গলানোর নানা লক্ষণ এতাবৎকাল পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এমন নাঙ্গা ধর্ষণ এই প্রথম হলো। স্বয়ং তুরস্ক সরকার নেমে এলেন দাঙ্গায়। তুর্কী উড়োজাহাজ নানা সময়ে যখন তখন নেমে আসতে লাগল নিকোশিয়ার ঘাড়ের ওপর। ভয় দেখিয়ে ত্রাস সঞ্চার করার ফিকির আর কি! রাষ্ট্রসঙ্ঘ সচেতন হয়ে উঠলো। সাইপ্রাস রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে নালিশ করল।

তার আগেই তুরস্ক বললেন—সাইপ্রাসস্থিত ব্রিটিশ, গ্রীক এবং তুর্কী সমস্ত সৈন্যদলকে ব্রিটিশ অফিসারের অধীনে রাখা হোক, ব্রিটিশ অফিসার সাইপ্রাসের শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করুন। এতেই বোঝা যাচ্ছে ম্যাকারিঅস্-এর "প্রস্তাব"-এর বিরুদ্ধে অদ্ভুত এ হাঙ্গামার উসকানিটা কাদের। "যে ধনে হইয়া ধনী" তুরস্ক ধমকি লাগায় সাইপ্রাসকে, প্লেন নিয়ে চড়াও হয়, অস্ত্রশস্ত্র ভরতি জাহাজ গোপনে পাচার করার সাহস করে, সে যে কার ধন, নেপো ছাড়া কে বুঝবে! ম্যাকারিঅস্ কেবল ভাবেন—বিপ্লব। এখনও বিপ্লবই একমাত্র উপায়। কিন্তু AKEL-কে ধরলে বিশ্বযুদ্ধ? EOKA-কে ধরলে ENOSIS;—না বাম, না দক্ষিণ,—পৃথিবীতে এ দুটো টানের মাঝামাঝি কি কোথাও শান্তি নেই? সাইপ্রাস কি কোনমতেই সাইপ্রাসের হতে পারে না! স্বাধীন হবার স্বাধীনতা কি পৃথিবী চিরদিনের জন্যই হারাল?

যখন ম্যাকারিঅস্ তেরোটি সংশোধন প্রস্তাব ডঃ কুৎস্থক্ এবং তুরস্ক সরকারের কাছে করেছিলেন তখন তাঁর মনে কোথাও আন্তর্রাষ্ট্রীয় কোন সংঘাতের কথা মনে হয় নি। তার কারণ, কোন সৎ লোক কোনদিন একটা প্রস্তাবের বিপক্ষে অশ্রুতপূর্ব হামলা আশা করেন না। অথচ এমনি হামলা যখন সোভিয়েৎ রিপাব্লিক করল চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে, চীন করল তিব্বতের ব্যাপারে—রাষ্ট্রসঙ্ঘময় সে কী চিৎকার!

ম্যাকারিঅস্ তাঁর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন,—

"সাইপ্রাস রিপাব্লিকের বর্তমান সংবিধান, বর্তমান রূপে, রাষ্ট্রের সুচারু

ব্যবস্থার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদে পদে বাধা ও আপত্তি। কোন রকমের অগ্রগতি হতে পারছে না। আন্তর্জাতিক দেমক্রাসী বহুনীতির প্রতি-পক্ষতা করেছে এ সংবিধান; গ্রীক এবং তুর্ক সিপ্রিঅটদের মধ্যে অযথা চিরন্তন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে এ সংবিধান।

১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রীক সিপ্রিঅটদের প্রতিনিধি হয়ে লাঙ্কাস্টার হৌসের কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে আমি বহু আপত্তিসহ অভিযোগ করি। ইউরীখের চুক্তির মজ্জাগত বিষ সম্বন্ধে আমি আমার তীব্র আপত্তি ব্যক্ত করি। কিন্তু আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন আমার মন দারুণ দ্বিধায় ত্রস্ত। চুক্তিতে দস্তখৎ করায় কী ক্ষতি জানতাম; না করলে কী যে সর্বনাশ তাও জানতাম। চুক্তিতে সই করা ছাড়া তখন গত্যন্তর রইল না। তৎকালীন পরিস্থিতির চাপে পড়ে আমি যা না-করার তাই করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ইউরীখ এবং লণ্ডন চুক্তির পর তিন বছর কেটে গেছে। বিধান অনুসারে তিন বছর সাইপ্রাস কাজ করেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে সাইপ্রাসের সরকারকে যদি সহজ, সরল, অবাধ উপায়ে সাইপ্রাসের উন্নতি করতে হয়, তা হলে সেই শর্তগুলির মধ্যে অন্তত কয়েকটায় কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হবে।

আমার মনে হয় যাঁরা ইউরীখ চুক্তি রচনা করেন তাঁদের মনে তুর্কদের জন্য শুভচিন্তাই ছিল প্রধান। সে জন্য তুর্কদের স্বপক্ষে স্বাধীন বাতাবরণ সৃষ্টি করাই ছিল হয়তো তাঁদের অভিপ্রায়। দেশের সহজ-সরল ব্যবস্থায় উপদ্রব ও বাধার সৃষ্টি করা কখনই তাঁদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কিন্তু হয়েছে তাই।

এই অবস্থা-বিপর্যয়ের ফলে প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আমার গুরুদায়িত্ব আছে। আমি চিন্তিত। এইসব বাধা-বিঘ্ন অপসারণের জন্য মূল বিঘ্নগুলো অপসারণ করা দরকার; এবং তা করতে হলে বিধান-সূত্রগুলির কিছু কিছু সংস্কার আবশ্যক। তবেই রাষ্ট্রের অগ্রস্গতি সহজ ও সরল হতে পারবে।"

তারপর তেরো দফা সংস্কারের আবেদন জানিয়ে অবশেষে লিখলেন, "পরি-শেষে আমি দৃঢ়ভাবে নিবেদন করতে চাই যে, এই সংস্কার দ্বারা আমি সিপ্রিঅট তুর্কদের অধিকার বা দাবির কোন অংশকেও বাতিল হতে দিতে চাই না। সে আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের গতিকে অব্যাহত এবং সুপরিচালিত করা।

বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্রকে পরিচালিত করা; রাষ্ট্র পরিচালনায় অসঙ্গতি ও উপদ্রবের সৃষ্টি করা নয় কিন্তু। আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকমের।

আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি সম্পূর্ণ অন্য রূপ। এ বিধানের কতকগুলি শর্ত ব্যবহারতঃ অত্যন্ত গুরুতর বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশবাসীর কল্যাণকল্পে এ বিঘ্নগুলি দূর করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিঘ্ন দূর করার জন্য যা যা আমি প্রস্তাব করলাম তাতে সমগ্র সাইপ্রাসের কল্যাণ হবে বলে মনে করি। আমি শুধু আশা করি সাইপ্রাসের তুর্কী জনতার কাছে আমার এই মত গ্রাহ্য হবে।"

হয় নি যে তা আগেই বলা হয়েছে।

রক্তারক্তি চলেছে; বৈদেশিক চাপ বাড়ছে; সাইপ্রাসে ব্রিটিশ প্রভুত্বের দ্বিতীয়বার কায়েম হবার সূত্রপাত হয়েছে। এখন কি?

রাষ্ট্রসংঘ।

১৯৬৪র ১৮ ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত সভা হলো। ম্যাকারিঅস্ এ সময়ে দিনরাত এক করে খাটতে লাগলেন। সিকিউরিটি কাউন্সিল সাইপ্রাসের ব্যাপারে বহির্রাষ্ট্রের নাক গলানো বরদাস্ত না করে চার্টার-এর দোহাই পাড়লেন। বললেন, সাইপ্রাসের ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রের দখল চলবে না। সাইপ্রাসের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য সাইপ্রাসকেই দায়িত্ব বইতে হবে।

এ ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের শান্তি নিয়ামক বাহিনী সাইপ্রাসে থাকবে। এ বাহিনী কেমন হবে, কতো বড় হবে তা নির্ধারণ করবে সাইপ্রাস সরকার, গ্রীক ও তুরস্ক সরকার, এবং ইউনাইটেড কিংডম। বাহিনীর সেনাপতি রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ করবেন। এ বিষয়ে সেক্রেটারি জেনারেল রাষ্ট্রসংঘকে অবহিত রাখবেন।

সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রস্তাবটা কিন্তু লণ্ডন চুক্তির ওপর খানিকটা আঘাত হানলো। তুর্কীর বা গ্রীসের মাতব্বরিটা যে আস্ফালনমাত্র এটাই সিকিউরিটি কাউন্সিল মানলো। ম্যাকারিঅস্ খানিকটা হাঁফ ছাড়লেন। "সাইপ্রাসের ব্যাপারে বাইরের আস্কারা পেয়ে যে কোন শক্তিধর ঝাঁপিয়ে পড়বেন এমন অসম্ভব অত্যাচারটা বন্ধ হলো। এবার আবার তেমনটা হলে কেবল যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের বিপক্ষতা করাই হবে তা নয়, এই নতুন প্রস্তাবটির বিপক্ষতা করাও হবে।" আপাততঃ এটা মস্ত-লাভ। সাইপ্রাসের দুঃখ-সুখের চরম দায়িত্ব সিপ্রিঅটদের। এটাই চাইছিলেন ম্যাকারিঅস্।

২৭শে মার্চ, ১৯৬৪। রাষ্ট্রসংঘের ফৌজ এলো সাইপ্রাস দ্বীপে।

মাকারিঅস্ চান না এ ফৌজ বেশিদিন থাকে। ম্যাকারিঅস্ আশা করেন ইতোমধ্যে সাইপ্রাস জনতা এক হয়ে নিজেদের মতো একটা সংবিধান রচনায় মন দেবে। কিন্তু ইংরেজের ভেদনীতি সর্বনাশ করে দিয়েছে জন-জাগরণের। পদে পদে জাত-পাত-ধর্ম-পোশাক-ভাষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বুলি কপ্‌চে সাম্রাজ্যবাদ তার পায়া ভারী করে জমে বসে আছে। এ থেকে পরিত্রাণ হয়তো পাওয়া যায় সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে। কিন্তু পররাষ্ট্র সম্বন্ধে ম্যাকারিঅস্ চিরকাল সাবধানী। গ্রীভাসকেও পাত্তা দেন নি ম্যাকারিঅস্। জুন, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬র ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় বার এই শান্তি ফৌজের আয়ু বাড়ানো হয়েছে। অদ্যাবধি তারা নড়ে নি, নড়তে পায় নি।

স্বাভাবিক শান্তি ফিরে এলেই এ ফৌজ ফিরে যাবে, এই কথা। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে তার প্রমাণ কি? কাইরেনিয়া রোডে সবার গতিবিধি হবে অব্যাহত, নির্ভীক; নিকোশিয়ার প্রতি পল্লীতেই মানুষ চলা চল হবে অবাধ। স্মরণে রাখতে হবে, এ দু'টি এলাকাই কিন্তু তুর্কপ্রধান। এ ভয় ছিল না গ্রীকপ্রধান এলাকায়। জনতাকে ধীরে ধীরে শেখানো দরকার এক হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা; সাইপ্রাসের মুক্তিপথে বিঘ্ন এনেছে যে বিধান সে বিধানে রদ-বদল করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফেরে নি। সরকারী সহযোগিতায় সরকারী বিভাগের শৃঙ্খলা খানিক সহজ হয়ে এলেও মূলতঃ জনতার মধ্যে সন্দেহ এবং সন্দেহের অবধারিত ফল ভয় ও হিংসা কালো হয়ে আঁকড়ে রইলো সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ। তার কারণ তুরস্ক সরকারের উস্কানি আর দাবড়ানি। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এ বিষয়ে তুরস্ক সরকারের ঔদ্ধত্যকে কড়া কথায় তিরস্কৃত করেছেন। "রাষ্ট্রসংঘের শান্তি-ফৌজের কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে তুরস্ক সরকারের কিছু ভ্রান্ত ধারণা আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি," লিখতে বাধ্য হলেন তিনি।

রাষ্ট্রসংঘের চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। শহরে শহরে তুরস্ক মহল্লাতে গ্রীকদের প্রবেশ ও যাতায়াত পূর্বভাবে অস্বীকৃত হয়ে রইলো। ম্যাকারিঅস্ ভাবেন আর ভাবেন। গান্ধীও ভাবতেন। ঐক্য মানুষ চায় শান্তির জন্য। কিন্তু লাভ হেঁটে আসে অশান্তিময় বাজারের দর ওঠা-নামায়। যুদ্ধে মানুষ মরে কিন্তু যুদ্ধের ফলেই

ছিঁচকেও ধনকুবের হয়ে যায়। এর কারণ জানেন ম্যাকারিঅস্। প্রতিকার? তাও জানেন! কিন্তু মনে ভয়,—মনে বাধা,—স্নেহঃ পাপশঙ্কী—সাইপ্রাসে রক্তবন্যা বয়ে যাবে।

১৯৬৪র আগস্ট থেকে ১৯৬৫র নভেম্বরের মধ্যে সিকিউরিটি কাউন্সিলে সাইপ্রাসের কথা তিনবার এলো। তিনবারেরই বিষয় অন্য। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে হঠাৎ সাইপ্রাসের ওপরে তুর্কীর জঙ্গীবিমান হামলা করে বসলো। সাইপ্রাসের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় সামরিক ঘাঁটিতে মেশিনগান, রকেট, নাপাম্ বোমা প্রয়োগ করে হঠাৎ সামরিক অসামরিক প্রাণ-মান-ধন-সম্পত্তির অপকার করে বসলো। দেখা গেলো যে, আশেপাশের এলাকায় তুর্কী বাহিনী পাহাড়ে পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল। উদ্দেশ্য পুরো উত্তর-পশ্চিম এলাকাটা সম্পূর্ণতঃ তৌরস্কীয় করে ফেলা। সাইপ্রাস জাতীয় সামরিক বাহিনী এলাকা থেকে শত্রু অপসারণে লেগে গেলো। সিকিউরিটি কাউন্সিল পুনশ্চ যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দিলেন। তুর্কী বিমানবাহিনীকে নিন্দা করলেন। করুন গে; পরের ১০ই আগস্টে পুনশ্চ বিমান আক্রমণ। সাইপ্রাস-প্রধানেরা সিকিউরিটি কাউন্সিলকে চেপে ধরলো। সিকিউরিটি কাউন্সিল ফতোয়া দিলেন—"সাইপ্রাস সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো সরকারই সাইপ্রাসের ওপর কোনো বিমান নিয়ে যেতে পারবে না।"

১৯৬৫র ২৩শে জুলাই সাইপ্রাস বিধানসভা নির্বাচন সম্বন্ধীয় কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে। হঠাৎ তুরস্ক সরকার তা নিয়ে অভিমান করে বসলেন; নালিশ করলেন সিকিউরিটি কাউন্সিলে। ম্যাকারিঅস্ মনে মনে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। এমনি করেই আইন-পিয়াসীরা বিরক্ত হয়ে ওঠে; তাদের ঘেন্না ধরে যায় এই দেমক্রাসীর বেড়াজালে,—মরিয়া হয়ে ওঠে। কতদিন ম্যাকারিঅস্ এই যৌবন-জল-তরঙ্গের মুখে ঐরাবত হয়ে দাঁড়াতে পারবেন? সাইপ্রাস স্বাধীন। তার বিধানসভা স্বাধীন। সেই বিধান-সভায় আইন বিধিবদ্ধ হলো। ধমকী লাগায় তুরস্ক এবং সে নালিশ পেশ করার সাহস পায় সে 'বন্ধু'দের কাছে। ম্যাকারিঅসের ঘন ঘন গর্জনে সেবার সিকিউরিটি কাউন্সিল নিরস্ত হলো। ১৯৬৫-র আগস্টে সিকিউরিটি কাউন্সিল বললো—আইনটা যেভাবে গৃহীত হয়েছে সেটা ঠিক।

কিন্তু বললো না যে, অন্য রাষ্ট্রের আইন সভার আইন নিয়ে কোনো রাষ্ট্রের

ঝামেলা করার অধিকার নেই। তুরস্ককে যদি একটু একটু করে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, প্রকারান্তরে গ্রীসকেও যে টেনে আনা হয়, এ বুদ্ধি রাষ্ট্রসংঘের তো থাকা উচিত। বুদ্ধি থাকা উচিত যদি এই তর্কে ইঙ্গ-আম্রিকী নাকওলারা এই চীড়ে নাক গলাবার শুলুক সন্ধান খোঁজেন—নাক আরও আছে। তারাও গলাবে। বস্তুতঃ এই নাক-রাজ্যে তাবৎ নাসিক-কে দাওয়াৎ দিয়ে ডেকে আনা হচ্ছে। গাজন তাতে নষ্টই হবে ; শ্রাদ্ধ তাতে গড়াবেই।

জেনারেল আসেম্বলীতে সাইপ্রাসের প্রশ্ন ওঠার সময়ে সময়ে তুরস্ক এক ধাপ্পা ছাড়লো। উদ্দেশ্য সাইপ্রাসের স্বপক্ষ ভোট ব্যতিব্যস্ত করা। সাইপ্রাস সমস্যায় ভারতবর্ষ, সিরিয়া, মিশর এবং যুগোশ্লাভিয়ার বদৌলত স্বাধীন আফ্রিকার দুর্ধর্ষ নেতারা বার বার হুঙ্কার ছাড়ে। তুরস্ক চেষ্টা করলো ইসলামের দোহাই পেড়ে যদি কোনো সুরাহা হয়। তুরস্ক হঠাৎ খবর ছড়ালো ফামাগুস্তায় দশ হাজার গ্রীক সিপ্রিঅট (গপ্‌পো বলবো অপ্‌পো নয়!) তুর্কী বাসিন্দাদের ঠেসে দম বন্ধ করছে। সেক্রেটারি জেনারেল তার পাঠালেন ; খবর এলো, "সেকি ? পরমা শান্তি বিরাজমান যে।" ত্রিনিদাদে লোকে বলে জ্যান্তো 'রাকান্তো' মাছের খুলিতেও নাকি পোকা থাকে। এই 'রাকান্তো' নীতি অদ্ভুত। জ্যান্তো মাছে পোকা ধরানো। মনে হয় ম্যাকারিঅসের, হবে না কেন ? একদা তুরস্ক নাৎসী রাঘব বোয়াল ফন্‌-পাপেন্‌-এর মহাদোস্ত্‌ ছিল। রিবেনট্রপ আর গোয়েব্‌ল্‌স্‌-এর প্রচারনীতির কিছুই কি রপ্ত করে নি ?

১৯৬৪-৬৫ তে তুরস্ক পর পর তিনবার খোঁচা মেরেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের তদ্বিরের ফলে। হঠাৎ ম্যাকারিঅস্‌ শুনতে পেলেন সক্রিয় সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তুরস্ক বদ্ধপরিকর। হবে না কেন ? ঐ সময়েই তো রোডেশিয়া, এবং নাইজিরিয়া, হঠাৎ ইয়ানস্মিথ বিদ্রোহ করে বসলো, বিয়াফ্রা সশস্ত্র সংগ্রামে নামলো। ঐ সময়েই তো কাম্বোডিয়ার মধ্যে মাদাম ন্যু এবং শিহানুক নামক কাঠ্‌পুতলী খেলাও চলছিল। ম্যাকারিঅস্‌ বিশ্বব্যাপী এই অদ্ভুত খেলার হালচাল দেখলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। দেখা গেলো য়ু-থান্‌ট্‌ও ক্রমশঃ রাষ্ট্রসংঘের নীতিগুলোকে বিঘ্নিত করার উপদ্রব দমন করতে গিয়ে নিবীর্য হতাশ হয়ে পড়ছেন। "জুনের প্রথম সপ্তাহে তুরস্ক সরকার সাইপ্রাস আক্রমণ করবে।" খবর পেলেন ম্যাকারিঅস্‌।

ম্যাকারিঅসের পক্ষে এ-ই সুযোগ। অন্তর্বিদ্রোহ, আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাবার পক্ষে আন্তর্রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র আক্রমণের মতো দাওয়াই নেই। এ আক্রমণ

-হলেই সিপ্রিঅট জনতা আবার ঢুকে যাবে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে। আরম্ভ হবে সেই গেরিলা যুদ্ধ যার কাছে ব্রিটিশকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল। ম্যাকারিঅস্ যে বিপ্লবের সুযোগ চাইছেন সেটা তুর্কী হাতে করে তুলে দেবে ভাবতে পারে নি ম্যাকারিঅস্। গ্রীক দূতাবাস, যুগোশ্লোভিক দূতাবাস, মিশর দূতাবাস, রুশ দূতাবাস বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইংরেজ ভড়কে গেল। তাড়াতাড়ি প্রেসিডেণ্ট জনসন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্রাঘাত হানলেন। সে পত্রের ভাষা এবং রং এমনই স্পষ্ট যে বুঝতে কষ্ট হয় না দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কটা কি।

(ক) জনসন ডেকে পাঠালেন ইনোনুকে ওয়াশিংটনে। ইনোনু ছুটলেন। কিন্তু মুখরক্ষা করার জন্য জনসন গ্রীক প্রধানমন্ত্রী পাপনন্দ্রকেও ডাকলেন। গেলেন তিনিও, কিন্তু ইনোনুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে রাজি হলেন না। (হায়, তার পরেই এ মন্ত্রীর পতন হলো গ্রীসে) এবং স্পষ্টই বলে দিলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের যা হালচাল তাতে সাইপ্রাস সমস্যার সুরাহা হবার কোন আশাই নেই।" (হায়, ভারত সরকার যদি গ্রীক ভাষাটা একটু জানতেন, অন্ততঃ সরল করে বক্তব্যগুলো বলতে পারতেন। কাশ্মীর নিয়ে সোভিয়েতের গলা জড়িয়ে নিজের বিশ্বাস, বল, রুচি, ন্যায়, নীতি কলার মতো খেতে খেতে ঢেকুর তুলতে হতো না। স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির ফাঁকা আওয়াজে ভারতবাসীদের নাজেহাল হাড়ির হাল হতে হতো না।)

প্রেসিডেণ্ট জনসনের দূতীগিরির ফল জেনেভা কনফারেন্স। পররাষ্ট্র বিভাগের 'দূতে'রা সম্মিলিত হবেন। গ্রীস/তুর্কী/রাষ্ট্রসংঘের দূত এবং বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী যুক্তরাষ্ট্রের, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সেক্রেটারি ডীন এচিসন্ "বিশ্বস্ত দালাল" হয়ে এলেন। ম্যাকারিঅস্ হাসলেন সেই তাঁর স্মিত হাসি! সবাই এলো এ যজ্ঞে, কেবল সাইপ্রাস নয়! ওরা জানে ম্যাকারিঅস্ মানে প্রতাপশালী ভীম বাধা। ওরা সাইপ্রাসের বিচার করবে; সাইপ্রাসই নেই।

এর ফল এচিসন্ যা প্রসব করলেন তার কাছে সুকুমার রায়ের 'হাসজারু' কিস্সু না। এ 'হাসজারু'র দাদা। ম্যাকারিঅসের সম্বলের মধ্যে স্মিত হাসিটি। এবার বুঝি তাও যায়। পৃথিবীসুদ্ধ সবাই হাসছে। ম্যাকারিঅস্-এরও খিল খিল করে হাসার পালা। কিন্তু ওঁকে যে বাঁচতে হবে, দেখতে হবে। নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে।

সাইপ্রাসকে দু'টুকরো হতে দেন নি ম্যাকারিঅস্। সেই রাগ ইঙ্গ-মার্কিন মাসতুতো সংঘের। তাই ঝালে-ঝোলে-অম্বলে একটি হলদে-থিওরী বার করলেন। মার্কিনী মগজ ছাড়া অন্য মগজে তো বাদাম তেল কিনা। ন্যাকা সাজিয়ে বাজীমাৎ করতে এমন কি? ঐ তো ক্ষুদে সাইপ্রাস? ধরতে পারবে কেন জনসন-এচিসন কূটনীতি? সে এক আখাম্বা কূটনীতি। কূটনীতির কূটে যদি নেশা না ধরে তা হয়ে যায় ধোঁয়া।

থিওরীটি প্রণিধানযোগ্য তার ন্যাকা-ন্যায়-এর ধাষ্টামোর জন্য। ইতিহাসে এ প্রস্তাব ধাষ্টামোর কোহিনূর হয়ে রইলো।

'ইনসিস্' চাইছে তো সাইপ্রাস? (মোটেই না। ম্যাকারিঅস্ এই বাবদে গ্রীভাসকে তাড়িয়েছেন) বেশ! গ্রীসের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাইছে। যাক। এটি ভালো হবে। আর তুর্করা মিশে যাক তুর্কীদের সঙ্গে। "ডবল ENOSIS" হবে। মাত্র দু'টি তুর্ক 'ক্যান্টন' (Cantonment = সংরক্ষিত বিভাগীয় এলাকা) এবং একটি সেনানিবাস তুর্কীদের থাকুক। দেখাশোনা তুরস্ক সরকার করবে? চমৎকার!

ম্যাকারিঅস্ গলা ফাটিয়ে হাসতেন, কিন্তু গলাকাটা ব্যবস্থার স্পর্ধাটা দিনে ডাকাতিকেও তুচ্ছ করেছে। রাগ হয়ে যায়। এমন ধমক লাগালেন যে আমেরিকার কাছা খুলে গেল। পাপানদ্রু শুনেই ছিঃ ছিঃ করে উঠলেন। তুর্কী দূতটি হৃদরোগে দিবংগত হলেন! এচিসন্ সাহেব? 'receded into oblivion'—মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলো সেই প্লান্।

অসীম ধৈর্য ম্যাকারিঅসের। ধর্মে আস্থা না থাকলে এতোটা সহিষ্ণুতা থাকে না। এতোর পরেও সাইপ্রাসের হাল শক্ত করে ধরে রইলেন। জীবন আরম্ভ করেছেন মার্কিন জাতের বন্ধু হয়ে, এখন পঞ্চাশোর্ধে মার্কিনকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কারণ কেবল মার্কিনী পররাষ্ট্রনীতির হাত যশ।

যুক্তরাষ্ট্র এবার পাঠালো ইকোয়াডর-এর প্রতিনিধি ডকটর গালো প্লাজাকে, যদি তিনি কোনো সুরাহা বার করতে পারেন।

কাজ আরম্ভ করার আগেই ডকটর প্লাজা ঘোষণা করে দিলেন সাইপ্রাস সমস্যার নিরসন যা-ই হোক না কেন, তার চূড়ান্ত নির্দেশ সাইপ্রাস জনতার হাতে। তাদের সমর্থন ও অনুমোদন ছাড়া কিছু হবে না। তিনি বললেন, এমন সমস্যা বাইরে থেকে সর্দারি করে মেটে না। ঐ দেশে এবং দেশবাসীর মধ্যে গিয়ে থাকতে হবে।

এসে রইলেন নিকোশিয়াতে। মাঝে মাঝে যান আনকারা, এথেন্স, এমন কি লণ্ডনেও যেতেন, ওয়াশিংটনেও। রাষ্ট্রসংঘে বার বার যেতে লাগলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের আর অন্ত নেই।

২৬ মার্চ, ১৯৬৫তে ডক্টর প্লাজার রায় বার হলো। এই সর্বপ্রথম একটি নিরপেক্ষ এবং সুবিচারিত রায় বার হলো সাইপ্রাস সমস্যাটিকে সব দিক দিয়ে বিচার করে। এ সমস্যার ইতিহাস, ক্রমশঃ বর্ধমান জটিলতা, এ সমস্যার অন্তর্নিহিত বিষ, বিষের প্রতিকার এমন সাবলীল সরল স্পষ্টতার সঙ্গে কেউ বলে নি। সাইপ্রাস সরকার এই স্পষ্টতার জন্য খুশি হলেন।

(খ) ১৯৬০-এর বিধানকে ডক্টর প্লাজা কেবল বদ্ধ পাগলামী বললেন না; কিন্তু বললেন "Oddity"; আর আনকারার তরফ থেকে সাইপ্রাস ভাগ করার দাবিকে "মরিয়ার ভ্রান্ত চেষ্টা" বলে শাসন করলেন। তিনিই প্রথম তাই বললেন, এতকাল ম্যাকারিঅস্ যা বলতে চেয়েছেন। "বর্তমান বিধান এবং নিকোশিয়া সন্ধি—এখনও আঁকড়ে থাকলে কস্মিনকালেও সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান হবে না, হতে পারে না।" অর্থাৎ উক্ত দু'টি বিষ দাঁত উপড়ে ফেলে না দিলে এ বিষে সারা সাইপ্রাস জ্বলে যাবে।

গ্রীক সরকার বললেন যে, মূলতঃ এবং প্রধানতঃ ডকটর প্লাজার রায় সঙ্গত এবং কার্যকরী। কিন্তু তুরস্ক সরকার নথ্ নাচিয়ে ঝগড়ায় বসলেন। ডক্টর প্লাজার রায় নাকি বড্ড বাড়াবাড়ি করেছে। যা বলার নয় তাই বলেছেন। সীমা ডিঙিয়ে গেছেন বাজে বাজে কথা আর পুরনো কাসুন্দি নেড়ে। এই বাড়াবাড়ির জন্য ডক্টর প্লাজা মধ্যস্থতা করার অযোগ্য।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অবশ্য তুরস্কের এই মতকে পাত্তাই দিলেন না। বোঝা যায়, ডঃ প্লাজা রায় লেখার আগেই সেক্রেটারি উ-থান্টের সঙ্গে রায়ের স্পষ্টতা ও ভাষা নিয়ে পরামর্শ করেছেন। বোঝা যায় যে, উ-থান্ট ডঃ প্লাজার সততা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং নির্ভীকতার সম্মান যথাযোগ্য দিয়েছেন। মিথ্যা এবং ধাপ্পা যেমন ভেঙে পড়ার কথা, তাই ভাঙলো।

কিন্তু ইংরেজ সরকার চুপ মেরে রইলেন। রা-ও কাড়লেন না। যে তুরস্ক বার বার ইংরেজের বন্ধু সাইপ্রাসকে সন্ত্রস্ত করেছে, যে তুরস্ক বার বার রাষ্ট্রসংঘের রীতি ও নীতিকে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধায় সমগ্র জগতের অমর্যাদা করতে সাহসী হয় সেই তুরস্ককে ইংরেজ কিছু বলবে না, কারণ তুরস্কের পৃষ্ঠ-পোষকতা ছাড়া ইংরেজ তার থাবা সাইপ্রাসের পিঠে রাখতে পারবে না।

(কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে কোন যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে কি ?)

তুরস্ক বার বার ডাঃ প্লাজাকে অগ্রাহ্য করতে লাগলো। রাষ্ট্রসংঘও ডাঃ প্লাজার রায়ের ওপর নির্ভর করে কোন 'রায়' না নিয়ে কেবল তাঁর রিপোর্টটা 'দেখা হলো' রায় দিয়ে নথীবদ্ধ করলো। ডাঃ প্লাজা দেখে শুনে পদত্যাগ করলেন।

তিনি পারেন। ম্যাকারিঅস্ পারেন না। 'অন্য মধ্যস্থ'র কথা উঠলো। সাইপ্রাস সরকার বললো, মধ্যস্থ পালটে ফল কি ? আগেকার মধ্যস্থ যা বলেছেন তার বিপক্ষে কেউ যখন কিছু বলেননি তখন অন্য মধ্যস্থ রাখার কথা ওঠে না। বিশেষতঃ, তাঁর পদত্যাগের পর। তবু ডক্টর সি. বার্নাডেজকে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি এবং মোটামুটি মধ্যস্থ হিসেবে নিয়োগ করা হলো। লণ্ডন ও আনকারা দেখলো 'এ জনও সামান্য নহে', পেছিয়ে গেলো।

আজও পিছিয়েই আছে। আজও সমস্যার নিরসন হয়নি।

সুতরাং এখন একটিই উপায়।

এবং সেটি ম্যাকারিঅস্কে একেবারে সরিয়ে ফেলা। সে চেষ্টা হলো। কাইরেনিয়ার বন্দরে ম্যাকারিঅস্কে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘে সাইপ্রাস নিয়ে আলোচনা চলছে তখন। সেইদিকে সবার নজর। ২২তম সভায় এ কথা উঠলো। (১৩-১-১৯৬৫) ; তুরস্কও এক প্রস্তাব করলো। রাষ্ট্রসংঘের রাজনৈতিক বিচার-সভা আলোচনা করে স্থির করলেন, সাইপ্রাসের সমস্যা সাইপ্রাসের ; নিরসন করতে গেলে সাইপ্রাসের ওপর মধ্যস্থদের রায়-গুলিই বিচার্য।

(গ) এমন অবস্থায় রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে একটি মজা দেখা যায়। ইঙ্গ-মার্কিন দল যখনই বেফাঁস অবস্থা দেখে, ভেগে পড়ে। ভোট হলো। বহু 'রাষ্ট্র' ভেগে রইলেন। তবু ৪৭।৫ ভোটে সাইপ্রাস-প্রস্তাব গৃহীত হলো ম্যাকারিঅসের বক্তব্যের স্বপক্ষে। রাষ্ট্রসংঘে যে এমন অবস্থা হবে আশংকা করে এবং মুখোমুখি আলোচনায় যে সুরাহা হ'তে পারে সে ভরসা রেখেই ম্যাকারিঅস্ গিয়েছিলেন "প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে" কায়রোতে। সেটা ১৯৬৪—জেনারেল কাউন্সিল মিটিংয়ের ঠিক আগে। কমনওয়েলথের সদস্যদের কাছে সাইপ্রাস সমস্যাকে মেলে ধরার অবসর। ম্যাকারিঅসের পক্ষে ঘোরাঘুরি তখন বিপজ্জনক। অসুস্থ ছিলেন। দিবারাত্র পরিশ্রমে, মানুষের অসচ্চরিত্রতায়, শক্তিধরদের দুর্বলতায়, ধনাঢ্যের দীনতায়, বুদ্ধিমানের মূর্খতায় এই রাষ্ট্রগুরু

তখন বিষয়। যেখানে সেখানে তাঁর জীবনের ওপর আক্রমণের জন্ত শত্রু মুখিয়ে আছে।

তবু তাঁর চার্চে যাওয়া চাই। প্রার্থনা করা চাই। শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া চাই। সাধারণের মধ্যেই তাঁর জীবন। দেশের এক চতুর্থাংশ জমির মালিক চার্চ। সে জমির প্রজাদের সুখ-দুঃখের একমাত্র শরিক তিনি। চাষাদের জমি যাতে তাদের থাকে এজন্য সর্বদা তাঁকে সচেষ্ট থাকতে হয়। জমি থেকেও জমিদার না হয়ে থাকার সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য অনুশীলন ছাড়া হয় না। গুপ্তঘাতকের হাতে মরার সম্ভাবনা পদে পদে। তবু অনলস এ নির্ভীক শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে একক পদযাত্রায় গ্রহের পর গ্রহ অতিক্রম করে সূর্যের রথের দিকে চলেছেন।

কায়রো সম্মেলনে ইংরেজ দাপটের স্বাদ চাখা অনেক দাগী আসামী আসাবে। মন্ত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ব্রিটিশ জেলে বাস করেছে। তাঁরা তো বুঝবেন ম্যাকারিঅসের মর্মবাণী।

১৯৬৪-তে কায়রোর নন্-এলাইনড কনফারেন্স এক দুর্ধর্ব প্রস্তাব গ্রহণ করলো। তাতে স্পষ্ট করে দুটো জিনিস জানানো হলো: (১) সাইপ্রাসের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণতই রাষ্ট্রসংঘের। যদি কোন রাষ্ট্র সাইপ্রাস রাষ্ট্রের মর্যাদা ও সীমা বর্বর প্রথায় লঙ্ঘন করে তাকে শাস্তি দেবার ভার রাষ্ট্রসংঘের। (২) সাইপ্রাস রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। সাইপ্রাস সম্বন্ধীয় সবকিছু কথা এবং বিধান সিপ্রিঅটরাই নির্ধারিত করবে।

১৯৬৫-তে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হলো। ১৯৬৬-তেও প্রত্যেক কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সাইপ্রাসের পক্ষ সমর্থন করলো। (পাকিস্তান করেনি)

বারবার রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে ও বাইরে সব রাষ্ট্রই সাইপ্রাসের সার্বভৌমত্ব মানা সত্ত্বেও সাইপ্রাস থেকে আজও বিদেশী সৈন্য যাচ্ছে না। অথচ দেমক্রাসীতে, রাষ্ট্রসংঘে বিশ্বাস রাখতে হবে।

মানুষ চাইছে শান্তিতে থাকি। তাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না কারা? যাদের দেশের অর্থনীতি নির্ভর করছে দু'টি বস্তুর ওপর: (১) যন্ত্রশিল্পের বেধড়ক বৃদ্ধি; (২) মারণ অস্ত্রের সীমাহীন বিবৃদ্ধি। শান্তি স্থাপিত হলে এইসব মারমুখো হাঙর রাষ্ট্রগুলোকে চুনোপুঁটি হয়ে যেতে হবে। পৃথিবীর ভয় এরাই; এদের লোভই। এই সেদিনে সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথ্ প্রধানমন্ত্রী

সম্মেলন হয়ে গেল (১৯৭১)। ম্যাকারিঅস্‌ও উপস্থিত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গর্টন তো খোলাখুলিভাবেই গান গাইলেন, শ্যামরায় না হলে গোপিনীদের নাচাতো কে? ওগো শ্যামরায়!—

"If it were not for Britain we would not have a Commonwealth Conference table to sit around." এই সুরে পোঁ মিলিয়ে গাইলেন নিউ-জীল্যাণ্ড; কেবল Canada-র ক্রদো, (ফরাসী কানাডা এবং ইংরেজ কানাডায় এখন তো আড়াআড়ি এবং ক্রদো ফরাসী) গর্জে উঠলেন, আর গর্জে উঠলেন জাম্বিয়ার ডঃ কৌণ্ডা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে মারণাস্ত্র যোগান দেওয়া মানে ভারত মহাসাগরকে যুদ্ধঘাঁটি করা। যে দক্ষিণ আফ্রিকা নির্লজ্জ ভাবে আজও চামড়া এবং রঙ নিয়ে রাজনীতি করে, যে ডকটর ভীয়রহুর্দ (দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী) সেদিন পর্যন্তও নাৎসী বলে ধিক্কৃত হয়েছেন, আজ কমনওয়েলথ-এর ওয়েলথিয়েস্ট তাঁর হাতে দিচ্ছেন মারণাস্ত্র, যেমন একদা হিটলারকে বাড়তে দিয়েছে ম্যাকডোনাল্ড, বলডুইন, চেম্বারলেন সোভিয়েৎ রিপাব্লিককে জব্দ করার ভণ্ড আশায়। আজও আমেরিকায় কু-ক্লাস ক্ল্যানের প্রসিদ্ধ মেম্বার রবার্ট বেয়ার্ড ডেমক্র্যাটিক পার্টির ভোটে রবার্ট কেনেডীকে হারিয়ে দিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন। জাম্বিয়া হুঙ্কার দিয়েছে; জ্যামায়কার শিয়ারা হুঙ্কার দিয়েছে; ঘানার কোফি বুশিয়া হুঙ্কার দিয়েছে; ক্রদো হুঙ্কার দিয়েছে। যদি ভারতমহাসাগরের নিরাপত্তাই কারণ হয় এই মারণাস্ত্র ঘুষ কবলানোর সমর্থনে, বেশ ভারত মহাসাগরকে নিরাপদ করে তোলো। ঘাঁটি করো না কেন মরিশাসে; ঘাঁটি করো মোম্বাসায়, দার-এস-সালামে, মালদ্বীপে, কলম্বোয়। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগীজ আঙ্গোলা, রডেশিয়ার বিপক্ষে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা গৃহীত নীতির ব্যভিচার করেই চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে হড়প করে বসে আছে সমস্ত আন্তর্রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনকে ভেঙ্‌চে—দক্ষিণ আফ্রিকা অতলান্তিক সনদ এবং রাষ্ট্রসংঘের সনদকে দু'পায়ে থেঁত্‌লে চলছে, সেই দক্ষিণ অফ্রিকাকে বিশ্বাস করে প্রতিরক্ষা সূত্রে মারণাস্ত্র যোগান দেওয়ার নীতি যে ইংরেজ করে ম্যাকারিঅস্‌ তার পানে চেয়ে হাসেন; হাসেন রাষ্ট্রসংঘের দিকে চেয়ে; হাসেন দফায় দফায় কনফারেন্সের বহর দেখে। অফুরন্ত ধৈর্য এই লেভান্‌ত্‌বাসীদের। অসীম এদের রগুড়েপনা। প্রতুল এদের সময়, ফুরোয় না, ফুরোয় না; সূর্য উঠে আকাশ ছেড়ে নড়তে চান না;—সেই সূর্য-দহন অমিত বীর্য এবং তাপের অধিকারী

মানুষটি গ্রীক অস্পষ্টতাকেই তাঁর বর্ম করেছেন, যে বর্মের ওপর জ্যোতি ঝলকায়—ঐ স্মিত হাসিটি।

শ্রীযুক্ত স্পাইরস কাইপ্রিয়ানু সাইপ্রাস বিধান সভায় এক বক্তৃতা দিলেন (১৯৬৬, জানুয়ারী) রাষ্ট্রসংঘের (১৯৬৫, ডিসেম্বর) প্রস্তাব সম্বন্ধে।

(ঘ) রাষ্ট্রসংঘ সাইপ্রাসের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে পৃথিবী-ব্যাপী সমর্থনের ফলে। সে সমর্থনের জন্য যুগোশ্লাভিয়া এবং (and the great country of India) ভারতের কাছে সাইপ্রাসের অকপট ঋণও তিনি সবিনয়ে স্বীকার করলেন। সাইপ্রাস যে বাঁয়ে বা দক্ষিণে না হেলে স্বাধীন পররাষ্ট্র-নীতিকে গ্রহণ করেছে এটা কাইপ্রিয়ানু সগৌরবে সমর্থন করলেন। "তৃতীয় পৃথিবী"র প্রয়োজনীয়তা যারা পৃথিবীকে দু'ভাগ করেও শান্তি চাইছে তারাই স্বীকার করছে।

যুদ্ধ হচ্ছে না। শান্তি আছে। রাষ্ট্রসংঘের বড়ো দান এটা। · ইত্যাদি বুলি আমরা শুনি। কিন্তু যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে দুটো পৃথিবীতে, যুদ্ধোত্তর কালে তারও খরচা হিসেব করতে গেলে বোঝা যায় সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম রাখার জন্য "মানুষের সম্পদ এবং মানুষ-সম্পদ"-এর কী অপচয়ই হচ্ছে। ত্রিনিদাদে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ, কেপ কেনেডীর বিশিষ্ট উপদেষ্টা ডক্টর কার্ল সাগন হিসেব দিয়ে বোঝালেন যে, মাত্র চন্দ্রলোকে যাবার ঠাণ্ডা রেষারেষি ধরেই শুধু আমেরিকাতেই খরচ হয়েছে এ যাবৎ ২৫০০০০০০০০০—আড়াই হাজার কোটি ডলার !! এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে ভিয়েৎনাম এবং কাম্বোডিয়ার যুদ্ধ, ইস্রায়েল যুদ্ধ, কুবার রেষারেষির খরচ, তিব্বত, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, সুয়েজ নিয়ে তকরারের খরচ। এই টাকাটা যদি "মানুষ"-এর ভবিষ্যৎ শুভ চেষ্টায় ব্যয়িত হতো—পৃথিবী স্বর্গ হতো। হয় না,—কারণ ব্যবসায়ী জগতের দুরন্ত ব্যাধি,—পুঁজিবাদ। এই উন্মত্ত, ব্যভিচার, ভণ্ডামীর বিপক্ষে যুবদল বিদ্রোহ করেছে, অন্তঃসারশূন্য, বিবর্ণ, পচা বিদ্রোহ,—তার নানা নাম, হীপী, উড্‌স্টক্, ব্লাক পাওয়ার, রাউণ্ড হেডস্ ইত্যাদি। ওরা জানছে, বুঝছে বিগত যুগের যুদ্ধশিল্পকে পুনশ্চ আগামী যুগে টেনে আনার প্রচণ্ড চেষ্টা যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনবে তাতে অবক্ষয় হবার সময় থাকবে না ; সম্পূর্ণ ক্ষয়, কল্লান্ত ক্ষয়, প্রলয়কালীন ক্ষয় অনিবার্য হবে।

এই চিন্তাধারার বিষণ্ণ আলো ম্যাকারিঅসের করুণ চিত্তকে সজল করে

তোলে। মেসাওরিয়া সমতলের ধুলো উড়িয়ে পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্রে ভেসে যায় ভূমধ্যসাগরের বাতাস। বয়ে আনে ইতিহাসের গন্ধ—হারুন-অল-রশিদ, আলেকজান্দার, ক্যোর-দ-লায়ন্, কাথারিন কর্নারো, হেলেনা পালিও-লেগস, বার্নাবাস, সেন্ট পল, উম হারম্। এই সাইপ্রাস। পুবের দিগ্বিজয়ে গেছেন আলেকজান্দার, অগস্টস্, রিচার্ড, সেন্ট লুঈ,—ঘাঁটি এই সাইপ্রাস ;—পশ্চিমের দিগ্বিজয়ে এসেছেন সার্গন্, টলেমী, সাইরাস্, হারুন-অল-রশিদ, সালাহ্‌দীন,—ঘাঁটি এই সাইপ্রাস। দূর প্রাচ্যের বিপণীর লোভে যখন বেনেরা আসতো সিরিয়ায়, লেবাননে, মিশরে,—সাইপ্রাসের বন্দর হলো তাদের তীর্থ। জেনোয়া, ভিনিসের খানদানী বণিক-মালিক-শাহানশারা সে বাজারের ওপর থাবা মারার আগে সাইপ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে। তারপর যেদিন জলপথে আফ্রিকা ঘুরে বন্দর পেলো নতুন নাবিক, ভাবা গিয়েছিল নিবে গেলো বুঝি সাইপ্রাস। যেদিন সুয়েজ খুললো, হঠাৎ আবার সাইপ্রাস জেগে উঠলো। উড়ে যায় ধুলো মর্ফু থেকে সালামিস, অবাধ পঞ্চাশ মাইল ; সে ধুলোয় গন্ধ জলপাই আর আঙুরের, লেবুফুল আর মৌচাকের। গাড়ি চলেছে কাইরেনিয়ার আশ্রমে। সেখানে আজ জনতা সমবেত হয়েছে ঈস্টারের আশীর্বাদ পেতে। শহরতলিতে য়োরোপীয় সভ্যদের চির-বিভিন্ন আলগোছ আবডাল পাড়া। ডোম্ হোটেলের দামী স্পর্ধা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাইপ্রাস, স্ট্রবেরী, ক্যারব,—আরও তলায়, আরব থেকে এসেছে ওরা,—খেজুরের চেরাপাতা দোল, কলার পাতার চির বিনীত ঘোমটা। কাইরেনিয়ার পাহাড়,—দিকে দিকে তার নাম ইতিহাসকে উদ্বেল করে রেখেছে,—মধ্যযুগের য়োরোপকে জীবন্ত করে রেখেছে,—চেলা-পে, বুফাভেন্তো, হিলারিয়ঁ,—তারপর সেকালের সামন্ত প্রাসাদ। এই দেশ আজ এমন কবলে পড়েছে যার সাদা নাম কালো হয়ে গেছে ঘৃণিত কূটনীতিতে।

ম্যাকারিঅসের মনে পড়ে ছেলেবেলায় শোনা গল্প। ভগবান সেদিন সব জাতকে কিছু কিছু দান দিচ্ছিলেন। গ্রীকরা আসতে দেরি করেছে। ভগবান বললেন, দেরি করে এলে, সব যে বিলি হয়ে গেছে। "কাকে কি দিলে ভগবান ?" গ্রীক জিজ্ঞাসা করে। ভগবান বললেন, তাগৎ দিলাম তুর্কীকে, বুলগারদের দিলাম খাটুনী, ইহুদীকে দিলাম হিসেবের ক্ষমতা, ফরাসীকে দিলাম নষ্টামী, ইংরেজদের দিলাম বোকামী। "আর আমার জন্যেই কিছু রাখোনি ?" বললে গ্রীক। "ফন্দী তো তোমার আছে"।

time as appropriate for expressing views or making comments on these two events.

I shall only refer briefly to the present position of the Cyprus problem and the line of policy which necessity dictates in the present circumstances.

The failure of the Greco-Turkish dialogue and the decision of the Greek Government regarding the withdrawal of the Greek forces, stationed in Cyprus for over three years, have created circumstances and conditions dictating a reapprisal of the handling of the Cyprus problem.

I am aware that owing to the recent unfavourable developments, there is an atmosphere of uncertainty and concern among the Greek Cypriots, and the question which is uppermost in their minds is as to the future course and the prospects of a feasible solution.

I have repeatedly stated in the past that we desire to live in harmony with the Turks of Cyprus. We do not wish to deprive them of their rights as equal citizens, far less do we aim at their extermination. On the contrary we are prepared to grant to the Turkish Cypriots certain additional privileges. This intention we communicated sometime ago to the Secretary General of the United Nations.

I consider it necessary on this occasion to stress that the Constitution of an independent and unitary State should be governed by democratic principles, be approved by the people, and be subject to amendments by Democratic machinery, in accordance with the will of the people as a whole. That part, however, which will constitute the "Charter of Rights" of the Turkish community will be entrenched. In the very near future a document will be drawn up on the above lines which

could form the basis for discussion. It is possible that other texts may be presented by other sides. We do not exclude their discussion, the more so if such discussions and any talks take place within the framework of the "Good Offices" of the Secretary-General.

In the mean time we will continue our efforts for the restoration of peace and normal conditions in the island. It is to be regretted that the Turkish Cypriot leadership, by its decision to establish a "Cyprus Turkish Administration", has prevented the extension of pacification measures to the whole of the Island. The measures announced last week will be operative as from midnight to-night.

Finally, I wish to announce a personal decision. The Cyprus question has now entered its most critical phase. Courageous decisions and important initiatives are required if we are to break the present dead-lock. A solution must necessarily be sought within the limits of what is feasible, which does not always coincide with the limits of what is desirable. In these circumstances, I feel I cannot continue as President without renewal of the mandate of the people. I am not deserting in critical moments, nor am I abandoning the field in time of struggle. I have, however, reached the conclusion that the Cyprus people should be given the opportunity to pronounce on me and to express its will as to the handling of the Cyprus problem. I am not motivated by ambitions of a personal nature, nor by any personal or party interests. I am simply the servant of the people at a critical time, devoting all my efforts to their service, and having the moral satisfaction of their love and confidence. If it is the view of the people that my services are inadequate, it may chose another leader. I am ready to submit to the will of the people, expressed through elections. (অনুস্থিতি—৩)

এ চিঠির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে মনে পড়ছে মহাত্মা গান্ধীর চিঠি, চৌরিচৌরা বিপ্লবের পর যা লেখা হয়েছিলো,—এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর ও রামগড় কংগ্রেসের আগে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগপত্র।

তবু কতো প্রভেদ।

উভয়েই পদত্যাগ করেছেন খানিকটা অভিমান বশে, খানিকটা প্রয়োজন-মত ময়দানে ফিরে আসার আশা রেখে। উভয়েই ক্ষীয়মান মর্যাদা ও প্রবল প্রতিপক্ষতার মুখে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু স্বদেশবাসীদের ৯৬% ভোটে অনুমোদিত কোন নেতা স্বেচ্ছায় পুনশ্চ স্বদেশবাসীদের কাছ থেকেই নতুন করে ফতোয়া নেবার জন্য পদত্যাগ করছেন এর তুলনা সহজে মেলে না। রাজন্যবর্গের ভাতা বন্ধ করার ব্যাপারে ভারতের ইন্দিরা-গান্ধী সরকার ধাক্কা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জনতার কাছে ফিরে এসেছেন মতের জন্য। কিন্তু সে সরকারের জীবদ্দশা শেষ হয়েই এসেছিলো। ম্যাকারিঅস্ কিন্তু পুরোপুরি দেমক্রাসীর সম্মানে EOKA, ENOSIS, AKEL এবং তুরস্ক প্রভাবিত জনতার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। নতুন করে নিজে যে বিধান মানতে চান সেই বিধান সাধারণে প্রচার করে সেই বিধানের ওপর মত চাইলেন।

পৃথিবীর কূটনীতিমহল চমকে উঠলো। ম্যাকারিঅস্ এ বিপদ কেন ডেকে আনলেন। দেশের সেবা করাই যাঁর উদ্দেশ্য জনতার কাছে দাঁড়ানোয় তাঁর বিপদ নেই। 'আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি ··ধন্য করো দাসে। সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।"

সাইপ্রাস পুনশ্চ তাঁকে বরণ করলো। গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা দুলে উঠলো। কিন্তু পর পর উড়ো চিঠি আসতে লাগলো যে মানুষটাকে খুন করা ছাড়া নাকি আর উপায় নেই।

তার শেষ চেষ্টা হয়ে গেল এই সেদিন—৮ই মার্চ, ১৯৭০! আর জানুয়ারী ১৯৭১-এ ধীর বীর এ সন্ন্যাসী চলে গেলেন সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথ কনফারেন্সে।

মনে পড়ে বলেছিলেন ম্যাকারিঅস্,—"ও! গুলি?—হ্যাঁ, ওরা আমাকে বলছিলো বটে। কিন্তু সে ভয় করে কী করবো?"

অন্য হলে 'শক' হতো। কাঁপতো। উনি হেলিকপ্টার থেকে নেমে বিমান বাহকের আহত দেহ বুকে বেঁধে নেমেছেন; তারপর সেই রক্তমাখা পোশাকেই কোথায় গিয়ে পৌরোহিত্য করতে হবে—চলে গেলেন, অন্য হেলিকপ্টারে।

LETTER TO PRIME MINISTER INONU FROM PRESIDENT JOHNSON : DATED JUNE 5, 1964.

Dear Mr. Prime Minister,

I am gravely concerned by the information which I have had through Ambassador Hare from you and your Foreign Minister that the Turkish Government is contemplating a decision to intervene by military force to occupy a portion of Cyprus. I wish to emphasize, in the fullest friendship and frankness, that I do not consider that such a course of action by Turkey, fraught with such far reaching consequences, is consistent with the commitment of your government to consult fully in advance with United States. Ambassador Hare has indicated that you postponed your decision for a few hours in order to obtain my views. I put to you personally whether you really believe that it is appropriate for your government, in effect, to present an ultimatum to an ally who has demonstrated such staunch support over the years as has the United States for Turkey. I must, therefore, first urge you to accept the responsibility for complete consultation with the United States before any such action is taken.

It is my impression that you believe that such intervention by Turkey is permissible under the provisions of the Treaty of Guarantee of 1960. I must call your attention, however, to our understanding that the proposed intervention by Turkey would be for the purpose of supporting an attempt by Turkish Cypriot leaders to partition the island, a solution which is specifically excluded by the Treaty of Guarantee. Further, that treaty requires consultation among the guarantor powers. It is the view of the United States that the possibilities of such consultation have by no means been exhausted in this situation and that, therefore, the reservation of the right to take unilateral action is not yet applicable.

I must call to your attention also, Mr. Prime Minister, the obligations of NATO. There can be no question in your mind that a Turkish intervention in Cyprus would lead to a military engagement between Turkish and Greek forces. Secretary of State Rusk declared at the recent meeting of the ministerial council of NATO in The Hague that war between Turkey and Greece must be considered as "literally unthinkable." Adhesion to NATO, in its very essence, means that NATO countries will not wage war on each other. Germany and France have buried centuries of animosity and hostility in becoming NATO allies; nothing less can be expected from Greece and Turkey. Furthermore, a military intervention in Cyprus by Turkey could lead to

direct involvement by the Soviet Union. I hope you will understand that your NATO allies have not had a chance to consider whether they have an obligation to protect Turkey against the Soviet Union if Turkey takes a step which results in Soviet intervention without the full consent and understanding of its NATO allies.

Further, Mr. Prime Minister, I am concerned about the obligations of Turkey as a member of the United Nations. The United Nations has provided forces on the island to keep the peace. Their task has been difficult but, during the past several weeks, they have been progressively successful in reducing the incidents of violence on that island. The United Nations Mediator has not yet completed his work. I have no doubt that the general membership of the United Nations would react in the strongest terms to unilateral action by Turkey which would defy the efforts of the United Nations and destory any prospect that the United Nations could assist in obtaining a reasonable and peaceful settlement of this difficult problem.

I wish also, Mr. Prime Minister, to call your attentian to the bilateral agreement between the United States and Turkey in the field of military assistance. Under Article IV of the agreement with Turkey of July 1947, your government is required to to obtain United States consent for the use of military assistance for purposes other than those for which such assistance was furnished. Your government has on several occasions acknowledged to the United States that you fully understand this condition. I must tell you in all candor that the United States cannot agree to the use of any United States supplied military equipment for a Turkish intervention in Cyprus under present circumstances.

Moving to the practical results of the contemplated Turkish move, I feel obligated to call to your attention in the most friendly fashion that fact that such a Turkish move could lead to the slaughter of tens of thousands of Turkish Cypriots on the island of Cyprus. Such an action on your part would unleash the furies and there is no way by which military action on your part could be sufficiently effective to prevent wholesale destruction of many of those whom you are trying to protect. The presence of United Nations forces could not prevent such a catastrophe.

You may consider that what I have said is much too severe and that we are disregardful of Turkish interests in the Cyprus situation. I should like to assure you that this is not the case. We have exerted ourselves both publicly and privately to assure the safety of Turkish Cypriots and to insist that a final solution of the Cyprus problem should rest upon the consent of the parties

most directly concerned. It is possible that you feel in Ankara that the United States has not been sufficiently active in your behalf. But surely you know that our policy has caused the liveliest resentments in Athens (where demonstrations have been aimed against us) and has led to a basic alienation between the United States and Archbishop Makarios. As I said to your Foreign Minister in our conversation just a few weeks ago, we value very highly our relations with Turkey. We have considered you as a great ally with fundamental common interests. Your security and prosperity have been a deep concern of the American people and we have expressed that concern in the most practical terms. You and we have fought together to resist the ambitions of the communist world revolution. This solidarity has meant a great deal to us and I would hope that it means a great deal to your government and to your people. We have no intention of leading any support to any solution of Cyprus which endangers the Turkish Cypriot community. We have not been able to find a final solution because this is admittedly, one of the most complex problems on earth. But I wish to assure you that we have been deeply concerned about the interests of Turkey and of the Turkish Cypriots and will remain so.

Finally, Mr. Prime Minister, I must tell you that you have posed the gravest issues of war and peace. These are issues which go far beyonnd the bilateral relations between Turkey and the United States. They not only will certainly involve war between Turkey and Greece but could involve wider hostilities because of the unpredictable consequences which a unilateral intervention in Cyprus could produce. You have your responsibilities as chief of the government of Turkey ; I also have mine as President of the United States. I must, therefore, inform you in the deepest friendship that unless I can have your assurance that you will not take such action without further and fullest consultation I cannot accept your injunction to Ambassador Hare of secrecy and must immediately ask for emergency meetings of the NATO Council and of the United Nations Security Council.

I wish it were possible for us to have a personal discussion of this situation. Unfortunately, because of the special circumstances of our present constitutional position, I am not able to leave the United States. If you could come here for a full discussion I would welcome it. I do feel that you and I carry a very heavy responsibility for the general peace and for the possibilities of a sane and peaceful resolution of the Cyprus problem. I ask you, therefore, to delay any decisions which you and your colleagues might have in mind until you and I have had the fullest and frankest consultation.

Sincerely,
LYNDON B. JOHNSON

LETTER FROM Dr. GALO PLAZA TO U. N. SECRETARY-GENERAL, U THANT

Quito (Ecuador)
22 December, 1965.

Your Excellency,

You will recall that after the Government of Turkey and the Turkish Cypriot leadership made known last April their negative reaction to my report on the mediation activities on Cyprus, I agreed at your request to remain at the disposal of the parties concerned for the continuation of the mediation effort in accordance with the Security Council resolution of 4 March, 1964.

It was not without long and painstaking thought that I took this decision, for I found myself faced with a most difficult dilemma. On the one hand, the controversy that had arisen over my report did not concern me alone, but through me it affected the principle of United Nations mediation and therefore all future mediation activities.

On the other hand, I was fully aware that as long as the Turkish side maintained its negative attitude, I could not function effectively as mediator.

In spite of this, I agreed to remain at the disposal of the parties because I was still hopeful that certain new elements would be injected into the Cyprus question in the foreseeable future, which might help overcome the impasse reached in the mediation effort. I was thinking particularly of the fact that the General Assembly was scheduled to take up the question of Cyprus at its 20th Session, for the first time since the outbreak of intercommunal struggle on the island in December, 1953.

This debate of the General Assembly has now taken place. As you know, I have closely followed the recent consideration by both the General Assembly and the Security Council of the question of Cyprus, and I have taken not of the results of the deliberations of each organ, especielly insofar as they have had a bearing on the responsibilities which I assumed when you designated me as the mediator.

While I have naturally been encouraged to observe the extent of support expressed by Member States for the past efforts at mediation in the context of the Security Council Resolution of 4 March, 1964, and for the continuation of those efforts—which you yourself have always supported—I feel bound to continue to take account of the positions of those particular parties to the dispute to whom my terms of reference injoin me to address my endeavours.

Among these parties, the Government of Turkey has through a statement made by its Permanent Representative to the United Nations as recently as the meeting of the Security Council on 17 December, 1965, described as irrevocable its position that the present arrangements for mediation are unacceptable to him. As you know, the Government concerned has made it clear that this position rises from its attitude towards the contents of the Report which I submitted to you, in accordance with my terms of reference, on 26 March 1965.

I should like now to confirm to you the point of view which I have expressed to you on a number of occasions since the publication of my Report. In brief, my primary and overriding concern has been and remains for the position of the United Nations mediator personally. I am confident that you have always understood my readiness to relinquish my responsibilities as mediator at the very first moment when it might be concluded that my services could no longer contribute to the cause of mediation.

After considering the matter further in the light of the recent debates and resolution to which I have referred and of the other circumstances mentioned above, I have concluded that in the interests of the continuation of efforts to find a solution to the Cyprus problem, I should now submit my resignation from the position of mediator on Cyprus.

(*Signed*) GALO PLAZA

LETTER FROM U. N. SECRETARY-GENERAL TO Mr. PLAZA

U. N. Headquarters
New York,
30 *December*, 1966.

I acknowledge receipt of your letter of 22 December, 1965, from Quito submitting your resignation from the position of United Nations Mediator on Cyprus.

It is with great regret that I learn of your final decision on this matter. I fully sympathize with you and, as I had occasion to tell you during our recent discussions here at Headquarters, I understand your views about the difficult and awkward situation in which you have been placed by the present impasse in the mediation activities, and also your desire not to stand in the way

of a resumption of the mediation effort. I am very sorry about the circumstances that have, unnecessarily in my view, created this situation.

There can be little doubt, I fear, that it will be extremely difficult, in the light of what has happened, to reactivate the mediation procedure envisaged by the Security Council in its Resolution of 4 March, 1964. However, I will spare no efforts to bring about a resumption of mediation, and hope that the parties directly concerned will display the utmost good will towords this end. It is my most sincere hope that, in view of your wide experience and outstanding service in the cause of the United Nations, you will agree to be available for further service in one capacity or another.

I take this opportunity to express to you once more my gratitude for your willingness to continue to be at the service of the parties during these past several months, and for having done so, on your own insistence, without accepting a salary except when actively engaged in your functions.

I have had occasion to express in the past what I should like to reaffirm now, namely my deep appreciation of the work you have accomplished as United Nations mediator on Cyprus and before that as my Special Representative there. In this respect I refer particularly to your report, which I continue to regard as a most important contribution to the search for a just and lasting solution to the Cyprus problem.

It is my intention to have your letter and this reply circulated as a Security Council Document.

(*Signed*) U THANT.

অনুসৃতি—৩

STATEMENT BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC ARCHBISHOP MAKARIOS : DATED 12 JANUARY, 1968

The President of the Republic of Cyprus His Beatitude Archbishop Makarios issued on 12 January, 1968 a statement, the text of which is given here below:

"The Cyprus problem has entered a critical stage, the two main factors which contributed to this development were the failure of the Greco-Turkish dialogue and the recent withdrawal from Cyprus of the Greek forces. I do not consider this time as

appropriate for expressing views or making comments on these two events. I shall only refer briefly to the present position of the Cyprus problem and the line of policy which necessity dictates in the present circumstances.

The failure of the Greco-Turkish dialogue and the decision of the Greek Government regarding the withdrawal of the Greek forces, stationed in Cyprus for over three years, have created circumstances and conditions dictating a realistic reappraisal of the handling of the Cyprus problem.

I am aware that, owing to the recent unfavourable developments, there is an atmosphere of uncertainty and concern among the Greek Cypriots, and the question which is uppermost in their minds is as to the future course and the prospects of a feasible solution.

I have repeatedly stated in the past that we desire to live in harmony with the Turks of Cyprus. We do not wish to deprive them of their rights as equal citizens, far less do we aim at their extermination. On the contrary we are prepared to grant to the Turkish Cypriots certain additional privileges. This intention we communicated some time ago to the Secretary-General of the United Nations.

I consider it necessary on this occasion to streess that the Constitution of an independent and unitary State should be governed by democratie principles, be approved by the people and be subject to amendment by democratic machinery, in accordance with the will of the people as a whole. That part, however, which will constitute the 'Charter of Rights' of the Turkish community, will be entrenched. In the very near future a document will be drawn up on the above lines which could form the basis for discussion. It is possible that other texts may be presented by other sides. We do not exclude their discussion, the more so if such discussions and any talks take place within the framework of the 'Good Offices' of the Secretary-General.

In the meantime we will continue our efforts for the restoration of peace and normal conditions in the island. It is to be regretted that the Turkish Cypriot leadership, by its decision to establish a 'Cyprus Turkish Administration' has prevented the extension of pacification measures to the whole of the Island. The measures announced last week will be operative as from midnight tonight.

Finally, I wish to announce a personal decision. The Cyprus question has now entered its most critical phase. Courageous decisions and important initiatives are required if we are to break the present deadlock. A solution must necessarily be sought within the limits of what is feasible, which does not always

coincide with the limits of what is desirable. In these circums tances, I feel I cannot continue as President without renewal of the mandate of the people. I am not deserting in critical moments, nor am I abandoning the field in time of struggle. I have, however, reached the conclusion that the Cyprus people should be given the opportunity to pronounce on me and to express its will as to the handling of the Cyprus problem. I am not motivated by ambitions of a personal nature, nor by any personal or party interests. I am simply the servant of the people satisfaction of their love and confidence. If it is the view of the people that my services are inadequate, it may chose another leader. I am ready to submit to the will of the people expressed through elections."